সিদ্ধান্তসার

বা

সনাতন ধর্ম্মের উপক্রমণিকা

শ্রীবিহারীলাল সরকার বি-এল্
([redacted])
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১৯৩২--

মূল্য দুই টাকা।

শ্রীসরসিলাল সরকার বি-এল্
(উকীল, জজকোর্ট, আলিপুর)
পি-৩৭৭ ~~১১২।১এ~~, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

১—৬ ফর্ম্মা ডাইনো প্রিন্টিং ওয়ার্কসে, শ্রীভূতনাথ সরকার,
৭—৮ তারা প্রেসে, শ্রীশশধর ঘোষ,
৯—১৬ ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং পাবলিশিং কোং, শ্রীবিজয় সিংহ,
১৭ হইতে অবশিষ্ট—
কালীতারা প্রেস, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়—কর্ম্মশক্তি ... ... ১—১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়—বেদান্তমত ... ১৫—২২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ। অনুবন্ধ চতুষ্টয় ১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অন্যান্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। বেদান্তের প্রমাতা ৫১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। বেদান্তের প্রমাণ ৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। বেদান্তের প্রমেয় বা বিষয় ... ৭৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। বেদান্তের প্রয়োজন ১২৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ। চতুঃসূত্রীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ১৫৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ। বিবাদ ভঞ্জন ১৬১
নবম পরিচ্ছেদ। অদ্বৈত সাধনা স্বাভাবিক ... ২০৩
দশম পরিচ্ছেদ। ভারতীয় সম্প্রদায় ২২১

তৃতীয় অধ্যায়—তন্ত্রমত ... ২২৯—৩০৮

সংক্ষিপ্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২২৯
তন্ত্রমত পরিশিষ্ট (ক) ২৯০
তন্ত্রমত পরিশিষ্ট (খ) কালী কি? ৩০৪

চতুর্থ অধ্যায়—পুরাণমত ... ৩০৯—৩৭৫

প্রথম পরিচ্ছেদ। বিদুর ও উদ্ধব ৩০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। উদ্ধব ও ব্রজগোপী ৩১৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব ৩২৯

পঞ্চম অধ্যায়—অবতারের আশ্রয় ৩৭৬—৪১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়—সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন ৪১৯—৪৩৬

উৎসর্গ

ঠাকুর-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক

পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীতুরীয়ানন্দ স্বামীর

পবিত্র-স্মৃতি-উদ্দেশে

নিবেদন।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয় প্রবন্ধাকারে "উদ্বোধন" "বসুমতী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে বাহির হইয়াছিল।

ইহাতে কতকগুলি শাস্ত্রের কয়েকটী স্থূল কথা সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা শাস্ত্রাভিপ্রায় বুঝাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন ধন্য করিতেছেন; সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিরাট গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবার সম্ভাবনা ও অবসর অতি অল্প। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেবল মোটা কথাগুলি বাছিয়া অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ের মোটা কথা কয়েকটী একত্র নজরে থাকিলে, একটা সাধারণ জ্ঞান হয় এবং দৃষ্টি সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া প্রসারিত হয়, এবং উদারতার বৃদ্ধি হয়। যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয় এবং চরিত্র গঠন অর্থাৎ সাধনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সিদ্ধ মহাপুরুষদের উক্তি মিলাইয়া, শাস্ত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে কর্ম্ম, সমাজ বা ব্যক্তির মেরুদণ্ড বলা হইয়াছে এবং [illegible]য় কর্ম্ম বুঝান হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্তমত আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র, শারীরক ভাষ্য, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা,

পঞ্চদশী, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের স্থূল বিষয় গুলি একত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর অপর দুই এক খানি তন্ত্রেরও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীউদ্ধবকে যে সব ভগবদ্‌বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অবতারের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করা হইয়াছে।

কি সংসার পথে কি ঈশ্বর পথে অগ্রসর হইতে হইলে কর্ম্ম যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অমূর্ত্ত ভগবানকে সাক্ষাৎকার করা কঠিন হইতে পারে, অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু পরম কারুণিক ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্তি স্বীকার করিয়া মাঝে মাঝে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। জীব তাঁহার সঙ্গে নিজ জনের মত ব্যবহার করিয়া ধন্য হয়। তখন তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং জীব অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়। সম্বল মাত্র বিশ্বাস। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রয়াণ কালে বলিয়াছেন, "দেখ্, একটী বিশ্বাসের পাতায় ভেসে যাচ্ছি"। হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বসাধারণের অবলম্বনীয় এই সার সত্যটী বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

"ধর্ম্ম-উপদেশ" এক জিনিষ, আর "ধর্ম্ম জীবন" আর এক জিনিষ। নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি পরস্পর বিরোধী না হইয়া সিদ্ধপুরুষে কেমন একসঙ্গে মানাইয়া যায়, তাহা দেখান হইয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্রদ্বারা উপনিষদের বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বেদান্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন-সুলভ নিজ আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তন্ত্র অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণ অধিদৈব অর্থাৎ ভগবান বিষয় উপদেশ দিয়াছেন। দৃশ্যতঃ উপদেশ বিভিন্ন হইলেও বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রের একই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। যেমন উপনিষদ্ ও বেদান্ত উপদেশ দিয়াছেন জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য। মহানির্ব্বাণও অনেক কর্ম্ম উপদেশ দিয়া শেষে বলিতেছেন,

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ মায়াকল্পিত। একমাত্র পরব্রহ্ম সত্য। ইহা অবগত হইয়া সুখী হও।

উপনিষদ্ ও বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। মহানির্ব্বাণও বলিতেছেন,

ন মুক্তির্জপনাৎ হোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহম্ ইতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

জপ করিলে মুক্তি হয় না। হোম করিলে মুক্তি হয় না। শত উপবাস করিলে মুক্তি হয় না। "আমি ব্রহ্ম" দেহধারী ইহা জানিলে মুক্ত হয়।

বিশেষতঃ কতক বিষয়ে বেদান্ত বা স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্র ও পুরাণ উদার। দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলে বিশদ হইবে। এতদ্দেশে কতক লোকের অভিমত যে ব্রাহ্মণেতর জাতিদের "ওঁ" উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই। 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' এটী ব্রহ্মমন্ত্র। মহানির্ব্বাণ বলিতেছেন ব্রহ্মমন্ত্রে সকল বর্ণের অধিকার আছে।

বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ।

ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকলের এই মন্ত্রে অধিকার আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,

ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।

ভক্তি চণ্ডালকে জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

একটী ধারণা আছে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। কিন্তু মহানির্ব্বাণ বলিতেছেন,

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।

কুলাবধূত সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পঞ্চ বর্ণের সন্ন্যাসে অধিকার আছে।

সনাতন ধর্ম্মের একটী উপক্রমণিকা প্রকাশ করিবার মানসে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য—এই গ্রন্থের সঙ্কলন কার্য্যে মহামহোপাধ্যায় কালীবর বেদান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জজ্ উড্রোফ সাহেব প্রভৃতির লেখা হইতে এবং শ্রীম—কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। অতএব উঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আমার সময়ের অভাববশতঃ এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে বহু ত্রুটী ও ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

সিদ্ধান্ত-সার।

প্রথম অধ্যায়।

কর্ম্মশক্তি।

আচার্য্যের মত।

বিচক্ষণ চিকিৎসক যেরূপ দেহের নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন, আচার্য্যগণ সেইরূপ ব্যক্তি ও জাতির মনের নাড়ী দেখিয়া ব্যবস্থা করেন। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামী বর্ত্তমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান ভারত ঘোর তমোচ্ছন্ন। সাধারণ ভারতবাসী সত্ত্ববৃত্তির অহঙ্কার করে বটে, কিন্তু তাহার সত্ত্ববৃত্তি খুব কম। সে জন্য তিনি ভারতে রজোগুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতবাসী দেহের জড়তায়, মনের জড়তায়, বুদ্ধির জড়তায়, জড় হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের বটে, কিন্তু তাহা এই তমোচ্ছন্ন লোকের কিছু উপকারে আসিতেছে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভাত বাসি হ'লে খাওয়া চলে, কিন্তু পোলাও বাসি হ'লে পচে যায়। আমাদের পোলাও পচেছে।"

জড়তা বা তমোভাব নষ্ট হইয়া রজোগুণ প্রকাশ হইলে, তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্বামীজী এই জন্য বর্ত্তমান ভারতে কর্ম্মজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য শান্তবৃত্তি। বৈরাগ্য খুব উপাদেয়; কারণ, জ্ঞানের সাহায্য করে। বৈরাগ্য মানে ভোগে বিরক্তি। সাধারণতঃ অনেকের ভোগে অনুরক্তি থাকে, ভোগে ঠিক বিরক্তি খুব কম দেখা যায়, অধিকাংশের ভোগে বিশেষ অনুরক্তি, কিন্তু ভোগের উপায়ে বিরক্তি। ভোগের উপায়ে বিরক্তি হেতু ভোগে অনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও ভোগ লাভ হয় না। ভোগ কর্ম্ম সাপেক্ষ, কর্ম্ম দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধিসাপেক্ষ। পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস, মস্তিষ্ক চালনা প্রভৃতি ভোগের উপায়। যদিচ ভোগে খুব অনুরক্তি কিন্তু এইগুলিতে বড় বিরক্তি, সে জন্য ভোগ লাভ হয় না। পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস, মস্তিষ্কচালনা এগুলি রজোগুণে হয়, আর জাড্য, অনুদ্যম, ভয়, বুদ্ধির জড়তা এগুলি তমোগুণের লক্ষণ। বৈরাগ্য সত্ত্বগুণ হইতে হয়। আমরা তমোতে আচ্ছন্ন, কিন্তু বড়াই করি বৈরাগ্যের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের; আর যাহারা রজোগুণী, তাহাদের নিন্দা করি; তাহাদের বলি,—Materialistic Civilization জড়বাদী। উদরে অন্ন নাই, কোমরে বস্ত্র নাই, পায়ে জুতা নাই, স্ত্রী-পুত্রের মুখ সর্ব্বদা মলিন, অন্তর দুঃখে দগ্ধ হইতেছে, আর বলিতেছি আমরা অল্প ভোগেই সন্তুষ্ট, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ, আমাদের বৈরাগ্য মজ্জাগত। ইহা অপেক্ষা কপটতা আত্ম-বঞ্চনা আর নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করে না, অথচ মনে মনে বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত, সে ব্যক্তি কপটাচার।

সত্য বটে, যে অসন্তুষ্ট, সে দরিদ্র, যে সন্তুষ্ট, সেই ধনী। কিন্তু

বাস্তবিকই কি তুমি সন্তুষ্ট? কখনই নও। তুমি উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেছ "আর ভাই, এক রকম কোয়ে চলে গেলেই হ'ল, কটা দিন বই ত নয়।" তোমার এ সন্তুষ্টির কথা নয়, এ হতাশের কথা। "কটা দিন বই ত নয়" এটা বিষম ভুল। তোমার সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষান্তস্থায়ী, অতএব বলিতে হইবে, তুমি অনন্তকালস্থায়ী। যেমনটি আছ, ঠিক সেই রকমটি পুনরায় হইবে। আজ আমি যেমনটি আছি, নিদ্রার পর কল্যও আমি সেই রকমটি পুনরায় থাকিব। নিদ্রায় যেমন স্বভাব বদলায় না, মৃত্যুমোহেও তেমনই স্বভাব বদ্‌লায় না।

আর তোমার বৈরাগ্য কোথায়? তোমার হাতে যেটা আছে, সেটাতে তোমার ত বিরক্তি কিছু নাই। এ দেশে মেয়ে সস্তা, কই মেয়েতে তোমার বৈরাগ্য ত নাই। পেটে অন্ন নাই, কিন্তু বিবাহ ত করিতেছ! আর বৎসর বৎসর ছেলে মেয়ের সংখ্যা ত ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আবার তোমার মুড়ো তেঁতুলগাছের একখানা তেঁতুল লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা প্রতিবেশীর সহিত বেশ বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব তোমার হাতে যেটা আছে, সেটাতে ভোগেচ্ছা তোমার কম নাই, আর যেটা তোমার শক্তিতে কুলায় না, সেটিতে তোমার বৈরাগ্য। আর মনকে প্রবোধ দিতেছ, তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া আছ। তোমার এক তিলও বৈরাগ্য নাই। তোমার এ ক্লীবতা।

যে নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অন্নবস্ত্র জুটাইতে পারে না, সে পরিশ্রমের ভয়ে বৈরাগ্যের ভাণ করে, হাসির কথা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি বল, কোন উপায় নাই, তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? জান না কি, নারীরা মহামায়ার অংশ, তাঁহারা পূজা লইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের

বসন, ভূষণ, আহার্য্য, পানীয় দিয়া পূজা করিতে হয়। এই সব অন্নক্লিষ্টা বসন-ভূষণহীনা মহামায়াদের শ্বাসবহ্নিতে তোমার ইহকাল ত দগ্ধ হইলই, পরকালও দগ্ধ হইল। "কটা দিন" নয়। জীব অনন্তকাল স্থায়ী। জীবের দায়িত্বও অনন্তকাল স্থায়ী। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মা ক্লৈব্যং গমঃ" ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। তোমার এ সত্ত্বগুণ নহে, তোমার বিষম তমোগুণ। তম নাশ করিয়া রজ আন, তাহার পর সত্ত্বগুণ। সে অনেক দূরের কথা। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "যারা পেটের অন্ন জুটাতে পারে না, তাদের ঈশ্বর লাভ? তাদের বৈরাগ্য?"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যুবকদের বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন। বিবাহ না করিলেই গেরুয়া লইতে হইবে, এ কথা কেহ বলে না। বিবাহের দায়িত্ব বুঝিয়া বিবাহ করা উচিত; ইহাই তাহার কথার মর্ম্ম। যাহাদের অন্নের সংস্থান আছে বা যাহারা নিজে উপযুক্ত, তাহাদের বিবাহ করিতে কেহ নিষেধ করে না।

তাহার পর উপায়ের কথা। পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম, মস্তিষ্কচালনা করিলেই উপায় বাহির হইয়া পড়িবে। গতানুগতিক পথ অবলম্বন করা বুদ্ধিচালনা নহে। পূর্ব্বপুরুষ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিব, এ সঙ্কল্প বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। অথবা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ উপায় অবলম্বন লোকে করিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিব, এ সঙ্কল্পও বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, বর্ত্তমান কালের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, তবেই জীবন-সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারিবে। অত্যধিক পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম করিতে করিতে ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে করিতে উপায় বাহির হইবে।

প্রথম প্রথম অনেক উদ্যম নিষ্ফল হইবে, তাহাতে দমিলে চলিবে না। নিষ্ফল উদ্যম ভাবী সফলতার পথ দেখাইয়া দিবে। নিষ্ফল হওয়াও ব্যর্থ যাইবে না। কারণ, তুমি সত্যের সহিত, ন্যায়ের সহিত উদ্যম করিয়াছ, সে জন্য তোমার তমোভাব কাটিয়া গিয়াছে, তোমার রজোগুণ আসিয়াছে, ইহা তোমার মহালাভ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ হইবে, আর জয়লাভ করিলে মহীভোগ করিবে। অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে সত্যের সহিত—ন্যায়ের সহিত যদি কোন উদ্যম করিয়া থাক, আর যদি ঐ উদ্যম নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে ও তোমার তমোভাব কাটিয় রজোগুণ আসিয়াছে, সেটা তোমার মহালাভ। তোমার ভাবী কল্যাণ নিশ্চয়। কারণ, ভিতরে মাল তৈয়ার হইয়া গেল, আর যদি সফল হও, তাহা হইলে যাহা চাহিতেছিলে, তাহা ভোগ করিতে পারবে।

ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত, তুমি অনন্ত পথের পথিক, তোমার নাশ নাই। তুমি যাহা করিতেছ, কোনটাই ব্যর্থ নহে, সবই জমা থাকিতেছে। অতএব সকলের উচিত, ক্লীবতা ত্যাগ করা। কুড়েমী করিয়া জড় হইয়া যাইও না। জড়তা বৈরাগ্য নহে। জড়েরাই লক্ষী-ছাড়া হইয়া থাকে। উদ্যমশীল পুরুষরাই লক্ষীলাভ করে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।"

অল্পসুখ ইহলোকে অযাজ্ঞিকের অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মার স্থান নাই, আর বহুসুখ পরলোকে কি করিয়া তার স্থান হইবে?

কর্ম্মের ছোট বড়।

অনেকের ধারণা, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ খুব বড় কাজ, আর রাখালের গরু চরানো, কি মুদির তেল-লুণ বেচা, কি চাকরের বাসন মাজা, খুব ছোট কাজ। ছোট বড় যদি ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে জজীয়তী নিশ্চয় বড় কাজ, আর মুটেগিরি খুব ছোট কাজ। কারণ, জজীয়তীতে বহু টাকা আইসে, আর মুটেগিরিতে উদরান্ন জোটান ভার। কর্ম্মের আর একটি দিক আছে, সেটি হইতেছে,— জগৎ মহামায়ার, কর্ম্ম-বিভাগও মহামায়ার। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

কর্ম্ম-বিভাগ তিনিই করিয়াছেন, ইহা জানিয়া যদি কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে জজীয়তী ও মুটেগিরি একই বোধ হইবে। মা যাহাকে যে কাজ দিয়াছেন, সে সেই কাজ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিবে। জজীয়তী করারও যে ফল, মুটেগিরিতেও সেই ফল। জজীয়তী করিয়াও বেশী ফল হইবে না, মুটেগিরিতেও কম ফল হইবে না, কর্ম্মের এই ভাবটা স্বামীজী খুব নজরে আনিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীরা তাঁহার মঠে কেহ বাগান করিতেছে, কেহ গোয়াল সাফ করিতেছে, কেহ প্রবন্ধ লিখিতেছে কেহ বাজার করিতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ বেদান্ত শিক্ষা দিতেছে, কেহ রোগীর সেবা করিতেছে, সকলেই জানে ঠাকুরের কাজ; নিজের জন্য কিছু করিতেছে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি যাহাই হউন, নিজ নিজ অধিকার বিহিত কর্ম্ম করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে; অতএব কর্ম্মের ছোট বড় নাই। সব কর্ম্মই মা'র। বেদ পড়ান, মুচির জুতা তৈয়ারী

মেথরের নর্দ্দামা সাফ, সবই মা'র পূজার উপকরণ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"

কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। Work is worship. তবে কর্ম্মের একটি বিভাগ আছে, বৈধ ও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিশ্চয় খারাপ। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ অর্জ্জিত হয়। নিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কিন্তু আবার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্ম করিতে গেলে কিছু না কিছু পাপ আছেই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত; যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকিবে। নির্ধূম পাবক যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অপাপস্পৃষ্ট কর্ম্মও অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগ বিধেয় নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"

তোমার জন্মের সঙ্গে কর্ম্মেরও জন্ম হইয়াছে। সেজন্য কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না।

দীনহীন ভাব।

ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া জুতা দেখিলেই ঠাকুর চটিতেন। কারণ, এগুলি তমোভাবের পরিচয়। সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ চট্‌পটে ভাব রজোগুণের পরিচয়। কাহারও ধারণা, দীনহীন ভাব খুব ধর্ম্মের লক্ষণ। দীনহীন ভাবটা অতি খারাপ জিনিষ। স্বামীজী বলিতেন, "আমি কিছু না—কিছু না মনে করতে করতে সত্য সত্যই

কিছু নয় হয়ে যায়।” নিরহঙ্কার ও দীনহীন ভাব এক জিনিষ নহে। মহাভারতে আছে, কর্ণ যখন রথী হইলেন, শাল্ব তাঁহার সারথি হইলেন, শাল্ব একটু বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবরা না-ও পারিয়া উঠিতে পারেন। তিনি মৎলব করিয়া কর্ণের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, “তুমি রাধেয়, তোমার আবার শৌর্য্যবীর্য্য কি?” কর্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন, শাল্ব কিন্তু কিছুতেই থামিলেন না; অনবরত “তুমি রাধেয়, তোমার আবার কিসের শৌর্য্যবীর্য্য? অর্জ্জুন তোমা অপেক্ষা ঢের বড়” এইরূপ নিন্দা করাতে রণক্ষেত্রে কর্ণের বাস্তবিক শৌর্য্যবীর্য্যের হ্রাস হইয়া গেল, এবং ভুল হইতে লাগিল। নিন্দাবাদে তেজের হ্রাস হয়। কাহাকেও যদি রাত্রি দিন বলা যায়, “তুমি কিছু নও—তুমি কিছু নও,” দিনকতক পরে তাহার মনে হয়, সত্যই আমি কিছু নই। ভগবান বলিয়াছেন,—

“নাত্মানমবসাদয়েৎ।”

নিজেকে সেইরূপ দীন ভাবিতে নাই। উহাতে নিজের শক্তির হ্রাস হয়। ঠাকুর বলিতেন,—“সর্ব্বদা যে পাপী পাপী ভাবে, সে পাপী হয়ে যায়। যে সর্ব্বদা বদ্ধ বদ্ধ ভাবে, সে বদ্ধ হয়ে যায়। যে সর্ব্বদা মুক্ত মুক্ত ভাবে, সে মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।” আরও বলিতেন,—“সর্ব্বদা মুক্তাভিমান খুব ভাল।”

শান্তি।

কেহ কেহ বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে লোকের বড় শান্তি ছিল। জমীতে ধান, পুকুরে মাছ, বাটীতে গাভী, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইত না, লোক পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইত। হাঁ! তখন জুতা

জামার রেওয়াজ ছিল না, আট হাতি একখানা কাপড়েই চলিত। এক্ষণে জুতা পরিতে হয়, জামা গায়ে দিতে হয়। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজে যাইতে হয়। বড় হইলে আফিস, আদালত, দোকান, কারখানায় যাইতে হয়। তাস, পাশা, দাবা, বারওয়ারির বাঁশ কাটার অবসর নাই। বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। প্রকৃতির আনুকূল্যে পেন্সন ভোগ করাটাই শান্তি বলিয়া এ দেশের সাধারণের ধারণা। দীর্ঘকাল এইরূপ জীবন যাপন করিয়া তাহারা একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে। একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে, এটা কর্ম্মক্ষেত্র, খাটিবার জন্য এখানে আসা। জীবন মানে কর্ম্ম, বিশ্রাম মানে নিদ্রা বা মৃত্যু। যে দিন হইতে যুরোপীয় জাতির সহিত সন্নিকর্ষ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তোমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তোমার বহু শতাব্দীর তমোনিশা ধীরে ধীরে যাইতেছে। বর্ত্তমানে একটু রজ দেখা দিয়াছে। চেষ্টা, উদ্যম, সাহস একটু একটু আসিতেছে। এই রজোগুণকে Materialistic (জড়বাদ) বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম হইবে। যদি বল, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা তোমার ভুল। তোমার পূর্ব্বমীমাংসা এই রজোগুণ বৃদ্ধি ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছে। যদি বল, অপর প্রবল জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। কর্ম্ম বা প্রতিযোগিতায় ভয় পাইলে চলিবে কেন? কাপুরুষ ক্লীবরাই ভয় পায়। সত্যের সহিত—ন্যায়ের সহিত সাহস, উদ্যম, বুদ্ধিচালনা করিলে সব বাধা চূর্ণ হইয়া যাইবে, ভগবান্ সহায় হইবেন। বিশেষতঃ তোমার বেদই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"

এই জীবই সর্ব্বেশ্বর—এই জীবই সর্ব্বজ্ঞ।

তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে, তোমার সব জানা আছে। তুমি

মোহাচ্ছন্ন হইয়া বলিতেছ, তুমি নিরুপায়। তোমার শক্তি তোমার বুদ্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে, চেষ্টা কর, সব শক্তি প্রকট হইবে। অপর জাতি সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে বলিয়া কেবল ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন? তাহারা কত পরিশ্রম—কত উদ্যম করিয়া এই সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। তুমি বসিয়া বসিয়া সেই সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? তুমি যখন নিশ্চিন্ত মনে বহু শতাব্দী ধরিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইয়াছ, তখন এই সব জাতি প্রাণের মায়া না করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মায়া না করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। কিসে বাণিজ্যবিস্তার হয়, কোথায় যাইলে সুবিধা হয়, এই সব চিন্তা করিতে করিতে মাথা কুটিয়া ফেলিয়াছে। নীরবে কত জীবন সমুদ্রগর্ভে—বিদেশে—জঙ্গলে উৎসর্গ করিয়াছে, তাই তাহাদের বংশাবলী আজ সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। তাহাদের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় তুমি বলিতেছ, ওরা Materialistic (জড়বাদী) আর আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতির আনুকুল্যে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি খুব Spiritualistic (অধ্যাত্মপর) ছিলে। দুই এক জন ঠাকুরকে দোষ দিত, তিনি রজোগুণী লোককে ভাল বাসেন, তাহাদের বাড়ীতে যায়েন। কিন্তু, তাহারা উদ্যমশীল, তাহাদের লক্ষ্মীশ্রী আছে, তাহাদের ঈশ্বরকথা দুই একটা বলিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে। তুমি লক্ষ্মীছাড়া তমোচ্ছন্ন, তুমি মুখে 'হরি হরি' বলিলেই তোমার কি সত্ত্বগুণ আছে বুঝিতে হইবে? মেয়েমানুষ তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। ঠাকুর অন্তর্দর্শী, ঠাকুর তোমাকে কি ধর্ম্মকথা বলিবেন? তুমি তমোভাব ছাড়িয়া যাহাতে লক্ষ্মীশ্রী হয়, তাহার চেষ্টা আগে কর, তাহার পর ঈশ্বরকথা শুনিও। রজোদ্বারা আগে তম নাশ কর, তাহার পর সত্ত্বগুণ বুঝিবে। ঠাকুর বলিতেন, "আচ্ছা, তবে নরেন্দ্রকে ভালবাসি-

কেন ?" তাহার মানে নরেন্দ্র বালব্রহ্মচারী, তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য, তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা, তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব। এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ঈশ্বরকথা বলিলে তাঁহার ধারণা হইবে। তাঁহাকে শান্তি উপদেশ দিতেন। শান্তি ভোগে হয় না, শান্তি ত্যাগে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ত্যাগাৎ শান্তিঃ"

ত্যাগেই শান্তি। তাহা বলিয়া শান্তি জড়ের প্রাপ্য নহে। যাহারা জড়, তাহাদের শান্তিমার্গে অধিকার নাই; তাহাদের কর্ম্মমার্গে অধিকার।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

বলহীন জড়দের শান্তিলাভ করিবার অধিকার নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

নদ নদী সমুদ্রে পড়িয়া যেমন বিলীন হয়, সেইরূপ যে মহাত্মা সমুদ্র-সদৃশ তাঁহার মনে কাম সব বিলীন হইয়া যায় তিনিই শান্তিলাভ করেন; ভোগ কামনাশীল ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করে না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' উচ্চারণ করিলেই অনেকে ভাবেন সেকেলে মান্ধাতার আমলের কথা (old idea)। কিন্তু যদি বলা যায় সমাজে চারটী বোর্ড দরকার Board of Administration শাসননীতি, Board

of Religion ধর্ম্মনীতি, Board of Commerce বাণিজ্যনীতি, Board of Labour শ্রমনীতি তাহা হইলে খুব হালি চাল (up to date) হইয়া পড়ে। এই চারিটী যে সমাজে আছে, সেই সমাজই সভ্য বলিয়া গণ্য। সমাজে ধর্ম্মশক্তি যেমন দরকার শ্রমশক্তিও তেমন দরকার। শ্রমশক্তি উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তি কি বাণিজ্যশক্তি হইতে পারে না। আবার ধর্ম্মশক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল রাজশক্তি হইতে পারে না। যে সমাজে হয় সে সমাজের আয়ু স্বল্পকাল পরিমিত।

ধর্ম্মশক্তি, রাজশক্তি, বাণিজ্যশক্তি, শ্রমশক্তি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সহায় বুঝিতে হইবে। সমাজের বা দেশের এই চতুরঙ্গ বলের একটী বলের হ্রাস হইলে সে দেশ পতিত হইবেই। রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি ত্যাগ করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ধর্ম্মনীতির ছোবড়া লইয়া থাকিলে সে দেশ 'যাদশাপন্ন' হবেই। কালের সঙ্গে সঙ্গে শাসননীতির উৎকর্ষ হইতেছে; বাণিজ্যনীতির উৎকর্ষ হইতেছে; শ্রমনীতিরও উৎকর্ষ হইতেছে। আমরা যদি কালের সঙ্গে ছুটিতে না পারি, আমরা পড়িয়া থাকিবই। অন্যান্য দেশের মনীষীরা শাসননীতির কিসে উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্যনীতির কিসে উন্নতি হয়, শ্রমনীতির কিসের পরিপুষ্টি হয়, রাত্রিদিন চিন্তা করেন। আর ভারত এ সব 'লুপ্তবিদ্যা' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে আছে। কাজেই ভারতের এই দুর্দ্দশা। ভারতের রাজনীতির উৎকর্ষ 'আমি ক্ষত্রিয়বর্ণ,' বাণিজ্যের উৎকর্ষ 'আমি বৈশ্যবর্ণ,' শ্রমনীতির উৎকর্ষ 'আমি অস্পৃশ্য,' ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ 'আমি ব্রাহ্মণ—পূজ্য', ইহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া কেবল জাতি বিচারে দাঁড়িয়েছে।

কর্ম্মশক্তি ভগবান চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মশক্তি, রাজশক্তি, বাণিজ্যশক্তি ও শ্রমশক্তি। এই এক একটী শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কোন্ কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কোন্ কোন্ শক্তি জাগান যায়,

ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম; এইগুলি ব্রাহ্মণ কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, রণকৌশল, যুদ্ধে অপলায়ন, ঔদার্য্য, নিয়মন শক্তি, ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম; এইগুলি ক্ষাত্রকর্ম্ম। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম; এগুলি বৈশ্যকর্ম্ম। পরিচর্য্যা ও কর্ম্ম; এইটী শূদ্র কর্ম্ম। এই এক একটি কর্ম্ম জাগালেই কর্ম্মজ-সিদ্ধি হবে।

"ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা"

কর্ম্মজসিদ্ধি মানুষলোকেই শীঘ্র হয়।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

'নিষ্কাম কর্ম্ম' অর্থাৎ কামশূণ্য কর্ম্ম। 'অকর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ম্ম না করা। কর্ম্ম না করিলে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সকাম কর্ম্মে আসক্তির বৃদ্ধি হয়; সেটা বন্ধন। জড়ত্ব ও বন্ধন এই উভয়বিধ বিপত্তি নিবারণের উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম। অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ আসক্তি হইবে না, এই কৌশলই নিষ্কাম কর্ম্ম। দাস কর্ম্ম করে পরের পরিতোষের জন্য। সে কর্ম্মে তাহার নিজের লাভ-অলাভ নাই, তাহার প্রভুর লাভ-অলাভ। জগতের প্রভু পরমেশ্বর। জগৎ তাঁহার, জগতের কর্ম্মও তাঁহার। সেই পরমেশ্বরের দাস মানব। আমরা যদি এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করি তাহা হইলে কর্ম্মের বন্ধন হইবে না। 'অকর্ম্মে কর্ম্ম" কর্ম্ম না করিলে নিজের জড়ত্ব এবং প্রভুর দোষ হইবে। কর্ম্মে অকর্ম্ম" কর্ম্ম করিয়াও আমার নিজের স্বার্থ নাই, দেনা পাওনা কিছুই নাই, বন্ধনের অভাব বোধ হইলে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম করা হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'

তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই।

'মা ফল হেতু ভূঃ'

কর্ম্মের ফলের হেতু হইও না। অর্থাৎ বন্ধনের পথে যাইও না। কিন্তু কর্ম্মফলে অধিকার নাই বলিয়া—

'মা সঙ্গস্ত্ব অকর্ম্মণি'

কর্ম্ম না করিতে যেন তোমার মতি না হয় অর্থাৎ জড় হইও না।

সিদ্ধান্ত-সার।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদান্ত মত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুবন্ধ চতুষ্টয়।

(ক) ভোগ ও মোক্ষ।

জীবের হাতে দুটী আছে, ভোগ আর মোক্ষ। ঈশ স্রষ্টা। জগৎ ঈশসৃষ্ট ও জীবভোগ্য, যেমন রমণী পিতৃজন্যা ভর্তৃভোগ্যা। আর জীব-ভোক্তা। জীবের হাতে সৃজন পালন লয় নাই। জীব ইচ্ছা করিলে ভোগ না করিয়া মুক্ত হইতেও পারে। ভোগ কর্ম্ম সাপেক্ষ। মোক্ষ ত্যাগ সাপেক্ষ। কর্ম্ম না করিলে ভোগ হয় না। কর্ম্ম দ্বিবিধ, লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা লৌকিক ভোগ লাভ হয়। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা পারলৌকিক ভোগ লাভ হয়। ত্যাগ না করিলে মোক্ষ হয় না।।

পূর্ব্বমীমাংসায় পারলৌকিক ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, উত্তর মীমাং-সায় মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষ দৃষ্টফল, কারণ জীবিত অবস্থায় লাভ হইতে পারে। লৌকিক ভোগে খুব অল্প সুখ আছে। পার-

লৌকিক ভোগেও সেইরূপ কিছু সুখ আছে। কিন্তু মোক্ষ পরমানন্দ বা ভূমানন্দ।

(খ) গুণত্রয়।

গুণ ত্রিবিধ, সত্ত্ব, রজ, তম।

তমগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) ক্রোধ (২) লোভ (৩) অণৃত (৪) হিংসা (৫) যাঞ্চা (৬) দম্ভ (৭) ক্লান্তি (৮) কলহ (৯) শোক মোহ (১০) দুঃখদৈন্য (১১) নিদ্রা (১২) আশা (১৩) ভয় (১৪) অনুদ্যম।

রজগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) কাম (২) কর্ম্ম (৩) মদ (৪) তৃষ্ণা (৫) গর্ব্ব (৬) আশী অর্থাৎ ধনের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা (৭) ভেদ-বুদ্ধি (৮) বিষয় ভোগ (৯) মদোৎসাহ (১০) স্তুতি প্রিয়তা (১১) উপহাস (১২) বীর্য্য (১৩) বলের সহিত উদ্যম।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) শম (২) দম (৩) তিতিক্ষা (৪) বিবেক (৫) তপঃ (৬) সত্য (৭) দয়া (৮) স্মৃতি (৯) তুষ্টি (১০) ব্যয়শীলতা (১১) বৈরাগ্য (১২) শ্রদ্ধা (১৩) লজ্জা (১৪) দান (১৫) আর্জ্জব (১৬) বিনয় (১৭) আত্মরতি।

সত্য বটে সকলেই কিছু কিছু কর্ম্ম করে এবং সকলেরই কিছু কিছু সুখের আস্বাদ আছে; প্রশ্ন হইতে পারে, অতএব তমঃ কোথায়? কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকের কর্ম্ম করিবার প্রণালী ও সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন।

কর্ম্মকর্ত্তা ত্রিবিধ—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক।

অযুক্ত প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকো লসঃ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।

অসমাহিত, অনম্র, শঠ, পরাপমানী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল, দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু: লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্নেহশীল, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, পরপীড়ক, অশুচি, হর্ষশোকান্বিত কর্ত্তা রাজস।

মুক্তসঙ্গো নহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

মুক্তসঙ্গ, গর্ব্বোক্তিবর্জ্জিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তা সাত্ত্বিক।

সেইরূপ সুখও ত্রিবিধ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥

নিদ্রা, আলস্য, কর্ত্তব্যকার্য্যে অনবধানতাপ্রযুক্ত যে সুখ, সে সুখ তামস।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ।

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ দুঃখ-সঙ্গ-সুখ রাজস।

আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।

সংযমাধীন আত্মবুদ্ধ্যুৎপন্ন সুখ সাত্ত্বিক।

অতএব জীবের ব্যবহার এক একটী গুণযুক্ত নহে, কিন্তু ত্রিগুণের সন্নিপাত বা মিশ্রণহেতু।

(গ) বন্ধন ও মুক্তি।

বন্ধন ত্রিবিধ—তম, রজ, সত্ত্ব।

তমগুণের বন্ধন। তম অজ্ঞানজ ও ভ্রান্তিজনক।

প্রমাদালস্য নিদ্রাভিঃ তৎ নিবধ্নাতি ভারত।

প্রমাদ, আলস্য অর্থাৎ অনুদ্যম ও নিদ্রা, এই কয়টীর সহিত তম দেহীকে বদ্ধ করে।

রজগুণের বন্ধন—রজ রাগাত্মক অর্থাৎ রঙিয়ে ফেলে। রজ তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক।

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনম্।

সে জন্য দেহীকে কর্ম্মে বদ্ধ করে।

সত্বগুণের বন্ধন :—সত্বগুণ স্বচ্ছ, সে জন্য প্রকাশক ও শান্ত।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।

সত্ব সুখে ও জ্ঞানে দেহীকে বদ্ধ করে।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানের এইটী সনাতন সত্য, যে তম রজ দ্বারা নাশ হয়, রজ সত্ব দ্বারা নাশ হয়, সত্ব উপশম দ্বারা নাশ হয়।

"সত্ত্বেন অন্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈবহি।"

সত্বগুণ দ্বারা তম ও রজ নাশ করিবে, আর দয়াদি সত্ব বৃত্তি, উপশম বা শান্তি দ্বারা নাশ করিবে।

এই কয়টী ভগবদ্‌বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, অনুদ্যম, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি তমোভাব কর্ম্মদ্বারা নাশ করা যাইতে পারে। তৃষ্ণা ও আসক্তি কর্ম্মের প্রচোদক।

সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা, তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তির নাশ হইতে পারে। সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি শান্তি দ্বারা নাশ হইলে, তবে সর্ব্ব-বন্ধন মুক্ত হয়।

(ঘ) ত্যাগের প্রকৃত অর্থ।

প্রশ্ন হইতেছে, যে তমোচ্ছন্ন, তাহাকে সত্বগুণের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না? তাহা হইতে পারে না, কারণ যে ঘোর

তমোচ্ছন্ন, তাকে বৈরাগ্য উপদেশ দিলে, সেই উপদেশ ভিক্ষা, নিদ্রা ও আলস্যেতে পর্য্যবসিত হইবে। এ বিষয়ে ভগবদ্‌বচন প্রমাণ—

"ন কর্ম্মনামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে।"

যার কর্ম্ম নাই, সে ত্যাগ লাভ করিতে পারে না। ভোগ লাভ করিতে কর্ম্ম যেরূপ আবশ্যক, ত্যাগ লাভ করিতে তাহা অপেক্ষা কর্ম্ম অনেক গুণ বেশী আবশ্যক। ত্যাগ মানে যদি আলস্য বা নিদ্রা হইত, সুষুপ্তিকালের অপেক্ষা ত্যাগ হইতে পারে না; তাহা হইলে তো সকলেই অনায়াসে মুক্ত হইত।

ত্যাগের প্রকৃত অর্থ ভোগেচ্ছা রহিত হওয়া, কর্ম্ম বা রজগুণরহিত হওয়া নহে।

ভগবান বলিয়াছেন,

"যস্তু কর্ম্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।"

কর্ম্মফল অর্থাৎ ভোগ। যে ভোগ-ত্যাগী, সেই ত্যাগী, কর্ম্ম-ত্যাগী ত্যাগী নহে।

বিশেষতঃ যজ্ঞ দান আর তপস্যা সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়; কারণ,

"যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম পাবনাণি মনীষীণাম্।"

যজ্ঞ দান আর তপস্যা চিত্তশুদ্ধি করে।

(৬) অদ্বৈতসাধনা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ, যে ধর্ম্ম কথার কথা নয়, সাহিত্য নয়, দর্শন নয়, সামাজিক নিয়ম নহে, বর্ণাশ্রম নহে, যৌন-পাংক্তেয় নহে, শুদ্ধি অশুদ্ধি নহে, ভাবুকতা নহে, কিন্তু ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাক্ষাৎকার বা বস্তুলাভ। যে মহাশক্তি এই জগৎ রচনা করিয়া ইহার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, সেই শক্তির সহিত সাক্ষাৎ-

কার করাই ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনা আবশ্যক। সাধনা নানা। ঠাকুরের মতে যে সাধনা কর, অদ্বৈত-জ্ঞান প্রথমে অর্জ্জন করিলে, ফল ভাল হইবে। তিনি বলিতেন, "অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও।" অদ্বৈতজ্ঞান অভ্যাস করিলে, পদস্খলনের শঙ্কা কম হইবে। কারণ বেদ মত বড় শুদ্ধ; দীর্ঘকালীন বাসনার হ্রাস হইবে, একটী অদ্বৈতাভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষতঃ অদ্বৈতসাধনা স্বাভাবিক। এই অদ্বৈতজ্ঞান বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

(চ) বেদান্ত কি ?

বেদের তিন ভাগ :—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। মন্ত্রভাগে দেবতার উপদেশ। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্ম উপদেশ। আর উপনিষদে জ্ঞান উপদেশ। বেদের অন্ত বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎরাশিই বেদান্ত। উপনিষদের অর্থবোধের অনুকূল ব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র ও বেদান্ত। আর ভগবদ্-গীতা ও বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে উপনিষদের বিষয়গুলি বিশদ করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভাষ্য শারীরকাখ্যায় বিখ্যাত।

(ছ) প্রস্থানত্রয়।

অতএব দেখা যাইতেছে বেদান্তের তিন প্রস্থান :—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান, আর ভগবদ্-গীতা স্মৃতিপ্রস্থান।

(জ) বেদান্তের অনুবন্ধ চতুষ্টয়।

বেদান্তের অনুবন্ধচতুষ্টয়—(১) প্রমাতা, (২) প্রমাণ, (৩) প্রমেয়, (৪) প্রয়োজন।

প্রমাতা অর্থাৎ অধিকারী। প্রমাণ বা সম্বন্ধ। প্রমেয় বা বিষয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি সম্মুখে অন্ন দেখিলে অন্ন ভক্ষণ করে, ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ও তুষ্টি হয়। এখানে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রমাতা বলা যাইতে পারে। অন্ন প্রমেয়। অন্ন দেখা অন্ন ভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তুষ্টিলাভ প্রয়োজন। সেইরূপ বেদান্তের প্রমাতা জীব, প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়োজন মোক্ষ বা অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ।

(১ ও ২) প্রমাণ ও প্রমাতা।

জীবমাত্রেই প্রমাতা হইতে পারে না। যে মুমুক্ষু, সে বেদান্তের প্রমাতা বা অধিকারী। যে স্বর্গকাম, সে বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে না, কারণ তার প্রমেয় স্বর্গ, তার প্রমাণ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি, তার প্রয়োজন স্বর্গসুখ বা অমৃতভোগাদি। স্বর্গকামের চিত্তবৃত্তি বা মনবুদ্ধি কর্ম্মশাস্ত্রের অধীন। মুমুক্ষুর চিত্তবৃত্তি উপনিষদের অধীন।

(৩) প্রমেয়।

বেদান্তের প্রমেয় বা বিষয় জীবব্রহ্মৈক্য অর্থাৎ বেদান্ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করে অর্থাৎ বেদান্ত প্রমাণ করিবে, জীব ও ব্রহ্ম এক। ইহা প্রতিপাদন করিবার তিন রকম প্রণালী আচার্য্যগণ অনুমোদন করেন। প্রথম, শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বুঝাইবেন, জীব ও ব্রহ্ম এক, যেমন "তত্ত্বমসি", এই শ্রুতিবাক্য উপদেশ দিতেছে, জীব ও ব্রহ্ম এক। দ্বিতীয়, যুক্তির দ্বারা দেখাইবেন, আমাদের আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ অর্থাৎ আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ সুখস্বরূপ ও নিত্য। শ্রুতিতেও আছে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অতএব আত্মা ও ব্রহ্ম এক। তৃতীয়, অনুভব, জ্ঞানীরা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করেন, আত্মা ও ব্রহ্ম

এক। এইরূপ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব অর্থাৎ আগমপ্রমাণ দ্বারা, অনুমানপ্রমাণ দ্বারা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিবেন, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। এই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনই বেদান্তের বিষয়।

(৪) প্রয়োজন।

প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়, এই ত্রিবিধ ভেদ নিরসন করাই বেদান্তের প্রয়োজন। জীব প্রমাতা, অন্তঃকরণ প্রমাণ, ব্রহ্ম প্রমেয়, এই ত্রিবিধ ভেদ অপগত হইলে মুক্তি হয়। মুক্তি অর্থাৎ সর্ব্ব-অনর্থ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি। অর্থাৎ জীব যদি জানিতে পারেন যে, তিনিই ব্রহ্ম, তাহা হইলে সকল অনর্থ দূর হয়, আর তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। মোক্ষ, পরমানন্দ, ব্রহ্ম একই জিনিষ। অতএব বেদান্তের প্রয়োজন মুক্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ও সর্ব্ব-অনর্থ-নিবৃত্তি। লক্ষ্য করিতে হইবে, কেবল অনর্থ নিবৃত্তি হইলেই যথেষ্ট হইল না, কিন্তু পরমানন্দপ্রাপ্তি মহালাভ। এইটী বেদান্তের বিশেষত্ব। ন্যায়, সাংখ্য, বৌদ্ধ সাংসারিক অনর্থনিবৃত্তিতেই পর্য্যবসিত। ঐ সকলে আনন্দের উল্লেখ নাই।

২য় পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বেদান্তদর্শনের বিষয় বুঝিতে হইলে, অন্যান্য দর্শনের বিষয় কিছু কিছু জানিতে হয়। সেজন্য অন্যান্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। মুখ্য দর্শন ছয়টী—

(১) বৈশেষিক, (২) ন্যায়, (৩) পূর্ব্বমীমাংসা, (৪) সাংখ্য, (৫) পাতঞ্জল, (৬) বেদান্ত।

বৈশেষিকদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম। পূর্ব্বমীমাংসার প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি। সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল। পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। বেদান্ত বা ব্রহ্ম-সূত্রের প্রণেতা ভগবান্ ব্যাস। এই ছয়টী মুখ্যদর্শন ছাড়া অন্যান্য দর্শনও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন প্রসিদ্ধ।

(১) বৌদ্ধদর্শন।

ভগবান্ বুদ্ধের চারিটী শিষ্যের নামে চারিটীমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (১) সৌত্রান্তিক, (২) বৈভাষিক, (৩) যোগাচার, (৪) মাধ্যমিক।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। ইঁহাদের মতে বাহ্য ঘটপট ও আন্তর সুখদুঃখ পদার্থের অস্তিত্ব আছে। যোগাচার বা বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদীদের মতে বাহিরে কিছু নাই,—সবই অন্তরে। অন্তরের বিজ্ঞান আছে; তাহাই বাহিরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বাহ্যার্থ নাই, কেবলমাত্র বিজ্ঞান আছে। মাধ্যমিক বা সর্ব্বশূন্যবাদীদের মতে অন্তরের বিজ্ঞানও নাই, বাহ্য বস্তুও নাই, বিজ্ঞানও নাই।

(ক) সর্ব্বাস্তিত্ববাদ।

পৃথিবী আদিকে ভূত বলে। রূপাদি ও রূপাদিগ্রাহক চক্ষুরাদিকে ভৌতিক বলে। পরমাণু চতুর্বিধ,—পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়। এই সকল পরমাণু সংহত বা মিলিত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। স্কন্ধপঞ্চক (১) রূপ অর্থাৎ সবিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাম। (২) বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি, আমি এইরূপ বিজ্ঞানধারা। (৩)

বেদনা সুখাদি অনুভব। (৪) সংজ্ঞা—গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিশেষ। (৫) সংস্কার অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ, এ সকল অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। এ সমুদয় সংহত বা মিলিত হইয়া আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। বিজ্ঞান স্কন্ধই আত্মা।

তাঁহারা কোন ভোক্তা নিয়ন্তা সংঘাতকর্ত্তা মানেন না। তাঁহারা বলেন, এইরূপ মানিবার প্রয়োজন নাই। কারণ অবিদ্যাদির মধ্যে পরস্পর যে কার্য্যকারণভাব আছে, তাহাতেই লোকযাত্রা উপপন্ন হইতে পারে। লোকযাত্রা উপপন্ন হইলেই হইল, অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। অবিদ্যাদি বলা হইয়াছে অর্থাৎ অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, দুর্ম্মণস্তা প্রভৃতি।

(১) অবিদ্যা, যাহা ক্ষণিক, তাহাকে স্থির বলিয়া জানা।

।

(২) সংস্কার, রাগ, দ্বেষ, মোহ।

।

(৩) বিজ্ঞান, ইহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। অহং অহং এইরূপ

।

জ্ঞান।

(৪) নাম রূপ, নাম—পার্থিবাদি পদার্থের সমবায়। রূপ—শুক্র-শোণিতের সংঘাত।

।

(৫) ষড়ায়তন, বিজ্ঞান, পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় ও রূপ অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহই ষড়ায়তন।

।

(৬) স্পর্শ, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ।

(৭) বেদনা, সুখাদি অনুভব।

|

(৮) তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা।

|

(৯) উপাদান, চেষ্টা।

|

(১০) ভব, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি।

|

(১১) জাতি, দেহবিশেষ প্রাপ্তি।

|

(১২) জরা, মরণ-শোক-পরিবেদনা দুঃখ—দুর্ম্মণস্তা বা মনোব্যথা।

এ সকল পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের কারণ। এই অবিদ্যাদি সকলেরই স্বীকার্য্য। এই অবিদ্যাদি পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তকভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকায়, সংঘাতসিদ্ধি হইয়া থাকে। সংসার অনাদি, সংঘাত ও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিপ্রবাহযুক্ত। একটী সংঘাতের অব্যবহিত পরেই, আর একটী সংঘাত জন্মে।

সৌত্রান্তিক বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন না। আমাদের জ্ঞান বিষয়ালম্বনে হইয়া থাকে। ঘট-পট বাহ্যবিষয় না থাকিলে ঐরূপ জ্ঞান হয় না, অতএব বাহ্যবিষয় অনুমেয়। বৈভাষিক বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকমতে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বাহ্যবিষয় অনুমেয়। বৈভাসিকমতে বাহ্যবিষয় ও বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান, উভয়ই প্রত্যক্ষ।

সমস্ত বস্তুই উৎপাদ্য, ক্ষণিক ও বুদ্ধিবোধ্য। যেমন একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেটী আবার অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়,

সেইরূপ একটী ভাব অন্য ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ চিরজন্ম-বিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কার বিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে ইত্যাদি। অবিদ্যার নিরোধ বা বিনাশই মোক্ষ। সমস্ত বস্তু ক্ষণিক, অতএব আত্মা বা বিজ্ঞানও ক্ষণিক।

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যেমন বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে, মৃৎপিণ্ডের বিনাশ হইতে ঘট জন্মে। কূটস্থ থাকিলে তাহা বিনষ্ট বা বিকৃত হইতে পারে না। অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়, সেহেতু অভাবই ভাবের উৎপাদক।

(খ) ক্ষণবিজ্ঞানবাদ।

বিজ্ঞানবাদে প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ফল সমস্তই অন্তরে, কিছুই বাহিরে নহে। ঐ সকল বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ কিছুই নহে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তু নাই।

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ বাহ্য বস্তু কি? পরমাণুই কি স্তম্ভাদি—না পরমাণুপুঞ্জ? বস্তু পরমাণু, অথচ জ্ঞান হইবে স্তম্ভ, এ কিরূপ কথা? পুঞ্জও স্তম্ভ নহে। পুঞ্জ বা সমূহ পরমাণু হইতে ভিন্ন—কি অভিন্ন? ইহা নিরূপণ হয় না। বলিবে জ্ঞান বিষয়াকার হয়, অতএব বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু জ্ঞানের প্রকারভেদ দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। আরও জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলব্ধি নিয়ম আছে। বিষয় ব্যতীত জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত বিষয় অনুভব হয় না। অতএব বিষয় ও বিজ্ঞান দু'এর অভেদসিদ্ধ হইতে পারে। বাহিরে কিছুই নাই, অন্তঃস্থ জ্ঞান জ্ঞান-জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, ইহার

দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরু-নীর, আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর। বাহিরে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও ঐ সকল যেমন অন্তরে গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারে প্রকাশ পায়, জাগ্রতকালের বস্তুজ্ঞানও ঐরূপ। বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরূপে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হয়? বিচিত্র বাসনা (সংস্কার) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি. সংস্কারও সেইরূপ অনাদি, যে হেতু জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়। স্বপ্ন-কালে যে বিনা বস্তুতে জ্ঞান হয়, তাহার কারণ বাসনা। অতএব বাহিরে কিছু নাই, সবই অন্তরে।

বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানকেই আত্মা বলা হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান বা আত্মা ক্ষণিক। বিজ্ঞান একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া, পরক্ষণে বিনষ্ট হয়। বাহ্য বস্তু এবং নিজশরীরও বিজ্ঞানের আকারবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(গ) শূন্যবাদ।

মাধ্যমিকমতে বাহ্যবস্তুও নাই, বিজ্ঞানও নাই,—সর্ব্বশূন্যতাই পরমতত্ত্ব। * * *

নানাবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন।

এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের মতে "দ্বাদশ আয়তন" পূজা শ্রেয়স্কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ আয়তন। ইহাদের সন্তোষসাধনই কর্ত্তব্য।

আর এক সম্প্রদায়ের মতে, সুগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। তত্ত্ব চতুর্ব্বিধ, দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ। দুঃখ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত

পঞ্চ-স্কন্ধ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্ম্মায়তন, এই দ্বাদশটী আয়তন। আত্মার জ্ঞান সমুদয়। সর্ব্ববিধ সংস্কার ক্ষণিক, এইরূপ স্থির বাসনাই মার্গ অর্থাৎ মোক্ষ।

সর্ব্বসম্প্রদায়মতে রাগাদি-জ্ঞান-সন্তানরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়।

(২) আর্হত বা জৈনদর্শন।

জৈন দ্বিবিধ:—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

ইঁহাদের মতে জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সপ্ত পদার্থ।

(১) জীব—বোধাত্মক। যাহাতে চেতনা আছে, তাহা জীব।

(২) অজীব—অবোধাত্মক। যাহাতে চেতনা নাই, তাহা অজীব।

(৩) আস্রব—ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে গাঢ় আসক্ত করে; এই জন্য ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি আস্রব। কর্ম্মবন্ধনই আস্রব।

(৪) সম্বর—আস্রবনিরোধের নাম সম্বর।

(৫) নির্জ্জর—সঞ্চিত কর্ম্মের জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নির্জ্জর।

(৬) বন্ধ—জীব কষায়বশে কর্ম্মভাবযোগ্য 'পুদ্গল' সকলকে যাহা পরিগ্রহ করে, তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে। [পুদ্গল-শরীর]

(৭) মোক্ষ—সমুদায় কর্ম্মের নিঃশেষে বর্জ্জন করার নাম মোক্ষ। মোক্ষের পর আলোকান্ত হইতে ঊর্দ্ধে গমন হইয়া থাকে।

জৈনরা সপ্তভঙ্গিনয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন।

(১) স্যাদস্তি…ঘট এক প্রকারে আছে।

(২) স্যান্নাস্তি…ঘট অন্য প্রকারে নাই। ঘট ঘট রূপে আছে, প্রাপ্য রূপে নাই।

(৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ…আছেও বটে, নাইও বটে।

(৪) স্যাদ্ বক্তব্য…একরূপে আছে বলিবার যোগ্য, একরূপে নাই বলিবার যোগ্য।

(৫) স্যাদস্তি অবক্তব্য…কোনরূপে আছে বলা যায় না।

(৬) স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য…কোনরূপে নাই বলাও যায় না।

(৭) স্যান্নাস্তি চ অস্তি চ অবক্তব্যঃ—কোনরূপে আছে ও নাই বলা যায় না।

ভঙ্গী অর্থাৎ বিভাগ। নয় অর্থাৎ যুক্তি। স্যাৎ কথঞ্চিৎ।

সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অনির্ব্বচনীয় মতভেদে প্রতিবাদী চতুর্ব্বিধ। 'কথঞ্চিৎ আছে' বলিলেই সকলকেই নিরস্ত করা যাইতে পারে, এবং সে জন্য 'স্যাদ্ বাদে'র সর্ব্বত্র জয় নিশ্চয়।

দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র্য, এই তিনটীর সমুচ্চয়ে মুক্তি হয়। জিনদেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা। জিনোক্ত তত্ত্বতে শ্রদ্ধাই দর্শন, তত্ত্বজ্ঞানের অববোধ জ্ঞান।

অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে চারিত্র্য বলে।

জৈনমতে এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে। একরূপে এক, অন্যরূপে অনেক। জৈনমতে আত্মা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ শরীর পরিমাণ। অতএব দেহভেদে জীব পরিমাণ পৃথক্ পৃথক্। তবে মুক্তাবস্থায় জীব পরিমাণ নিত্য।

(৩) বৈশেষিক দর্শন।

বৈশেষিক মতে পদার্থ ছয়টী—

(১) দ্রব্য (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায়। আর অভাব সপ্তম পদার্থ।

(১) দ্রব্য পদার্থ। গুণের আশ্রয় দ্রব্য, যাহাতে গুণ আছে, তাহা দ্রব্য। দ্রব্য নয়প্রকার—(ক) ক্ষিতি, (খ) অপ্, (গ) তেজ, (ঘ) বায়ু, (ঙ) আকাশ, (চ) কাল (ছ) দিক্, (জ) আত্মা, (ঝ) মন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু পরমাণুরূপে নিত্য, আর অবয়বী অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়-রূপে অনিত্য। আত্মা অমূর্ত্ত, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। মন অণু। মন সুখদুঃখের আশ্রয়। আত্মা দ্রব্যপদার্থ, কারণ আত্মার গুণ আছে। আত্মার গুণ জ্ঞান।

(২) গুণ পদার্থ। গুণ চব্বিশটী—(ক) রূপ যেমন শুক্ল, নীল, পীত (খ) রস যেমন মধুর অম্ল তিক্ত, (গ) গন্ধ সুগন্ধ দুর্গন্ধ, (ঘ) স্পর্শ উষ্ণ শীত, (ঙ) সংখ্যা এক হইতে পরার্দ্ধ, (চ) সংযোগ, (ছ) বিভাগ, (জ) পরত্ব-জ্যেষ্ঠ, (ঝ) অপরত্ব-কনিষ্ঠ, (ঞ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, (ট) সুখ, (ঠ) দুঃখ, (ড) ইচ্ছা, (ঢ) দ্বেষ, (ণ) যত্ন, (ত) গুরুত্ব, পতনহেতু, (থ) দ্রবত্ব, যেমন জলের, (দ) স্নেহ যেমন তৈলের, (ধ) সংস্কার স্মরণের কারণ, (ন) (প) অদৃষ্ট সুখ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম, (ফ) শব্দ ধ্বনি ও বর্ণ, (ব) পৃথকত্ব, যেমন ঘট পট, (ভ) পরিমাণ যেমন অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ।

(৩) কর্ম্ম পঞ্চবিধ (ক) উৎ—(ঊর্দ্ধ) ক্ষেপণ, (খ) অব—(অধঃ) ক্ষেপণ (গ) আকুঞ্চন (যেমন মুষ্টি), (ঘ) প্রসারণ, (ঙ) গমন।

(৪ সামান্য অর্থাৎ জাতি। জাতি দ্বিবিধ পরা ও অপরা। অধিক-দেশ-বৃত্তিত্ব পরা, অল্প-দেশ-বৃত্তিত্ব অপরা।

(৫) বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি। বৈবেশিকমতে এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য যাহা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহার নাম বিশেষ, যেমন বায়ু পরমাণু ও পৃথ্বী পরমাণু, অথবা মুদ্গ পরমাণু ও মাষ পরমাণু।

(৬) সমবায় নিত্যসম্বন্ধ, যেমন দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ। দ্রব্য হলেই তাতে গুণ ও ক্রিয়া থাকিবেই।

(৭) অভাব। অভাব দ্বিবিধ (ক) সংসর্গাভাব অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব ত্রিবিধ (১) প্রাগভাব, মৃৎপিণ্ডে ঘটের অভাব, (২) ধ্বংসাভাব, মুদ্গর দ্বারা ঘটের ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব, বায়ুতে রূপ নাই। (খ) অন্যোন্যাভাব ঘটে পটে ভেদ।

কণাদমতে এই পদার্থগুলির ঠিক ঠিক জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে।

(৪) ন্যায় দর্শন।

গোতমের মতে পদার্থ ষোলটী—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩ সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহ স্থান।

(১) প্রমাণ—ন্যায়মতে প্রমাণ চারিপ্রকার—

(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ।

(১) প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রতি অক্ষ। 'প্রতি' অর্থাৎ রূপাদি বিষয়; অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। রূপাদিবিষয়ে ইন্দ্রেয়ের বৃত্তি। বৃত্তি অর্থাৎ সন্নিকর্ষ

বা সম্বন্ধ। রূপাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ন্যায়সূত্রে আছে—

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মক-প্রত্যক্ষম্॥

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান, যেটী অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি ও ব্যবসায়াত্মক, সেইটী প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান।

ইন্দ্রিয় ও অর্থ অর্থাৎ বিষয়, উভয়ের সন্নিকর্ষ, উভয়ের সংযোগ-হেতু জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সন্নিকর্ষ ছয়প্রকার—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত-সমবায় ও (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব।

(১) সংযোগ—ঘট ও চক্ষুর সন্নিকর্ষ, ইহা দ্বারা ঘটদ্রব্যের জ্ঞান জন্মায়।

(২) সংযুক্ত সমবায়—ঘটের বর্ণ শুক্ল। শুক্লের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ।

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়—শুক্ল গুণের শুক্লত্ব আছে, সেই শুক্লত্ব জাতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়।

(৪) সমবায়—শব্দ আকাশের গুণ। অতএব শব্দ আকাশ সমবেত। কর্ণপ্রবেশাবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র। শ্রোত্রের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ।

(৫) সমবেত সমবায়—শব্দত্ব অর্থাৎ ককারত্ব গকারত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত সন্নিকর্ষ।

(৬) বিশেষণ—বিশেষ্য ভাব—ইহা দ্বারা সমবায় ও অভাবের জ্ঞান হয়। সমবায় আশ্রিতের সর্ব্বাবয়বভুক্ত। আকাশের সহিত শব্দের বা পুষ্পের সহিত গন্ধের সম্বন্ধকে সমবায় বলে। পুষ্প দৃষ্ট হইলে ও গন্ধ আঘ্রাত হইলে উহাদের সম্বন্ধ বিশেষণ হয়। সে জন্য পুষ্প ও গন্ধের সন্নিকর্ষের সঙ্গে উক্ত সম্বন্ধের ও সন্নিকর্ষ হয়। অভাব ও বিশেষণ বিশেষ্যভাবে জ্ঞেয়। "ভূতলং ঘটাভাববৎ" ঘট শূন্য ভূতল অর্থাৎ ঘটের অভাব ভূতলের বিশেষণ হইয়া প্রতীত হয়, স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হয় না।

" অব্যপদেশ্য "

পদার্থের একটী নাম আছে। নাম সঙ্কেত শব্দ। এই সঙ্কেত শব্দ ও কখন কখন পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা জ্ঞান জন্মে। নাম দ্বারাও জ্ঞান জন্মে। প্রশ্ন হয়, নাম দ্বারা জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি শব্দ? প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'অব্যপদেশ্য' অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা যখন জ্ঞান জন্মায় তখন শব্দ সম্বন্ধের লেশ থাকে না, পশ্চাতে নামসম্বন্ধ ঘটে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বিনা যে জ্ঞান হয় উহা শব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। অতএব মাত্র ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, উহাই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রথম যে জ্ঞান হয়, উহা কেবল বিশেষণের জ্ঞান, যেমন গোল, লম্বা, চওড়া, মসৃণ, চিক্কণ প্রভৃতি জ্ঞানের নাম বিশেষণ। প্রথমে ঐ সকল বিশেষণের জ্ঞান হয়। ঐ সমুদায় গুলি মনসংযোগ বলে এক-বিশেষ্য হইয়া এক জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই এক জ্ঞানের নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। যাবৎ বিশিষ্ট

জ্ঞান না জন্মায় তাবৎ উহা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য, যেমন শিশুর কি বোবার জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ জ্ঞান উৎপত্তি কালে অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নাম প্রয়োগের অযোগ্য। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক। নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ অব্যপদেশ্য।

"অব্যভিচারি"

গ্রীষ্ম কালে মরীচি দেখিয়া নীর জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান যদিও ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমা নহে। একে আর এক জ্ঞান হইলে, উহা ব্যভিচারী। তাহা না হইলে অব্যভিচারী। মরুনীর ব্যভিচারী, সে জন্য উহা প্রত্যক্ষ প্রমা নহে। প্রত্যক্ষ প্রমা হইতে হইলে অব্যভিচারী হওয়া চাই। মরুনীর ভ্রান্তি মাত্র।

"ব্যবসায়াত্মক"

ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ হইলেও স্থলবিশেষে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না। সে জন্য বলা হয় উহা ধূম না ধূলি পটল? অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অতএব ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ ভ্রান্তিবর্জ্জিত ও সংশয় বর্জ্জিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন হইতে পারে সংশয় মনজনিত, ইন্দ্রিয়জনিত নহে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ই সংশয়ের কারণ। ইন্দ্রিয় যদি ঠিক দেখে তাহা হইলে মনেও সেটা ঠিক হইবে। প্রত্যক্ষ হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয়ের 'ব্যবসায়' নিশ্চয় হয়, পরে মনের ব্যবসায় হয়। সে জন্য মনের "অনুব্যবসায়" বলে। ইন্দ্রিয় যদি ঠিক না দেখে, সে বিষয়ে মনের অনুব্যবসায় হয় না। অনুব্যবসায় অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান, "আমি ইহা দেখিয়াছি" এইরূপ মানস জ্ঞান।

প্রশ্ন হইতে পারে সুখ দুঃখ মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জনিত নহে। অতএব সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়। অতএব সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। মন ইন্দ্রিয় হইলে ও উহাতে শক্তি ভেদ আছে। মন ত্রিকালগ্রাহী, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞাতা, চক্ষুরাদি মাত্র নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞাতা।

(২) অনুমান।

অনু পশ্চাৎ মান অর্থাৎ জ্ঞান। কোন এক স্থানে লিঙ্গ লিঙ্গীর সহচার দর্শন হইলে, স্থানান্তরে যদি লিঙ্গ দর্শন হয় তৎসহচর লিঙ্গীর জ্ঞান হয়। ইহাকে অনুমান বলা হয়। যাহার দ্বারা অনুমিতি জ্ঞান হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ধূম দর্শন হইলে বহ্নি জ্ঞান হয়। ধূম লিঙ্গ। লিঙ্গের অপর নাম হেতু, ব্যাপ্য, সাধন। বহ্নি লিঙ্গী। লিঙ্গীর অপর নাম ব্যাপক সাধ্য। লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধের নাম অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি। এই সম্বন্ধ পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। পরীক্ষার প্রণালী অন্বয় ও ব্যতিরেক। পাকশালায় সধূম বহ্নি দৃষ্ট হয়, আবার লৌহ পিণ্ডে নির্ধূম বহ্নি দেখা যায়। অতএব বহ্নির লিঙ্গ ধূম, কিন্তু ধূমের লিঙ্গ বহ্নি নহে। পক্ষ শব্দের অর্থ লিঙ্গী অনুমানের স্থান, যেমন বহ্নি অনুমানের স্থান পর্ব্বত।

অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতঃ দৃষ্ট।

(ক) পূর্ব্ববৎ অনুমান, অর্থাৎ কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, যেমন মেঘ বিশেষ দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির অনুমান করা হয়।

(খ) শেষবৎ অনুমান অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া দেশান্তরে বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞান।

(গ) সামান্যতঃ দৃষ্ট—সামান্য অর্থাৎ জাতীয় ভাব। এক স্থানে দৃষ্ট বস্তু অন্য স্থানে দৃষ্ট হইলে, সেই বস্তু গতিশীল বুঝা যায়। যেমন মনুষ্য প্রভৃতি। গতি ব্যতীত একস্থানে দৃষ্ট বস্তু অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় না। অতএব সূর্য্যের গতি আছে, এই অনুমান করা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান শেষবৎ অনুমানের ফল। সাবয়ব বস্তু জন্য। পৃথিবী সাবয়ব স্থূল, অতএব পৃথিবী জন্য। জন্য মাত্রের জনক বা কর্ত্তা আছে। অতএব পৃথিবীর ও জনক বা কর্ত্তা আছে। জীব পৃথিবীর জনক হইতে পারে না। অলৌকিক আত্মা পৃথিবীর জনক। তিনিই ঈশ্বর নামে পরিভাষিত হন।

সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ।

লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, স্থলবিশেষে অপ্রত্যক্ষ হয়। রূপাদি গুণ নিরাশ্রিত হইতে পারে না, ঘটাদি দ্রব্যের আশ্রিত। সেইরূপ ইচ্ছাদি গুণ ও নিরাশ্রিত হইতে পারে না। অতএব ইচ্ছাদি গুণের ও আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টীর পারিভাষিক নাম আত্মা।

অনুমান দ্বিবিধ:—স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থ অনুমানে শাস্ত্রাপেক্ষা নাই। কারণ আমরা নিজেরাই সহস্র সহস্র অনুমান করিয়া দৈনন্দিন ব্যবহার করি। পরার্থ অনুমান ন্যায়সাধ্য। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া আমি বলিলাম, ওখানে অগ্নি আছে; আর একজন বলিল, অগ্নি নাই। তাহাকে "অগ্নি আছে" বুঝাইতে হইলে বাক্যের প্রয়োজন। সে জন্য উহা ন্যায়সাধ্য। পঞ্চাবয়ব বাক্যের নাম ন্যায়।

১ম প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে।

২য় হেতু—কেননা, ধূম দেখা যাইতেছে।

৩য় উদাহরণ—ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, যেমন পাকশালায়।

৪র্থ উপনয়—পর্ব্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে।

৫ম নিগমন—অতএব ওখানেও বহ্নি আছে।

(৩) উপমান।

উপ—সাদৃশ্য, মান—জ্ঞান। সাদৃশ্যহেতু সাধ্য অর্থাৎ বিজ্ঞাপনীয়—সাধন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনকে উপমান বলে। গবয় নামক আরণ্যক পশু আছে। গবয় এক ব্যক্তি অরণ্যে দেখিয়াছে, অপর ব্যক্তি দেখে নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বুঝাইল, 'গবয়' গোসদৃশ। অপর ব্যক্তি অরণ্যে যাইয়া যদি গবয় দেখে, তার জ্ঞান হয়, এই পশুই গবয়। এই নাম জ্ঞান উপমানের ফল। বৈদ্যরা মুগানি মুগের মত, মাষাণি মাষকলাইয়ের মত, এইরূপ শ্রবণ করিয়া বনে মুগানি মাষাণি চিনিয়া লয়।

(৪) আপ্ত।

প্রকৃত জ্ঞানী অপরে জ্ঞান সঞ্চার জন্য যে বাক্য ব্যবহার করেন, উহা আপ্ত উপদেশ। যাঁহার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, প্রতারণার ইচ্ছা নাই, ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা নাই, এরূপ ব্যক্তির উপদেশই আপ্ত-উপদেশ। রজস্তমোগুণ শূন্য যোগী ও ঋষিরা অমোঘদর্শী, ত্রিকালদর্শী ও যথার্থদর্শী। তাঁহাদের বাক্যই আপ্ত-উপদেশ। কেহ কেহ বলেন, যোগী ও ঋষিদের ও স্থলবিশেষে ভ্রমপ্রমাদাদি হইতে পারে। অতএব বেদবাক্যই আপ্ত উপদেশ। আপ্ত দ্বিবিধ, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় ইহলোকের জন্য এবং প্রত্যক্ষ, তাহা দৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় পরলোকের জন্য এবং অনুমেয়, তাহা অদৃষ্টার্থ। অদৃষ্টার্থ আপ্ত ও প্রমাণ।

(২) প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়। ন্যায়মতে প্রমেয় দ্বাদশটী—

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ।

(১) আত্মা।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা 'অহং' আমি, এইরূপে উপলব্ধ হইতেছেন, অতএব আত্মা প্রত্যক্ষ। এই স্বতঃসিদ্ধ অব্যভিচরিত অনুভব আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সামান্যতঃ জন্মায় বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মার বিশেষ ভাব অবগত হওয়া যায় না। কোন পদার্থে একবার সুখ বোধ করিলে সেই বস্তু পাইবার কামনা হয়, এই কামনার নাম ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা বা স্মরণ হইতে হয়। যে আত্মা পূর্ব্বসুখের ভোক্তা, সেই আত্মাই সেই সুখের স্মর্ত্তা এবং সেই আত্মারই ইচ্ছা হয়। অতএব ইচ্ছাটী পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একই আত্মার লিঙ্গ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, বীজ যেরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, সেইরূপ এক বুদ্ধি অন্য বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, সেই বুদ্ধি অপর বুদ্ধি, আবার সেই বুদ্ধি অপর বুদ্ধি, এইরূপ অনাদি বুদ্ধিসন্তানের নাম আত্মা। সেই বুদ্ধি-ধারাই 'অহং' 'অহং' ইত্যাকারে ভাসমান হয়। নৈয়ায়িক বলেন, যদি লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিধারা আত্মা হইল, তাহা হইলে এরূপ আত্মার ইচ্ছা হইতে পারে না। এক আত্মার অনুভূত সুখ অপর আত্মার দ্বারা স্মৃত হইতে পারে না। অতএব তাহার ইচ্ছা হইতে পারে না।

সেইরূপ তাহার দ্বেষও হইতে পারে না। দ্বেষ পূর্ব্বদুঃখ-প্রতিসন্ধানমূলক। কারণ পূর্ব্বক্ষণে যে আত্মা, পরক্ষণে সে আত্মা নাই।

এরূপ আত্মার প্রযত্নও হইতে পারে না। যে বস্তু সুখের হেতু বলিয়া জানা যায়, সেই বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করার নাম প্রযত্ন। প্রযত্ন ও পূর্ব্বাপরদর্শী একস্থায়ী প্রতিসন্ধাতার কার্য্য। ক্ষণস্থায়ীর পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান হইতে পারে না।

যে পূর্ব্বের সুখ দুঃখ স্মরণ করিতে পারে, সেই তাহার আহরণ বা বর্জ্জন করিতে পারে।

জ্ঞান এইরূপ একবর্ত্তৃক নিয়মে আবদ্ধ। যে জিজ্ঞাসু হয়, সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করে। অতএব জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও জ্ঞানলাভ, এই তিনের কর্ত্তা একই।

অতএব (১) ইচ্ছা, (২) দ্বেষ, (৩) প্রযত্ন, (৪) সুখ, (৫) দুঃখ, (৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক।

এই ছয়টী যখন দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এই ছয়টী নিরাশ্রিত হইতে পারে না, অতএব তাহাদের আশ্রয় আত্মা আছেন।

(২) শরীর।

চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই তিনটীর আশ্রয় শরীর। চেষ্টা অর্থাৎ ইচ্ছাজনিত স্পন্দন। কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে শরীরে স্পন্দন হয়। অতএব চেষ্টার আশ্রয় শরীর। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য করিবার শক্তি শরীরাধীন। অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় শরীর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি পদার্থের নাম অর্থ। 'অর্থ' হইতে সুখ ও দুঃখ উপলব্ধি হয়; সেই উপলব্ধি সশরীর অবস্থায় হয়, অশরীর অবস্থায় হয় না। অতএব অর্থের আশ্রয়ও শরীর।

(৩) ইন্দ্রিয়।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। ইহারা পৃথিব্যাদি ভূত হইতে উৎপন্ন। গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণ। কটু-তিক্ত কষায়াদি রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম রসনা। শ্বেত পীতাদি রূপ গ্রাহক চক্ষু। কার্কশ্যাদি স্পর্শ জ্ঞানের কারণভূত ইন্দ্রিয় ত্বক্। ধ্বন্যাত্মক শব্দ গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র।

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গুলি এক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় গন্ধই গ্রহণ করে, অন্য কিছু গ্রহণ করে না। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, অন্য কিছু গ্রহণ করে না। অতএব ইন্দ্রিয়গণ এক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। অতএব তাহারা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বলিতে হইবে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটী ভূত। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ, আপ হইতে রসনা, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে ত্বক্, আকাশ হইতে শ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

(৪) অর্থ।

অর্থ অর্থাৎ বিষয়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, আকাশের গুণ শব্দ। এই ভূত গুণগুলি ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়।

(৫) বুদ্ধি।

বিষয়গুলি আত্মার ভোক্তব্য। ভোগ্যবস্তুর আকারে বুদ্ধি আকারিত হয়। অতএব ভোগ ও বুদ্ধি এক কথা। বুদ্ধি অর্থাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞান। সাংখ্যমতে বুদ্ধি জড়। জ্ঞান বুদ্ধির বিষয়েন্দ্রিয়—সন্নিকর্ষের পরিণাম। তাহার অপর নাম বৃত্তি। সেই জ্ঞান চেতনপুরুষে অর্থাৎ আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বের নাম উপলব্ধি বা বোধ। কিন্তু বুদ্ধির যদি জ্ঞান হয়, বুদ্ধি অচেতন হইবে কি করিয়া? চেতনেরই জ্ঞান হয়, অতএব বুদ্ধি চেতন বলিতে হইবে। আবার বুদ্ধি চেতন হইলে এক শরীরে বুদ্ধি ও আত্মা উভয় চেতনের সমাবেশ হয়, উহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব আত্মা অচেতন বলিতে হইবে।

(৬) মন।

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ। স্মৃতি, অনুমান, সংশয়, স্বপ্নদর্শন, কল্পনা, সুখদুঃখানুভব, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের লক্ষণ। মনের আর একটী লক্ষণ আছে, এক সময়ে বহু জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া। গন্ধ ইহা, রস ইহা, স্পর্শ ইহা, এরূপ জ্ঞান পর পর হয়। যুগপৎ নানা জ্ঞান না হওয়া মনের একটা লক্ষণ। মনের সংযোগ বিনা কেবল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জ্ঞান হয় না। কথায় বলে, অন্যমনস্কহেতু দেখিতে বা শুনিতে পায় নাই। কেবলমাত্র বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগহেতু জ্ঞান হইলে এক সময়ে বহু জ্ঞান হইত।

(৭) প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি ত্রিবিধ:—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দানাদি কায়িক, হিতোপদেশ বাচিক, দয়াদি মানসিক প্রবৃত্তি। ইহারা ধর্ম্ম বা পুণ্যের হেতু। হিংসাদি শারীরপ্রবৃত্তি, পরদ্রোহাদি মানসিকপ্রবৃত্তি। ইহারা অধর্ম্ম বা পাপের হেতু।

(৮) দোষ।

প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ:—রাগ, দ্বেষ, মোহ। আসক্তি রাগ, অমর্ষ দ্বেষ, মিথ্যা জ্ঞান মোহ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, প্রভৃতি রাগের অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, দ্বেষের অন্তর্গত। বিপর্য্যয় (মিথ্যাজ্ঞান), বিচিকিৎসা (সংশয়), মান ও প্রমাদ মোহের অন্তর্গত।

(৯) প্রেত্যভাব।

পুনঃ পুনঃ জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মরণ, এই জন্ম মরণ প্রবাহের নাম

প্রেত্যভাব। জন্ম মরণ প্রবাহ কবে আরব্ধ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু উহার শেষ আছে, এই সমাপ্তি স্থান অপবর্গ।

(১০) ফল।

জীব দোষ প্রেরিত হইয়া যে সকল কাষ করে, উহা দ্বিবিধ সুখবিপাক ও দুঃখ বিপাক। বিপাক অর্থাৎ পরিণাম। দেহ ছাড়া সুখ দুঃখ ভোগ হয় না, অতএব দেহ ও ফল।

(১১) দুঃখ।

বাধনা, পীড়া, তাপের নাম দুঃখ। পীড়া এবং পীড়াপ্রদ পদার্থ দুঃখ। যে সর্ব্বদা দুঃখ দর্শন করে, সে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। যে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, তার বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য হইতে দুঃখের নিরোধ হয়। অপবর্গে আত্যন্তিক দুখের অবসান হয়।

(১২) অপবর্গ।

অপুনর্জ্জন্মই অপবর্গ বা মোক্ষ। ইহারই নাম অভয়পদ ব্রহ্মপদ বা শান্তি। কেহ কেহ বলেন, নিত্যসুখই মোক্ষ। আত্মায় মনসংযোগ হইলে নিত্যসুখ হয়। কিন্তু অপবর্গের অপর নাম কৈবল্য অর্থাৎ কেবল হওয়া। মনঃসংযোগ থাকিলে কেবল হওয়া যায় না। কেহ বলেন, যোগসমাধিতে নিত্যসুখ হয়। যোগ-সমাধি-জাত ধর্ম্ম নশ্বর। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা নশ্বর। অতএব যোগসমাধিতে নিত্যসুখের আশা নাই। দেহের অবসানে নিত্যসুখ পাইতে হইলে, নিত্যদেহের আবশ্যক। কিন্তু নিত্যদেহ প্রমাণবিরুদ্ধ। নিত্যসুখ উপার্জ্জন করিব, ইহা বন্ধন, মোক্ষ নহে। সব সুখই দুঃখ-সংস্পৃষ্ট, অতএব সুখের অনুসন্ধান মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য নহে। অতএব দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে

চিন্তা করেন, এই জন্ম, ইহাতে কেবল দুঃখভোগ, আত্মার সর্ব্বদা নানা ক্লেশ, সে ব্যক্তি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ হইতে তার বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্যের প্রভাবে অপবর্গ হয়। অপবর্গ অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহের সমুচ্ছেদ ও তাহাতে সর্ব্বদুঃখের বিরাম।

(৩) সংশয়—সন্দেহ বা অনবধারণ জ্ঞান।

(৪) প্রয়োজন—যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন; যেমন সুখ ও দুঃখাভাব।

(৫) দৃষ্টান্ত।

(৬) সিদ্ধান্ত—নিশ্চয়।

(৭) অবয়ব পাচটী—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।)

(৮) তর্ক—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য একতর পক্ষের সম্ভাবনার নাম তর্ক।

(৯) নির্ণয়—পরপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ষ স্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয়।

(১০) বাদ—পরপরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয় জন্য যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বাদ বলে।

(১১) জল্প—তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্য নহে, কেবল জয়েচ্ছু ব্যক্তির কথার নাম জল্প।

(১২) বিতণ্ডা—নিজের কোন পক্ষ নাই, কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশে যে কথা ব্যবহৃত হয়, তার নাম বিতণ্ডা।

(১৩) হেত্বাভাস—হেতুর মত অথচ হেতু নহে, তার নাম হেত্বাভাস।

(১৪) ছল—বক্তার বাক্যের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্ভাবন করার নাম ছল।

(১৫) জাতি—ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া সমানধর্ম্ম বা বিরুদ্ধধর্ম্ম বলে, দোষোদ্ভাবন করার নাম জাতি।

(১৬) নিগ্রহ—যাহা দ্বারা বিচারকারীর বিপরীত জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহ স্থান।

গোতম মতে এই ষোলটী পদার্থের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে।

(৫) পূর্ব্ব মীমাংসা।

বেদে যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদের অর্থ মীমাংসা দর্শন সাহায্যে বুঝিতে হয়। বেদ বাক্য প্রধানতঃ তিনটী বিভাগের অন্তর্গত (১) বিধি (২) নিষেধ (৩) অর্থবাদ।

(১) বিধি।

(ক) বিধি। যে বাক্য দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হয়, কিন্তু তাহার পোষকে লৌকিক হেতু দেওয়া যায় না, তাহাই বিধি বাক্য (Injunction), যেমন শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। বিধি চতুর্বিধ—উৎপত্তি বিধি, নিয়োগ বিধি, প্রয়োগ বিধি, অধিকার বিধি।

(১) উৎপত্তি বিধি—যে বিধি কর্ম্মস্বরূপ বিধান করে উহাকে উৎপত্তি বিধি বলে। অগ্নিহোত্র হোম করিবে।

(২) নিয়োগ বিধি—কি কি উপচারে কর্ম্ম বিশেষ করিতে হইবে, উহাকে নিয়োগ বিধি বলে।

(৩) প্রয়োগ বিধি—পর পর কি ক্রমে কি কি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

করিতে হইবে, তাহা যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহা প্রয়োগ বিধি। (Procedure)

(৪) **অধিকার বিধি**—কোন ব্যক্তি কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে, যাহা দ্বারা জানা যায় তাহার নাম অধিকার বিধি।

(খ) **নিয়ম**—যাহাতে মানুষ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে নাও হইতে পারে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে বলা যায়, যেমন শ্রাদ্ধ শেষ ভোজন করিবে।

(গ) **পরিসংখ্যা**—যাহার বিষয় মানুষের স্বতঃ প্রবৃত্তি আছে সে বিষয় সংকোচ করা হয়। প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে অর্থাৎ প্রোক্ষিতেতর মাংস ভোজন করিবে না।

(ঘ) **অনুবাদ**—জ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ।

(২) নিষেধ।

যে বাক্য দ্বারা কর্ম্ম বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে তাহাকে নিষেধ বলা হয়। নিষেধ দুই প্রকার প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস। প্রতিষেধ যেমন দিবসে নিদ্রা যাইবে না। পর্য্যুদাস (Exception) শ্রাদ্ধ রাত্রীতর-কালে করিবে অর্থাৎ রাত্রিকালে করিবে না।

(৩) অর্থবাদ।

অর্থবাদ—প্রশংসা বা নিন্দা বাক্য। Recommendation.

পূর্ব্ব মীমাংসা—মতে যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ লাভ হইবে।

(৬) সাংখ্য দর্শন।

"প্রকরোতি ইতি" প্রকৃষ্টরূপে করে, এই জন্য প্রকৃতি বলে।

সত্ত্ব, রজ, তম গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।

এই মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে, মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতি ও বটে, বিকৃতি ও বটে।

মহৎ অর্থাৎ অন্তঃকরণ এটী মূল প্রকৃতির বিকৃতি আর অহঙ্কারের প্রকৃতি।

অভিমানরূপ অহঙ্কার মহতের বিকৃতি এবং পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি।

অহঙ্কার দ্বিবিধ সাত্ত্বিক ও তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, আর উভয়াত্মক মন উৎপন্ন হইয়াছে। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী—এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী—বিকৃতি। তাহা হইলে একটী প্রকৃতি, মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত ষোলটী বিকৃতি এই চব্বিশটী হইতেছে। পুরুষ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। এই পুরুষ কূটস্থ নিত্য অপরিণামী। জগৎ পরিণামী নিত্য, জীব অপরিণামী নিত্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম গুণের সাম্যাবস্থা। সত্ত্বের স্বভাব সুখ, রজ গুণের স্বভাব দুঃখ, তম গুণের স্বভাব মোহ। সকল বস্তু ত্রিগুণাত্মক, অতএব সকল বস্তুই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। সাংখ্য মতে প্রকৃতি অচেতনা।

একটী প্রশ্ন হয় অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে কিরূপে, সেজন্য চেতন

অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যাচার্য্যরা বলেন এরূপ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, বৎস বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয় অথবা লোকের উপকারের জন্য অচেতন জলের প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্য, অচেতনা প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়।

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥

বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেই রূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

অতএব অচেতন প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে। যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যবশতঃ লোহের ব্যাপার হইয়া থাকে, সেই রূপ নির্ব্যাপার পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির ব্যাপার হইয়া থাকে। প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ পঙ্গু অন্ধের সম্বন্ধের ন্যায় পরস্পরাপেক্ষ।

প্রকৃতি ভোগ্য; ভোক্তা পুরুষের অপেক্ষা করে। দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক রোগাদি জন্য শারীর দুঃখ, অধিভৌতিক মনুষ্য পশুজনিত দুঃখ, আধি দৈবিক শীত গ্রীষ্ম জনিত দুঃখ। দুঃখত্রয় নিবারণের জন্য পুরুষ কৈবল্যের অপেক্ষা করে। কৈবল্য প্রকৃতি পুরুষ বিবেক হেতু হয়। সেজন্য পুরুষ কৈবল্যার্থ প্রকৃতির অপেক্ষা করে। যেমন কোন পঙ্গু ও কোন অন্ধ পথিমধ্যে একত্র গমন করিতে করিতে দৈব বশতঃ বিযুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে এবং দৈববশে সংযোগ প্রাপ্ত হইলে অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে লইয়া সেই পঙ্গুর প্রদর্শিত পথে সমীহিত স্থান প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গুও স্কন্ধারূঢ় হইয়া অভিষ্ট দেশে গমন করে, সেইরূপ সৃষ্টিব্যাপার প্রধান পুরুষ পরস্পরাপেক্ষ।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সম্বন্ধ স্তৎ কৃতঃ সর্গঃ।

পুরুষের দর্শনার্থ ও প্রধানের কৈবল্যার্থ উভয়ের সংযোগ পঙ্গু ও অন্ধের সংযোগের স্থায়, এবং এই সংযোগ হেতু সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতির প্রবৃত্তি যদি পুরুষের ভোগের জন্য, তাহা হইলে নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তর এই, দৃষ্টদোষা স্বৈরিণী যেরূপ ভর্ত্তার সমীপে যায় না, অথবা কৃতপ্রয়োজনা নর্ত্তকী যেমন নিবৃত্তা হয়, সেইরূপ প্রকৃতি নিবৃত্তা হয়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানম্ প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥

নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়। তখন উভয়ের বিয়োগ হয়। ইহাই সাংখ্য মতে কৈবল্য অবস্থা।

(৭) পাতঞ্জল দর্শন।

পাতঞ্জল মতে ও সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত। তবে ইঁহার মতে পরমেশ্বর ষড়বিংশ তত্ত্ব।

পরমেশ্বর ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় এই সকলে পরামৃষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় কর্ত্তা এবং সংসার অঙ্গারে তাপিত প্রাণীগণের অনুগ্রাহক।

পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানের উপায় "যোগ"।

যোগ শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের পাঁচটী অবস্থা (১) ক্ষিপ্ত বিষয়ে অর্থাৎ ক্ষিপ্যমান অস্থিরচিত্তম্ (২)ঢ় তম সাগরে মগ্ন নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত

(৩) বিক্ষিপ্ত কখন স্থির কখন অস্থির (৪) একাগ্র ধ্যেয় বস্তুতে একতান প্রবাহ (৫) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তি নিরোধ হইয়া সংস্কার মাত্র অবশেষ থাকে।

একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্ত দ্বারা যোগ সম্ভব হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বৃত্তির নিরোধ করিতে হয়।

চিত্তের বৃত্তি পাঁচটী—(১) প্রমাণ (২) বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান (৩) বিকল্প যেমন আকাশ—কুসুম, নরশৃঙ্গ প্রভৃতি অবস্তুর শব্দ জ্ঞান (৪) নিদ্রা সুষুপ্তি (৫) স্মৃতি।

চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু—চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, নির্ম্মল, কেবল, নিগু´ণ, যেমন স্ফটিক। জবা নিকটে আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ বৃত্তির ছায়া পুরুষে নিপতিত হয়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আর ছায়া নিপতিত হয় না, তখন পুরুষ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

এই যোগ, ক্রিয়াযোগ দ্বারা লাভ হইতে পারে। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে।

বিহিত মার্গানুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি দ্বারা শরীর শোষণকে তপঃ বলে।

প্রণব গায়ত্রী অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে।

মন্ত্র দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক।

ফল অপেক্ষা না করিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পন করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি বিন্যস্তং ত্বৎ প্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

কামতঃ বা অকামতঃ শুভাশুভ যাহা করিতেছি তৎ সমস্ত

তোমাতে বিন্যস্ত করিলাম কারণ তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া করিয়া থাকি।

যোগ অষ্টাঙ্গ।

(১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান।

[যম নিয়ম অভ্যাস করিলে সকাম ব্যক্তির কাম লাভ হয়।]

(৩) আসন—পদ্মাসন স্বস্তিকাসন ইত্যাদি।

(৪) প্রাণায়াম—শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ।

(৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয় নিরোধ।

(৬) ধারণা—একদেশে চিত্তের ধারণ।

(৭) ধ্যান—চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ।

(৮) সমাধি—ধ্যেয়াকারে পরিণত হওয়ার নাম সমাধি।

সমাধি দ্বিবিধ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। যে অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না, উহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, উহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অতএব অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারাই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে কৈবল্য হয়।

পাতঞ্জল মতে যোগের বিঘ্ন এই কয়টী—(১) ব্যাধি (২) স্ত্যান অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা (৩) সংশয় (৪) প্রমাদ অর্থাৎ যত্নের অভাব (৫) আলস্য (৬) অবিরতি অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা (৭) ভ্রান্তি দর্শন অর্থাৎ বিপর্য্যয় জ্ঞান (৮) অলব্ধভূমিকত্ব অর্থাৎ সমাধি যোগ্য অবস্থা লাভ না করা (৯) অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ সমাধি অবস্থা লাভ করিয়াও সমাধি ভ্রষ্ট হওয়া।

———:০:———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদান্তের প্রমাতা।

প্রমাতা বা অধিকারী।

(ক) মুমুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী।

মুমুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী। সকাম ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মুমুক্ষু নহেন তিনি বেদান্তের অধিকারী নহেন। অর্থাৎ সকাম ব্যক্তির এই বিদ্যা অনুশীলন করিয়া কোন কাম পূর্ণ হইবে না।

(খ) অধ্যয়ন।

বেদান্তের অধিকারী হইতেঃহইলে, অধ্যয়ন প্রয়োজন। "স্বাধ্যায় অধ্যেতব্যঃ" স্বাধ্যায় পাঠ করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, বিদুরাদি অধ্যয়ন না করিলেও তাঁহাদের জ্ঞানের বাধা হয় নাই। ইহার উত্তরে বলা যায়, তাঁহারা এজন্মে অধ্যয়ন না করিলেও, জন্মান্তরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদের জ্ঞানের বাধা হয় নাই।

(গ) বৈধ অনুষ্ঠান।

ধর্ম্ম জিনিষটা দুটা কথা মুখস্থ করিতে পারিলেই লাভ হয় না। তমোভাবের অপেক্ষা আর অধর্ম্ম নাই, সেই তমোভাব কি কথা মুখস্থ করিয়া যায়। আলস্য, কুড়েমি দেহের জড়তা। ভয়, শরীরে অত্যধিক মমতা, সংকীর্ণতা, সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষণ মনের জড়তা। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, হেয়োপাদেয় বিচারশূন্যতা, কোন বিষয়ে বুদ্ধির প্রসার না হওয়া, বা বুদ্ধি না খোলা, বুদ্ধির জড়তা। দেহের

জড়তা কঠিন কর্ম্ম দ্বারা, মনের জড়তা পরকে ভালবাসা দ্বারা, বুদ্ধির জড়তা মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা ও ভাল-মন্দ হেয়উপাদেয় সৎ-অসৎ বিচার দ্বারা নাশ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ জড়তা নাশ হইলে, ধর্ম্ম কর্ম্মের উপযুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্র, ধর্ম্মপোষাক, দেবমন্দির, মঠ, চৈত্য, বিহার লইয়াই ধর্ম্ম নহে। এগুলি বাহ্যিক চিহ্নমাত্র। নিজেকে তৈয়ার করা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নিজস্ব জিনিষ। শাস্ত্রে যাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলে। অপরিষ্কার দেহ মলিন। মালিন্যের কারণ দেহের জড়তা। অশুভসংস্কারাচ্ছাদিত চিত্ত মলিন। মালিন্যের কারণ চিত্তের জড়তা। কর্ম্মশক্তি উদ্‌বোধন দ্বারা মালিন্য নাশ করাকে চিত্তশুদ্ধি বলা যায়। অতএব কর্ম্মশক্তি উদ্‌বোধন ধর্ম্মের প্রথম ধাপ। যে অনলস কর্ম্মকুশল মার্জ্জিতবুদ্ধি তাহাকে জ্ঞান বৈরাগ্য শিক্ষা দিলে ফল হইবে। অলস নির্ব্বোধ ব্যক্তির দৃষ্ট ফল কাম লাভ করিবার সামর্থ্য নাই, আর সে নিরাশী নিষ্কাম হইয়া মোক্ষের অনুসন্ধান করিবে ইহা অসম্ভব। ভোগানুকূল বুদ্ধির বিষয় প্রবণতা বরং সোজা, কিন্তু মোক্ষানুকূল বুদ্ধির প্রত্যক্-প্রবণতা কতদূর কঠিন, যাঁহারা ঈষৎ চেষ্টা করেন তাঁহারা বুঝেন। ভগবান বলিয়াছেন,—

কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগীরা কায়মনবাক্য ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন কিন্তু ভোগে আসক্ত হয়েন না, উদ্দেশ্য মাত্র চিত্তশুদ্ধি।

(ঘ) নিষিদ্ধবর্জ্জন।

যেমন সকাম ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে না, সেইরূপ নিষিদ্ধানুষ্ঠায়ী বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে না। নিষিদ্ধ-

কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে অনৃত অপেক্ষা পাপ আর নাই, সেজন্য সর্ব্বাগ্রে সত্যাশ্রয় করিতে হইবে। সত্যাশ্রয় না করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে, সব নিষ্ফল হয়।

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনঃ বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপঃ ব্যর্থম্ ঊষরে বপনং যথা॥

সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপস্যা বৃথা, যেমন ঊষর ভূমিতে বীজ বপন নিষ্ফল হয়। সেজন্য সত্যাশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "সত্যবচণ পরস্ত্রী মাতৃ সমান, এই হলেই অন্য সাধনা না করলেও চলে।"

(ঙ) প্রায়শ্চিত্ত।

সবাই শুকদেবের ন্যায় আজন্মশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইবেন, তাহা হইতে পারে না; পাপ করিয়া ফেলিলেও শোধরাইবার উপায় আছে। প্রাচীন সংস্কারবশে লোক অনেক কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে। রাজদণ্ড (Penal Code) কিছুই করিতে পারে না। ভগবান বলিয়াছেন, "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি", Penal Code (রাজদণ্ড) করিবে কি? কিন্তু যদি তাহার ভিতর হইতে কৃতপাপের জন্য অনুশোচনা আসে তাহা অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড আর নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রে সেজন্য রাজদণ্ডের পরই প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। রাজদণ্ডে মানুষ বদলাইতে পারে না। কিন্তু ঠিক যখন ভিতর হইতে অনুশোচনা আসে, তখন সে মানুষ বদলিয়া যায়। এজন্য প্রায়শ্চিত্ত সেচ্ছাকৃত দণ্ড। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দণ্ড আর নাই। মনুতে আছে,—

কৃত্বা পাপন্তু সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যাপূয়তে তু সঃ॥

যদি কেহ পাপ করিয়া ফেলে, অনুতাপ দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। "আর পুনরায় করিব না" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় যদি না করে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঠাকুর বলিতেন,— "যদি আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণের ভিতর থেকে বলে, 'হে ভগবান! আর আমি এ কায করব না, আমাকে ক্ষমা কর' আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি না করে তাহা হইলে ভগবান ক্ষমা করেন।"

(চ) উপাসনা।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। উপাসনা মানস ব্যাপার অর্থাৎ চিন্তা বিশেষ। নিরবলম্বন চিন্তা হইতে পারে না, সেজন্য সগুণ ব্রহ্ম চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। বিশেষতঃ—

চিন্ময়স্য অদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য অশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থম্ ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা॥

ব্রহ্ম যদিচ চিন্ময় অদ্বিতীয় নিষ্কল এবং অশরীরী, তথাপি উপাসকের মঙ্গলের জন্য নিজের আকার সৃষ্টি করেন। "ব্রহ্মণঃ" কর্ত্তায় ষষ্ঠী। ভক্তি ভিন্ন বেদান্তার্থ প্রকাশ হয় না। উপাসনা দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়।

(ছ) সাধনা।

মুক্তির জন্য চারিটী থাকা দরকার—(১) বিবেক (২) বৈরাগ্য (৩) শম দম (৪) মুমুক্ষুত্ব।

(১) বিবেক—অর্থাৎ কোনটা নিত্য অর্থাৎ সৎ, কোনটা অনিত্য অর্থাৎ অসৎ এই বিচার করা।

(২) বৈরাগ্য—অর্থাৎ ঐহিক টাকা কড়ি মান সম্ভ্রম প্রভৃতি সর্ব্বভোগ্য বিষয়ে এবং পারলৌকিক স্বর্গসুখাদিভোগ্য বিষয়ে অত্যন্ত বিরাগ।

(৩) শম দম—শম দম ছয়টী, শম, দম, তিতিক্ষা উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা।

(ক) শম—মুমুক্ষু সর্ব্বদাই ব্রহ্মের চিন্তা, ব্রহ্মের আলাপ করবে, এই হইতেছে বিধি। মন কিন্তু থেকে থেকে অন্য জিনিষে গিয়ে পড়ে। মনকে অন্য জিনিষ থেকে ফিরিয়ে আনার নাম শম।

(খ) দম—সেইরূপ চক্ষু কর্ণ অন্য জিনিষে গিয়ে পড়ে; চক্ষু কর্ণকে সেই সব জিনিস থেকে ফিরিয়ে আনার নাম দম।

(গ) তিতিক্ষা—মান অপমান, শীত উষ্ণ, সহ্য করার নাম তিতিক্ষা।

(ঘ) উপরতি—শম দম কতকটা পাকা হয়ে গেলে, মন কি ইন্দ্রিয় অন্য জিনিষে যায় না, সে কারণ বিক্ষেপও হয় না। বিক্ষেপের অভাবকে উপরতি বলে। কেহ কেহ বলেন, উপরতি শব্দের অর্থ সংন্যাস।

(ঙ) সমাধান—চিত্তের ঐকাগ্র্যকে সমাধান বলে।

(চ) শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা।

(৪) মুমুক্ষুত্ব।

এইরূপ সাধন সম্পন্ন প্রমাতা, যাঁর কোন রূপ কাম নাই, যাঁর অন্তঃকরণ নিতান্ত নির্ম্মল, তাঁর অন্তঃকরণে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। ঠাকুর বলিতেন, "শুধু পাণ্ডিত্যে কি হইবে? পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যদি বিবেক বৈরাগ্য থাকে তবেই ফল হয়।"

(ঙ) বেদান্তের অধিকারী সংন্যাসী ও গৃহস্থ।

এক সম্প্রদায় বলেন কেবল সন্ন্যাসীরাই বেদান্তের অধিকারী। অপর সম্প্রদায় বলেন, "উপরতি" শব্দ দ্বারা সংন্যাস বুঝায় না মাত্র বিক্ষেপের অভাব বুঝায়। গৃহস্থেরও বিক্ষেপাভাব হইতে পারে। জনকাদি রাজর্ষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। অতএব সন্যাসী ও গৃহী উভয়ই বেদান্তের অধিকারী।

(ষ) অধিকারীর প্রথম কৃত্য গুরুকরণ।

যার মাথায় আগুন জলে, সে ব্যক্তি যেমন দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে জলে গিয়া পড়ে, সেইরূপ যে ব্যক্তি ত্রিতাপে তাপিত সে দৌড়িয়া গিয়া গুরুর আশ্রয় লয়।

তদ্ বিজ্ঞানার্থম্ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ম্ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
তাঁকে জানিবার জন্য শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় করিবে। গুরুর নিকট রিক্ত হস্তে যাইবে না; কিছু না সংগ্রহ হয়, একটু কাষ্ঠও লইয়া যাইবে। ভগবানও বলিয়াছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা আচার্যকে প্রসন্ন করিয়া সেই জ্ঞান অবগত হও।

গুরু কৃপাহেতু তাঁহাকে পরমব্রহ্মের উপদেশ দিবেন। অতএব সদ্গুরুকৃপালাভ মহাভাগ্যের কথা। কীট যেমন এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে ভাসতে ভাসতে চালতে থাকে, সেইরূপ জীব জন্ম জন্ম নানা কষ্টে সংসার স্রোতে ভাসিতেছে। যদি কোন কৃপালু ব্যক্তি সেই কীটকে আবর্ত্ত হইতে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে সে যেমন তরুছায়ায় নিশ্চিন্ত হয়, সেইরূপ গুরু কৃপা করিয়া কোন জীবকে যদি সংসার,আবর্ত্ত হইতে তুলেন, তবেই সে রক্ষা পায়।

রাম প্রসাদ বলেন,—

দেখাদেখি সাধয়ে যোগ। সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ॥
ওরে মিছেমিছি কর্ম্মভোগ গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥

গুরু গীতাতে আছে,—

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোপদম্।
মন্ত্রমূলং গুরো বাক্যং মোক্ষ মূলং গুরো কৃপা॥

ধ্যানের মূল গুরুর মূর্ত্তি, পূজার মূল গুরুর পদ। মন্ত্রের মূল গুরুর বাক্য, মোক্ষের মূল গুরুর কৃপা।

——:•:——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেদান্তের প্রমাণ।

ন্যায় দর্শনের প্রমাণ প্রমেয়গুলি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বেদান্তের প্রমাণগুলি আলোচনা করা যাইতেছে, আশা করা যায় উভয় মতের পার্থক্য নজরে পড়িবে।

প্রমাণ কাহাকে বলে?

প্রমাণ—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। প্রমার করণ প্রমাণ। যে বিষয়ে জ্ঞান হইতে কোন বাধা থাকে না অর্থাৎ অবাধিত জ্ঞানই প্রমা।

"জগৎ মিথ্যা" মানে কি?

বেদান্তে জগৎ মিথ্যা কাজেই ঘটাদি মিথ্যা, অতএব ঘট জ্ঞান প্রমা হইবে কিরূপে? ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে পর ঘটাদির বাধ অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান হয়, কিন্তু সংসার দশায় ঘট জ্ঞানের বাধা হয় না। অতএব "অবাধিত" শব্দের অর্থ সংসার দশায় অবাধিত বুঝিতে

হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন ঘটাদি জ্ঞান প্রমাণ বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ জগৎ সত্য বলিতে হইবে।

প্রমাণ কয় প্রকার।

প্রমাণ ছয় প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) আগম (৫) অর্থাপত্তি (৬) অনুপলব্ধি।

১। প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(ক) **প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ?** যাহা প্রত্যক্ষ যথার্থ জ্ঞানের করণ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেদান্ত মতে চৈতন্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

চৈতন্য ও অন্তকরণ।

চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক অন্তকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন হয়। বৃত্তি জ্ঞানের অবচ্ছেদক। সে জন্য বৃত্তিতে জ্ঞানের উপচার হয়। অন্তঃকরণ নিরবয়ব নহে, কিন্তু সাবয়ব।

আত্মার ইচ্ছা নাই।

[ন্যায়মতে ইচ্ছাদি আত্মার গুণ।]

বৃত্তিরূপ জ্ঞান মনধর্ম্ম। শ্রুতিতে আছে,—"কামঃ সঙ্কল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতির ধৃতি ধীঃ হ্রী ভীতেৎ সর্ব্বং মন এব।" কাম সংকল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রী ধী ভী এই সব মন।" "ধী" শব্দের অর্থ বৃত্তিরূপ জ্ঞান অতএব কাম প্রভৃতি মন ধর্ম্ম। কামাদি যদি অন্তঃকরণ ধর্ম্ম হইল তাহা হইলে "আমি ইচ্ছা করিতেছি" "আমি ভয় পাইতেছি" "আমি জানিতেছি" এইরূপ আত্মধর্ম্ম (আমি) বোধক অনুভব হয় কিরূপে? লোহ পিণ্ড দাহ করিতে, পারে না। কিন্তু দাহের আশ্রয় বহ্নির সহিত লোহ পিণ্ডের

অভেদ কল্পনা হেতু আমরা বলি লৌহ দাহ করিতেছে। সেইরূপ সুখাদি আকারে পরিণাম প্রাপ্ত অন্তঃকরণের সহিত আত্মাকে অভেদ কল্পনা করিয়া আমরা বলি "আমরা সুখী" "আমরা দুঃখী"। অর্থাৎ আমি কিছু করিতেছি না, মন ইচ্ছা করিতেছে, মন ভয় পাইতেছে, মন জানিতেছে, অন্তঃকরণ সুখী, অন্তকরণ দুঃখী।

অন্তকরণ ইন্দ্রিয় নহে।

অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নহে। কিন্তু ন্যায় মতে মন ইন্দ্রিয়। শ্রুতিতে আছে, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। ইন্দ্রিয়ের পর অর্থসমূহ, অর্থসমূহের পর মন। প্রশ্ন হয়, মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলা যায়, ইন্দ্রিয়জন্য হলেই যদি জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ হয়, কারণ অনুমান মনজন্য। অতএব ইন্দ্রিয়জন্য না হইলেও মন দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

(খ) প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত ও বিষয়গত।

(১) জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ।

চৈতন্য ত্রিবিধ; বিষয় চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য। ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয় চৈতন্য। অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্য। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতৃ চৈতন্য। (অবচ্ছেদক। অর্থাৎ অন্য বৃত্তি হইতে পৃথক কারক।)

যেমন পুষ্করিণীর জল কোন ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ক্ষেত্র চতুষ্কোনাদি আকার হইলে জলও সেইরূপ চতুষ্কোনাদি আকার ধারণ করে, সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়দেশ প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। এই

যে পরিণাম তাহাকেই বৃত্তি বলে। "অয়ং ঘটঃ" "এই ঘট" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ স্থলে, ঘটাদির ও ঘটাকার বৃত্তির বাহিরে একদেশে অবস্থানহেতু ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য একটীই। অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ঘটাদি বিষয় উভয় একদেশস্থ হেতু, ইহাদের ভেদ নাই। অতএব ঘটান্তবর্ত্তী ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ, মঠাবচ্ছিন্ন আকাশ হইতে পৃথক নহে, সেইরূপ চৈতন্য একই, কেবল উপাধি ভেদ মাত্র। ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য উভয় এক হওয়ায় ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। উপাধি দুটী একদেশস্থ হইলেও এককালীন হওয়া চাই, তবে উপাধি দুটীর অভেদ হইবে।

(২) বিষয় গত প্রত্যক্ষ।

ঘটাদির প্রত্যক্ষ প্রমাতার সহিত অভিন্নত্ব। প্রমাতা ও বিষয় উভয়ের অভেদ, ইহার অর্থ উভয়ে এক নহে কিন্তু প্রমাতৃর অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের একটী পৃথক অস্তিত্ব নাই। শুক্তিতে যেরূপ রজত অধ্যস্ত রজ্জুতে যেরূপ সর্প অধ্যস্ত, সেইরূপ ঘট চৈতন্যে অধ্যস্ত। সেজন্য চৈতন্য সত্ত্বাই ঘটাদি সত্ত্বা। কারণ শুক্তিসত্ত্বা ও রজতসত্ত্বা অথবা রজ্জুসত্ত্বা ও সর্পসত্ত্বা পৃথক নহে।

অধিষ্ঠান সত্ত্বার অতিরিক্ত আরোপিত সত্ত্বা কেহ স্বীকার করে না। প্রমাতৃ চৈতন্য ঘটের অধিষ্ঠান, অতএব প্রমাতৃ সত্ত্বাই ঘটাদি সত্ত্বা, ঘটাদির পৃথক অস্তিত্ব নাই। যেমন রজ্জুসত্ত্বা সর্পসত্ত্বা সেইরূপ চৈতন্যের সত্ত্বাই ঘটাদি সত্ত্বা।

এইরূপে ঘট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঘটের সত্ত্বা সিদ্ধ হইল। "অস্তি" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। "অস্তি ঘট" অর্থাৎ ব্রহ্মে ঘটাদি কল্পিত। অধিষ্ঠান সত্ত্বাই ঘটাদির সত্ত্বা, তদতিরিক্ত ঘটাদি সত্ত্বা নাই।

(গ) বৃত্তির ভেদ।

বৃত্তি চার প্রকার; সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ। এই বৃত্তিভেদ হেতু অন্তঃকরণ এক হইলেও মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই বিবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এইগুলি অন্তঃকরণের বিষয়।

(ঘ) প্রত্যক্ষ, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।

(১) সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।

বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট তাহা সবিকল্পক। "আমি ঘট জানিতেছি", এখানে ঘটত্ব রূপ বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান হইতেছে। যেখানে বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট হয় না, কেবল বিশেষ্যের জ্ঞান হয়, সেখানে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ, যথা "সেই এই দেবদত্ত," "তত্ত্বমসি" "তুমিই সেই", এই বাক্য-জন্য জ্ঞান।

(২) বাক্য-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য এক হলেই প্রত্যক্ষ হইবে, ইন্দ্রিয় জন্য হওয়ার আবশ্যক নাই। "সেই এই দেবদত্ত", এই বাক্য উচ্চারিত হইলেই, দেবদত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বৃত্তিচৈতন্য এক হইয়া গেল, সে জন্য "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্য জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ। সেইরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্য জন্য জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ। এখানে "প্রমাতৃ"ই বিষয়। সেজন্য বিষয় চৈতন্য ও প্রমাণ চৈতন্য উভয় চৈতন্যের অভেদ হইয়া থাকে। বাক্য জন্য জ্ঞানে তাৎপর্য্যই প্রধান। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অখণ্ডার্থত্ব অর্থাৎ যখন সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল যথার্থ আত্মার জ্ঞান উৎপাদন করে, তখনই অখণ্ডার্থত্ব।

(৬) প্রত্যক্ষ, জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর সাক্ষী।

(১) জীব সাক্ষী।

প্রত্যক্ষ আবার দ্বিপ্রকার, জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব। আর অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য জীবসাক্ষী। অন্তঃকরণকে বিশেষণ ও উপাধি এই দুই ভাবে ধরিলে উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইবে। বিশেষণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অন্য বস্তু হইতে পৃথক কারক। উপাধি কার্য্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট, অন্য বস্তু হইতে পৃথক কারক ও বর্ত্তমান। "রূপবিশিষ্ট ঘট অনিত্য" এখানে রূপ বিশেষণ, "কর্ণশষ্কুলী বিশিষ্ট আকাশ শ্রোত্র" এখানে কর্ণশষ্কুলী উপাধি। শষ্কুলী কর্ণের চর্ম্মময় অংশ। উপাধি অর্থাৎ পরিচায়ক। অন্তঃকরণ জড়, তার বিষয় প্রকাশের শক্তি নাই। সেজন্য অন্তঃকরণ বিষয়-প্রকাশক চৈতন্যের উপাধি। জীব সাক্ষী অর্থাৎ অন্তকরণ প্রতি আত্মায় বিভিন্ন। যদি একটী হইত, চৈত্রের কোন বিষয় জ্ঞান হইলে মৈত্রের ও তাহার চিন্তন হইত।

(২) ঈশ্বর সাক্ষী।

মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর সাক্ষী। এই চৈতন্য এক, কারণ তার উপাধি মায়া এক। তবে "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইন্দ্র মায়া সকল দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। মায়ার বহুবচন দ্বারা এই শ্রুতিতে মায়াগত বিবিধ শক্তি ও সত্ত্ব, রজ, তম গুণ বুঝাইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ মায়া বহু নহে, মায়া এক। শ্রুতিতে আছে,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ॥
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণবর্ণা, নিজের ন্যায় বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজা

মায়াকে, এক অজ উপভোগ করে, অন্য অজ উপভুক্তা ইহাকে পরিত্যাগ করেন। "লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা" অর্থাৎ রজ, সত্ব, তম ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াপোহিত চৈতন্য অনাদি কারণ উপাধি মায়া অনাদি। মায়া বিশিষ্ট চৈতন্য পরমেশ্বর। মায়াকে বিশেষণ ধরিলে ঈশ্বরত্ব ও উপাধি ধরিলে সাক্ষীত্ব। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষীত্বে ভেদ কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাক্ষীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। পরমেশ্বর এক হইলেও উপাধিভূত সত্ত্ব রজঃ তম গুণ ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে কথিত হন। যেমন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে জীবের উপাধি অন্তঃকরণে বৃত্তি ভেদ জন্মায়, সেইরূপ সৃজ্যমান প্রাণীগণের কর্ম্মহেতু পরমেশ্বরের উপাধি মায়াতে এবার ইহা সৃষ্টি করিব, এবার ইহা পালন করিব, এবার ইহা ধ্বংস করিব, এইরূপ বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হয়।

(ঙ) প্রত্যক্ষ জ্ঞপ্তিগত ও জ্ঞেয়গত।

চৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণ ও মায়া এই দ্বিবিধ হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও দ্বিবিধ জ্ঞপ্তিগত ও জ্ঞেয়গত।

(চ) প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষ।

[ন্যায়মতে প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষ নহে।]

(১) শুক্তি রজত জ্ঞান।

শুক্তি রজত নহে, অথচ শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, ইহা প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষের উদাহরণ। এইরূপ ভ্রান্তি প্রত্যক্ষের হেতু কি?

লোক প্রসিদ্ধ সামগ্রী প্রাতিভাসিক রজত জ্ঞান উৎপাদন করে না, কিন্তু অন্য সামগ্রী রজত জ্ঞান উৎপাদন করে। নেত্ররোগদূষিত চক্ষুর, সম্মুখবর্ত্তি কোন দ্রব্যের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, সেই পদার্থাকারা

চাকচিক্যাকারা এক অন্তঃকরণ বৃত্তি উদয় হয়। সেই বৃত্তি বাহির হইলে, শুক্তিদ্রব্যাবচ্ছিন্নচৈতন্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য এক হইয়া যায়। শুক্তিরূকারিকা অবিদ্যা কাচ প্রভৃতি নেত্ররোগের সহায়ে চাকচিক্য সাদৃশ্য সন্দর্শনহেতু উদ্‌বোধিত রজত সংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রজত রূপ দ্রব্যাকারে ও রজত জ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(২) পরিণাম ও বিবর্ত্ত।

উপাদানের সমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম পরিণাম। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি। উপাদান হইতে অসমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জু হইতে সর্প। অবিদ্যাকে অপেক্ষা করিলে প্রাতিভাসিক রজত পরিণাম, আর চৈতন্যকে অপেক্ষা করিলে বিবর্ত্ত বলা যায়।

(৩) শুক্তি রজত ও রজতে পার্থক্য কি ?

(১) সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলেও কতকগুলির ক্ষণিক অস্তিত্ব ও কতকগুলি স্থায়ী অস্তিত্ব ধরা হয়। দ্রব্যের বিশেষ স্বভাব দ্বারা যেমন ক্ষণিক ও স্থায়ী অস্তিত্ব ধরা হয়, সেইরূপ তাদের জ্ঞানও হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতি কালমাত্র স্থায়ী।

(২) ঘট প্রভৃতি মিথ্যা জ্ঞান হয়, তখন দোষ কেবল অবিদ্যার কিন্তু শুক্তিতে রজত জ্ঞানে, কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগদোষ বিদ্যমান। অতএব প্রাতিভাসিকের নিমিত্ত আগন্তুক দোষ। স্বামিজী ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "ভুলের উপর ভুল"।

(৪) স্বপ্ন।

এইরূপ স্বপ্নে রথ প্রভৃতির জ্ঞান হয়, তাহাতেও আগন্তুক নিদ্রা প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান। কাজেই স্বপ্নজ্ঞান প্রাতিভাসিক। স্বপ্ন স্মরণ

নহে। স্বপ্নে যখন রথ দেখি তখন কেবল স্মরণ দ্বারা রথ জ্ঞান হয় না। কেননা স্বপ্নাবস্থায় রথ দেখিতেছি এইরূপ অনুভব হয়। আবার নিদ্রা ভঙ্গে, স্বপ্নে রথ দেখিয়াছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হয়।

(ঙ) বাধ ও নিবৃত্তি।

জাগ্রতে স্বপ্ন হয় না কেন?

কার্য্য বিনাশ দুই প্রকার; কোন বিনাশ উপাদানের সহিত ঘটিয়া থাকে, আবার কোন বিনাশ উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকার বিনাশকে "বাধ" ও দ্বিতীয় প্রকার বিনাশকে "নিবৃত্তি" বলে। প্রথমটীর কারণ অধিষ্ঠানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া; তাহা হইলে উপাদানভূত অবিদ্যার নাশ হইবে। দ্বিতীয়টীর কারণ (১) বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি (২) দোষ নিবৃত্তি। ধরিলাম, যতক্ষণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয় ততক্ষণ স্বপ্নসমূহ "বাধ" প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মুষল প্রহারের দ্বারা যেরূপ ঘট বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিরোধী অন্য প্রত্যয় উৎপন্ন হইলে অথবা রথাদির জনক নিদ্রা প্রভৃতি দোষ নাশ ঘটিলে রথাদির "নিবৃত্তি" হইতে বাধা কি আছে? সেইরূপ শুক্তিতে রজত জ্ঞান অজ্ঞানের কার্য্য ধরিলে, "ইহা শুক্তি রজত নহে" এই জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সহিত রজতের "বাধ" উপস্থিত হয়। আর যদি বল শুক্তিতে আরোপিত রজত মূল অবিদ্যার কার্য্য তাহা হইলে শুক্তি জ্ঞান হইলে, রজতের মাত্র "নিবৃত্তি" হইবে, কেন না, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইলে মূল অবিদ্যার নাশ হয় না।

(চ) ইন্দ্রিয়জন্য ও ইন্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষ।

[ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় জন্য।]

প্রত্যক্ষ প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, ইন্দ্রিয়জনিত আর ইন্দ্রিয় দ্বারা

অজনিত। সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জনিত নহে, কিন্তু মনজন্য। মন ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটি—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। তার মধ্যে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু চক্ষু ও শ্রোত্র নিজেরাই, বিষয় যেখানে আছে সেইখানে গমন করিয়া, নিজ নিজ বিষয় অর্থাৎ রূপ ও শব্দ গ্রহণ করে।

২। অনুমান প্রমাণ।

(ক) অনুমান কাহাকে বলে ?

অনুমিতির জ্ঞান যাহা দ্বারা হয় তাহা অনুমান।

অনুমিতি ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে হয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' পর্ব্বত পক্ষ, ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য। পক্ষে হেতু ও সাধ্যের যুগপৎ অবস্থানকে সামানাধিকরণ্য বলে। পক্ষে সাধ্যের সহিত হেতুর সামান্যাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে। এই ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যভিচার দর্শন না হইলে সহচার দর্শনে হইয়া থাকে। অনুমিতি এক প্রকার তাহা অন্বয়িরূপ। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলে। যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি।

(খ) অনুমান দ্বিবিধ।

অনুমান দ্বিবিধ,—স্বার্থ ও পরার্থ। নিজেই যে অনুমান করি, তাহা স্বার্থ। পরার্থ অনুমান ন্যায়সাধ্য। ঠাকুর বলিতেন, 'নিজেকে মার্‌তে হলে একটী নরুণই যথেষ্ট, পরকে মার্‌তে হলে ঢাল তলোয়ার চাই।'

(গ) ন্যায় কি ?

অবয়ব সমুদয়ের নাম ন্যায়। অবয়ব তিনটী—প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ।

পর্ব্বত বহ্নিমান,—প্রতিজ্ঞা। কারণ ইহা ধূমযুক্ত—হেতু।

যে যে ধূমযুক্ত সেই সেই বহ্নিযুক্ত, যেমন মহানস—উদাহরণ। সেইরূপ,

ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা—প্রতিজ্ঞা।

কারণ তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন—হেতু।

শুক্তিতে মিথ্যা রজত—উদাহরণ।

সমস্ত পদার্থের অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবকেই মিথ্যাত্ব বলে। রজতের অধিকরণ শুক্তি। শুক্তিতে রজত নাই অতএব রজত মিথ্যা। ঘট বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঘট মিথ্যা হইবে কিরূপে? জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। ঘট ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য, অতএব ঘট মিথ্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্বাই ঘটসত্বা, ঘটসত্বা পৃথক নাই। যেরূপ শুক্তিসত্বা ও রজতসত্বা এক।

(ঘ) সত্বা ত্রিবিধ।

সত্বা ত্রিবিধ;—পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্বা। আকাশাদির ব্যাবহারিক সত্বা। আর শুক্তিতে রজতাদির প্রাতিভাসিক সত্বা। ঘট মিথ্যা অর্থাৎ ঘটের ব্যাবহারিক সত্বা থাকিলেও ঘটের পারমার্থিক সত্বা নাই. ... সত্বাই পারমার্থিক। মিথ্যা সর্প দেখিয়া সত্য ভয় হৃৎকম্প ... মূর্চ্ছা হয়। সর্পের ব্যাবহারিক সত্বা থাকিলেও পারমার্থিক সত্বা নাই।

৩। উপমান প্রমাণ।

সাদৃশ্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের নাম উপমান। যেমন কোন ব্যক্তি বনে যাইয়া গো সদৃশ আরণ্যক পশু দেখিলে তার প্রতীতি হয় এই প্রাণী গো সদৃশ এবং তাহার জ্ঞান হয় এই পশু গবয়।

৪। আগম প্রমাণ।

(ক) আগম প্রমান কাহাকে বলে ?

যে বাক্যের পদার্থ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে আগম প্রমাণ বলে।

বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তার কারণ চারিটী।—(১) আকাঙ্ক্ষা (২) যোগ্যতা (৩) আসত্তি (৪) তাৎপর্য্য জ্ঞান।

(খ) আকাঙ্ক্ষা।

(১) আকাঙ্ক্ষা—পদার্থ সকলের পরস্পর জিজ্ঞাসার বিষয় হইবার যোগ্যতাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। ক্রিয়া শ্রবণ করিলে কারক জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। কারক শ্রবণ করিলে ক্রিয়া জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। করণ শ্রবণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। ক্রিয়াত্ব কারকত্ব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দে আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না, কারণ ক্রিয়াযুক্ত নহে। "তত্ত্বমসি" বাক্যে আকাঙ্ক্ষা নাই তাহা নহে, কারণ, এখানে অভেদ প্রতিপাদনই আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

(গ) যোগ্যতা।

(২) যোগ্যতা—তাৎপর্য্য বিষয়ে সম্বন্ধের বাধার অভাবের নাম যোগ্যতা। যেমন "বহ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে" এই বাক্যে অগ্নি ও সেচন ক্রিয়ার সম্বন্ধের বাধা হইতেছে; অতএব যোগ্যতা হইল না।

"তত্ত্বমসি" বাক্যে বাচ্যের অভেদের বাধা হইলেও লক্ষ্য স্বরূপের অভেদের বাধা না হওয়ায় যোগ্যতা রহিয়াছে।

(ঘ) আসত্তি।

(৩) আসত্তি—পদার্থের পদজন্য উপস্থিতির নাম আসত্তি। পদার্থ দ্বিবিধ, শক্য ও লক্ষ্য।

(ক) শক্য—পদের অর্থে মুখ্যা বৃত্তির নাম শক্তি। যেমন ঘটপদ উচ্চারিত হইলে ঘট বস্তু বুঝায়।

(খ) লক্ষ্য—লক্ষণার বিষয় লক্ষ্য।

লক্ষণা দ্বিবিধ—কেবল লক্ষণা ও লক্ষিত লক্ষণা।

কেবল লক্ষণা—শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কেবল লক্ষণা। যেরূপ, "গঙ্গাতে আভীর পল্লী বাস করে।" এখানে গঙ্গা পদের শক্যার্থ প্রবাহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধি 'তীরে' কেবল লক্ষণা হইল।

লক্ষিত লক্ষণা— যথানে শক্যের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধ দ্বারা অন্য অর্থ বুঝাইবে সেখানে লক্ষিত লক্ষণা। যেরূপ দ্বিরেফ পদে মধুকর বুঝায়। 'দ্বিরেফ' শব্দের শক্যার্থ দুটি রকার। ভ্রমর শব্দে দুটী রকার আছে। অতএব ভ্রমর পদ ঘটিত পরম্পরা সম্বন্ধহেতু দ্বিরেফের মধুকর অর্থ হইল। গৌনী ও লক্ষিত লক্ষণা, যেমন "বালক সিংহ"। এখানে সিংহ শব্দবাচ্য সিংহ প্রাণীর শৌর্য্যাদি বিশিষ্ট বালক বুঝায়।

প্রকারান্তরে লক্ষণা ত্রিবিধ।—(ক) জহল্লক্ষণা, (খ) অজহল্লক্ষণা, (গ) জহদজহল্লক্ষণা।

(ক) যেখানে শক্যার্থকে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া অন্য অর্থের প্রতীতি হয় সেখানে জহল্লক্ষণা। যথা,—"বিষ খাও", এই বাক্যের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া শত্রু গৃহে ভোজন নিবৃত্তি বুঝাইতেছে।

(খ) যেখানে শক্যার্থ অন্তর্ভুক্ত করিয়া অন্য অর্থের প্রতীতি হয় সেখানে অজহল্লক্ষণা। যথা শুক্ল ঘট। এখানে শুক্ল শব্দ নিজ অর্থ শুক্লগুণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া শুক্লগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য বুঝাইতেছে।

(গ) যেখানে বিশিষ্ট বাচক শব্দ স্বার্থের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া একাংশে বর্ত্তমান থাকে সেখানে জহদজহল্লক্ষণা। যথা—"এই সেই দেবদত্ত" এখানে "সেই (পূর্ব্বদৃষ্ট) ও এই (বর্ত্তমানদৃষ্ট)" পদদ্বয়ের বাচ্য ও ঐ পদদ্বয়বিশিষ্ট দেবদত্ত এক হইতে পারে না, অতএব সেই ও এই দুটী পদ কেবল বিশেষ্য মাত্র বুঝাইবে। জহদজহল্লক্ষণার উদাহরণ, "কাক হইতে দধি রক্ষা কর" প্রভৃতি। এস্থলে শক্তি দ্বারা উপস্থিত কাক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক্তি দ্বারা অনুপস্থিত দধির বিঘাতক বিড়াল অর্থেও প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব কেবল কাকে নহে, অকাক বিড়ালেও কাক শব্দের প্রবৃত্তি। পদে যেরূপ লক্ষণা হয়, বাক্যেও সেইরূপ লক্ষণা হইতে পারে। যেরূপ "অর্থবাদ বাক্য"। অর্থবাদ বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি প্রশংসাসূচক সেগুলির প্রাশস্ত্যে লক্ষণা, আবার যেগুলি নিন্দাসূচক সেগুলির নিন্দিতত্বে লক্ষণা। পদজন্য পদার্থের স্মরণই আসত্তি। আসত্তি শব্দবোধেরহেতু। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে লক্ষণা আছে কি না? একসম্প্রদায় বলেন "তৎ" পদের বাচ্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট। "ত্বং" পদের বাচ্য অন্তঃকরণবিশিষ্ট। উভয়ের ঐক্য হইতে পারে না। সেজন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। অপর সম্প্রদায় বলেন, লক্ষণার প্রয়োজন নাই। বিশেষণের ঐক্য না হইলেও শক্তি দ্বারা বিশেষ্যের ঐক্যের বাধা নাই।

(ঙ) তাৎপর্য্য জ্ঞান।

অর্থবোধ উৎপাদন করিবার যোগ্যতার নাম তাৎপর্য্য। ভোজন

কালে "সৈন্ধব আন" বলিলে লবণই বুঝায়, ঘোটক বুঝায় না। বেদের তাৎপর্য্য মীমাংসা দর্শনের সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

(চ) বেদ নিত্য নহে।

মীমাংসক মতে বেদ নিত্য, কারণ মানব-সুলভ ভ্রম-প্রমাদ-লোভা-লিপ্স্য-করণাপাটব-শূন্য। বৈদান্তিক আচার্য্যরা বলেন, বেদ অনিত্য, কারণ বেদের উৎপত্তি আছে। শ্রুতিতে আছে,—"অস্য মহতঃ ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতৎ যদৃগবেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ।" এই মহান্ ভূতের নিশ্বাস (অর্থাৎ অপ্রযত্ন সৃষ্ট) ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ। সৃজ্যমান পদার্থের নাশ আছেই অতএব বেদ অনিত্য।

(ছ) বেদ ক্ষণিক নহে।

বেদ নিত্য না হইলেও ক্ষণিক নহে, কারণ বর্ণপদবাক্যসমষ্টি বেদের আকাশ প্রভৃতির ন্যায় সৃষ্টিকালে উৎপত্তি হয় ও প্রলয়কালে ধ্বংস হয়। বর্ণ সকল যখন উচ্চারিত হয় না, তখন যে তাহাদের উপলব্ধি হয় না, তাহার কারণ অন্ধকার গৃহে ঘট বর্ত্তমান থাকিলে, যেরূপ ব্যঞ্জক আলোক অভাবে দেখা যায় না, সেইরূপ অনুচ্চারিত অবস্থায় বর্ত্তমান 'গ'কার ব্যঞ্জক-উচ্চারণ ব্যতিরেকে আমাদের উপলব্ধি হয় না। 'গ'কার উৎপন্ন হইল, এরূপ প্রতীতি হয় না, কারণ পূর্ব্বোচ্চারিত 'গ'কার ও বর্ত্তমান-উচ্চারিত 'গ'কার একই, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। অতএব বর্ণ ক্ষণিক নহে। বেদও ক্ষণিক নহে।

(জ) বেদ পৌরুষেয় নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ক্ষণিক না হইলেও, যখন পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ প্রণীত, তখন বেদ পৌরুষেয় বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলেন, পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চারিত বা যাহার উৎপত্তি পুরুষের অধীন,

তাহাই পৌরুষের হয় না। কিন্তু স্বজাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা না করিয়া যাহা উচ্চারণ করা হয় তাহা পৌরুষেয়। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর আকাশ বায়ু প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্ব সৃষ্টি-সিদ্ধ বেদেরই সদৃশ বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পৃথক প্রকার কিছু রচনা করেন নাই। কাযেই বেদ স্বজাতীয় পূর্ব্ব সৃষ্টতে রচিত বেদের অপেক্ষা করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ পৌরুষেয় নহে। যাহা স্বজাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা না করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহাই পৌরুষেয়। মহাভারত পৌরুষেয় কারণ তাহার উচ্চারণ স্বজাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা করিয়া কৃত নহে। এইরূপ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ভেদে দুই প্রকার আগম নিরূপিত হইল। ("কাঠক", "কালাপ" "তৈত্তিরিয়" শব্দের অর্থ কঠ কর্ত্তৃক কি কলাপ কর্ত্তৃক কি তিত্তিরি কর্ত্তৃক প্রণীত নহে কিন্তু উঁহারা মাত্র উচ্চারক বুঝিতে হইবে।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বাক্যের পদার্থ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে আগম প্রমাণ বলে। যেমন উপনিষৎ।

(ঝ) উপনিষৎ পঞ্চবিধ।

উপনিষৎ পঞ্চবিধ—(১) লক্ষণপর, (২) ঐক্যপর, (৩) নিষেধপর, (৪) উপাসনাপর, (৫) সৃষ্টিপর।

(১) লক্ষণপর শ্রুতি।

লক্ষণ দ্বিবিধ—তটস্থ ও স্বরূপ। স্বরূপ অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। আর একটাকে অপেক্ষা করিয়া কোন জিনিষ বুঝানকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন জগৎকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্ম বুঝান হয়।

(ক) তটস্থ লক্ষণ।

(১) 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'। যিনি সামান্যরূপে সব জানেন, বিশেষরূপে সব জানেন, যাঁহার জ্ঞানময় চেষ্টা।

(২) 'সর্ব্বস্য বশী'। ব্রহ্মা ইন্দ্র সব যাঁহার বশে আছেন।

(৩) 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

(৪) 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরঃ পৃথিবী যস্য শরীরং পৃথিবীং যং ন বেদ যঃ পৃথিবীং অন্তরঃ যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ'॥ যিনি পৃথিবীতে রহিয়া পৃথিবীর অন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁর শরীর, পৃথিবী যাঁকে জানে না, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ হইয়া পৃথিবীকে নিয়মন করিতেছেন, সেই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।

(৫) 'স অকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'। তিনি কামনা করিলেন, কিরূপে বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

(৬) 'স ঐক্ষত'। তিনি আলোচনা করিলেন।

(৭) 'তৎ তেজঃ অসৃজত'। তিনি প্রত্যক্ষ তেজ সৃষ্ট করিলেন

(খ) স্বরূপপর শ্রুতি।

(১) 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ অর্থাৎ অব্যভিচারী বিকারশূন্য। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞপ্তি-স্বরূপ, অববোধ-স্বরূপ। তিনি সান্ত নহেন, অনন্ত।

(২) 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ।

(২) ঐক্যপর শ্রুতি।

(১) 'তত্ত্বমসি'। তুমিই সেই ব্রহ্ম। এইটী সামবেদীয় ছান্দগ্যান্তর্গত।

(২) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। আত্মাই ব্রহ্ম। এইটী ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়ান্তর্গত।

(৩) 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আমিই ব্রহ্ম। এইটী যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকান্তর্গত।

(৪) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এই আত্মা ব্রহ্ম। এইটী অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যান্তর্গত।

এই চারিটীকে মহাবাক্য বলে।

(৩) নিষেধপর শ্রুতি।

'অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্'। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন।

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'। তাঁর শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।

(৪) উপাসনাপর শ্রুতি।

'য আত্মা অপহতপাপ্মা স অন্বেষ্টব্যঃ স জিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ আত্মা ইতি এব উপাসীত॥ আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত॥' আত্মা নিষ্পাপ, তিনিই অন্বেষনীয়, তাঁহাকেই জানিবে। আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে; এই লোকই আত্মা, এইরূপে উপাসনা করিবে।

(৫) সৃষ্টিপর উপনিষৎ।

'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি'।

যাহা হইতে এই সকল জীব জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, প্রলয়কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হইবে যাহাতে লয় হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।

কর্ম্মপর শ্রুতি।

(১) 'যাবৎ জীবম্ অগ্নিহোত্রম্ জুহুয়াৎ'। যতকাল জীবিত থাকিবে অগ্নি-হোত্র হোম করিবে।

(২) 'তম্ এতম্ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন'। এই পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, দান দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।

(ঞ) সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য।

আচার্য্য দেখাইয়াছেন, যদিচ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা অদ্বৈত ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। কর্ম্মপর শ্রুতির তাৎপর্য্য, এই সব কর্ম্ম করিলে বিবিদিষা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা হয়। উপাসনাপর শ্রুতির তাৎপর্য্য, উপাসনা করিলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মায় ও চিত্তশুদ্ধি হয়। সৃষ্টিপর শ্রুতির তাৎপর্য্য, বৈরাগ্য উৎপাদন করা, অর্থাৎ সর্ব্বদা জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য আসে। নিষেধপর শ্রুতির তাৎপর্য্য যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব নিরংশ, তাঁহাতে কোনরূপ জড়ত্ব নাই। ঐক্যপর শ্রুতির তাৎপর্য্য যে, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য আত্মা নাই। সত্য বটে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এক হইতে পারে না, কিন্তু চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্য হইতে পারে অর্থাৎ জীবত্ব-ঈশ্বরত্ব-রূপ বিশেষণ ত্যাগ করিলে বিশেষ্য এক বুঝা যাইতে পারে। লক্ষণপর শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিবিদিষা ঐকাগ্র্য বৈরাগ্য এগুলি সাক্ষাৎ অদ্বৈতপর না হইলেও, পরম্পরা অদ্বৈত-পর, কারণ এইগুলি দ্বারা অদ্বৈতবুদ্ধি হয়। এইরূপে আচার্য্য দেখাইয়া-

ছেন, সকল শ্রুতি অদ্বৈতপর অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে।

(ট) মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপদেশ।

অনাদিকাল হইতে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত। মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা শ্রীগৌড়পাদ স্বামী রচনা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এই আত্মা ব্রহ্ম। জীবাত্মাই ব্রহ্ম।

'আত্মা চতুষ্পাৎ'। আত্মার চার অবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

'জাগরিতস্থানঃ স্থূলভুক্ * * * * বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ'। জাগ্রত অবস্থায় আত্মা স্থূল বিষয় অনুভব করেন। তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা যায়, অর্থাৎ স্থূলশরীরাভিমানী।

'স্বপ্নস্থানঃ প্রবিবিক্তভুক্ * * * * * তৈজসঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।' স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন। তাঁহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস অন্তঃকরণ অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী।

'সুষুপ্তস্থানঃ আনন্দভুক্ * * * * * * প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ'। সুষুপ্ত অবস্থায় তিনি কেবল আনন্দ অনুভব করেন। সুষুপ্তিকালে রোগী অরোগী হয়, শোকার্ত্ত শোক ভুলিয়া যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীর থাকে না, কেবল অজ্ঞান থাকে। অজ্ঞানকে কারণশরীর বলে।

'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ'॥ তুরীয় অবস্থায় প্রপঞ্চের লয় হয়, তখন তিনি শান্ত

মঙ্গলময় অদ্বৈত। তাহাকে চতুর্থ বলে। তিনিই আত্মা, তিনিই জ্ঞাতব্য।

এই কয়টী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, জাগ্রত অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম থাকে; স্বপ্নাবস্থায় স্থূল থাকে না কেবল সূক্ষ্ম থাকে; সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই থাকে না, মাত্র অজ্ঞান বা কারণ থাকে। আর তুরীয় অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কিছুই থাকে না। স্থূলের সূক্ষ্মে লয় হয়; সূক্ষ্ম অজ্ঞানে লয় হয়; অজ্ঞান তুরীয়ে লয় হয়। তুরীয় অবস্থাই প্রকৃত আত্মা। অতএব আত্মাতে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত অবস্থাত্রয় নাই। অর্থাৎ আত্মা স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে এবং অজ্ঞান বা কারণ নহে। তিনি শান্ত শিব (মঙ্গলময়) অদ্বৈত। কোনরূপ দ্বৈত তাঁহাতে নাই। তিনি অস্থূল, অনণু, অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়।

৫। অর্থাপত্তি প্রমাণ।

(ক) অর্থাপত্তি কাহাকে বলে ?

উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। যেটী না হইলে, একটী বিষয় হইতে পারে না, সেই বিষয়টীকে উপপাদ্য বলে। যাহার অভাবে, সেই বিষয়টী হইতে পারে না, তাহাকে উপপাদক বলে। রাত্রি ভোজন বিনা দিবসে যে ভোজন করে না তাহার স্থূলত্ব অসম্ভব। স্থূলত্ব উপপাদ্য। রাত্রি ভোজন বিনা স্থূলত্ব অসম্ভব অতএব রাত্রি ভোজন উপপাদক।

(খ) অর্থাপত্তি দ্বিবিধ।

অর্থাপত্তি দ্বিবিধ,—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ,—"ইদং রজতম্" ইহা রজত বলিয়া প্রতিপন্ন রজতই "নেদম্

রজতম্‌" ইহা রজত নহে বলিয়া যখন নিষেধ করা হয়, তখন রজতের সত্যত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। "ইহা" রজত, রজতারোপের "ইহা" উপাধি, ইহা রজত নহে, উপাধি "ইহাতে" রজতের নিষেধ। কাজেই রজতের মিথ্যাত্ব কল্পনা হয়। শ্রুতার্থাপত্তির উদাহরণ, যেখানে শ্রুত বাক্যের নিজ অর্থ জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়াতে অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হয়, সেইখানে শ্রুতার্থাপত্তি; যথা, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মজ্ঞ শোক অতিক্রম করেন। শোক শব্দের অর্থ বন্ধনসমূহ। বন্ধনসমূহ জ্ঞানের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে না। অতএব বন্ধনগুলির মিথ্যাত্ব কল্পনা করিতে হয়।

৬। অনুপলব্ধি প্রমাণ।

অনুপলব্ধি প্রমাণ কাহাকে বলে?

জ্ঞানকরণ দ্বারা অজন্য অর্থাৎ অনুৎপন্ন যে অভাবের অনুভূতি তাহার অসাধারণ কারণকে অনুপলব্ধি প্রমাণ বলে। যেমন ভূতলে ঘট নাই, এই অভাবের জ্ঞান কোন করণ দ্বারা অজন্য।

অভাব চতুর্ব্বিধ।—(১) প্রাগভাব (২) প্রধ্বংস (৩) অত্যন্তাভাব (৪) অন্যোন্যাভাব এই চতুর্ব্বিধ অভাব।

(১) প্রাগভাব। মৃৎপিণ্ড কারণ। ঘট কার্য্য। মৃৎপিণ্ডে ঘটের অভাব অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব তাহাকে প্রাগভাব বলে। এই প্রাগভাব ভবিষ্যতে ঘট হইবে এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে।

(২) প্রধ্বংস। মুদ্গর প্রহার করিলে ঘটের যে অভাব তাহাকে প্রধ্বংস বলে।

(৩) অত্যন্তাভাব। যেখানে অধিকরণে তিন কালেই অভাব দৃষ্ট হয়, সেই অভাবকে অত্যান্তাভাব বলে। যেমন বায়ুতে রূপ নাই। বায়ুতে রূপের অভাব অত্যন্তাভাব।

(৫) অন্যোন্যাভাব। এ বস্তু উহা নয়, এইরূপ প্রতীতির বিষয়কে অন্যোন্যাভাব বলে। অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ, বিভাগ বা পৃথকত্ব। ভেদ সাদি ও অনাদি। অধিকরণ সাদি হইলে ভেদও সাদি হইবে। যেমন ঘটে পটে ভেদ। অধিকরণ অনাদি হইলে ভেদ অনাদি হইবে। যেমন ব্রহ্মে জীবে ভেদ। ভেদ অনিত্য কারণ ভেদ অবিদ্যার অধীন, অতএব অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে ভেদও নিবৃত্ত হইবে।

ভেদ আবার দ্বিবিধ।—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। যেখানে উপাধির সত্ত্বা ব্যাপিয়া ভেদের অস্তিত্ব সেখানে সোপাধিক। যেমন ঘটাকাশ মঠাকাশ। এক সূর্য্য বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন হন। এক ব্রহ্ম অন্তঃকরণ ভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেখানে উপাধির ব্যাপ্তি শূন্যতা, সেখানে নিরুপাধিক। যথা,—ঘটে পটে ভেদ।

অনুপলব্ধি দ্বারা চারি প্রকার অভাবের উপলব্ধি হয়। অতএব অনুপলব্ধি একটী পৃথক প্রমাণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রমেয় বা বিষয়।

(১) শিক্ষার প্রণালী।

আচার্য্যগণ প্রথমে অধ্যারোপ করিয়া তারপর অপবাদ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মে জগতের আরোপ করিয়া ব্রহ্মে জগতের অপবাদ করেন। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা বুঝান। অধ্যারোপ অর্থাৎ সৃষ্টি; অপবাদ অর্থাৎ প্রলয়। জলে তরঙ্গ উঠে আবার জলে লয় হয়। তাহা দেখিয়া বলা যায় জলই সত্য, আর বুদ্বুদ্ বা তরঙ্গ মিথ্যা।

সেইরূপ ব্রহ্ম সাগরে জীব-জগৎ-রূপ তরঙ্গ উঠিতেছে ও মিলাইতেছে। ইহা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ব্রহ্মই সত্য, আর নাম-রূপ-মাত্র জীব-জগৎ মিথ্যা।

২। প্রতিকল্পে সৃষ্টিসমান।

সৃষ্টি অনাদি। প্রতিকল্পে সমান সৃষ্টি। ঈশ্বর পূর্ব্ব কল্পের অনুযায়ী সৃষ্টি করেন। সেজন্য বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভ হইতে সৃষ্টি প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। ধাতা আকাশ বায়ু প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্ব কল্পের অনুযায়ী বেদ ও সৃজন করিয়াছেন। সেজন্য বেদ অপৌরুষের বলা যায়।

৩। ব্রহ্ম।

শ্রুতিতে আছে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

"একম্"—ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই, যেরূপ বৃক্ষে মূল শাখা পল্লবাদি আছে, ব্রহ্মে সেরূপ কিছু নাই। ব্রহ্ম নিরবয়ব অতএব তাঁহার অংশ হইতে পারে না। সেজন্য স্বগত ভেদ নাই।

"এব"—ব্রহ্মে স্বজাতীয় ভেদ নাই। এক আম্র বৃক্ষে অপর আম্র বৃক্ষে যেরূপ স্বজাতীয় ভেদ আছে, ব্রহ্মে সেরূপ ভেদ নাই। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য আত্মা নাই। যদি বহু আত্মা হয় তাহা হইলে আত্মজাতি হইতে পারে; কিন্তু আত্মা এক। সেজন্য স্বজাতীয় ভেদ নাই।

"অদ্বিতীয়ম্"—ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ নাই। বৃক্ষ ও শিলায় যেরূপ ভেদ, ব্রহ্মে সেরূপ ভেদ নাই। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু জড় পদার্থ নাই।

তাহা হইলে দেখা গেল ব্রহ্মের অবয়ব নাই, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য আত্মা

নাই, বা ব্রহ্ম ছাড়া জড় সত্তা নাই। অতএব চেতন জীব বা জড় জগৎ কিছুই নাই, মাত্র ব্রহ্ম আছেন।

সেই ব্রহ্ম কিরূপ?

"সত্যম্ জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম॥"

জাগতিক বস্তুর সত্তা সবিকল্প, জাগতিক বস্তুর জ্ঞান সবিকল্প, জাগতিক আনন্দ সবিকল্প। সবিকল্প অর্থাৎ সবিষয়ক।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্বিকল্প নির্বিষয়ক সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দ।

সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই; ইহারা সর্ব্বথা অভিন্ন। সত্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে, উহা জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া পড়ে; জ্ঞেয় পদার্থ যেমন প্রপঞ্চ মিথ্যা, অতএব সত্য মিথ্যা হইয়া পড়ে। আনন্দ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়ে। জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইলে উহা মিথ্যা হইয়া পড়ে। অতএব সত্য জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন বলিতে হইবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ তৎ সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখম্॥
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্
অসক্তং সর্ব্বভৃৎ চ এব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তঃ চ ভূতানাম্ অচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চ অন্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তম ইব চ স্থিতং

ভূত ভর্তৃ চ তৎ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।

জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে ॥

(১) ব্রহ্ম অনাদি।

(২) নিরতিশয়।

(৩) 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নাস্তি'ও বলা যায় না। তিনি অবাঙ্ মনসোগোচর। তাহা হইলেও তাঁর আশ্চর্য্য শক্তি আছে, সেই শক্তি প্রভাবে তিনি,—

(৪) 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' সকল দিকেই তাঁর হস্তপদ, সকল দিকেই তাঁর অক্ষি শির মুখ, সকল দিকেই তাঁর কর্ণ; এই লোকে তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।

(৫) তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত কিন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করেন, পাদশূন্য হইলেও গমনশীল, পাণিশূন্য হইলেও গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান, অকর্ণ হইলেও শুনিতে পান।

(৬) অসঙ্গ হইলেও সর্ব্বাধার।

(৭) ত্রিগুণ রহিত হইলেও, ত্রিগুণের পালক।

(৮) তিনি অন্তরে বাহিরে।

(৯) স্থাবর জঙ্গম সব তিনি।

(১০) তাঁর রূপ নাই, তাই অবিজ্ঞেয়।

(১১) মূর্খের দূরস্থ, বিজ্ঞানের নিত্যসন্নিহিত।

(১২) কারণ স্বরূপে অবিভক্ত, কার্য্য স্বরূপে বিভক্ত।

(১৩) তিনি সৃজন পালন লয়ের কারণ।

(১৪) তিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক।

(১৫) তিনি অজ্ঞানের পরপারে।

৪। প্রকৃতি।

(ক) শক্তি।

ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্তা, তাহা হইলে চেতন জীব জড় জগৎ কোথা হইতে আসিল? আচার্য্যগণের মতে জীব জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। তবে ব্রহ্মের প্রকৃতি নামক এক প্রকার শক্তি আছে। সেই শক্তি চৈতন্য-আনন্দ ব্রহ্মকে ঢাকিয়া ফেলিয়া, জীব জগতের ভান করাইতেছে। এই শক্তি কার্য্য দেখিয়া অনুমেয়া।

ঠাকুর বলিতেন— "কোথায় কিছু নাই ধুম ধড়াকা। বেশ রোদ রয়েছে হঠাৎ মেঘ হলো, চতুর্দ্দিক অন্ধকার হয়ে গেল, বৃষ্টি হলো, বজ্রপাত হলো, আবার তখনি মেঘ কেটে গেল, রোদ উঠ্‌লো। বাপ্‌ এর নাম মায়া।"

(খ) শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা।

ভগবান বলিয়াছেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' দৈবী শক্তি গুণময়ী সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণাত্মিকা।

(গ) শক্তি সুষুপ্তিতে অনুভব করা যায়।

এই শক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভব করা যায়। আমি বেশ জাগিয়া সচেতন আছি, সুষুপ্তি কোথা হইতে আসিয়া আমাকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন করে। এই অজ্ঞানই শক্তি। শ্রুতিতে আছে, মায়া তমোরূপা। পুরাণে আছে, "নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং" বিষ্ণুর নিদ্রা ঐশ্বর্য্যময়ী ও অনুপমা। সুষুপ্তিতে সব নাম রূপ লয় হইয়া যাইলেও সুষুপ্তিতে যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নের সংস্কার মাত্র থাকে, সেইরূপ শক্তি সংস্কার সমষ্টি সেজন্য সৃষ্টির বীজরূপা। ঠাকুর বলিতেন,

গিন্নিদের যেমন একটা নেতা-কেতার হাঁড়ি থাকে, তাতে শশা বিচি কুমড়া বিচি থাকে। সেইরূপ মহামায়া প্রলয়ে সৃষ্টির বীজগুলি অর্থাৎ সংস্কারগুলি তুলে রাখেন আবার সময়ে সেগুলি বপন করেন।

(ঘ) মায়ার স্বভাব।

লৌকিক দৃষ্টিতে মায়া বাস্তব, কারণ অজ্ঞান আমরা অনুভব করিতে পারি। যুক্তি দৃষ্টিতে মায়া সৎও বটে অসৎও বটে, সেজন্য অনির্ব্বাচ্য। বিদ্বদ্দৃষ্টিতে মায়া তুচ্ছ কারণ জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

মায়া সৎও নহে অসৎও নহে, ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপ কোন কিছু।

(ঙ) মায়ার কার্য্য।

এই মায়া জগৎকে সৎ দেখায় আবার অসৎ দেখায়। মায়া স্বতন্ত্রও বটে, অস্বতন্ত্রও বটে। অস্বতন্ত্র কারণ চৈতন্য বিনা প্রতীত হয় না; আবার স্বতন্ত্র, কারণ অসঙ্গ চৈতন্যের অন্যথা ভাব করে। যেমন কূটস্থ অসঙ্গ আত্মাকে জড় জগৎ স্বরূপ করে ও আভাস-চৈতন্য দ্বারা জীব ও ঈশ নির্ম্মাণ করে। আবার কূটস্থের স্বরূপ হানি না করিয়া জীব জগৎ করে। দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এ সমুদায় করা আশ্চর্য্য নহে। উদকে দ্রবত্ব, বহ্নিতে ঔষ্ণ্য, প্রস্তরে কাঠিন্য, যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, মায়ার দুর্ঘটত্ব সেইরূপ স্বাভাবিক।

যাহার স্বরূপ নিরূপন হয় না, অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, তাহাই মায়া; যেমন ইন্দ্রজাল ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। এই জগৎ স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু ইহার স্বরূপ নিরূপন করিতে পারিতেছি না, অতএব ইহা মায়াময় বলিতে হইবে। নিখিল পণ্ডিতরা যদি জগতের স্বরূপ নিরূপণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কোন না কোন পক্ষে তাঁহাদের

অজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। যদি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা যায়, দেহেন্দ্রিয় পদার্থ এক বিন্দু রেত দ্বারা কি করিয়া উৎপন্ন হইল, তাহার উত্তর কি দিবেন? কোথা হইতে কি উপায়ে বা সেই দেহে চৈতন্য আসিল, তাহার উত্তর কি দিবেন? অবশেষে জানিনা বলিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানের শরণ লইতেই হইবে। এইজন্য মহাজ্ঞানীরা ইন্দ্রজালতা বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে অপর ইন্দ্রজাল আর কি হইবে, যে স্ত্রীর গর্ভস্থিত এক বিন্দু রেত চেতন প্রাপ্ত হইলে, হস্ত-মস্তক-পদ ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হয়, এবং পর্য্যায়ক্রমে বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য ও নানা প্রকার রোগাদিতে আবৃত হয়, দেখে, খায়, শুনে, ঘ্রান লয় ও গমনাগমন করে? দেহের ন্যায় বটবীজ বিচার করিয়া দেখ! কোথায় বীজ! আর কোথায় প্রকাণ্ড বৃক্ষ! অতএব মায়া নিশ্চয় কর। অচিন্ত্য রচনা শক্তির কারণ মায়া ইহা নিশ্চয় কর, আর মায়া বীজকে সুষুপ্তিকালে অনুভব কর।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, মুনিরা জগৎ কারণ জানিবার ইচ্ছায় ধ্যানস্থ হইয়া "দেবাত্মশক্তিং স্বগুনৈঃ নিগূঢ়াং" স্বপ্রকাশ চিদাত্মার স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাবৃত মায়া শক্তিকে দেখিয়াছিলেন। সেই শক্তি "পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে জ্ঞানক্রিয়া-বলাত্মিকা" উৎকৃষ্ট ও বিবিধ কারণ জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ তাঁর জগতের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, যেমন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"; তাঁর চিকীর্ষা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, উৎপন্ন হইব; "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" তাঁর কৃতিত্ব বা প্রযত্ন আছে; তিনি মন সৃষ্টি করিলেন, "তন্মনোঽকুরুত"।

বেদে এইরূপ আছে; বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অদ্বয় ও সর্ব্বশক্তি। তিনি যখন যে শক্তি দ্বারা বিবর্ত্তিত হন, তখন সেই শক্তি প্রকাশ পায়। যেরূপ অণ্ডের মধ্যে মহাসর্প, সেইরূপ

আত্মার মধ্যে জগৎ রহিয়াছে; যেরূপ বীজে ফল-পত্র লতা-পুষ্প শাখা বিটপমূল-যুক্ত বৃক্ষ আছে, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মে স্থিত। বালকের বিনোদের জন্য ধাত্রী গল্প বলিয়েছে, "হে মহাবাহো! কোন কালে তিনটী রাজকুমার ছিলেন, তার মধ্যে দুটী এখনও ভূমিষ্ট হন নাই, একটীএখনও গর্ভে উৎপন্ন হন নাই। সেই ধর্ম্মাত্মারা এক অত্যন্ত শূণ্যপুরীতে বাস করিতেন। সেই বিমলাশয়গণ স্বকীয় শূণ্য নগর হইতে নির্গত হইয়া গমন করত আকাশে ফলবান বৃক্ষ দেখিলেন! হে পুত্র! সেই ভবিষ্যপুরীতে রাজপুত্রত্রয়রা আজিও অবস্থিত হইয়া মৃগয়োপজীবী হইয়া সুখে বাস করিতেছেন।" হে রাম! ধাত্রী যখন এই গল্প বলে, বিচারশূণ্য বুদ্ধিতে বালকের তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়! হে রাম! বিচারশূণ্য ব্যক্তিদের অন্তঃকরণে এই সংসারের অবস্থিতি তদ্রূপ নিশ্চিত হয়।

শয়ান পুরুষে নিদ্রাশক্তি যেরূপ দুর্ঘট স্বপ্ন সৃষ্টি করে, সেইরূপ মায়া ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। স্বপ্নে আকাশ গমন, স্বশিরশ্ছেদন, মুহূর্ত্তে বৎসরাতিক্রম, মৃতপুত্রাদিক দৃষ্ট হয়। এ বিষয় যথার্থ, এ বিষয় অযথার্থ, স্বপ্নাবস্থায় দুর্লভ। তখন যাহা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রাশক্তির এরূপ মহিমা দেখা যায় আর মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শয়ানপুরুষে নিদ্রা বহুবিধ স্বপ্ন সৃজন করে, সেইরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে মায়া নানা বিকার যথা আকাশ, অনিল, জল, পৃথ্বী, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, পর্ব্বত প্রভৃতি ও চেতন প্রাণী সৃষ্টি করেন।

৫। আদিতে ত্রিপুটী থাকে না।

সৃষ্টির আদি বুঝিতে হইলে ব্রহ্মের প্রলয় অবস্থা বুঝিতে হয়।

কারণ প্রলয়ের পর সৃষ্টি। শ্রুতিতে আছে, আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন।

[ব্রহ্মের শক্তি তখন ব্রহ্মের অঙ্কে নিদ্রিতা ছিলেন। মহামায়া তখন তমোরূপা নিরাকারা ছিলেন। ব্রহ্মের ন্যায় তখন তিনিও বাক্য মনের অতীত।]

সুষুপ্তিতে যেমন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছু থাকে না, সেইরূপ প্রলয়ে জ্ঞাতা জীব, জ্ঞান অর্থাৎ মন বুদ্ধি আদি করণ, ও জ্ঞেয় শব্দাদি বিষয় কিছুই থাকে না। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়কে ত্রিপুটী বলে।

৬। ব্রহ্মের চার অবস্থা।

জীবের যেমন চার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়, ব্রহ্মের সেইরূপ চার অবস্থা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মের তুরীয় অবস্থাই ব্রহ্ম। এক ব্যক্তিরই যেমন চার অবস্থা, ব্রহ্মেরও সেইরূপ চার অবস্থা হয়। জাগ্রত অবস্থায় যিনি, তুরীয় অবস্থায়ও সেই তিনি। সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে ব্রহ্ম, তুরীয় অবস্থায় সেই ব্রহ্ম। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় তুরীয় নহে, কিন্তু তুরীয় এই তিন অবস্থাতে অনুগত, কারণ এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে।

৭। মায়া ও অবিদ্যা।

প্রকৃতি দ্বিবিধা (১) মায়া (২) অবিদ্যা।

মায়া ঐশীশক্তি সুতরাং উৎকৃষ্ট, শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা। অবিদ্যা জীব-শক্তি সুতরাং নিকৃষ্ট, মলিনা। মায়া-শক্তি নির্ম্মাণশক্তি, জীবশক্তি ভোগশক্তি। মায়া শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। অবিদ্যা শক্তিতে ভোগ হয়, মোক্ষও হয়।

৮। আবরণ ও বিক্ষেপ।

মায়ার দুটী শক্তি আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তির প্রভাবে তিনি চৈতন্যানন্দ ব্রহ্মকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জীব জগতের প্রতিভাস করাইতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মের আবরণ কিরূপে হইবে? সত্য বটে ব্রহ্মের আবরণ হইতে পারে না, তবে দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টির আবরণ বশতঃ ব্রহ্মের আবরণ প্রতীতি হয়। যেমন অল্পায়তন এক খণ্ড মেঘ, দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টি অবরোধ করায়, সূর্য্যমণ্ডলকে মেঘে আবৃত করিয়াছে দেখায়, কিন্তু বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যের আবরণ হয় না। সেইরূপ দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টি অবরোধ হেতু, প্রতীতি হয়, ব্রহ্মের আবরণ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্মের আবরণ হয় না।

৯। ব্রহ্ম উপাদান ও নিমিত্ত।

বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম জীব জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে অচেতনা প্রকৃতি জগৎরচয়িত্রী। সূত্রকার ভগবান ব্যাস দেখাইয়াছেন 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' অচেতনের জগৎ কর্তৃত্ব হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রুতিতে "ঈক্ষা" আলোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। আরও "রচনানুপপত্তেশ্চনানুমানম্" যুক্তিতে দেখা যায় অচেতনের এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রচনা সম্ভব নহে। নৈয়ায়িক মতে বায়ু অগ্নি জল ও পৃথ্বী চারিটী পরমাণু নিত্য পদার্থ। কুম্ভকার যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ আর মৃত্তিকা উপাদান কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, আর পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, অর্থাৎ পরমাণুর সাহায্যে ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। বেদান্ত ইহা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম অলৌকিক শক্তি প্রভাবে জগতের উপাদান ও

নিমিত্ত হইয়াছেন। যেমন মাকড়সা নিজ মুখ হইতে জাল নির্ম্মাণ করিয়া সেই জালে বিহার করে, আবার সেই জাল গ্রাস করে, ব্রহ্ম সেইরূপ একাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান। মায়ায় "সত্ত্ব রজ তম" অংশ উপাদান, আর ব্রহ্মাংশ নিমিত্ত।

[ঠাকুর বলিতেন, গঙ্গা থেকে একটী মেয়ে উঠলো, একটী ছেলে প্রসব করলে, ছেলেটীকে নাচালে কাচালে, আবার গিলে ফেল্‌লে; তারপর গঙ্গায় সেঁদিয়ে গেল।]

১০। সৃষ্টি ও অনুপ্রবেশ।

শ্রুতিতে আছে, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ব্রহ্ম জগৎ সৃজন করিয়া জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চ ইতি অংশ পঞ্চকম্।
আদ্য ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥

জাগতিক বস্তুর অস্তিতা, প্রকাশমানতা, প্রিয়তা, নাম ও রূপ এই পাঁচটী অংশ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অংশ ব্রহ্মের রূপ, পরবর্ত্তী দুটী অংশ জগতের রূপ। অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব তিনটী ব্রহ্মের ধর্ম্ম; নাম ও রূপ জগতের ধর্ম্ম। যখন পাঁচটী জগতে দেখা যাইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্ম জগতে অনুস্যূত আছেন। তাহা যদি না হইত, অস্তিত্ব প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব জগতে ভাসমান হইত না। আমাদের বোধ হইত না, ঘট আছে, ঘট প্রকাশ পাচ্ছে, ঘট প্রিয়। অতএব ব্রহ্ম জগতে অনুস্যূত আছেন।

১১। অন্তর্য্যামী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের চার অবস্থা—তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত। তুরীয় অবস্থায়, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। সুষুপ্তি অবস্থায়, ব্রহ্ম

অন্তর্য্যামী। আমাদের সুষুপ্তি যেমন আমাদের অজ্ঞানে আচ্ছন্ন করে, ব্রহ্মের সুষুপ্তি ও ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে ইহাই মায়ার আবরণ শক্তি। সুষুপ্তি অবস্থাতে স্বপ্ন ও জাগ্রত থাকে না, লয় হয়। কিন্তু স্বপ্ন ও জাগ্রতের সংস্কার থাকে। এই সংস্কারগুলি বীজ ভাবাপন্ন। সুতরাং সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রতের নিয়ামক। আমাদের সুষুপ্তির একটা জ্ঞান আছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা বেশ টের পাই যে এতক্ষণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিলাম, অতএব অজ্ঞানটা আমরা জানিতে পারি। ব্রহ্মের সুষুপ্তিও ব্রহ্ম জানিতে পারেন। ব্রহ্মের সুষুপ্তিতে সমস্ত জীব বাসনা থাকে, সেজন্য ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ; আর আমাদের অজ্ঞানে মাত্র আমাদের বাসনা আছে, সেজন্য আমরা অল্পজ্ঞ।

১২। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র।

প্রলয় কালে বা ব্রহ্মের সুষুপ্তিতে জীবের বাসনা বা সংস্কারগুলি থাকে। সংস্কার কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম নানা, অতএব সংস্কারও নানা। জীবের যেমন একটা কিছু দেখিলে বা একটা কিছু স্মরণ হইলে মনে বিকার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবের সংস্কারগুলি ব্রহ্মের মনে বিকার উৎপন্ন করে, তখন ব্রহ্ম জীবের ভুক্তি মুক্তির জন্য সংকল্প করেন। এবার ইহা সৃষ্টি করিব, এবার ইহা পালন করিব, এবার ইহা ধ্বংস করিব। কর্ম্ম নানা সেজন্য সৃষ্টি বৈচিত্র হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন।

১৩। সূক্ষ্ম সৃষ্টি।

(ক) ব্রহ্মের সংকল্প।

মাটীর নীচে বীজগুলির যেমন একটু অঙ্কুর দেখা দিলে, আমরা সৃষ্টির উপক্রম দেখি, সেইরূপ সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া স্বপ্ন দেখা দিলে প্রথম

সৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। ব্রহ্মের ঘুম ভাঙ্গিলেই ব্রহ্ম নিখিল প্রপঞ্চ বুদ্ধিতে প্রতিভাত করিয়া, এবার ইহা করিব এইরূপ সংকল্প করেন। মায়ার বিক্ষেপ শক্তির ইহাই প্রথম কার্য্য। ব্রহ্মের সংকল্প মাত্র তন্মাত্রগুলি আবির্ভূত হয়।

(খ) তন্মাত্র।

শ্রুতিতে আছে,—

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োঃ অগ্নিঃ অগ্নেঃ আপঃ॥ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী॥" এই ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ-তন্মাত্র হইতে বায়ু-তন্মাত্র। বায়ু-তন্মাত্র হইতে অগ্নি-তন্মাত্র। অগ্নি-তন্মাত্র হইতে জল-তন্মাত্র। জল-তন্মাত্র হইতে পৃথ্বী-তন্মাত্র। এই তন্মাত্রগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এই বিশুদ্ধ সূক্ষ্মভূতগুলি অবিমিশ্র। ইহাদের একের সহিত অপরের মিশ্রন নাই। প্রত্যেটী তন্মাত্র অর্থাৎ কেবল তাহাই। আকাশ আকাশ মাত্র, বায়ু বায়ু মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। কাযেই মায়া থেকে যা কিছু সব ত্রিগুণাত্মক হইবে। অতএব তন্মাত্রগুলিও ত্রিগুণাত্মক। লক্ষ্য করিতে হইবে যখন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় তখন তার নাশ আছেই, অতএব তারা নিত্য নহে। নৈয়ায়িক মতে কিন্তু বায়ু অগ্নি জল পৃথ্বী চতুর্ব্বিধ পরমাণু নিত্য পদার্থ।

(গ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

আকাশ তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র। বায়ু তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বক্। অগ্নি তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষু। জল তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে রস। পৃথ্বী তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে ঘ্রাণ। এইরূপে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(ঘ) মন ও বুদ্ধি।

এই পাঁচটী তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ মিলিত হইয়া মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়াছে। অহঙ্কার ও চিত্ত মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তি। অহঙ্কার অভিমানাত্মিকা বৃত্তি। চিত্ত স্মরণাত্মিকা বৃত্তি। ব্যস্ত তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্ত তন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।

(ঙ) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

আকাশ-তন্মাত্রের রাজস অংশ হইতে বাক্। বায়ু-তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে পাণি। অগ্নি-তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে পাদ। জল তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে পায়ু। পৃথ্বী-তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে উপস্থ। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(চ) পঞ্চ প্রাণ।

ব্যস্ত পঞ্চ তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে যেমন কর্ম্মেন্দ্রিয় সেইরূপ মিলিত পঞ্চ তন্মাত্রের রাজসাংশ হইতে পাঞ্চবায়ু বা প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান উদান ও সমান। ঊর্দ্ধ গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু প্রাণ। অধঃগমনশীল পায়ু-আদি স্থায়ী বায়ু অপান। সমস্ত-শরীর-স্থায়ী বায়ু ব্যান। ঊর্দ্ধ উৎক্রমণশীল কণ্ঠস্থায়ী বায়ু উদান। নাভিস্থানবর্ত্তি ভুক্তপীত অন্নরসাদির নেতা বায়ু সমান। ইহার দ্বারা অন্ন রসের পরিপাক ও রসরুধির শুক্র পুরীষাদি রূপ পরিণাম হয়।

(ছ) সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বায়ু ও মন ও বুদ্ধি মিলিত এই সতেরটীকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে।

(জ) হিরণ্যগর্ভ মহত্তত্ত্ব।

আমাদের ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। ব্রহ্মের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরযুক্ত ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা বলে। জাগ্রত অবস্থায় যে সব ভোগ হয়, তার বাসনা থাকে। এই বাসনাময় শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সৃষ্টির এই অঙ্কুর অবস্থা বাসনাময় শরীর। প্রত্যূষে যেমন আলো আঁধার সব জিনিষ অস্পষ্ট, সেইরূপ এই সমষ্টি বাসনা অস্পষ্ট সৃষ্টি। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরকে মহত্তত্ত্ব বলে। আমাদের ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরকে অহঙ্কার বলে।

(১৪) স্থূল সৃষ্টি।

(ক) স্থূল ভূত।

পঞ্চ তন্মাত্রের তামসাংশ মিশ্রিত হইয়া স্থূল আকাশ, স্থূল বায়ু স্থূল অগ্নি, স্থূল জল ও স্থূল পৃথ্বী উৎপন্ন করিয়াছে।

(খ) পঞ্চীকরণ।

এই মিশ্রণের প্রণালীকে পঞ্চীকরণ বলে।

মিশ্রণ বা পঞ্চীকরণের প্রণালী এইরূপ :—

স্থূল আকাশ = ১/২ সূক্ষ্ম আঃ + ১/৮ সূঃ বাঃ + ১/৮ সূঃ অঃ + ১/৮ সূঃ জঃ + ১/৮ সূঃ পৃঃ।

স্থূল বায়ু = ১/২ সূঃ বাঃ + ১/৮ সূঃ আঃ + ১/৮ সূঃ অঃ + ১/৮ সূঃ জঃ + ১/৮ সূঃ পৃঃ।

স্থূল অগ্নি=১/২ সূঃ অঃ+১/৮ সূঃ আঃ+১/৮ সূঃ বাঃ+১/৮ সূঃ জঃ+১/৮ সূঃ পৃঃ।

স্থূল জল=১/২ সূঃ জঃ+১/৮ সূঃ আঃ+১/৮ সূঃ বাঃ+১/৮ সূঃ অঃ+১/৮ সূঃ পৃঃ।

স্থূল পৃথ্বী=১/২ সূঃ পৃঃ+১/৮ সূঃ আঃ+১/৮ সূঃ বাঃ+১/৮ সূঃ অঃ+১/৮ সূঃ জঃ।

এই মিশ্রণ প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে, স্থূল আকাশে আকাশাংশ অধিক, স্থূল বায়ুতে বায়ুর অংশ অধিক; এইরূপ প্রত্যেকটী ভূতে অপর ভূত সন্নিবেশিত আছে; কিন্তু যেটী অধিক পরিমাণে আছে, সেইটীকে সেই ভূত বলা যায়।

(গ) স্থূলভূতের কার্য্য।

সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রগুলির কোন কার্য্য নাই। সূক্ষ্মভূতগুলি স্থূল হইলে কার্য্যের উপযোগী হয়। স্থূল আকাশের কার্য্য শব্দ। স্থূল বায়ুর কার্য্য শব্দ স্পর্শ। স্থূল অগ্নির কার্য্য শব্দ স্পর্শ রূপ। স্থূল জলের কার্য্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস। স্থূল পৃথ্বীর কার্য্য, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।

(ঘ) জীব দেহ ও অন্নপান।

স্থূল ভূত হইতে নানা জীব দেহ, তাহাদের ভোগস্থান অন্ন পানাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। জীব দেহ চতুর্ব্বিধ (১) জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য পশু (২) অণ্ডজ, যেমন পক্ষী পন্নগ (৩) স্বেদজ, যেমন যুক মশক (৪) উদ্ভিজ্জ, যেমন লতা বৃক্ষাদি। পাপ ফল ভোগ করিবার জন্য বৃক্ষাদি শরীর হয়। এই সমস্ত স্থূল শরীর অন্নের বিকার।

(ঙ) ব্রহ্মাণ্ড।

ভোগ স্থান চোদ্দটী। সাতটী ঊর্দ্ধলোক, সাতটী অধঃ লোক। সাতটী ঊর্দ্ধলোক, ভূর্, ভুবঃ, স্বর্, মহর্, জন, তপঃ, সত্য। সাতটী অধঃ লোক, অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল। এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক ও সপ্ত অধঃ লোককে ব্রহ্মাণ্ড বলে।

(চ) ভোগস্থান।

ভূর্লোকে মানুষ, অন্য জীব জন্তু ও বৃক্ষাদি বাস করে। ভুবঃ লোকে পিতৃগণ বাস করেন। স্বর্লোকে দেবগণ বাস করেন। মহর্ লোকে ঋষিগণ বাস করেন। জন লোকে সিদ্ধগণ বাস করেন। তপঃ লোকে সিদ্ধের সিদ্ধগণ বাস করেন। সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভ বাস করেন। অতলাদি অধঃলোককে নাগলোক বলে। তথায় নাগগণ বাস করেন।

(ছ) স্থূল বিষয়ানুভব।

স্থূল বিষয়ানুভবের তিনটী অঙ্গ; আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ইন্দ্রিয় মন আদি আধ্যাত্মিক। বিষয়গুলি আধিভৌতিক। শুধু বিষয় ও ইন্দ্রিয় থাকিলে অনুভব হয় না, যদি দেবতারা সাহায্য না করেন। সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আধিদৈবিক দেবতা সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অনুভব কার্য্যে সহায়তা করেন। অতএব এই তিনটীর সহায়ে বিষয়-অনুভব সিদ্ধ হয়। যেমন চক্ষু ও বিষয় থাকিলে দর্শন সিদ্ধ হয় না, যদি সূর্য্যের আলোক না থাকে; আবার বিষয় ও সূর্য্যের আলোক থাকিলে, অন্ধের দর্শন হয় না।

অধ্যাত্ম অধিদৈব অধিভূত

শ্রোত্র	দিক্	শব্দ
ত্বক্	বায়ু	স্পর্শ
চক্ষু	অর্ক	রূপ
জিহ্বা	প্রচেতা	রস
ঘ্রাণ	অশ্বিনী	গন্ধ
বাক্	অগ্নি	বচন
পাণি	ইন্দ্র	গ্রহণ
পাদ	উপেন্দ্র	গমন
পায়ু	যম	বিসর্গ
উপস্থ	প্রজাপতি	আনন্দ
মন	চন্দ্র	সংশয়
বুদ্ধি	চতুর্ম্মুখ	নিশ্চয়
অহঙ্কার	শঙ্কর	অহঙ্কার্য্য
চিত্ত	অচ্যুত	চৈত

মিলিত আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিককে প্রকৃতি বলে। ইঁহারা পরস্পরের যোগে সিদ্ধ হন। কিন্তু পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মা বা আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আবার এই সমস্ত পরস্পর প্রকাশকের প্রকাশক।

(জ) বিরাট।

এই সমষ্টি স্থূল শরীর ব্রহ্মের স্থূল শরীর। স্থূল অবস্থায় তাঁহাকে সহস্রশীর্ষা পুরুষ বিরাট্ বৈশ্বানর বা বিশ্বরূপ বলে। আমাদের যেমন জাগ্রত অবস্থা ব্রহ্মের তেমন জাগ্রত অবস্থা। বিরাট অবস্থায় ব্রহ্ম স্থূল বিষয় অনুভব করেন।

১৫। ব্রহ্ম ও জীব।

(ক) অবস্থা চতুষ্টয়।

মাটীর নীচে বীজ থাকে কেহ জানিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মের কারণ অবস্থা। অঙ্কুর অবস্থায় অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, এইরূপ ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভাবস্থা। আর যখন নানা ফল ফুলে সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তখন সকলে দেখিতে পায়। সেইরূপ ব্রহ্মের বিরাট অবস্থা। আর যখন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা নয়, তখন ব্রহ্মের তুরীয় অবস্থা অর্থাৎ তখন তিনি ব্রহ্ম। জীবেরও এইরূপ ঠিক চার অবস্থা, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রত অবস্থায় জীব স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় কেবল সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল কারণ শরীর থাকে অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্নের সংস্কারগুলি অবশিষ্ট থাকে। তুরীয় অবস্থায় এই অবস্থা ত্রয় থাকে না, কেবল স্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে।

(খ) সমষ্টি ব্যষ্টি।

ব্রহ্মের ত্রিবিধ শরীর, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল। জীবেরও ত্রিবিধ শরীর, কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল। ব্রহ্মের কারণ শরীর সমষ্টি, জীবের কারণ শরীর ব্যষ্টি। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টি, জীবের সূক্ষ্ম শরীর ব্যষ্টি। ব্রহ্মের স্থূল শরীর সমষ্টি, জীবের স্থূল শরীর ব্যষ্টি। সমষ্টি কারণ শরীরাভিমানী ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী; ব্যষ্টি কারণ শরীরাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ; ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীব তৈজস। সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী ব্রহ্ম বৈশ্বানর বা বিরাট। ব্যষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী জীব বিশ্ব। অন্তর্য্যামী, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট আধিদৈবিক; আর প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্ব আধ্যাত্মিক।

(গ) কার্য্য কারণ।

শ্রুতিতে আছে, 'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ'। অন্তঃকরণ জীবের উপাধি। মায়া ঈশ্বরের উপাধি। ব্রহ্ম থেকে জীবের কারণ সূক্ষ্ম স্থূল ত্রিবিধ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ব্রহ্ম কারণ জীব কার্য্য।

(ঘ) নিযম্য নিযামক।

ব্রহ্ম ত্রিগুণ সম্বলিত চৈতন্য। জীবও ত্রিগুণ সম্বলিত চৈতন্য। ত্রিগুণের মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান ঈশ্বর, আর রজ-তম-প্রধান জীব। জীবের ত্রিবিধ দেহ রজ-তম-প্রধান; ঈশ্বরের দেহ সত্ত্ব-প্রধান। অতএব ঈশ্বরের শক্তি উৎকৃষ্ট; জীবের শক্তি নিকৃষ্ট। সেজন্য ঈশ্বর নিযামক, জীব নিযম্য। কারণ নিকৃষ্ট শক্তিশালীদের উৎকৃষ্টশক্তিশালী নিযামক হইয়া থাকেন।

১৬। জীব কি ?

এখন দেখিতে হইবে জীব কি? চিৎ অন্তকরণ ও স্থূল দেহের সমষ্টি জীব বলিয়া পরিচিত। দেহ অন্নময় অন্তঃকরণও অন্নময়, তবে অন্তঃকরণ স্বচ্ছ। যেমন কাচকুম্ভ ও মৃণ্ময়কুম্ভ। উভয়ের উপাদান মৃত্তিকা কিন্তু কাচ স্বচ্ছ। সেইরূপ স্থূল দেহ ও অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ স্বচ্ছ সেজন্য চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চিৎকে চিদাভাস বলে। চিদাভাস অর্থাৎ চিতের আভাস। যেমন গগন সূর্য্য ও দর্পণ সূর্য্য। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ঠিক্ সূর্য্য নহে কিন্তু সূর্য্যের আভাস। আবার গগন সূর্য্য এক, কিন্তু দর্পণ সূর্য্য নানা হইতে পারে। অন্তঃকরণ নানা, সেজন্য চিদাভাসও নানা। এই চিদাভাসই জীব। সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষান্ত স্থায়ী. স্থূল শরীর অল্পকাল স্থায়ী। অতএব চিদাভাস, যিনি সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া আছেন, তিনি পরলোক গমন করিতে

পারেন। চিদাভাস অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চিৎই সর্ব্ব ব্যবহারের কর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা। তাহা হইলে দেখা গেল, চিৎ চিদাভাস অন্তঃকরণ ও দেহ ইহার সমষ্টি জীব। 'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'। পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু।

১৭। অবিদ্যার শক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ।

ব্রহ্মের শক্তি মায়া, জীবের শক্তি অবিদ্যা। অবিদ্যার ও মায়ার ন্যায় দুটী শক্তি আছে; আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি সুষুপ্তি কালে বুঝা যায়, বিক্ষেপশক্তি জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে বুঝা যায়। বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা অর্থাৎ কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুষুপ্তি কালে বিক্ষেপ শক্তি থাকে না, কেবল আবরণ শক্তি থাকে, আবরণ শক্তির প্রভাবে জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আবরণের পর বিক্ষেপ হইয়া থাকে, যেরূপ রাত্রির পর দিবা, প্রলয়ের পর সৃষ্টি। মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জগৎ সৃষ্ট হয়; অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা সৃষ্টি করে।

১৮। প্রত্যক্ আত্মা ও পঞ্চকোশ।

প্রত্যক্ অর্থাৎ আন্তর। প্রত্যক্ আত্মা অর্থাৎ আন্তর আত্মা। এই আত্মা উপরি উপরি কয়েকটী আচ্ছাদনে আবৃত। এই আচ্ছাদনগুলিকে কোশ বলে। বিবেক করিলে বুঝা যাইবে, প্রথমে স্থূল দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল দেহ অন্নের বিকার, এই স্থূল দেহকে অন্নময় কোশ বলে। অন্নময়ের ভিতর পঞ্চ প্রাণ রহিয়াছে। পঞ্চ প্রাণগুলি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত প্রাণকে প্রাণময় কোশ বলে। প্রাণের মধ্যে মন রহিয়াছে। মন

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনময় কোশ বলে। মনের মধ্যে বুদ্ধি রহিয়াছে। বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। বুদ্ধির মধ্যে সৌষুপ্তকালীন অজ্ঞান রহিয়াছে। সেই অজ্ঞান অবস্থায় কোন দুঃখ থাকে না, রোগী অরোগী হয়, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, সে সময় সকলেই কিছু সুখভোগ করে। এই অজ্ঞানকে আনন্দময় কোশ বলে। ঘৃতের যেমন কঠিন ও বিলীন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধিরও সেইরূপ দুটী অবস্থা। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির বিলীন অবস্থা হইয়া থাকে। বুদ্ধির বিলীন অবস্থাই সৌষুপ্তকালীন অজ্ঞান। তাহা হইলে দেখা গেল, আত্মার উপরি উপরি আচ্ছাদন রহিয়াছে। প্রথমে আনন্দময় কোশ, তার উপর বিজ্ঞানময় কোশ, তার উপর মনোময় কোশ, তার উপর প্রাণময় কোশ; তার উপর অন্নময় কোশ রহিয়াছে। এই পঞ্চকোশকে শাস্ত্রে গুহা বলে; সেজন্য শাস্ত্রে আছে, আত্মা "গুহায়াং নিহিতম্"। এই পঞ্চকোশ বা আচ্ছাদনকে ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ঠাকুর উদাহরণ দিতেন, 'পেঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছু থাকে না'। পঞ্চকোশ ছাড়ান অর্থাৎ বিবেক করা। পঞ্চকোশ বিবেক করিলে আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। এই পঞ্চকোশ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, দেহ প্রাণের অধীন, প্রাণ মনের অধীন, মন বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি কর্ত্তা, মন করণ, আর প্রাণ ক্রিয়া।

১৯। হিরণ্ময় কোশ ও মহামায়া।

পঞ্চকোশ যেমন জীবের আচ্ছাদক; ব্রহ্মের আচ্ছাদক মায়া। সেই মায়াকে শ্রুতিতে হিরণ্ময় কোশ বলে।

২০। চেতন ও অচেতন বিভাগ।

ব্রহ্মের তামসী মায়াতে জড় জগৎ হইয়াছে, রাজসী মায়াতে জীব হইয়াছে, আর সাত্ত্বিকী মায়াতে ঈশ্বর হইয়াছেন। আমরা বলি জীব চেতন, জগৎ অচেতন। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্য জীব জগৎ দুইতেই অনুস্যূত, অতএব বিভাগ কিরূপে সম্ভব? জীব নামক পদার্থে অন্তঃকরণ আছে জগতে অন্তঃকরণ নাই। অন্তঃকরণে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব পড়া হেতু, জীব জানিতে পারে সে চেতন; জগৎ জানিতে পারে না, সে চেতন। যদিচ চৈতন্য সমভাবে জীবজগৎকে প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু একটীর অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিতের সাহায্যে চেতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; অপরটীর হইতেছে না। কিন্তু চৈতন্য ঐরূপ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে পরে ও সমকালে প্রকাশ করিতেছেন!

২১। চিৎ ও চিদাভাস।

(ক) চিদাভাস।

আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব। চিদাভাস অর্থাৎ চিতের প্রতিবিম্ব। এই আভাস হেতু জীবের চেতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু চৈতন্য ঐরূপ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে পরে ও সমকালে সমভাবে প্রকাশ করিতেছেন। সূর্য্য অন্তরীক্ষ হইতে সমস্ত প্রকাশ করেন; কিন্তু দর্পনাদিত্য ঘরের মধ্যে একখণ্ড স্থান বিশেষরূপে প্রকাশ করে। সেইরূপ চৈতন্য সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু জীবান্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত-চিৎ একখণ্ড মাত্র জ্ঞাত ভাবে প্রকাশ করেন। চিত্রপটে গিরি নদী গাছপালা নরনারীর আকৃতি আঁকা হয়। চিত্রিত গিরিনদীকে বস্ত্র পরান হয় না, কিন্তু নরনারীর আকৃতি গুলিকে বস্ত্র পরান হয়। পটই বস্ত্র; কিন্তু চিত্রিত নরনারীর বস্ত্র, বস্ত্রাভাস মাত্র। গিরিনদী পটবস্ত্রে অঙ্কিত, নরনারীও

পটবস্ত্রে অঙ্কিত; কিন্তু গিরি নদীর বস্ত্রাভাস নাই, নরনারীর বস্ত্রাভাস আছে। সেইরূপ জীবে চেতনাভাস আছে, জড় জগতে চেতনাভাস নাই; কিন্তু উভয়ই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত। ভগবান বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব।
অহঙ্কার ইত্যয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

আমার প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া শক্তি দ্বিবিধ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট। পৃথ্বী তন্মাত্র, জলতন্মাত্র, অগ্নিতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র, আকাশতন্মাত্র, অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টধা প্রকৃতি নিকৃষ্ট, কারণ জড়। এই অপরা প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়। এই প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ জীবরূপ প্রকৃতি। উহা উৎকৃষ্ট, কারণ চেতন ভোক্তারূপে পরিণত হয়। এই চেতন ভোক্তা জীবই স্বকর্ম্ম দ্বারা জগৎ ধারণ করিতেছে।

এই চিদাভাসই জীব এবং কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই অর্থাৎ দেহস্থ হইয়াই দেহজাত সুখ দুঃখ ভোগ করে। চিৎ চিদাভাস নহে। চিৎ কর্ত্তা ভোক্তা নহেন, তিনি কেবল প্রকাশ। 'শরীরস্থঃ অপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে,' চিৎ শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না বা সুখদুঃখ ভোগ করেন না।

(খ) চিৎ স্বপ্রকাশ।

বাবুর বৈঠকখানায় বাইনাচ হইতেছে। উপরে ঝাড় জ্বলিতেছে বাবু সভাধ্যক্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। পাশে সভাসদ সব বসিয়াছেন; সম্মুখে নর্ত্তকী নাচিতেছে। নর্ত্তকীর পিছনে বাদ্যকরেরা সঙ্গত করিতেছে।

বাবু অহঙ্কার বা জীব। সভাসদ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ বিষয়। নর্ত্তকী বুদ্ধি, তালধারি ইন্দ্রিয়গণ। আর ঝাড়ের আলো আত্মা। ঝাড়ের আলো যেমন নিজেকে, বইঠকখানা, সভাধ্যক্ষ, সভাসদ, নর্ত্তকী, বাদ্যকর, সকলকে প্রকাশ করিতেছে, আত্মাও ঠিক সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, পঞ্চভূত ও জীবকে প্রকাশ করিতেছেন। আর ঝাড়কে ঝাড়ই প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ আত্মা বা চিৎ স্বপ্রকাশ।

(গ) চিদাভাসের শক্তি।

চিদাভাস ব্যবহারাস্পদ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রদীপের আলো যেমন সূর্য্যের আলোয় অভিভূত হয়, চিদাভাসও সেইরূপ চিৎ কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। চিদাভাস বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্ব। বুদ্ধি বিষয়াকারে আকারিত হইলে চিদাভাস সেই বিষয়টী প্রকাশ করেন। মৃণ্ময় ঘট সম্মুখে রহিয়াছে বুদ্ধি তদাকারাকারিত হইল। দুটী ঘটের সৃষ্টি হইল, একটী মৃণ্ময় আর একটী ধীময়। মৃন্ময় ঘটকে চিদাভাস প্রকাশ করেন; ধীময় ঘটটী সাক্ষী চিৎ প্রকাশ করেন।

(ঘ) চিতের প্রতিবিম্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে চিৎ নীরূপ পদার্থ, চিতের প্রতিবিম্ব কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে আচার্য্যরা বলেন নীরূপ পদার্থেরও প্রতিবিম্ব পড়ে। দর্পণে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, যদিচ আকাশ নীরূপ। শ্রুতিতে আছে—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপঃ ভিন্নাবহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ দেব ক্ষেত্রেষু এবমজঃ অয়মাত্মা॥

জ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্য এক। তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রবিষ্ট হইয়া

বহুপ্রকার হন, সেইরূপ আত্মা চিৎ ও এক হইলেও উপাধি দ্বারা দেহে অনেক হন।

২২। অন্যোন্যাধ্যাস।

মায়া উপাধি সংযোগহেতু ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়াছেন, পঞ্চকোশ উপাধি সংযোগ হেতু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন। অধ্যাস অর্থাৎ যেটা যাহা নয়, সেটা তাহা, এই জ্ঞান। চৈতন্য পঞ্চকোশের সঙ্গে মিশিয়া জীব হইয়াছেন। আমি চৈতন্য স্বরূপ ভুলিয়া প্রতীতি হইতেছে, আমি দেহ, আমি মন, আমি ইন্দ্রিয়। দেহ-ধর্ম্ম অধ্যাসের উদাহরণ, আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি দাঁড়াইয়া আছি। ইন্দ্রিয় ধর্ম্মের অধ্যাসের উদাহরণ, আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি অন্ধ। অন্তঃকরণ—ধর্ম্মের অধ্যাসের উদাহরণ আমি ইচ্ছা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি। এই অধ্যাসের বশে আত্মা কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ম্ম করে, ভোক্তা অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করে, এইরূপ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

সুরেশ্বরাচার্য্য দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরেও এইরূপ অধ্যাস আছে। যদি অধ্যাস না থাকিত সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারিতেন না। "অহম্" আমি ও "ইদম" ইহা, আমি প্রকাশক চেতন, ইহা প্রকাশ্য জড়, আমি ও ইহা অর্থাৎ চেতন ও জড় এই দুইটীর মিশ হইতে পারে না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যুক্তি-বাধিত হইলেও এই মিশ স্বাভাবিক। এবং এই মিশ হয় বলে ব্যবহার হইতে পারে।

সেজন্ত আচার্য্য বলেন সকল ব্যবহারের মূলে অন্যোন্যাধ্যাস। শুধু চৈতন্যে ব্যবহার হয় না। তুরীয় অবস্থায় কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে? শুধু দেহে ব্যবহার হয় না, কারণ শুধু দেহ দ্বারা কোন কাজ করা চলে? কিন্তু চৈতন্য ও দেহের মিলনে ব্যবহার হয়। যেরূপ

শুধু অনিলে বা শুধু সলিলে তরঙ্গ হয় না কিন্তু উভয়ের মিলনে তরঙ্গ হয়। যখন প্রতীতি হয় আমি দেহ (জড়), যখন প্রতীতি হয় দেহ আত্মা (চেতন), তখনই ব্যবহারের উপযোগী হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এই অন্যোন্যাধ্যাস অনাদি অবিদ্যার কার্য্য, সেইজন্য যুক্তি বাধিত হইলেও স্বাভাবিকের ন্যায় প্রতীতি হয়।

ঘটাকাশ ও জলাকাশ। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশকে ঘটাকাশ বলা যাইতে পারে। ঘটে জল আছে। জলে সাভ্রনক্ষত্র-সহ আকাশকে জলাকাশ বলা যায়। জলাকাশ দ্বারা যেরূপ ঘটাকাশ তিরোহিত হয়, সেইরূপ জীব দ্বারা কুটস্থ তিরোহিত হয়। কুটস্থ অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই তিরোধানকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে।

সেইরূপ মহাকাশ ও মেঘাকাশ। মেঘে তুষার আছে। তুষার জলের পরিমাণ! অতএব মেঘে মহাকাশের প্রতিবিম্ব হইতেছে অনুমান করা যায়। মেঘাকাশ দ্বারা মহাকাশের তিরোধান ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের অন্যোন্যাধ্যাস।

ঈশ্বর ও জীব যেমন মেঘ ও জল, কুটস্থ বা দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য যেরূপ ঘটাকাশ ও মহাকাশ।

এই অধ্যাসের ফলে জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা, ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা। ভগবান বলিয়াছে—

> যাবদ্দেহেন্দ্রিয় প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
> সংসারঃ ফলবান্ তাবৎ অপার্থঃ অপি অবিবেকিনঃ॥

দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও, অবিবেকীর নিকট স্ফূর্ত্তি হয়।

২৩। আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ।

(ক) আত্মার স্বরূপ।

যাহারা স্থূল বুদ্ধি তাহারা বলে দেহই আত্মা। কেহ বলে প্রাণই আত্মা; কেহ বলে ইন্দ্রিয়ই আত্মা। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ইহারাই যাহা কিছু কর্ম্ম করে; অতএব দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণই আত্মা; লোকায়ত বা চার্ব্বাকদের ইহাই মত। অপর সম্প্রদায় বলেন, মনই আত্মা; মনই সুখ দুঃখ ভোগ করে। অপর সম্প্রদায় বলেন, বুদ্ধিই আত্মা; বুদ্ধিই চেতনা সম্পাদন করছে। বুদ্ধিই কর্ত্তা; ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মত।

(খ) আত্মার পরিমাণ;

এক সম্প্রদায় আত্মা অণু পরিমাণ বলেন। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তার এক ভাগ শত ভাগ করিলে যাহা থাকে, তাহাই জীবের পরিমাণ।

জৈনরা আত্মা মধ্যম পরিমাণ বলেন।

(গ) আত্মার স্বভাব।

আত্মা স্বভাবত জড়। মন সংযোগে আত্মায় চেতনা হয়, ইহাই তার্কিক মত।

মীমাংসকরা বলেন, আত্মা চিৎ অচিৎ দুইই, যেমন খদ্যোত। সাংখ্যমতে আত্মা চিৎ অর্থাৎ চেতন।

(ঘ) আত্মার সংখ্যা।

উপরোক্ত সকল মতে আত্মা নানা। 'ব্যবস্থাতঃ নানা' কেহ সুখী কেহ দুঃখী কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া বলেন আত্মা নানা।

(ঙ) আত্মার ক্রিয়া।

নৈয়ায়িক মতে আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা, অর্থাৎ কর্ম্ম করেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

সাংখ্য মতে আত্মা কেবল ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা কর্ম্ম করেন না, কেবল সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

(চ) বেদান্ত মত।

শ্রুতিতে আছে—প্রত্যক্ অচক্ষুঃ অপ্রাণঃ অমনাঃ অকর্ত্তা চৈতন্যম্ চিন্মাত্রম্ সৎ॥

(১) অচক্ষু—আত্মা ইন্দ্রিয় নহেন,

(২) অপ্রাণঃ—আত্মা প্রাণ নহেন,

(৩) অমনাঃ—আত্মা মন নহেন,

(৪) অকর্ত্তা—আত্মা বুদ্ধি নহেন,

(৫) চৈতন্যম্—পরন্তু আত্মা চেতন,

(৬) "সৎ"—তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি শূন্য নহেন, তিনি সৎ বস্তু।

(৭) চিন্মাত্রম্—তিনি চৈতন্য স্বরূপ।

আর তিনি অণু নহেন, বুদ্ধি অণু বটে। তিনি মধ্যম নহেন, কারণ তিনি অবয়বী নহেন; তিনি মহান্, বিভু। তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তা নহেন; তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী স্বরূপ।

২৪। অপবাদ।

(ক) প্রলয় চতুর্ব্বিধ।

সৃষ্টির পর প্রলয়। আমাদের যেমন জাগরনের পর নিদ্রা, দিবার পর রাত্রি, সেইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টির পর প্রলয়। রাত্রির বা নিদ্রার যেমন

প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরূপ সৃষ্টির পর প্রলয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে প্রলয় চতুর্বিধ। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক।

(খ) নিত্য প্রলয়।

নিত্য প্রলয় সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে জাগ্রত ও স্বপ্নের সংস্কার গুলি বীজরূপে থাকে।

(গ) প্রাকৃত প্রলয়।

প্রাকৃত প্রলয় হিরণ্যগর্ভের অধিকার কাল সমাপ্ত হইলে তিনি বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মলোকবাসিদেরও মুক্তি হয়। তখন অপর লোক বাসিরা ও লোক সমুদায় প্রকৃতিতে বা মায়াতে লয় হয়! ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়।

(ঘ) নৈমিত্তিক প্রলয়।

হিরণ্যগর্ভের দিবাসাবসানে যে প্রলয় হয়, উহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার দিবস চতুর্যুগসহস্র পরিমিতকাল। প্রলয় কালও দিবস কাল পরিমিত।

(ঙ) তুরীয় প্রলয়।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিমিত্তক সর্ব্বজীবের মোক্ষ তুরীয় প্রলয়।

(চ) প্রলয়ের ক্রম।

প্রলয় সৃষ্টিক্রমের বিপরীত ক্রমে হইয়া থাকে। পৃথিবীর জলে, জলের তেজে, তেজের বায়ুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের জীবাহঙ্কারে, জীবাহঙ্কারের হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারে, হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারের অবিদ্যাতে লয় হয়। এইরূপ প্রলয়ের ক্রম।

অতএব দেখা গেল, অনুলোম প্রণালীতে সৃষ্টি বিলোম প্রণালীতে প্রলয়।

২৫। অধ্যারোপ ও অপবাদের তাৎপর্য্য।

(ক) ত্রিবিধ সত্তা।

অধ্যারোপ বা সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ব্রহ্ম আদিতে ছিলেন, জীব জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অপবাদ বা প্রলয় দ্বারা দেখা গেল আবার সব ব্রহ্মতে লয় হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টির আদি মধ্য অবসানে একরূপ নির্ব্বিকার রহিয়াছেন। জল হইতে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার জলে লয় হইতেছে। কিন্তু জল একরূপ রহিয়াছে। অতএব তরঙ্গের ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বা, আর জলের পারমার্থিক সত্ত্বা বলিতে হইবে। সেইরূপ জীব জগতের ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতি-কাল-মাত্র-স্থায়ী, যেমন শুক্তিতে রজতাভাস বা স্বপ্নকালে স্বাপ্ন পদার্থ। পারমার্থিক সত্ত্বা অর্থাৎ যার কোন কালে অভাব হয় না। মিথ্যা পদার্থ দ্বারাও ব্যবহার সম্ভব হয়। যেরূপ মিথ্যা সর্পদর্শনে সত্য ভয় হৃৎকম্প মূর্চ্ছা হয়। জগতের ব্যাবহারিক সত্ত্বা। আর ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্ত্বা।

(খ) ত্রিবিধ উপাদান।

তিন সম্প্রদায়ের লোক জগতের ত্রিবিধ উপাদান কল্পনা করেন—আরম্ভক, পরিনাম ও বিবর্ত্ত।

আরম্ভক উপাদান—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়। যেরূপ তন্তু হইতে পট। কিন্তু তন্তু ও পটের অর্থ ক্রিয়া পৃথক্। তন্তুর অর্থক্রিয়া বেষ্টন, পটের অর্থক্রিয়া আচ্ছাদন। বায়ু অগ্নি জল ও পৃথী চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে জগৎ হইয়াছে। পরমাণুর অর্থক্রিয়া ও জগতের অর্থক্রিয়া এক নহে।

পরিণামী উপাদান—যেরূপ দুগ্ধের পরিনাম দধি, সেইরূপ প্রকৃতির পরিনাম জগৎ।

বিবর্ত্ত উপাদান—যেরূপ রজ্জু সর্পের উপাদান। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্ত উপাদান। স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া যেরূপ রজ্জুর সর্পাকারে মিথ্যা প্রতিভাস হয়, সেইরূপ চৈতন্যানন্দ ব্রহ্মে জড় জগতের মিথ্যা প্রতিভাস হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বকালে চৈতন্যানন্দ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বৈদান্তিক আচার্য্যরা বলেন, সাংশ অবয়বি বস্তুর পরিণাম হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নিরংশ তাঁর পরিণাম হইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে। যদি চ ইন্দ্রজালের ব্যাবহারিক ও প্রতিভাসিক সত্ত্বা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। সেইরূপ মায়া ব্রহ্মের ইন্দ্রজালিকা শক্তি। এই শক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন।

(গ) অধ্যারোপ ও অপবাদের অর্থ।

অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পের আরোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। মিথ্যা সর্পের রজ্জুরূপে অবস্থানের ন্যায় প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের চৈতন্যরূপে অবস্থানের নাম অপবাদ। অতএব অবস্তুর আরোপ অধ্যারোপ, আর কল্পিত বস্তুর নাশ অপবাদ। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আবার ব্রহ্মেই লয় হয়; অতএব ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

(ঘ) জীব ব্রহ্মের ঐক্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের চার অবস্থা। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। জীবেরও চার অবস্থা। তুরীয় প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্ব। ব্রহ্মের মায়া সংযোগে ঈশ্বর হিরণগর্ভ ও বিরাট, জীবের কোশ সংযোগে প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্ব অবস্থাত্রয়। উপাধি বর্জ্জিত হইলে জীব কেবল তুরীয়,

ব্রহ্ম কেবল সচ্চিদানন্দ। অতএব তুরীয় অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য হয়। অতএব উভয়ের ঐক্য স্থাপিত হইল।

(ঙ) সৃষ্টি বাক্যের উপযোগিতা

প্রশ্ন হইতে পারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য সৃষ্টিবাক্যের উপন্যাসের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আচার্য্যরা বলেন, যদি সৃষ্টি উপন্যাস না করিয়া প্রপঞ্চের নিষেধ ব্রহ্মে প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ প্রপঞ্চের, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতে, অবস্থান হইয়া পড়ে। বায়ুতে রূপ প্রতিষিদ্ধ হইলে, রূপ নাই বলা যায় না; কারণ অগ্নিতে রূপ আছে। সৃষ্টি বাক্য দ্বারা জগতের উপাদান ব্রহ্ম এই জ্ঞান হয়। উপাদান বিনা কার্য্যের অস্তিত্ব অন্যত্র হইতে পারে না। উপাদান কারণে কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইলে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ উপাদান কারণ ব্রহ্মে, কার্য্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, ব্রহ্মের সত্যত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে সৃষ্টি বাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য। অর্থাৎ সৃষ্টি বাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে।

২৬। তত্ত্বমসির অর্থ।

"তৎ ত্বম্ অসি" তুমিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম। এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ করিতে হইবে।

পদ বা বাক্যের অর্থ দ্বিবিধ, শক্য ও লক্ষ্য। যেমন ঘট পদ দ্বারা ঘট বস্তু বুঝা যায়।

আচার্য্যগণের মতে, শক্যার্থ দ্বারাই বুঝা যায় জীবই ব্রহ্ম। জীব চৈতন্য স্বরূপ, ব্রহ্মও চৈতন্য স্বরূপ, অতএব শক্যার্থ দ্বারা উভয়ের ঐক্য বুঝা যায়।

যদি বল শক্যার্থ দ্বারা বুঝা যায় না, তাহা হইলে লক্ষ্যার্থ দ্বারা বুঝা যাইবে।

লক্ষণা ত্রিবিধ—জহৎস্বার্থ লক্ষণা, অজহৎস্বার্থ লক্ষণা, আর ভাগ-লক্ষণা।

(১) জহৎস্বার্থ লক্ষণা—যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। গঙ্গাতে আভীর পল্লি বাস করে। এখানে গঙ্গা পদের শক্যার্থ "প্রবাহ" লইলে বাক্যের অর্থ হয় না, অতএব "গঙ্গাতীর" অর্থ করিতে হইবে। অথবা "বিষং ভুঙ্ক্ষ্" অর্থাৎ বিষ খাও, এ অর্থ সঙ্গত নহে; শত্রু গৃহে ভোজন নিষেধ করা হইতেছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্যে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয় না, কারণ চৈতন্যাংশে ঐক্য বুঝা যায়। অতএব জহৎ-স্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত নহে।

(২) অজহৎ স্বার্থ লক্ষণা—যেমন শুক্ল ঘট। শুক্ল শব্দের অর্থ শুক্ল গুণ। বাক্যার্থ শুক্ল-গুণ-বিশিষ্ট-দ্রব্য এখানে স্বার্থত্যাগ না করিয়া অর্থ বোধ হয়। কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে জীবত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর কি ঈশ্বরত্ব বিশিষ্ট জীব এইরূপ অর্থ করিলে "সোণার পাথর বাটী" মত হইয়া পড়ে এবং প্রত্যক্ষের সঙ্গে বাধা হয়। অতএব অজহৎ স্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত নহে।

(৩) ভাগ লক্ষণা—যেমন "সোঽয়ং দেবদত্ত"। সেই এই দেবদত্ত। এই বাক্যে, "সেই এই" বিশেষণ বাদ দিয়া দেবদত্ত পিণ্ডে যেমন তাৎপর্য্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, বিশেষণ বাদ দিয়া বিশেষ্য চৈতন্যে তাৎপর্য্য হয়, অতএব ভাগলক্ষণা সঙ্গত। অতএব দেখা গেল জীবাত্মাই ব্রহ্ম, ইহা তত্ত্বমসি মহাবাক্য উপদেশ দিতেছে। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য, আন্তর আত্মাও শুদ্ধ চৈতন্য, অতএব আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বাক্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, সেই বাক্য প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি "আমি ঈশ্বর নহি," অতএব এই বাক্য প্রমাণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আচার্য্যরা

বলেন, চন্দ্র প্রত্যক্ষ দেখিতে একটুখানি, তাহা বলিয়া চন্দ্র একটুখানি নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়, চন্দ্র যোজন পরিমিত। যেরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের বাধক হইতে পারে না, সেইরূপ করণ-দোষ প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ করণ-দোষ-শূন্য বেদের বাধক হইতে পারে না।

সেইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে আচার্য্যরা বলেন, এই লৌকিক অনুমানও যুক্তিযুক্ত নহে; উষ্ণ জল দেখিয়া জল উষ্ণ অনুমান করা করা ঠিক্ নহে। কারণ জল স্বভাবতঃ শীতল, ঔষ্ণ্য উপাধি সংযোগে উষ্ণ বলা যায়। সেইরূপ আত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ, অন্তঃকরণ উপাধি সংযোগে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান শ্রুতির বাধা হইতে পারে না।

২৭। শ্রুত্যনুকুল যুক্তি।

এতক্ষণ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা হইল, এইবার যুক্তির সাহায্যে কি পাওয়া যায় দেখিতে হইবে। জাগ্রত অবস্থায় কত রকম বস্তু আমরা দেখি শুনি; কিন্তু বস্তুগুলি পৃথক হইলেও, বস্তুর অনুভব জ্ঞান বা প্রকাশ এক। আকাশ বিভিন্ন দ্রব্যে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, আকাশ যেমন এক; সেইরূপ জ্ঞান বা প্রকাশের উপাধি নানা হইলেও জ্ঞান প্রকাশ বা অনুভব এক। প্রদীপের আলো, বাতির আলো, ঝাড়ের আলো, আলো হিসাবে যেমন এক; কয়লার আগুন, ঘুটের আগুন, কাঠের আগুন, আগুন হিসাবে যেমন এক। যদিচ উপাধি পৃথক্ পৃথক্, সেইরূপ প্রকাশ অনুভব বা জ্ঞান এক। জাগ্রত অবস্থায় যে জ্ঞান, স্বপ্নাবস্থায় সেই জ্ঞান; অর্থাৎ জ্ঞান হিসাবে এক। সুষুপ্তি অবস্থায়ও আমাদের অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয়, যে এতক্ষণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিলাম। অনুভব না হইলে স্মৃতি হয় না। অতএব সুষুপ্তি অবস্থাতেও জ্ঞান হয়।

জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় যে জ্ঞান সুষুপ্তি অবস্থায়ও সেই জ্ঞান ; অর্থাৎ জ্ঞান হিসাবে এক। অতএব দেখা গেল, দৈনন্দিন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় সম্বিৎ বা জ্ঞান এক। এইরূপ দিনান্তরে অতীত আগামী মাস অব্দ যুগ কল্পে জ্ঞান বা প্রকাশ এক। এই জ্ঞান বা প্রকাশই আত্মা।

আবার দেখা যায়, আত্মাতে স্বতঃ স্নেহ। আমার কখন নাশ না হউক, ইহা সকলের বাঞ্ছনীয়। যে বস্তুতে সুখ আছে, সেই বস্তুতে স্নেহ হয়, অতএব আত্মা নিশ্চয় সুখনিদান। আবার দেখা যায়, অন্য বস্তু লাভ করিতে চেষ্টা করি আত্মার সুখের জন্য। যেগুলি আত্মার সুখ-সাধন সেইগুলি আমাদের প্রিয়। কিন্তু আত্মসুখ আত্মার জন্য। স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী আত্মার সুখের জন্য কিন্তু আত্মসুখ অপরের জন্য নহে। অতএব আত্মা সুখস্বরূপ।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা দেখা গেল, আত্মা নিত্য, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, আত্মা সুখস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। শ্রুতিতেও আছে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অতএব আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

২৮। পঞ্চভূত বিবেক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদ্য বিকার আকাশ। আকাশ অবকাশ স্বভাব। 'আকাশ আছে' সত্ত্বা আকাশেও অনুগমন করে। অতএব আকাশ ব্রহ্মকার্য্য। সত্ত্বা অর্থাৎ ব্রহ্ম একস্বভাব। আকাশ দ্বিস্বভাব। সতে অবকাশ নাই, আকাশে অবকাশ আছে। আকাশ অবকাশ ও সত্ত্বা দুইরূপে স্থিত। যে শক্তি ব্যোম কল্পনা করে, সেই শক্তি সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিপরীত ক্রমে কল্পনা করিয়াছে। অতএব আকাশ আছে, এই ভান উৎপন্ন হয়।

সৎবস্তু অধিক বৃত্তিত্ব হেতু ধর্ম্মি, আকাশ ধর্ম্ম।' অতএব বিপরীত ক্রম বলিতে হইবে। বুদ্ধি দ্বারা সৎ হইতে পৃথক করিলে আকাশের স্বরূপ কি বল? আকাশ অবকাশাত্মক যদি বল, সৎ হইতে বিলক্ষণ হইলে তাহা অসৎ মনে কর। সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, ইহা যদি বল, তোমার ব্যাঘাত হইতেছে। যদি বল, আকাশের উপলব্ধি হয়, তাহা হউক। মায়া কল্পিত পদার্থের ইহাইত লক্ষণ। যাহা অসৎ অথচ ভাসমান হয়, তাহা স্বপ্ন দৃষ্ট গজের স্থায় মিথ্যা।

সদ্ বস্তুতে মায়া একদেশস্থা। সেই মায়ার একদেশস্থ বিয়ৎ। বিয়তের একদেশগত বায়ু প্রকল্পিত। শোষণ স্পর্শ গতি বেগ, এইগুলি বায়ুর ধর্ম্ম। সৎ, মায়া ও ব্যোম এই তিনটীর স্বভাব বায়ুর অনুগামী। বায়ু আছে, এই সতের ভাব। সৎ হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে, নিস্তত্ত্বরূপতা মায়ার স্বভাব। আকাশ হইতে আগত ধ্বনি ব্যোমের স্বভাব। সৎবস্তু ব্রহ্ম। বায়ুতে যে সৎ অংশ আছে তাহাকে পৃথক করিলে বায়ু মিথ্যা হয়, যেমন আকাশ। এইরূপ বায়ুর মিথ্যাত্ব স্থির করিয়া, মরুত-সত্যত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিবে।

এইরূপ বায়ু হইতে ন্যূন বহ্নিকে চিন্তা করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ রূপে বর্ত্তমান পঞ্চভূতের ন্যূনতা ও আধিক্যের এইরূপ বিচার। বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত বহ্নি বায়ুতে কল্পিত হয়। পঞ্চভূতের দশাংশের তারতম্যের প্রমাণ পুরাণে আছে। অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশ স্বভাব। বায়ুর ন্যায় কারণ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি অগ্নিতে হয়। বহ্নি "আছে", বহ্নি নিস্তত্ত্ব শব্দবান স্পর্শবান্। সৎ মায়া ব্যোম ও বায়ুর অংশ দ্বারা যুক্ত অগ্নির নিজগুণ রূপ মাত্র। তন্মধ্যে সৎ ছাড়া আর সব ধর্ম্ম মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিবে। অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা কেবল অস্তিত্ব ধর্ম্ম সত্য।

সৎ হইতে বহ্নিকে বিবিক্ত করিলে এবং বহ্নি মিথ্যাত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে

জল বহ্নি হইতে দশাংশে ন্যূন এবং বহ্নিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে। কারণ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি হেতু জলের অস্তিত্ব, শূন্যতত্বতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর নিজগুণ রস।

সৎ হইতে জল বিবিক্ত করিলে এবং তাহার মিথ্যাত্ব হৃদয়ে দৃঢ় হইলে, ভূমি দশাংশে ন্যূন এবং জলে কল্পিত এইরূপ চিন্তা করিবে। অস্তিত্ব তত্বশূন্যতা শব্দ স্পর্শ রূপ রস পরতঃ ধর্ম্ম, নিজ ধর্ম্ম গন্ধ। সৎ হইতে ইহাকে বিবিক্ত করিবে। সত্বা হইতে পৃথক করিলে ভূমি মিথ্যাতে পর্য্যবসিত হয়।

ভূমির দশাংশ ন্যূন ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন রহিয়াছে। এই ভুবনে যথাযথ প্রাণিদেহ বাস করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড, লোক ও দেহ হইতে সৎ বস্তুকে পৃথক করিলে অসৎ অণ্ডাদি প্রতিভাত হয়। এই ভাতিতে ক্ষতি কি ?

২৯। পঞ্চকোশ বিবেক।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা দেখা গিয়াছে, আত্মা নিত্য, আত্মা চৈতন্য আত্মা সুখ স্বরূপ।

আমি বা আত্মা দেহ নহি, কারণ দেহের উৎপত্তি নাশ হয়, দেহ জড়।

আমি প্রাণ নহি, কারণ বায়ু চৈতন্য বর্জ্জিত।

আমি মন নহি, কারণ মন বিকার প্রাপ্ত হয়। এই হাসি এই কান্না মনের বিকার সর্ব্ব প্রত্যক্ষ।

আমি বুদ্ধি নহি কারণ নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি থাকে না।

আমি অজ্ঞান নহি, অজ্ঞান ও সর্ব্বাবস্থায় থাকে না। অজ্ঞান বুদ্ধির বিলীন অবস্থা।

প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুই থাকে না। এই সব গেলে

তো শূন্য হয়। না, তাহা হইতে পারে না। কারণ যিনি এই পঞ্চকোষের প্রকাশক, যাঁর দ্বারা এই পঞ্চকোশ অনুভূত হয়, তাঁকে কে নিবারণ করিবে?

সমস্ত জগতের বাধের যিনি সাক্ষী, সেই সাক্ষীর বাধ হইতে পারে না। কারণ সাক্ষীর বাধের সাক্ষী কে হইবে? তুমি বলিবে পঞ্চকোশ গেলে শূন্য অনুভূত হয়? কিন্তু সেই শূন্যের অনুভব কর্ত্তা শূন্য নহে। তিনিই আত্মা।

আত্মার পঞ্চকোশ যেরূপ আচ্ছাদক, "মায়া' সেইরূপ ব্রহ্মের আচ্ছাদক। সমস্ত মূর্ত্ত অপনীত হইলে অমূর্ত্ত আকাশ অবশিষ্ট থাকে। নেতি নেতি দ্বারা সমস্ত জগৎ নিরাকৃত হইলে অন্তে যেটা অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম। বিভাগের অযোগ্য যেরূপ পরমাণু, নিষেধ করিতে করিতে ইদৃশ স্থানে উপনীত হওয়া যায় যাহা নিষেধের অযোগ্য। সেই "নেতি নেতির যেখানে বিরাম" হয় তিনিই ব্রহ্ম বা আত্মা।

৩০। বিদ্বৎ অনুভব।

শ্রুতি ও যুক্তি পরীক্ষা করা হইল। এইবার অনুভব পরীক্ষা করিতে হইবে "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। বিদ্বান ইহা অনুভব করেন। অর্থাৎ তাঁর বোধ হয় "আমি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সত্যস্বভাব পরমানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম।"

এইরূপ অনুভব বা সাক্ষৎকারের সময় তাঁর আমিত্ব অর্থাৎ প্রমাতৃত্ব লোপ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ বা চিত্তবৃত্তি ও লোপ হয়। প্রথমে তাঁর আমি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সত্যস্বভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অদ্বয় ব্রহ্ম এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। তখন চৈতন্য সমুজ্জ্বল হইয়া সমস্ত জড় পদার্থ লোপ করেন। যেমন নিরঞ্জনী ফল জল পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং

উবে যায় সেইরূপ সেই চিত্তবৃত্তি ও উবে যায়। তার পর দর্পণ অপসৃত হইলে, দর্পণ প্রতিবিম্ব যেমন অপসৃত হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তি অপসৃত হইলে, বৃত্তি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও অপসৃত হয়। তখন কেবল চৈতন্য থাকেন। অর্থাৎ আমি-রূপ প্রমাতা ও চিত্তবৃত্তি-রূপ প্রমাণ অপসৃত হইয়া মাত্র প্রমেয় ব্রহ্ম থাকেন। ইহাই সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য। ঠাকুর বলিতেন, 'নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে নিজে গলে যায়।' সেইরূপ বোধভানু উদয় হলে, প্রমাতা ও প্রমাণ লয় হইয়া যায়।

৩১। ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর।

শ্রুতিতে আছে, 'ব্রহ্ম মনসৈবানুদ্রষ্টব্যঃ' অর্থাৎ মনের দ্বারা দ্রষ্টব্য, আবার আছে ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর। এই দ্বিবিধ শ্রুতির দ্বারা বুঝা যায়, যে পূর্ব্বোক্ত "আমিই ব্রহ্ম" এই চিত্তবৃত্তি উদয় হইলে, তবে ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ হন। অর্থাৎ এইরূপ চিত্তবৃত্তি উদয় না হইলে ব্রহ্ম প্রকাশ হন না। "ঘট" জ্ঞান স্থলে চিত্তবৃত্তি ঘটাকারাকারিত হইলে, চিদাভাস ঘট প্রকাশ করে কিন্তু "আমিই ব্রহ্ম" এই চিত্তবৃত্তি উদয় হইলে সে চিত্তবৃত্তি লয় হইয়া যায় তার পর ব্রহ্ম প্রকাশ হন। চিত্তবৃত্তি লয় হইয়া যায় সেই জন্য চিদাভাস ও লয় হইয়া যায় অর্থাৎ প্রমাণ প্রমাতা দুইই লয় হয়; মাত্র প্রমেয় থাকেন।

তখনকার অবস্থা।

লোকাশ্চ ভান্তি পরমে ময়ি মোহজন্যাঃ
স্বপ্নেন্দ্রজাল মরু-নীর সমাঃ বিচিত্রাঃ
ব্যুত্থান কালে ইহ ন স্যু অলং বিশুদ্ধ—
প্রত্যক্ সুখাব্ধি পরমামৃত চিত্তবৃত্তৌ॥

মত্তঃ পরতরং ন খলু বিশ্বম্
অথাপি ভাতি, মধ্যে চ পূর্ব্বমপরং নরশৃঙ্গতুল্যম্॥
মায়োত্থ শাস্ত্র গুরুবাক্য সমুত্থ
বোধভানু প্রভা বিলসতে কগতং ন জানে।
নিরতিশয় সুখাব্ধৌ স্বপ্রকাশে পরে অস্মিন্
কথমিদম্ অবিবেকাৎ উত্থিতম্ স্রকৃফণীব
কম্নু গতম্ অধুনা তদ্দেশিকঃ বা শ্রুতির্বা
পরম বিমল বোধে অভ্যুত্থিতে অহং ন জানে।

আমি পরম, আমাতে ব্যুত্থানকালে, মোহজন্য স্বপ্ন ইন্দ্রিজাল মরুনীর সম বিচিত্র লোক প্রকাশ পাইয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রত্যক্ সুখাব্ধি পরমামৃতাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হইলে সেই সমস্ত লোক আর থাকে না। বিশ্ব আমা হইতে ভিন্ন নহে। সেই বিশ্ব মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু আদিতে ও অন্তে নরশৃঙ্গতুল্য মিথ্যা। মায়োত্থ শাস্ত্র ও গুরু বাক্য সমুত্থ বোধ ভানু প্রভা জ্বলিতেছে। সেই বিশ্ব এক্ষণে কোথায় গেল আমি জানি না। নিরতিশয় সুখাব্ধি স্বপ্রকাশ উৎকৃষ্ট বস্তুতে কেমন করিয়া স্রক্‌ফণীর ন্যায় এই বিশ্ব অবিবেক হেতু উত্থিত হইল। এক্ষণে পরম বিমল বোধ অভ্যুত্থিত হইয়াছেন, সেই গুরু ও শাস্ত্র কোথায় গেল আমি জানি না।

৩২। সিদ্ধান্ত।

(ক) জগৎ ঈশসৃষ্ট জীবভোগ্য।

আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথ্বী পঞ্চ স্থূল ভূতের সমষ্টি জগৎ। জগৎ অচেতন, তাহাতে চেতন জীবের কার্য্য চলিয়াছে।

জীব জগতের কোন অংশ সৃজন করিতে পারে না, তবে নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী জগৎ ভোগ করিতেছে। মনিলাভ হইলে এক ব্যক্তি হৃষ্ট হয়, অপর ব্যক্তি অলাভ হেতু ক্রুদ্ধ হয়; বিরক্ত ব্যক্তি দেখে মাত্র, হৃষ্ট হয় না কুপিতও হয় না। মাংসময়ী যোষিৎ একরূপ কিন্তু মাতা পত্নী কন্যা রূপ মনোময়ী যোষিৎ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব ভোগ বুদ্ধি নানা। জীব মণি বা যোষিতের কোন অংশ নির্ম্মান করিতে পারে না কিন্তু বিভিন্ন বুদ্ধিতে ভোগ করিতেছে। অতএব জগৎ ঈশ-সৃষ্ট জীব-ভোগ্য।

(খ) জগতের অস্তিত্ব আছে।

জগৎ রহিয়াছে কারণ বিষয়ের সহিত সংযোগ হেতু মন বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। তাম্র যেরূপ ছাঁচে ঢালিলে সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মন বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। অতএব জগৎ মাত্র মনোময় নহে জগতের অস্তিত্ব আছে।

(গ) অন্বয় ব্যতিরেক।

জীবের প্রতিদিন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন অবস্থা ভোগ হইতেছে। তিনটী অবস্থা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় শুধু সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে। তখন স্থূল সূক্ষ্ম শরীর বোধ থাকে না। তুরীয় অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন দেহই থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম দেহকে আত্মা প্রকাশ করেন। স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহকে আত্মা প্রকাশ করেন। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা কারণ দেহকে প্রকাশ করেন। তুরীয় অবস্থায় আত্মা নিজকে প্রকাশ করেন। অন্বয় হেতু আত্মার কোন অবস্থাতে লয় হয় না, আত্ম

সর্ব্বাবস্থাতে অনুগত। আবার জাগ্রত না থাকিলে স্বপ্ন অবস্থা আত্মা প্রকাশ করেন। স্বপ্ন না থাকিলে, সুষুপ্তি অবস্থা আত্মা প্রকাশ করেন,। অতএব জাগ্রত না থাকিলে আত্মা থাকেন না, তাহা নহে, কি স্বপ্ন না থাকিলে আত্মা থাকেন না তাহা নহে, বা সুষুপ্তি না থাকিলে আত্মা থাকেন না যে তাহা নহে। অতএব আত্মা নিত্য।

(ঘ) পঞ্চকোশ বিবেক ও পঞ্চভূত বিবেক।

পঞ্চ কোশ বিবেক দ্বারা দেখা যায় জীব স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে ; চিৎ কোন কর্ম্ম করেন না, সুখ দুঃখ ভোগ করেন না, তিনি মাত্র প্রকাশক। সে জন্য চিৎ কেবল চৈতন্য স্বরূপ। লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, পঞ্চভূত বিবেক দ্বারা ব্রহ্মের সত্বা উপলব্ধি করা হয় এবং পঞ্চকোশ বিবেক দ্বারা ব্রহ্মের চৈতন্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

(ঙ) অহং বা আমি।

অবিবেকী "আমি" শব্দ, স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ ও চিৎ এই তিনের সমষ্টিতে ব্যবহার করে। বিবেকী যখন লৌকিক কর্ম্ম করেন তখন বলেন "আমি যাইতেছি।" কিন্তু তিনি বুঝেন স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর যাইতেছে। আবার যখন বিবেক করেন তখন বুঝেন আমি চৈতন্য স্বরূপ। আমি কোন কর্ম্ম করি না বা সুখ দুঃখ ভোগ করি না ; স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ কর্ম্ম করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাঁর বেশ জ্ঞান থাকে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ দ্বারা সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে "আমি" মাত্র প্রকাশক। লৌকিক কর্ম্মেও ঠাকুর আমি শব্দ ব্যবহার করিতেন না, অঙ্গুলি দিয়া নিজ দেহ দেখাইয়া দিতেন।

(চ) মায়া।

শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারি ব্রহ্মের মায়া শক্তি জগৎ রচনা করিয়া জগতের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত থাকিয়া, জগৎ নিয়মন করিতেছেন ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

(ছ) অবিদ্যা।

জীবের অবিদ্যা শক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্য আবরণ করিয়া স্বপ্ন ও জাগ্রতের সৃষ্টি করিতেছে। জীবকে কর্ম্ম কর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা করিয়াছে। আবার এই অবিদ্যা শক্তিই জীবকে মোক্ষের দিকে লইয়া যাইতেছে বুদ্ধি দিতেছে, তুমি কর্ত্তা নও তুমি সাক্ষী স্বরূপ।

(জ) গ্রন্থিভেদ।

মায়া ও অবিদ্যা কর্ম্ম করিতেছেন আমি কিছুই করিতেছি না, আমি সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি না, আমি নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্য-মুক্ত নির্ব্বিকার সাক্ষী-স্বরূপ। বেদান্ত এইরূপ আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহে আত্মায় বুদ্ধি নাশ করিয়া দেয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মীয় বুদ্ধিই গ্রন্থি। দেহে আত্মীয় বুদ্ধি নাশই গ্রন্থি ভেদ।

(ঝ) প্রতিবিম্ব বাদ।

প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা দেখান হয় ঈশ কি? জীব কি? জগৎ কি? আমরা দেখিয়াছি জীবের ব্যষ্টি অন্তঃকরণে চিতের প্রতিবিম্ব হয়, সে জন্য জীব চিদাভাস অর্থাৎ চেতন। আর ঈশ্বরের সমষ্টি অন্তঃকরণে চিতের প্রতিবিম্ব পড়ে সে জন্য ঈশ্বর বিরাট চিদাভাস। আর জড় জগতের অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্ম শরীর নাই, সে জন্য চিতের প্রতিবিম্ব পড়ে না। আমরা বলি জগৎ অচেতন।

জীবের অন্তঃকরণ সুধু ব্যষ্টি আর ঈশ্বরের অন্তঃকরণ সুধু সমষ্টি তাহা নহে। জীবের অবিদ্যা শক্তি বশতঃ অন্তঃকরণ মলিন। আর ঈশ্বরের মায়াশক্তিবশতঃ অন্তঃকরণ নির্ম্মল। মলিন দর্পণাপেক্ষা নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে। আবার দর্পণগত মালিন্য প্রতিবিম্বে সংক্রান্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নির্ম্মল অন্তঃকরণে সে আশঙ্কা নাই। অতএব চি'তর প্রতিবিম্ব ঈশ অন্তঃকরণে সুস্পষ্ট পড়ে।

(ঞ) অবচ্ছিন্ন বাদ।

ঘটাকাশ ও মহাকাশ আকাশ হিশাবে এক। সেইরূপ দেহাবচ্ছিন্ন চিৎ ও ব্রহ্ম চিৎ এক। কারণ আত্মায় স্বজাতীয় ভেদ নাই। তিনি অবয়বী পদার্থ নহেন। তিনি অশরীর তাঁর অংশ হইতে পারে না। তাঁহার সংখ্যা হইতে পারে না, তাঁর জাতি হইতে পারে না। তিনি 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্।' অহঙ্কার বা দেহবুদ্ধি কূটস্থ চৈতন্যে ও ব্রহ্ম চৈতন্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাইতেছে। এইটী অবিদ্যার কার্য্য। দীর্ঘকাল অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেহবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নাশ হইলে, বুঝা যাইবে দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এক। ঘট ভাঙ্গিয়া যাইলে যেমন বুঝা যায়, ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক। দেহবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নাশ হইলে, বুঝা যাইবে কূটস্থ ও ব্রহ্ম এক। অতএব দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জড়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য এক। সুতরাং বেদান্তের প্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মৈক্য সিদ্ধ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেদান্তের প্রয়োজন।

১। উপায় চতুর্বিধ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদান্তের প্রয়োজন মুক্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি। শ্রুতিতে আছে, "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। মুক্তি জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান হইলে হয়। এখন দেখিতে হইবে, এই ঐক্যজ্ঞান কিরূপে হয়? ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলেন। এক সম্প্রদায় বলেন, বিবেক বা সাংখ্য দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে। অপর সম্প্রদায় বলেন, যোগ দ্বারা লাভ হইতে পারে॥ অন্য সম্প্রদায় বলেন, উপাসনা দ্বারা লাভ হইতে পারে। চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন, কর্ম্ম দ্বারা লাভ হইতে পারে। অতএব উপেয় ব্রহ্ম বা মুক্তিলাভ এক। উপায় বিভিন্ন; জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও ক্রিয়া। ঠাকুর বলিতেন, 'যত মত তত পথ।' ভগবান বলিয়াছেন, 'ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিৎ আত্মানম্ আত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥' ধ্যান দ্বারা সাংখ্য দ্বারা ও অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা ও কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায়।

২। প্রথম সাংখ্য বা বিবেক।

শ্রুতিতে আছে, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। জ্ঞানমার্গীরা বলেন, শ্রবন মনন নিদিধ্যাসনই জ্ঞান-লাভের

উপায় অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের উপায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন; কিন্তু শমদমের সহিত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। যদি শম দম না থাকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে কিছুই হইবে না।

(ক) শ্রবণ।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য এইরূপ অবধারণ করার নাম শ্রবণ। সমস্ত বেদান্ত নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ।

(খ) মনন।

বেদান্তের অবিরোধি যুক্তি দ্বারা শ্রুত ব্রহ্মের অনুচিন্তন মনন। শ্রুতি যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্ভবপর যুক্তি দ্বারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন।

(গ) নিদিধ্যাসন।

শাস্ত্র দ্বারা শ্রুত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত বিষয়ের নিরন্তর চিন্তাকে নিদিধ্যাসন বলে। অন্য বস্তুর চিন্তা রহিত করিয়া ব্রহ্মে চিন্তাপ্রবাহ সম্পাদনের নাম নিদিধ্যাসন।

(ঘ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু।

এক সম্প্রদায় বলেন, কেবল শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে। তাঁহাদের মতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারাই জ্ঞান হইবে। অপর সম্প্রদায় বলেন, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সংস্কৃত বা শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হন। অর্থাৎ ব্রহ্ম শুদ্ধ মনের গোচর।

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় বলেন, এক নদীতে ১০ জন পার হইতেছিল, তাহারা অপর পারে যাইয়া নিজেদের গণনা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য,

যে গণনা করে, সেই নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করে। পরে সিদ্ধান্ত করিল, আমাদের মধ্যে এক জন মরিয়াছে, সে জন্য আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময়, সেখানে এক অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া সব শুনিলেন, এবং বলিলেন, "দশমস্ত্বমসি" তুমিই সেই দশম পুরুষ। তারপর গণনা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। তখন তাহাদের শোক ক্রন্দন সব গেল এবং সকলে হৃষ্ট হইল।

সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে কর্ম্ম করা থাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ নিতান্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ থাকে, তাহাকে তত্ত্বমসি উপদেশ মাত্র, তাহার জ্ঞান হইবে। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান বস্তু নিষ্ট, তাহার জন্য যুক্তি ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। সম্মুখে বৃক্ষ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি। তাহার জন্য যুক্তি বা ধ্যানের প্রয়োজন নাই। বৃক্ষ থাকিলেই বৃক্ষ দেখা যাইবে ও বৃক্ষের জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞান কারও অপেক্ষা করে না। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তু সাপেক্ষ। ধ্যান উপাসনা কর্তৃতন্ত্র অর্থাৎ ধ্যাতা বা উপাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যেহেতু জ্ঞান বস্তুতন্ত্র সে হেতু শ্রবণ মাত্রেই জ্ঞান হইবে। অপর সম্প্রদায় বলেন, দর্শন পটুকরণ ও অপটুকরণের উপর নির্ভর করে। যাহার করণ অপটু তার সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম শুদ্ধ মনের গোচর, অশুদ্ধ মনের গোচর হন না। উপনিষৎ দ্বারা মনরূপ যন্ত্র পটু হয়। এইরূপ শুদ্ধ বা সংস্কৃত মন দ্বারা ব্রহ্ম গোচর হন।

(৬) জ্ঞানের সাধন।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী!
বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বমরতির্জনসংসদি।
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শনম্॥

ভগবান বলিয়াছেন, ক্ষেত্রের অতিরিক্ত শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য সাধন প্রয়োজন। সেই সাধন গুলি এই,—

১। অমানিত্ব – স্বগুণ শ্লাঘারাহিত্য অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা বর্জ্জন।

২। অদম্ভিত্ব—দম্ভরাহিত্য।

৩। অহিংসা—পর পীড়া বর্জ্জন।

৪। ক্ষান্তি – সহিষ্ণুতা।

৫। আর্জ্জব—অবক্রতা অর্থাৎ সরলতা।

৬। আচার্য্যোপাসন— সদ্‌গুরু সেবা।

৭। শৌচ - বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ অর্থাৎ মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং রাগাদি মল ক্ষালন আভ্যন্তর শৌচ।

স্মৃতিতে আছে :—

শৌচং দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্য মাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাব শুদ্ধি স্তথান্তরম্॥

৮। স্থৈর্য্য—সন্‌মার্গে প্রবৃত্তের তদেক নিষ্ঠতা।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—শরীর সংযম।

১০। বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে বৈরাগ্য।

১১। অনহঙ্কার— অহঙ্কার শূন্যতা।

১২। দোষানুদর্শন—জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সংকুল জগৎ অতি দুঃখময় এইরূপ পুনঃ পুনঃ আলোচনার নাম দোষদর্শন। গর্ভবাস, যোনি-

নিঃসরণ, মৃত্যু, বৃদ্ধত্ব, ব্যাধি, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখসঙ্কুল জগৎ ব্যাপার পর্য্যালোচনা করাই দোষ-দর্শন। প্রত্যেক বস্তুর দুইটী সংজ্ঞা আছে, শুভ সংজ্ঞা ও অশুভ সংজ্ঞা। সর্ব্ববিষয়ে অশুভ সংজ্ঞা ভাবনা করিলে বিষয়াসক্তির হ্রাস হয়। এই জন্ত দোষ দর্শন করা বৈরাগ্যের অতি উৎকৃষ্ট সাধনা।

১৩। অসক্তি পুত্র দারাদিতে প্রীতি ত্যাগ।

১৪। অনভিষঙ্গ—পুত্র দারা গৃহাদিতে অভিষঙ্গের অভাব; পুত্রাদির সুখে বা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাসাধিক্যাভাব।

১৫। সমচিত্তত্ব—ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্ততা।

১৬। অব্যভিচারিনী ভক্তি—"অনন্তযোগে" সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে পরমেশ্বর স্বরূপ আমাতে "অব্যভিচারিনী" একান্ত ভক্তি।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব—বিবিক্ত শুদ্ধ এবং চিত্ত প্রসাদকর বা অশুচি বর্জ্জিত এবং হিংস্র জন্তু-শূন্য স্থানে অবস্থান।

১৮। জন সহবাসে অরতি—সংস্কার-শূন্য অবিনীত কলহোন্মুখ, প্রাকৃত জনের সভাতে অপ্রীতি।

১৯। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্ব—আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান তাহাই আধ্যাত্ম জ্ঞান। অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যভাব অর্থাৎ এক অখণ্ড চৈতন্য বোধক জ্ঞানেতে পরিনিষ্ঠা।

২০। তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন—তত্ত্ব জ্ঞানের "অর্থ" প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহার উপাদেয়ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব "দর্শন" অর্থাৎ আলোচনা।

৩। দ্বিতীয়,—যোগ।

(ক) সমাধি—ধর্ম্ম মেঘ।

যোগাচার্য্যগণ বলেন, সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে। সমাধি ধর্ম্মমেঘ, ধর্ম্মামৃত ধারা বর্ষণ করে। সমাধি দ্বারা সমস্ত বাসনা ও পুণ্য

পাপ কর্ম্ম সঞ্চয় সমূলে উন্মূলিত হয়, তার পর "তত্ত্বমসি" বাক্যোৎপন্ন অপরোক্ষ-জ্ঞান প্রকাশ হয়। সমাধি দ্বি প্রকার; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।

(খ) সবিকল্প সমাধি।

সমাধি অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তির তদাকারাকারিতরূপে অবস্থান। তবে সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম এই তিনের ভান হয়। যেমন "মৃন্ময় গজ" দেখিলে মৃত্তিকার ভান হয়, সঙ্গে সঙ্গে গজেরও ভান হয়।

(গ) নির্ব্বিকল্প সমাধি।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির কেবল অখণ্ডে অবস্থান। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা চিত্তবৃত্তির ভান না হইয়া কেবল অদ্বিতীয় বস্তুর ভান বা স্ফূর্ত্তি হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি অদ্বিতীয় বস্তুর আকার ধারণ করে বলিয়া যেন অদ্বিতীয় বস্তুর সহিত এক হইয়া যায়। যেমন লবণ মিশ্রিত জল। তদাকারাকারিত লবণের অবভাস না হইয়া কেবল জলমাত্রের অবভাস হয়।

(ঘ) সুষুপ্তি ও সমাধি।

সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি থাকেনা, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে। তবে লবণ মিশ্রিত জলের ন্যায় অজ্ঞাত থাকে।

(ঙ) অষ্টাঙ্গ যোগ।

নির্ব্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি।

(১) যম।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম। অস্তেয় অর্থাৎ পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা।

(২) নিয়ম।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটী নিয়ম। প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ।

(৩) আসন।

কর চরণাদির সংস্থান বিশেষ, যেমন পদ্ম স্বস্তিকাদি আসন।

(৪) প্রাণায়াম।

রেচক—পূরক—কুম্ভক—রূপ প্রাণনিগ্রহের উপায়বিশেষের নাম প্রাণায়াম।

(৫) প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান হইতেছে। উহাদিগকে সেই সেই বিষয় হইতে ফিরানর নাম প্রত্যাহার।

(৬) ধারণা।

অদ্বিতীয় বস্তুতে অন্তঃকরণের ধারণ, ধারণা।

(৭) ধ্যান।

অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান।

(৮) সমাধি।

সমাধি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি।

উহার মধ্যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার বহিরঙ্গ। আর ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই কয়টী অন্তরঙ্গ। কোন ভাগ্যোদয়ে অন্তরঙ্গ লাভ হইয়া গেলে বহিরঙ্গের প্রয়োজন নাই।

(৯) কোন্ সমাধি অভ্যাসনীয়।

আত্ম বিষয়ক সমাধিই বৈদান্তিক আচার্য্যেরা আদর করেন, অন্য সমাধির আদর করেন না, কারণ আত্মবিষয়ক সমাধি দ্বারাই বাসনা ক্ষয় হয়। অন্য বিষয়ক সমাধি, যেমন তন্মাত্রাদিতে মনধারণা আকাশ গমনাদি সিদ্ধি-লাভের হেতু, উহাতে কোন ফল নাই।

ভগবান বলিয়াছেন,—

" যথা দীপো নিবাতস্থঃ নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। "

বাতশূন্যদেশস্থিত দীপ যেরূপ নিষ্কম্প থাকে, সেইরূপ যোগীদের মন অচঞ্চল থাকে।

" যত্র চৈব আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি। "

যে অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ মনদ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতে পরিতুষ্ট হয়, সেই অবস্থা বিশেষকে সমাধি বলে। অতএব আত্ম-বিষয়ক সমাধিই অভ্যাসনীয়।

৪। তৃতীয়—ভক্তি বা উপাসনা।

(ক) উপাসনা কি ?

বিষয়ান্তর দ্বারা অনাকৃষ্ট হইয়া ধ্যেয় বিষয়ের নিরন্তর চিন্তার নাম উপাসনা। উপাসনা মানস ব্যাপার। নিরলম্বন চিন্তা হইতে পারেনা। সে জন্য প্রথমে সগুণ ব্রহ্মে চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। এইরূপে চিত্তের ঐকাগ্র্যশক্তি বর্দ্ধিত হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা করা যাইতে পারে।

(খ) সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম।

ভ্রম দ্বিবিধ,—সম্বাদী ও বিসম্বাদী।

দূরে মণিপ্রভা ও প্রদীপপ্রভা দেখিয়া মণিলোভে দুই ব্যক্তি

ছুটিল। দুই জনেরই "প্রভা"তে মণিবুদ্ধি, এই মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে। যে দীপপ্রভার দিকে ছুটিল সে মণি পাইল না। যে মণিপ্রভার দিকে ছুটিল সে মণি পাইল। দীপপ্রভায় মণিভ্রান্তিকে বিসম্বাদী ভ্রম বলে। মণিপ্রভায় মণিভ্রান্তিকে সম্বাদী ভ্রম বলে। সম্বাদী ভ্রম বলিয়া দারুশিলা পূজা করা হয়, কারণ দারুশিলা স্বতঃ দেবতা নহে। সম্বাদী ভ্রম হইলেও ফলপ্রদ।

(গ) উপাসনা নিষ্প্রয়োজন নহে।

অতএব উপাসনা নিষ্প্রয়োজন নহে, কারণ ইহা উপায়। উপায় দ্বারা উপেয় লাভ হয়। যেরূপ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা দ্বারা তারকব্রহ্ম জ্ঞান হয়, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে। উপাসনার সামর্থ্য হেতু জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

ভগবান বলিয়াছেন,—

" ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥ "

ভক্তি দ্বারা জানিতে পারে আমি যেরূপ সর্ব্বব্যাপি ও সচ্চিদানন্দ।

(ঘ) বেদান্ত সাধকের উপাসনা।

বেদান্ত সাধকেরা দ্বিপ্রকার উপাসনা করেন।

(১) ওঁকার ব্রহ্মের প্রতীক। তাঁহারা ওঁকারের উপাসনা করেন। ইহার নাম প্রতীক উপাসনা।

(২) " অহং ব্রহ্মাস্মি ",—'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ আত্মারও উপাসনা করেন। ইহাকে 'অহংগ্রহ' উপাসনা বলে। ইহা ছাড়া গুরুর উপাসনা ও বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা করেন। আবার অবতারাদি, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ও উপাসনা করেন।

৫। চতুর্থ—ক্রিয়া-যোগ।

সাংখ্য, যোগ, ভক্তি সব মানস ব্যাপার। ক্রিয়া কিন্তু কায়ব্যাপার-

নিষ্পাদ্য ও দ্রব্যার্পণনিষ্পাদ্য। এই ক্রিয়া-যোগ তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, 'বেদমত শুন্‌তে হয়, তন্ত্র মতে কর্ত্তে হয়।' কর্ম্ম নানাবিধ; তার মধ্যে দুচারটী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) শাস্ত্রীয় ভগবৎ কর্ম্ম। (২) সাধু সঙ্গ। (৩) লোকহিতকর কর্ম্ম। (৪) গৃহ কর্ম্ম।

(ক) শাস্ত্রীয় ভগবৎ কর্ম্ম।

মহামায়া বা আদ্যাকালিকার পূজা বা বালগোপালের পূজা বা মহাবীরের পূজা এইগুলি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। ইহার নাম সাধন। যেমন কালিকা সাধন, বালগোপাল সাধন, কি হনুমৎসাধন।

আদ্যাকালিকার স্থূলরূপ এই প্রকার :—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নীং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং।
পাণিভ্যাম্ অভয়ং বরঞ্চ বিলসৎরক্তারবিন্দস্থিতাম্॥
নৃত্যান্তং পুরতঃ নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং।
মহাকালং বীক্ষ্য বিকসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥

যাহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চন্দ্রলেখা, ত্রিনয়ন, পরিধান রক্তবস্ত্র, দুই হস্তে বর ও অভয়, যিনি ফুল্ল রক্তারবিন্দে উপবিষ্ট, যাঁহার সম্মুখে মাধ্বিকপুষ্পজাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন; সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনা করি। যেমন প্রিয়জনকে আসন বসন ভূষণ গন্ধ ও পুষ্প দিয়া সৎকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রেমের সহিত দেবীকে পূজা করিতে হয়। প্রথমে মানসপূজা, তাহার পর প্রতিমাতে বা ঘটে বহিঃপূজা; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই সব উপকরণ দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাহার পর অগ্নিতে পূজা বা হোম করিতে হয়। উপাসকের মঙ্গলের জন্য কালিকা এই রূপ ধারণ করেন।

(ক) কৃষ্ণবর্ণ—শ্বেত পীতবর্ণ, যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূত মহামায়াতে প্রবেশ করে। এজন্য কৃষ্ণবর্ণ। মহামায়া তমোরূপা।

(খ) শশিলেখা—ইনি অমৃতরূপিণী তাই ললাটে শশিচিহ্ন।

(গ) ত্রিনেত্র—শশী, সূর্য্য ও অগ্নিদ্বারা কাল নিরূপণ হয়; সে জন্য তাঁহার এই তিনটী নেত্র।

(ঘ) রক্তবাস—সর্ব্ব জীবকে গ্রাস করেন এবং কাল দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন। জীবের রুধিরসংঘাত রক্তবস্ত্ররূপে কল্পিত।

(ঙ) বরাভয়—সময়ে সময়ে জীবকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এজন্য করদ্বয়ে বরাভয়।

(চ) রক্তপদ্মাসন—রজগুণজনিত বিশ্ব বেষ্টন করিয়া আছেন, সেজন্য রক্তপদ্মাসনস্থা।

(ছ) কালের নৃত্য— কাল মোহময়ী, সুরাপান করিয়া নৃত্য করিতেছেন; সর্ব্বসাক্ষীরূপিণী চিন্ময়ী দেবী দর্শন করিতেছেন ও হাসিতেছেন।

হাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

"কুলাচরণে দেবেশি! ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।"

কুলাচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কালিকা জগতাম্ মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥

জগন্মাতা কালিকা শোকদুঃখ নাশ করেন, বিশেষতঃ কলিযুগে ইনি মহাপাতক নাশ করেন। ইহাই শিবশাসন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা
ওরে অনল দহন করে যথা তুলারাশি॥

বালগোপালের রূপ এইরূপ :—

অব্যাৎ ব্যাকোষ নীলাম্বুজ রুচিঃ
অরুণাম্ভোজঃ নেত্রোম্বুজস্থঃ।
বালো জঙ্ঘা-কটীর-স্থল-কলিত-রণৎ-
-কিঙ্কিনীকো মুকুন্দঃ॥
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং
পায়সং বিশ্ববন্দ্যঃ গো-গোপী গোপবীতঃ
রুরুনখ-বিলসৎ-কণ্ঠভূষঃ চিরং বঃ॥

গোপালের দেহকান্তি বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় রুচির। তিনি অরুণপদ্মনেত্র ও পদ্মের উপর রহিয়াছেন। তাঁর পদে ও কটীতে সুমধুর শব্দায়মান কিঙ্কিণী। এক করে নবনীত, অন্য করে বিমল পায়স। গো গোপী ও গোপ পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তাঁর কণ্ঠের ভূষা ব্যাঘ্রনখ। এই জগৎপূজ্য বালক মুকুন্দ তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

শ্রীহনুমানের রূপ এইরূপ :—

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্॥
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমম্।
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটীসমপ্রভম্।
অঙ্গদাদ্যৈঃ মহাবীরৈঃ বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥

মহাশৈল সমুৎপাটন করিয়া যিনি রাবণের দিকে ছুটিতেছেন, "ও রে দুষ্ট! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ," বলিয়া ঘোর শব্দ করিতেছেন, সেই লাক্ষা রসের ন্যায় অরুণবর্ণ, রৌদ্র, যমের যমসদৃশ, যাঁহার চক্ষুতে অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, যাঁহার প্রভা সূর্য্যকোটীসম, যিনি

মহাবীর অঙ্গদাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই রুদ্ররূপী হনুমানকে ধ্যান করিবে।

সকল দেবতার পূজার প্রথমে "ন্যাস" অর্থাৎ নানা দেবদেবীকে নিজ অঙ্গে ন্যাস অর্থাৎ সেই সব দেব দেবীর ন্যায় পূজক অতি পবিত্র এই ধারণা করিতে হইবে। তারপর মানস পূজা, তারপর বহিঃপূজা, তার পর অগ্নিতে পূজা বা হোম।

এইরূপ পূজা যে নিষ্ফল তাহা নহে।

ভগবান বলিয়াছেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

যৎ কিঞ্চিৎ পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যে আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির সহিত সমর্পিত পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। ভক্তের সমর্পিত যৎকিঞ্চিৎ পত্রপুষ্প জল ও তাহার অনুগ্রহার্থ ভোজন করি।

(খ) সাধু-সঙ্গ।

ভগবান বলিয়াছেন :—

ন রোধয়তি মাং যোগঃ ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়ঃ তপঃ ত্যাগঃ ন ইষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞঃ ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মাঃ যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহঃ হি মাম্॥

যোগ, সাংখ্য-বিবেক, অহিংসা, জপ, কৃচ্ছ্র, সংন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, একাদশী-উপবাস, দেবপূজা, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম, এগুলি কেহই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ যেরূপ আমাকে বশীভূত করে।

তে নাধীত শ্রুতিগণাঃ নোপাসিত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গাৎ মামুপাগতাঃ॥

তাহারা বেদপাঠ করে নাই, আচার্য্যের উপাসনা করে নাই, তাহাদের ব্রত ছিল না, তপস্যা ছিল না। কেবল সাধু সঙ্গ দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়াছিল। কর্ম্মের মধ্যে সাধুসঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

(গ) লোকহিতকর কর্ম্ম।

লোকহিতকর কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হয়।

ভগবান বলিয়াছেন :---

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবঃ নোপজায়তে।
তাবৎ এবম্ উপাসীত বাঙ্মনকায়বৃত্তিভিঃ॥

যে অবধি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে অবধি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কায় দ্বারা সেবা করিবে। পূজ্যপাদ স্বামিজীও নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা উপদেশ দিয়াছেন।

(ঘ) গৃহ-কর্ম্ম।

আশ্রমকর্ম্ম ঈশ্বর পূজার নৈবেদ্য।

ভগবান্ বলিয়াছেন :--

স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

ঈশ্বরকে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ,

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

হাতা ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্ম যাঁর দৃষ্টি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন। যিনি কর্ম্মাঙ্গে ব্রহ্ম

দর্শন করেন, এরূপ গৃহস্থও গৃহকার্য্য করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন। স্মৃতিকারও বলিয়াছেন :—

ন্যায়ার্জ্জিতধনঃ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠঃ অতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থঃ অপি বিমুচ্যতে॥

যার অর্থ ন্যায়ার্জ্জিত, যিনি তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথিপ্রিয় ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করেন, আর সত্যবাদী, এরূপ গৃহস্থও মুক্ত হয়।

৬। চারিটীর মধ্যে কোনটী আশ্রয়ণীয় ?

উপরোক্ত চারিটার একটাতে নিষ্ঠা থাকিলে উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। কর্ম্ম, উপাসনা, যোগাভ্যাস, সাংখ্য এই চারিটী ব্রহ্ম-ছাদের সিঁড়ি। যে কোন সিঁড়ি দিয়ে হোক্ উঠিলে, ব্রহ্মছাদে উঠা যায়। সাংখ্য, যোগ, উপাসনা, কর্ম্ম প্রত্যেকটাদ্বারা চিত্তগত কুসংস্কার নষ্ট হইতে পারে। দুর্ব্বাসনা অপসৃত হইলেই, অন্তঃকরণে চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। মানুষের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। সব মানুষ দ্বারা একটী পথ অবলম্বন হইতে পারে না। প্রকৃতি -বৈচিত্র্য হেতু বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা। একজন বলিলেন, "পুতুল পূজা! ওসব কি? উহা ঠিক নহে।" ঠাকুর বলিলেন, "উহারও দরকার আছে। মা এ সব আয়োজন করেছেন। যার যা পেটে সয়। মা কোন ছেলের জন্য মাছ ভাজা, কারও জন্য মাছের ঝোল, কারও জন্য মাছের ডালনা, কারও জন্যে মাছের অম্বল রেঁধেছেন; যার যা পেটে সয়।" কারও পক্ষে যোগ অসম্ভব; কিন্তু তার পক্ষে হয় তো সাংখ্য সম্ভব। সে জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।"

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থানে যান। কারণ, উদ্দেশ্য বা উপেয় এক, উপায় নানা।

জীব নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তার পথ বাছিয়া লউক। দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন গুরু শিষ্যের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে গন্তব্য মার্গে সাহায্য করেন। প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন করিলে, সুফলের প্রত্যাশা নাই। সে জন্য ভগবান বলিয়াছেন,

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্মে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে। কারণ, প্রকৃতি অনুযায়ী মার্গ অবলম্বন করিতে যাইয়া যদি তাহার কোন খানে ভুলও হয় সে ভুল তাহার একদিন নজরে পড়িবে, তাহার শোধরাইবার আশা আছে। সে নিজের ভুল নিজে শোধরাইয়া আবার অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইবার চেষ্টা করিলে, সে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবেনা, তাহার সব চেষ্টা পণ্ড হইবে। জীব অনন্ত পথের পথিক। সেই পথিককে নিজে যাইতে হইবে। গুরুই হোন, আর যিনিই হোন, কেউ তাহাকে কাঁধে করে লইয়া যাইবে না। অতএব নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী মার্গ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

৭। ব্রহ্মানন্দ।

(ক) সুখ কি?

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

যেটী ভূমা সেইটী সুখ। দেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ নাই। অর্থাৎ বিষয়ে সুখ আছে বটে কিন্তু অতি অল্প। শ্রুতিতে আছে, "মাত্রাম্ উপজীবন্তি" প্রাণীগণ অল্প সুখের জন্য জীবন ধারণ করে। কিন্তু ব্রহ্ম নিরতিশয় সুখস্বরূপ। ব্রহ্মানন্দের অনুসন্ধান করিতে গেলে স্থূলবিষয়ে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কারণ, বিষয়ে কিছু কিছু সুখ থাকিলেও উহাতে দুঃখের ভাগ এত বেশী যে সে সুখ দুঃখের মধ্যেই গণ্য।

আচার্য্যগণ বলেন, আনন্দ ত্রিবিধ। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।

(খ) বিষয়ানন্দ।

মনের তিন রকম বৃত্তি, (১) মূঢ় (২) ঘোর (৩) শান্ত। মূঢ় বৃত্তি অর্থাৎ মোহ, ভয়। ঘোর বৃত্তি---তৃষ্ণা, লোভ, স্নেহ। শান্ত বৃত্তি--বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য।

আমরা দেখি, মূঢ় বৃত্তিতে ও ঘোর বৃত্তিতে সুখ অনুভব হয় না, কিন্তু শান্ত বৃত্তিতে একটু সুখ হয়। শান্ত বৃত্তি বিষয়, সেইজন্য ইহাকে বিষয়ানন্দ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তামসী মায়াতে জড় জগৎ হইয়াছে, রাজসী মায়াতে জীব হইয়াছে, সাত্ত্বিকী মায়াতে ঈশ্বর হইয়াছেন। তামসী মায়াতে ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়; রাজসী মায়াতে ব্রহ্মের চৈতন্য উপলব্ধি হয়; আর সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিতে সুখ উপলব্ধি হয়। জগতের নামরূপের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল সত্ত্বা দেখিবে। জীবের নামরূপের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সত্ত্বা ও চৈতন্য দেখিবে। শান্ত বৃত্তিতে অর্থাৎ সাধুতে সত্ত্বা, চৈতন্য ও সুখ দেখিবে। তাহা হইলে বিষয়ে সচ্চিদানন্দের কতক উপলব্ধি হইবে। এই বিষয়ানন্দ আনন্দের দ্বারস্বরূপ। এখান দিয়া আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

(গ) বাসনানন্দ।

যখন বিষয় অনুভব করা হয় না, "এখন আমার চিন্তা নাই," এরূপ তুষ্ণীম্ভাবকালে একটু সুখ হয়। সুখ ও দুঃখ কর্ম্মজন্য; ঔদাসীন্য স্বভাবতঃ। সুখ ও দুঃখের মাঝখানে তুষ্ণীম্ভাব। ঔদাসীন্যে সুখ বোধ হয়। ইহা ব্রহ্মানন্দ নহে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের বাসনা। যেমন নীরপূর্ণ কলসের বহির্ভাগে শৈত্য বোধ হয়, কিন্তু উহা নীর নহে। সেইরূপ বাসনানন্দ ব্রহ্মানন্দ নহে।

(ঘ) ব্রহ্মানন্দ।

ব্রহ্মানন্দ যোগও সাংখ্য দ্বারা লাভ হয়।

(১) যোগী প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ যোগাভ্যাস দ্বারা যোগীরা ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন।

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্॥

যোগীরা যোগাভ্যাস দ্বারা অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ জানিতে পারেন।

(২) বিবেক লভ্য—অর্থাৎ বিবেকীও বিবেক দ্বারা লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে বিবেক করা যাইতেছে,

(ক) সুষুপ্তি কালীন সুখ।

সুষুপ্তি কালে সুখ অনুভব হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় রোগী অরোগী হয়, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, শোকার্ত্ত শোক ভুলিয়া যায়। তখন আত্মার আবরক কেবল অজ্ঞান অর্থাৎ আনন্দময় কোশ।

বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় কোশ, এই সব আচ্ছাদকের লয় হয়। বিজ্ঞানময় কোশ অর্থাৎ জ্ঞাতা, মনোময় অর্থাৎ জ্ঞান; জ্ঞেয় শব্দাদি বিষয়। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটীর লয়ই হচ্ছে সুষুপ্তিকালীন আনন্দের কারণ।

(খ) আত্মানন্দ।

শ্রুতিতে আছে "ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃপ্রিয়ঃ" পতির জন্য পতি প্রিয় নহে।

স্ত্রী পুত্র বাটী ঘর সব প্রিয়, কেননা তাহারা আত্মার সুখসাধন. অতএব আত্মা অতি প্রিয়। আমার অসত্ত্বা না হউক, আমি সর্ব্বদাই থাকি, এইরূপ প্রার্থনা সকলের হইয়া থাকে। আত্মাতে এই নিরতিশয়

প্রীতি সর্বজন প্রত্যক্ষ। প্রীতি হবার কারণ নিশ্চয় সুখ। যেহেতু আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি, সেহেতু আত্মা নিরতিশয় সুখস্বরূপ। বৈষয়িক সুখে প্রীতির ব্যভিচার হয়। প্রীতি এক বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় আশ্রয় করে। কিন্তু আত্মপ্রীতিতে ব্যভিচার হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আত্মা সুখ-স্বভাব তাহা হইলে ঘোরবৃত্তিতে সুখ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, তিন্তিড়ী ফল লবণ সংযুক্ত হইলে অম্লের তিরস্কার হয়। সেইরূপ রাজসবৃত্তিতে আনন্দের তিরস্কার হয়, সে জন্য ঘোরবৃত্তিতে সুখ অনুভব হয় না।

(গ) দ্বৈত মিথ্যা চিন্তন।

এই জীব জগৎ, নাম রূপ ছাড়া, আর কিছু নহে। হচ্ছে যাচ্ছে, ভেঙে যাবে; যেমন সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্। নামরূপ যেন পটে চিত্র আঁকা। ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরাজ্য উপস্থিত হইলেও, তাহা সত্য বলিয়া কেহ ধরে না। মনোরাজ্যকে সকলেই উপেক্ষা করে। বাল্য আর যৌবনে ফিরে না, যৌবন স্থবিরে ফিরে না। মৃত পিতা পুনরায় আসেন না। গত দিন আর ফিরে না। ক্ষণধ্বংসি লৌকিক আর মনোরাজ্যে বিশেষ কি? অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষ ভাসমান হইলেও তাহার সত্যত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। নামরূপে অবজ্ঞা হইলেই, ব্রহ্মে দৃষ্টি পড়ে। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার কথা, পরস্পর তাঁহার প্রবোধন, তাঁহাতে একনিষ্ঠা ইহাই ব্রহ্মাভ্যাস। দীর্ঘকাল আদরের সহিত ইহা অভ্যাস করিলে, অনেককালীন বাসনা উন্মূলিত হয়। দুর্ব্বাসনা উন্মূলিত হইলেই, ব্রহ্মানন্দ স্পষ্ট বিভাত হয়।

উপরোক্ত বিচার দ্বারা দেখা গেল, বৈষয়িক সুখ তুচ্ছ। বিষয়ে সুখের প্রত্যাশা মৃগতৃষ্ণিকামাত্র। আর দেখা গেল, আত্মা সুখস্বরূপ। সুষুপ্তি অবস্থায় মাত্র অজ্ঞান থাকে, তখনও সুখ বোধ হয়। তাহার কারণ

জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় এই ত্রিপুটির লয়। জাগ্রত অবস্থায় শান্ত বৃত্তিতে কিছু কিছু সুখ অনুভব হয়। ঔদাসীন্যে ও সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ বিষয়-জন্য নহে। তারপর সমস্ত দ্বৈত মিথ্যা, এই সংস্কার প্রবল হইলে জগৎ-সত্যত্ব বুদ্ধি নাশ হয়।

"শোকং তরতি আত্মবিৎ",

শোক অর্থাৎ সংসার। আত্মজ্ঞান সংসার নাশ করে। জ্ঞানে সংসার কপূরের মত উবে যায়, তাহা নহে। তবে জ্ঞান সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ জন্মাইয়া দেয়। সংসারের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই সংসারের নাশ। অপ্রতীতি জগতের বাধ নহে; কিন্তু মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই জগতের বাধ। দ্বৈত মিথ্যা, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্মানন্দ প্রতিভাত হন। ভারতীয় মনিষীগণ সে জন্য উপদেশ দিয়াছেন, সুখের প্রত্যাশায় জাগতিক বস্তুতে সুখ না খুঁজিয়া ব্রহ্মদৃষ্টি হও, তাহা হইলে ভূমানন্দ পাইবে।

(চ) সর্ব্ব অনর্থ হানি।

আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্ব অনর্থের হানি হয়, বলা হইয়াছে। ধাতু বৈষম্য হইলে স্থূলদেহের জ্বর হয়। কাম ক্রোধাদি সূক্ষ্মদেহের জ্বর। উভয়ের বীজ (সংস্কার) কারণ দেহের জ্বর। জ্বর এই তিন শরীরে হইতে পারে। আত্মা অশরীর, অতএব আত্মার জ্বর হইতে পারে না।

"আত্মানম্ চেৎ বিজানীয়াৎ অয়ম্ অস্মি ইতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"

'আমিই সেই,' এইরূপ আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ কি ইচ্ছা করিয়া কোন কামের জন্য শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জ্বর বা সন্তাপ ভোগ করিবেন?

অতএব বেদান্তের প্রয়োজন পরমানন্দপ্রাপ্তি ও সর্ব্বানর্থহানি, ইহা সিদ্ধ হইল।

৮। জীবন্মুক্তি।

বেদান্তের প্রত্যক্ষ ফল জীবন্মুক্তি অর্থাৎ এই দেহ থাকিতেই মুক্তিসুখ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মসুখ বা ভূমানন্দ অনুভব করা। যিনি ব্রহ্মকে এই জীবনেই সাক্ষাৎকার করেন তিনিই জীবন্মুক্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আচার্য্যগণ ত্রিবিধ প্রণালীর অনুমোদন করেন। (১) শ্রুতি উদ্ধার ও শ্রুতির অর্থ নিশ্চয়। (২) শ্রুতি-অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন। (৩) অনুভব। প্রথম দুইটা দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিমাত্র বোধ হয়; ইহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান। তৃতীয়টী দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করা হয়; ইহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান।

ঠাকুর বলিতেন, 'কাঠে আগুণ আছে শুনা এক, আর কাঠ জ্বেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক জিনিস'। অতএব সাক্ষাৎকার করা বা অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়াই মুখ্য। হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মের এইটী বিশেষত্ব। ঈশ্বরের বিষয় শুনা বা যুক্তি দ্বারা ঠিক্ করিলে চলিবে না। ঈশ্বরকে "দর্শন করা চাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা চাই"। দীর্ঘকাল শমদমের সহিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা যোগাভ্যাস বা উপাসনা বা কর্ম্মদ্বারা চিত্তগত কুসংস্কার অপগত হইলে, ব্রহ্মের দর্শন লাভ হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে, বহুবার শ্রবণ করিলেও তাঁহাকে জানিতে পারে না। পুনঃপুনঃ বিচার করিলেও প্রতিবন্ধ বশতঃ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। প্রতিবন্ধ ত্রিবিধ—অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী। অতীত মহিষীস্নেহ হেতু যতি তত্ত্ব জানিতে পারে নাই, এইরূপ গল্প আছে। গুরু তাহাকে মহিষীই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তা করিতে বলেন। বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ বিষয়াসক্তি, প্রজ্ঞামান্দ্য কুতর্ক, আত্মা কর্ত্তা এইরূপ দুরাগ্রহে

যুক্তিরহিত অভিনিবেশ। বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ শমদমও শ্রবণমনন আদি দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। আগামী প্রতিবন্ধ জন্মান্তরের হেতু। বামদেব, ভরত প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। বামদেবের গর্ভাবস্থায় জ্ঞান হইয়াছিল। ভরতের তিন জন্মে জ্ঞান্ হয়।

যাহা হউক, যত দিন না দর্শন লাভ হয় ততদিন চেষ্টা করিতে হইবে। এক জন্মে না হয়, শত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। এ জন্মে লাভ হইল না বলিয়া হতাশ হইবার আবশ্যক নাই। শাস্ত্রে বলে "চরম জন্মে সাক্ষাৎকার হয়"।

"বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

সাধনা নষ্ট হয় না। যতটুকু করা হয়, ততটুকু থেকে যায়। তারপর হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ভগবান বলিয়াছেন,—

শুচীনাম্ শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥

যোগভ্রষ্ট পুরুষ হয় শ্রীমানদের গৃহে, নয়, দরিদ্র জ্ঞানী ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুনরায় জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ এই,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চ অস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দর্শন করিলে, তাহার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ অহঙ্কার নাশ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়। অতএব যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সাক্ষাৎকার করিয়া সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

৯। জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহার।

জীবন্মুক্ত পুরুষ রুধির মাংস বিষ্ঠা মূত্রাদির ভাণ্ড এই শরীর দ্বারা, আন্ধ্যমান্দ্য অপটুত্বাদির ভাণ্ড ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা, ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহের ভাণ্ড অন্তঃকরণ দ্বারা, কর্ম্ম করিয়াও, সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও, এগুলি সত্য বলিয়া দেখেন না। যেমন, এটী ইন্দ্রজাল যে ব্যক্তি জানে, সে সেই ইন্দ্রজাল দেখিয়া পরমার্থতঃ বলিয়া জ্ঞান করে না।

শ্রুতিতে আছে,—

সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব।
সমনাঃ অমনাঃ ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব।

জীবন্মুক্ত পুরুষের চক্ষু থাকিলেও যেন চক্ষু নাই, কর্ণ থাকিলেও যেন কর্ণ নাই, মন থাকিলেও যেন মন নাই, প্রাণ থাকিলেও যেন প্রাণ নাই। ঠাকুর বলিতেন, 'লোহার তলোয়ার সোণা হইয়া যায়; আকার থাকে মাত্র, হিংসাদি কায করা চলে না'।

১০। যথেচ্ছাচার সম্ভব নহে।

আমার পুণ্য পাপ নাই, এইরূপ অভিমান বশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের যথেচ্ছাচরণে আসক্তি হইতে পাবে না। কারণ, প্রথম অবস্থায় শম দম সাধন হেতু তাঁহার অশুভ সংস্কার নাশ হইয়া শুভ সংস্কার জন্মিয়াছে। অতএব অযত্নতঃ তাহার মনে শুভ বাসনার উদয় হইবে। ঠাকুর বলিতেন, তাঁর বেতালের মত পা কখনও নর্দামায় পড়ে না।

১১। জীবন্মুক্ত পুরুষের সাধনাপেক্ষা নাই।

এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের কোনরূপ সাধনা থাকে না। কারণ

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি আর কিসের জন্ত কোন্ সাধনা করিবেন? সাধনা না করিলেও নানা সদ্‌গুণ তাঁহাতে আপনা আপনি আবির্ভাব হয়। এখন তিনি চেষ্টা না করিলেও,

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণঃ এব চ।
নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

তিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র এবং করুণ হন। তাঁহার মমকার থাকে না, অহঙ্কার থাকে না। সুখ দুঃখে তাঁহার সমবুদ্ধি হয়। তিনি ক্ষমাশীল, লাভালাভে সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযত স্বভাব হন। ভগবানে তাঁহার সংকল্প দৃঢ় হয়। তিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করেন। তিনিই ভগবানের ভক্ত ও প্রিয়। ঠাকুর বলিতেন, "ঘটী যদি পেতলের হয়, কলঙ্ক পড়ার ভয়ে রোজ মাজতে হয়, কিন্তু যদি সোণার হয়ে যায়, তার আর রোজ মাজবার দরকার হয় না"।

ইথে কি আর আপদ্ আছে।
এই যে তারার জমি আমার দেহ মাঝে।
যাতে দেবের দেব মহাদেব সুকৃষাণ হ'য়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্মবেড়া এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কালচোরে কি কর্ত্তে পারে মহাকাল রক্ষক হয়েছে।
দেখে শুনে ছয়টা বলদ ঘর ছেড়ে বাহির হয়েছে
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে পাপ তৃণ সব কেটেছে।
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায় অহর্নিশি বর্ষিতেছে
কালীকল্পতরু বরে রে ভাই চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে।

১২। প্রারব্ধ ভোগ।

যদি সেই পরাৎপরকে দর্শন করিলে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হয়, তাহা হইলে জ্ঞানীর দেহ ধারণ সঙ্গত হয় না? ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলেন, যে অবধি প্রারব্ধ ক্ষয় না হয় সে অবধি তাঁহার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে তিনি শান্ত হন। সে জন্য জীবন্মুক্ত পুরুষের যতদিন দেহ থাকে, ততদিন সুখ দুঃখ অনুভব করিতে হয়।

উল্লিখিত শ্রুতির সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ের তাৎপর্য্য অনারব্ধসঞ্চিতকর্ম্ম ক্ষয় হয়।

প্রারব্ধ ত্রিবিধ।

প্রারব্ধ ত্রিবিধ :—(১) স্বেচ্ছাকৃত (২) অনিচ্ছাকৃত (৩) পরেচ্ছা-কৃত। স্বেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ, যেমন ভিক্ষাটনাদি। ভগবানও বলিয়াছেন— 'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি'। জ্ঞানবানও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যেলেন। অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধ, যেমন অকস্মাৎ পাষাণপতন বা কণ্টকবেধ। ভগবান বলিয়াছেন, 'কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ মোহাৎ করিষ্যসি অবশঃ অপি তৎ॥' যেটা করিতে ইচ্ছা নাই, সেটাও মোহহেতু অবশ হইয়া করিতে হইবে। পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ, যেমন অপরের প্রদত্ত অন্ন পানাদি, যেমন বলবান দস্যু দুর্ব্বলে পথিককে জোর করিয়া মাথায় বোঝা দিয়া কিছু দূর লইয়া যাইল।

১৩। বিদ্বানের ভোগ।

প্রশ্ন হইতে পারে বিদ্বানের যদি ভোগেচ্ছা থাকে তাহা হইলে সাধা-রণের সঙ্গে প্রভেদ কি?

ইহার উত্তরে বলা যায়, দেহ মন থাকিতে ইচ্ছা থাকিবেই, তবে বিদ্বানের ইচ্ছা ভর্জ্জিত বীজের তুল্য।

ভর্জ্জিত বীজ খাওয়া চলে কিন্তু তাহাতে অঙ্কুর উৎপাদন হয় না। বিদ্বানের ইচ্ছা অন্নভোগ করে মাত্র, বহু বিপদ আনে না। কারণ ইন্দ্রজাল পদার্থে তাঁহার সত্যত্ব বোধ নাই। বিয়োগান্ত নাটক দেখিয়া, দর্শক দু' এক ফোটা চক্ষের জল ফেলে বটে, কিন্তু তার জন্ত হাত পা ছেড়ে দেয় না। কারণ জ্ঞান থাকে, যে এটা মিথ্যা।

১৪। তত্ত্বজ্ঞান ক্ষয়রোগ নহে।

বিশেষতঃ এটা মনে রাখা উচিত যে তত্ত্বজ্ঞান ক্ষয়রোগ নহে। দেহাদির কার্য্যক্ষমতাশূন্যতা তত্ত্বজ্ঞান নহে; কিন্তু সেটা রোগ। মূর্খ ও পণ্ডিতে আহার নিদ্রা সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই, কিন্তু ভেদ বিদ্যাতে। তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যা। এ বিদ্যার কার্য্য গ্রন্থিভেদ। গ্রন্থিভেদের অর্থ,—

"ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি",

সংপ্রবৃত্ত বস্তুতে দ্বেষ করে না, নিবৃত্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করে না। যেমন সংপ্রবৃত্ত বার্দ্ধক্যে দ্বেষ ও নিবৃত্ত যৌবনে আকাঙ্ক্ষা। তিনি "উদাসীনবদাসীনঃ" উদাসীনের ন্যায় থাকেন। সম্পূর্ণ উদাসীন্ত যদি বিধের হইত "বৎ" শব্দের ব্যর্থতা হয়। অতএব জ্ঞানী উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করেন।

১৫। জ্ঞানীর ব্যবহার অসঙ্গত নহে।

গৃহকর্ম্মে তৎপরা নারী যেরূপ গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে করিতে পারে, পরব্যসনিনী নারী সেরূপ করিতে পারে না। সেইরূপ ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু তত্ত্ববিৎ লৌকিক ব্যবহার সুচারুরূপে করিতে পারেন। কারণ লৌকিক জ্ঞানের বিরোধী নহে। এই প্রপঞ্চ মায়াময়, আত্মা চৈতন্ত স্বরূপ। এই বোধ হইলে লৌকিক

ব্যবহার কিসে বিরুদ্ধ হইবে ? ব্যবহার প্রপঞ্চের সত্যতা অপেক্ষা করে না, অথবা আত্মার জাড্য অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ ব্যবহার করিতে গেলে প্রপঞ্চ সত্য হওয়া চাই এবং আত্মা জড় হওয়া চাই, এরূপ নিয়ম নাই। মন বাক্ কার গৃহ ক্ষেত্র এই সব পদার্থ জ্ঞানের সাধন। এগুলি তত্ত্ববিৎ অপলাপ করিতে পারেন না। এজন্য জ্ঞানীর ব্যবহার থাকিবে না কেন ? জ্ঞানী লোকশিক্ষা এমন কি সুচারুরূপে রাজ্যরক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারেন। তাহাতে জ্ঞানের কোন বাধা হয় না।

১৬। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রভেদ।

জ্ঞানীর ও অজ্ঞানের ব্যবহারের প্রভেদ আছে। দুইজন পথিক পথ চলিতেছে। যে পথ জানে, গন্তব্য স্থানে যাইতে সে কষ্টবোধ করে না।• যে পথ জানে না, সে পথভ্রান্তিতে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। দূরত্ব উভয়ের পক্ষে সমান। জানা ও না জানা হেতু, ক্লেশানুভবের তারতম্য হয়। সেইরূপ জীবন্মুক্ত ও অজ্ঞানের প্রারব্ধ ভোগে তারতম্য হয়।

১৭। সিদ্ধাই জীবন্মুক্ত নহে।

"সিদ্ধাই" দেখিলেই এ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত এ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। সিদ্ধাই অপর সাধনার ফল, জীবন্মুক্তি জ্ঞান বা ব্রহ্মসাধনার ফল। "শাপানুগ্রহসামর্থ্য" বিভিন্ন তপস্যার ফল। সেইরূপ "আকাশগমনাদি" সিদ্ধি সম্পূর্ণ পৃথক্ তপস্যার ফল। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, জীবন্মুক্তশরীরে আকাশগমনাদি শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?

শ্রীবশিষ্ঠ বলেন,

"অনাত্মবিৎ অমুক্তঃ অপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি"।

যারা আত্মজ্ঞ নহে, মুক্ত নহে, তারাই সিদ্ধিজাল বাঞ্ছা করে। দ্রব্য মন্ত্র ক্রিয়া কাল ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধিজাল পাওয়া যায়।

"ন আত্মজ্ঞস্ত এষঃ বিষয়ঃ"

আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ইহা বিষয় নহে।

"কথং তেষু কিল আত্মজ্ঞঃ ত্যক্ত্বা বিত্তাম্ অনুধাবতি"

আত্মজ্ঞ ব্যক্তি বিত্তা ত্যাগ করিয়া কেন সেই সবে নিমগ্ন হবেন?

দ্রব্য মন্ত্র ক্রিয়া কাল যুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ।
পরমাত্মপদ প্রাপ্তৌ ন উপকুর্ব্বন্তি কাঞ্চন॥

দ্রব্য মন্ত্র ক্রিয়া কাল ও যুক্তি দ্বারা বড় বড় সিদ্ধি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিতে এসব কাহারও কোন উপকার করে না।

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

"কালক্ষপনহেতবঃ"

এই সব সিদ্ধিতে মিছে সময় নষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিলেন, "আমার সামর্থ্য দেখ।" সম্মুখে একটী অশ্বথ বৃক্ষ ছিল। তিনি বলিলেন, "এই বৃক্ষ মরিয়া যাউক"; তৎক্ষণাৎ গাছটী মরে গেল। আবার ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "এই গাছটি বাঁচিয়া উঠুক।" গাছ আবার পুর্ব্বের ন্যায় সজীব হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, খুব আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু গাছটা বাঁচলো আর মলো, তোমাব কি হলো? এক ব্যক্তি বলিল, "আমার সামর্থ্য দেখ"; এই বলিয়া নদী পায়ে হেঁটে পার হ'ল, ডুবে গেল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ভাই, চল্লিশ বছর খেটে আধ পয়সার কায করে এলে?"

১৮। লোকান্তর গমন।

রামপ্রসাদ গাইয়াছেন,—

বলদেখি ভাই কি হয় মোলে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মিলে
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ—
ঘটের নাশকে মরণ বলে।

এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে ঝুলে
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে.
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব, জলে উদয়, জল হ'য়ে, সে মিশায় জলে।

(ক) প্রদ্যোতন ও উৎক্রমণ।

মুমূর্ষু অবস্থায় জীবের বাসস্থান হৃদয় অর্থাৎ জীব তখন হৃদয়ে আশ্রয় লন। জীব সেখানে প্রদ্যোতিত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইলে জীব হৃদয়ে আসে। পরে তার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। অর্থাৎ অনন্তর সে যাহা হইবে, তাহারই অনুরূপ ভাবনা হয়। সেই সময় তার ভাবনাময় শরীর হয়। যদি ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে, সে ভাবে, আমি ব্যাঘ্র। যদি মনুষ্য প্রাপক শরীর স্ফুরিত হইয়া থাকে, সে ভাবে আমি মানুষ। দেবত্ব প্রাপক অদৃষ্ট হইলে, সে ভাবে আমি দেবতা। এইরূপ ভাবনা বা ভাবি ফল স্ফুরণ হওয়ার নাম প্রদ্যোতন বা জ্বলন।

অগ্রে প্রদ্যোতন, পরে উৎক্রমণ হইয়া থাকে। উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। উৎক্রমণ কাহার চক্ষু দিয়া; কাহার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, কাহারও অন্য স্থান দিয়া হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আছে "তৃণ জলৌকাবৎ" অর্থাৎ জলৌকা যেরূপ এক তৃণ ত্যাগ

করিয়া অন্য তৃণ ধরে অর্থাৎ অন্য তৃণ না ধরিয়া পূর্ব্ব তৃণ ছাড়ে না, তেমনি জীব অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্ব শরীর ছাড়ে না। কিন্তু সেই অন্য শরীর বুঝিতে হইবে উল্লিখিত ভাবনাময় শরীর, স্থূল শরীর নহে।

এই ভাবনাময় শরীর জীব আজীবন যে কর্ম্ম করিয়াছে বা যে চিন্তা করিয়াছে তাহার অনুরূপ শরীর।

ভগবান বলিয়াছেন,

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং
তং তম্ এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

প্রাণবিয়োগ কালে যে যে "ভাব" স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে সে সেই স্মর্য্যমান ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ, সেই ব্যক্তি সেই ভাবনা দ্বারা অভ্যস্ত।

উৎক্রমণ কালে :—

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ॥

কুসুমের সূক্ষ্মাংশ গন্ধ। বায়ু যেরূপ কুসুম হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমন করে জীব সেইরূপ শরীর হইতে ইন্দ্রিয় মন প্রাণ গুলিকে লইয়া গমন করেন।

এতদ্দেশীয় লোকেরা কালবিশেষে মরণের বিশেষত্ব কল্পনা করেন। একটী ধারণা আছে, রাত্রিকালে ও দক্ষিণায়নে মৃত হওয়া অপেক্ষা দিবা-ভাগে ও উত্তরায়ণে মরণ বিশিষ্ট। মরণ ও মরণকাল নিজ ইচ্ছাধীন নহে। বিদ্যার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভিচারী। সেজন্য বিদ্বান ব্যক্তি রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্যার ফল ভোগ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্চ্চিরাদি বা ধূমাদি শব্দের অর্থ অর্চ্চিরাদি বা ধূমাদি নহে; কিন্তু অর্চ্চিরাদি অভিমানিনী দেবতা ও ধূমাভিমানিনী দেবতা বুঝিতে হইবে।

(খ) পাপীদের গতি।

প্রতিবিদ্ধানুষ্ঠায়িরা রৌরবাদি নরক বিশেষে নিজ নিজ পাপোচিত তীব্রদুঃখ অনুভব করিয়া, শূকরাদি যোনি, তির্য্যক যোনি, স্থাবরাদি যোনিতে উৎপন্ন হয়।

(গ) শুভকর্ম্মীর গতি।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥

কর্ম্মীরা ধূমমার্গ দ্বারা পিতৃলোক গমন করে, তথায় উপভোগ দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পূর্ব্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃত অনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

(ঘ) সগুণ ব্রহ্মোপাসকের গতি।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ॥

সগুন ব্রহ্মোপাসকেরা অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করে। তথায় জ্ঞানের সাধন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে মোক্ষ লাভ করে। শৈবাচার্য্যেরা ও বৈষ্ণবাচার্য্যেরা শিবলোক প্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন।

১৯। আরোহ ও অবরোহ প্রণালী।

(ক) আরোহ।

মৃত হইলে করণগ্রাম সংপিণ্ডিত অর্থাৎ কার্য্যাক্ষম হয়। সে জন্ম সে নিজে লোকান্তর গমন করিতে পারে না। তাহাকে আতিবাহিকী দেবতারা লোকান্তরে লইয়া যান।

(খ) উত্তরমার্গ বা দেবযান।

উপাসককে প্রথমে অর্চ্চি দেবতা লইয়া যান। তার পর অহর্দেবতা, তার পর শুক্লপক্ষ দেবতা, তারপর উত্তরায়ন দেবতা, তার পর সংবৎসর দেবতা, তার পর দেবলোক দেবতা, তার পর বায়ু দেবতা, তার পর আদিত্য দেবতা—এইরূপ ক্রমে ক্রমে এক দেবতা হইতে অন্য দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান। বিদ্যুৎ দেবতা তাঁহাকে বরুণ দেবতার নিকট লইয়া যান।' তার পর বরুণ দেবতা, ইন্দ্র ও প্রজাপতি উপাসকের ব্রহ্মলোকে অতিবাহন কার্য্যে অমানব পুরুষের সাহায্য করেন।

(গ) দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযান।

কর্ম্মীকে প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা লইয়া যান। ধূম দেবতা হইতে রাত্রি দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা; দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক দেবতা। পিতৃ-লোক দেবতা হইতে তিনি চন্দ্রমণ্ডল প্রাপ্ত হন। চন্দ্রমণ্ডলে তাঁব জলময় দেহ নির্ম্মিত হয়। চন্দ্রমণ্ডলে তিনি দেবতাদের ভোগ্য হন। দেবতাদের ভোগ্য হইলেও পশ্বাদি যেমন মানুষেব ভোগ্য অথচ তার পৃথক ভোগ আছে সেইরূপ পশ্বাদির ন্যায় তাঁর পৃথক্ ভোগ আছে।

(ঘ) অবরোহ।

জীবের চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ কাল শেষ হইলে, তাঁর জলময় দেহ গলিয়া যায় এবং সেই জল আকাশে আসে। জীবও জলের সঙ্গে আকাশে আসে। আকাশভূত জীব বায়ুভাব প্রাপ্ত হইয়া ধূমভাব প্রাপ্ত হয়। ধূমভাব প্রাপ্ত হইয়া অভ্রভাব প্রাপ্ত হয়। মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। জীব বর্ষ ধারার সহিত পৃথিবী সমাগত হইয়া ব্রীহি যব তিল মাষ ইত্যাদি নানারূপা— পন্ন হয়। রেতঃসেককারী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া রেতের সহিত জীব

গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃসেককারীর আকার ধারণ করে। যাহারা বিদ্যাকর্ম্মশূন্য অর্থাৎ কীট পতঙ্গাদি, তাহাদের লোকান্তর গমন হয় না। তারা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

২০। বিদেহ মুক্তি।

যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করেন তাঁহারা লোকান্তর গমন করেন না। শ্রুতিতে আছে :—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।"

বিদ্বান্ লোকান্তর গমন করেন না, এখানেই লয় হন। জীবন্মুক্ত পুরুষের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে তাঁহার প্রাণ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর লয় হইয়া যায়। লোকান্তর গমন লিঙ্গ শরীর থাকিলে সম্ভব হয়। যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন নাই, তাঁহার লিঙ্গ শরীর লোকান্তর গমন করেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার লিঙ্গ শরীর উৎক্রান্ত হয় না। প্রারব্ধ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ শরীরও ক্ষয় হইয়া যায়। আনন্দৈকরস অখণ্ড ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহার "প্রাণ" উৎক্রান্ত হয় না, এই খানেই লীন হয়।

২১। বেদান্ত সম্মত মুক্তি।

(ক) ক্রম মুক্তি।

ব্রহ্মণাসহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

যাঁহারা উপাসনা বিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারা ব্রহ্ম-লোকে শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, তার পর কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের অধিকার পরিসমাপ্ত হইলে, তাঁহার সঙ্গে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই মুক্তির নাম ক্রম মুক্তি।

(খ) জীবন্মুক্তি।

যিনি এই দেহে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহার যতদিন দেহ থাকে, ঐ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা যায়।

(গ) নির্ব্বাণ বা বিদেহ মুক্তি।

যে দেহে আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেই দেহ পাত হইলে বিদেহ মুক্তি বা নির্ব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। বেদান্তচার্য্যেরা নির্ব্বাণ মুক্তিকেই মুক্তি বলেন। নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মীভূত হওয়া।

২২। মুক্তিপুরুষার্থ কিসে?

প্রশ্ন হইতে পারে অপ্রাপ্ত ক্রিয়াসাধ্য বস্তুর প্রাপ্তি এবং বর্ত্তমান অনর্থ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া লোকে গণ্য করে। যদি আত্মা ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন তবে পুরুষ-প্রযত্নের আবশ্যক কি? শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনেরই বা আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, সত্য বটে ব্রহ্ম বা মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, কিন্তু অসিদ্ধ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতেছে। সেজন্য তাহার সাধনে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতেছে। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি কিম্বা পরিহৃত বিষয়ের পরিহার প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হয়। যেরূপ সুবর্ণ হস্তে রহিয়াছে কিন্তু বিস্মৃতি স্থলে তোমার হস্তে সুবর্ণ রহিয়াছে এইরূপ আপ্ত উপদেশ হইতে অপ্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ পুষ্প মাল্য দ্বারা চরণ বেষ্টিত হইলে, সর্প ভ্রমশীল পুরুষের ইহা সর্প নহে এইরূপ আপ্ত বাক্যের পর পরিহৃত সর্পের পুনঃ পরিহার প্রসিদ্ধ। এইরূপ প্রাপ্ত আনন্দের প্রাপ্তিরূপ ও পরিহৃত অনর্থের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অর্থেঽবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥

বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নে সর্পদংশনাদি নানা অনর্থ দর্শন হয়। সেইরূপ বাস্তবিক বিষয় না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হইতেছে না। সেইজন্য সাধন শ্রমের আবশ্যকতা।

২৩। মুক্তি ঔপচারিক।

অতএব দেখা গেল পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তার কোনকালে বন্ধন ছিল না, অতএব তার মুক্তি ঔপচারিক। ঘটাদি উপাধি বিমুক্ত হইলে আকাশকে যেরূপ মুক্ত বলা যায়, সেইরূপ প্রাণ মন বুদ্ধিরূপ উপাধি বিমুক্ত হইলে মুক্ত বলা যায়।

সেইজন্য গৌড়পাদ আচার্য্য বলিয়াছেন,—

ন নিরোধঃ ন চ উৎপত্তিঃ ন বদ্ধঃ ন সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুঃ ন বা মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা॥

আত্মার নাশ নাই উৎপত্তি নাই; বদ্ধ নহে সাধক নহে; মুমুক্ষু নহে মুক্ত নহে। ইহাই পরমার্থতা।

ভগবানও বলিয়াছেন,—

বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতঃ মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষঃ ন বন্ধনম্॥

বদ্ধ ও মুক্ত মন বুদ্ধিরূপ উপাধি হেতু বলা যায়। মন বুদ্ধিরূপ উপাধি মায়িক। অতএব আত্মার বন্ধন নাই মোক্ষও নাই! ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

ঠাকুর বলিতেন,—মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।

২৪। একের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি সম্ভব কি না?

প্রশ্ন হইতে পারে, অবিদ্যা এক, অতএব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা একজনের মুক্তি হইলে সর্ব্বমুক্তি হইয়া পড়িবে। সেই এক অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে কোথাও

সংসার থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলেন, অবিদ্যা এক বটে, কিন্তু সেই অবিদ্যার জীবভেদে ব্রহ্মস্বরূপাবরণ শক্তি নানা। অতএব যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইল তাঁহার স্বরূপাবরণশক্তিবিশিষ্ট অবিদ্যার নাশ হইল! অন্যের ব্রহ্মাবরণশক্তিবিশিষ্ট অবিদ্যার নাশ হইল না। কাযেই এক জনের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি হইল না। অপর বৈদান্তিক সম্প্রদায়রা বলেন, হাঁ, একজনের মুক্তি হইলেই সর্ব্বমুক্তি হইবে। ইহার উত্তরে পূর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্তরা বলেন, ধরিলাম, অস্মদাদি মুক্তিলাভ করে নাই কিন্তু ইন্দ্র বশিষ্ঠ ভীষ্ম প্রভৃতি আধিকারিক পুরুষগণ নিজ অধিকার সমাপ্ত হইলে মুক্ত হন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বমুক্তি হয় না। অতএব প্রতি জীবে অবিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ আবরণ শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব একের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি সম্ভব নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চতুঃসূত্রীর সংক্ষিপ্ত অর্থ।

সভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটিসূত্রকে চতুঃসূত্রী বলে।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

"অথ" শব্দের অর্থ অনন্তর অর্থাৎ অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিবে। বেদান্তের অধিকারী কে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (১) বিবেক (২) বৈরাগ্য (৩) শমদম (৪) মুমুক্ষুত্ব, এই চারটি যার আছে সেই অধিকারী। এইরূপ অধিকারী হইবার পর ব্রহ্ম বিচার করিবে। যে অধিকারী নহে তাহার বিচার করিয়া কোন ফল হইবে না।

"অতঃ" হেত্বর্থ কর্ম্মের ফল স্বর্গ উহা নশ্বর। জ্ঞানের ফল মোক্ষ উহা অবিনাশি। সেই হেতু ব্রহ্ম বিচার করিবে।

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "ব্রহ্ম" "বৃহৎ" "নিরতিশয়" সেই ব্রহ্মকে (ব্রহ্মণঃ কর্ম্মে ষষ্ঠী) জানিতে ইচ্ছা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম বিচার করিবে। সেই ব্রহ্ম কিরূপ?

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

"জন্মাদি" জন্ম স্থিতি ভঙ্গ "অস্য" জগতের, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়— "যতঃ" যাহা হইতে হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের প্রমাণ কি?

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

এক শাস্ত্র উপনিষৎই ব্রহ্মের "যোনি" প্রমাণ, ব্রহ্মের অন্য প্রমাণ নাই।

জৈমিনী বলেন বেদে কেবল কর্ম্ম উপদেশ। কর্ম্ম ছাড়া আর যাহা উপদেশ তাহা অনর্থক। সূত্রকার ভগবান ব্যাস ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

"তু" জৈমিনির সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। কারণ "তৎ" ব্রহ্ম "সমন্বয়াৎ সমন্বয় হেতু সর্ব্ব উপনিষদের তাৎপর্য্য বা পর্য্যবসান।

উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি এই ছয়টি লিঙ্গ দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। এই ছয়টিকে সমন্বয় বলে।

এগুলি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই কয়টি লিঙ্গ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে ব্রহ্মই উপনিষদের তাৎপর্য্য।

যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষৎ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না, অর্থাৎ উপনিষৎই ব্রহ্মের একমাত্র প্রতিপাদক। ব্রহ্ম-উপদেশই উপনিষদের আদি অন্ত মধ্য। সেই ব্রহ্মকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ অপেক্ষা অন্য পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, কারণ উহা অবিনশ্বর। যে সে ব্রহ্ম বিচার করিবে, ইহা ঠিক নহে। যাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত নির্ম্মল, তিনিই ব্রহ্ম বিচার করিবেন। চতুঃসূত্রীর ইহাই মর্ম্মার্থ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাদ ভঞ্জন।

বিবাদ।

সকলেরই জানা আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে, বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। নিজ নিজ মতদার্ঢ্যের জন্য, পরস্পরের প্রতি, কটাক্ষও আছে। বিবাদ নানা বিষয়ক; যেমন (১) আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ, (২) ঈশ্বর সম্বন্ধে উপাসকগণের মধ্যে বিবাদ, (৩) জগতের উপাদান সম্বন্ধে বিবাদ, (৪) মুক্তি সম্বন্ধে বিবাদ, (৫) সাধনা সম্বন্ধে বিবাদ, (৬) মীমাংসকগণের আপত্তি, (৭) বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মধ্যে বিবাদ,

(৮) আচার্য্যগণের ব্যবস্থা, সংক্ষেপে এই কয়টি বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

১। আত্মা সম্বন্ধে বিবাদ।

(১) দেহাত্মবাদ। দেহই আত্মা।

লোকায়ত ও স্থূলবুদ্ধিরা প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া, কূটস্থাদি-শরীরান্ত সংঘাতকে আত্মা বলেন। তাঁহারা "আত্মা অন্নময়কোশ" এই শ্রুতি উদ্ধৃত করেন।

(২) ইন্দ্রিয়াত্মবাদ। ইন্দ্রিয় আত্মা।

অপর লোকায়তরা বলেন, জীবাত্মা নির্গত হইলে, দেহের মৃত্যু হয়। অতএব দেহের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। "আমি দেখিতেছি, আমি বলিতেছি" ইত্যাদি প্রয়োগ হেতু ইন্দ্রিয়গণই আত্মা বলিতে হইবে।

(৩) প্রাণাত্মবাদ। প্রাণ আত্মা।

হৈরণ্যগর্ভোপাসকরা প্রাণই আত্মা বলেন, কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় লোপ হইলেও প্রাণ থাকিলে জীবিত থাকে। সুষুপ্তিকালেও প্রাণ জাগ্রত থাকে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে "আত্মা প্রাণময় কোশ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) মনই আত্মা।

উপাসনাপর ব্যক্তিরা মনই আত্মা বলেন। প্রাণের ভক্তৃত্ব নাই, মনেরই ভোক্তৃত্ব। মনই মানুষের বন্ধ মোক্ষের হেতু। শ্রুতিতে "আত্মা মনোময় কোশ" বিবৃত হইয়াছে।

(৫)* বুদ্ধিই আত্মা।

ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধরা বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আত্মা বলেন। মন কার্য্য, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান কর্ত্তা। অন্তঃকরণ দ্বিবিধ, অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি। অহংবৃত্তি বিজ্ঞান। ইদংবৃত্তি মন। ইদংবৃত্তির মূল অহংপ্রত্যয়। কারণ নিজ আত্মাকে না জানিয়া কেহ বাহ্য জানিতে পারে না। বিষয়ানুভব—স্থলে অহংবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নাশ হয়। অতএব বিজ্ঞান ক্ষনিক। বিজ্ঞান নিজেই প্রকাশ হন, এজন্য বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ। শ্রুতিতে "এই জীব বিজ্ঞানময় কোশ" বলা হইয়াছে। এই জীবেরই জন্ম-নাশ-সুখ-দুঃখাদিক সংসার।

(৬) শূন্যই আত্মা।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান বা অহংপ্রত্যয় বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক, অতএব আত্মা নহে ; এবং অন্য কোন বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না ; অতএব শূন্যই আত্মা। শ্রুতিতেও আছে, "উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল"। তবে জগৎ প্রতীয়মান হয় কেন? জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্মক সর্ব্ব জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত।

(৭) আত্মা অণু।

এক দল আত্মা অণুপরিমাণ বলেন, কারণ সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে আত্মার প্রচার হয়। একখণ্ড কেশের সহস্রাংশের একাংশ তুল্য নাড়ীর মধ্যে আত্মা যাতায়াত করেন। আত্মা অণুর অণু, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। এইপ্রকার শত সহস্র শ্রুতিতে "আত্মা অণুপরিমান" কথিত হইয়াছে। ইহাও শ্রুতিতে আছে, "কেশাগ্রকে শত-ভাগ করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ কল্পনা করিয়া, তাহার এক ভাগ জীব"।

(৮) আত্মা মধ্যম পরিমাণ।

আর্হত বা দিগম্বর মতাবলম্বীরা শরীরের আপাদমস্তকে চৈতন্য ব্যাপ্তি দেখিয়া আত্মা মধ্যম পরিমাণ বলেন। শ্রুতিতেও আছে, "আত্মা নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট"। সূক্ষ্ম নাড়ীতে গতাগতি সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা হইতে পারে, স্থূল দেহের হস্তদ্বয় দ্বারা দেহের যেরূপ কঞ্চুক প্রবেশ হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম নাড়ীতে গমন হয়। ক্ষুদ্র শরীরে ও বৃহৎ শরীরে প্রবেশ-নির্গম আত্মার অবয়বের প্রবেশ-নির্গম দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব আত্মা মধ্যম পরিমাণ।

(৯) আত্মা অচেতন।

প্রভাকর ও তার্কিকরা বলেন, আত্মা অচিৎ অর্থাৎ জড়। আত্মা আকাশবৎ দ্রব্য পদার্থ। আকাশের গুণ যেমন শব্দ, সেইরূপ আত্মার গুণ "চিতি" অর্থাৎ জ্ঞান। ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ দুঃখ ও ইহাদের ভাবনা বা সংস্কার, এইগুলি "চিতের" ন্যায় আত্মার বিশেষ গুণ। অদৃষ্টবশতঃ আত্মাতে মনসংযোগ হেতু এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি-কালে অদৃষ্ট ক্ষয় হয় ও গুণগুলি লীন হয়। আত্মা চেতন কারণ আত্মা চিতিমৎ ও আত্মা ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নবান। আত্মাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা। এজন্য আত্মা ঈশ্বর নহেন। যেমন ইহলোকে কর্ম্মহেতু সুখ দুঃখ হয় সেইরূপ লোকান্তরে দেহে কর্ম্মাদি দ্বারা ইচ্ছাদি জন্মে। এইরূপে সর্ব্বদা আত্মার গতাগতি সম্ভব হয়। সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড এ বিষয়ে প্রমাণ। অস্পষ্ট চিৎ আনন্দময় যেটী সুষুপ্তিতে অবশিষ্ট থাকেন, সেইটীই আত্মা। আনন্দময় কোশের বিজ্ঞানময়াদি পূর্ব্ব কোশগুলিই ইহার গুণ।

(১০) আত্মা চেতন অচেতন দুই।

ভাট্টরা বলেন, আত্মা জড় ও চেতন উভয় স্বরূপ, কারণ আত্মার চৈতন্ত অস্পষ্ট। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি হয়। সে কারণ চৈতন্ত উৎপ্রেক্ষা করিতে হয়। সুষুপ্তি কালে "জড় হইয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই জাড্যস্মৃতি জাড্যানুভূতি ছাড়া হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে, "সুষুপ্তিকালে আত্মার চৈতন্তের লোপ হয় না"। অতএব আত্মা খদ্যোতের স্তায় অপ্রকাশ ও প্রকাশযুক্ত।

(১১) আত্মা চেতন।

আত্মা নিরংশ ও নিরবয়ব অতএব জড় ও চেতন উভয়-স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব আত্মা চেতন, বিবেকী সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন। আত্মাতে যে জাড্যাংশ অনুভূত হয় তাহা প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতি বিকার-বিশিষ্টা ও ত্রিগুণাত্মিকা। চিত্তের ভোগ মুক্তির জন্য প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয়।

(১২) আত্মা অসঙ্গ কিন্তু নানা।

চিৎ অসঙ্গ কিন্তু তার বহু মোক্ষ ব্যবস্থা দৃষ্টে আত্মা নানা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণের ইহাই মত।

(১৩) বেদান্তমত।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বলেন, লোকায়ত হইতে সাংখ্য পর্য্যন্ত সকলেই জীব বিষয়ে ভ্রান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের উত্তর উত্তর মত দ্বারা খণ্ডন হইয়াছে দেখা যাইতেছে। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি এগুলি জড় প্রকাশ্য। আত্মা চেতন প্রকাশক। অতএব এগুলি আত্মা নহে। বৌদ্ধগণের মতের বিরুদ্ধে আচার্য্যরা বলেন, নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না,

অতএব আত্মার অস্তিত্ব আছে। শূন্যের সাক্ষী থাকা আবশ্যক। কারণ শূন্যকে উপলব্ধি করিতেছে কে? যিনি উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই আত্মা। জৈনদিগের মতের উত্তরে বলেন, যে পদার্থ সাংশ অবয়বী সেই পদার্থের ঘটবৎ নাশ হয়। অতএব আত্মা যদি অবয়বী হয় তাহা হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে। আত্মা অনিত্য হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ আসিয়া পড়ে। কৃতনাশ অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হইল তার ফল হইল না, আর অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হইল না, তাহার ফল হইল। অতএব আত্মা মহান্, অণুও নহেন, মধ্যমও নহেন। আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বগত নিরংশ, ইহা শ্রুতি-সম্মত। জীব নানা নহেন, জীব এক। মায়া উপাধি অপেক্ষা করিয়া জীব এক। অন্তঃকরণ উপাধি অপেক্ষা করিয়া জীব নানা। অতএব আত্মার সংখ্যা, উপাধি বশতঃ। এই জীব স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, জীব "প্রজ্ঞান ঘন এব" প্রজ্ঞান-ঘন।

(১৪) অরুন্ধতী ন্যায়।

শ্রুতিতে আছে :—

স বা এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ ॥

অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ ॥

অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ ॥

অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ॥

অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ ॥

ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ॥

সত্য বটে, শ্রুতিতে আছে, আত্মা অন্নময় অর্থাৎ দেহই আত্মা। আত্মা দেহ নহে; আত্মা প্রাণময় অর্থাৎ প্রাণই আত্মা। আত্মা প্রাণ

নহে, আত্মা মনময়, অর্থাৎ মনই আত্মা। আত্মা মন নহে, আত্মা বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বুদ্ধিই আত্মা। আত্মা বুদ্ধি নহে; আত্মা আনন্দময় অর্থাৎ অজ্ঞানই আত্মা। আনন্দময় আত্মার ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। অতএব ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে করা যায়? ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলেন, দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অজ্ঞান ইহারা প্রকাশ্য; আত্মা প্রকাশক; অতএব এগুলি আত্মা হইতে পারে না; তবে অরুন্ধতী ন্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থূল বিষয় নিরাকরণ দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুর উপদেশ দেওয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য। যেমন বরবধূকে প্রথমে বৃক্ষশাখা দেখান হয়; তারপর চন্দ্র দেখান হয়; তারপর সপ্তারকা দেখান হয়; তারপর তারকাত্রয় দেখান হয়; তারপর তারকাত্রয়ের মধ্যতারকা দেখান হয়; তারপর সেই তারকা সমীপবর্ত্তিনী সূক্ষ্ম অরুন্ধতী দেখান হয়। এইরূপ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আত্মা বলিয়া পরিশেষে 'ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' বলা হইয়াছে। প্রমাতার বুদ্ধি অনুসারে সোপান ক্রমের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিরাকরণ দ্বারা পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

২। ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্নমত।

(১) পাতঞ্জল মত।

ঈশ্বর অসঙ্গ কিন্তু তিনি পুরুষবিশেষ এজন্য তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। যদি নিয়ন্তা না হন, বন্ধ মোক্ষের অব্যবস্থা হইয়া পড়ে। শ্রুতিতে আছে, "ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, সূর্য্য উদয় হন" এইরূপ অসঙ্গ আত্মার নিয়ন্তৃত্ব বলা হয়। ইহা যুক্ত, কেননা জীবের ধর্ম্ম ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশয় তাঁহাতে সংযোগ নাই। ক্লেশ পাঁচ প্রকার:— (১) অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান (২) অস্মিতা অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ বিভিন্ন হইলেও একরূপের ন্যায় প্রতীতি হয় (৩) রাগ অর্থাৎ সুখসাধন

বিষয়ে অভিলাষ (৪) দ্বেষ অর্থাৎ দুঃখ বিষয়ে জিঘাংসা (৫) অভিনিবেশ অর্থাৎ মরণ ভয়। কর্ম্ম চার প্রকার (১) কৃষ্ণ, পাপ কর্ম্ম (২) শুক্ল-কৃষ্ণ, পাপ ও আছে পুণ্য ও আছে যেরূপ যাগাদি (৩) শুক্ল, যেমন তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যানসাধ্য-কর্ম্ম (৪) অশুক্ল-কৃষ্ণ, যেমন যোগীদের যোগানুষ্ঠান, উহার ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। বিপাক তিন প্রকার (১) জন্ম (২) আয়ু (৩) ভোগ। আশয় বিপাক-অনুযায়ী সংস্কার। ঈশ্বরের ন্যায় জীবও অসঙ্গ তারও ক্লেশকর্ম্মাদি নাই। তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীবে প্রভেদ কি ? জীবের স্বতঃ ক্লেশ নাই, অবিবেক হেতু ক্লেশকর্ম্মাদি কল্পিত হয়।

(২) তার্কিক মত।

তার্কিকরা বলেন, অসঙ্গ আবার নিয়ামক হইবেন কিরূপে ? অতএব ঈশ্বরে জ্ঞান প্রযত্ন ও ইচ্ছা এই গুণগুলি আছে। জীবেরও এই গুণগুলি আছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, তিনি পুরুষবিশেষ। শ্রুতিতে আছে, "তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প" অর্থাৎ তাঁহার এই গুণ গুলি নিত্য।

(৩) হিরণগর্ভ উপাসক।

ঈশ্বরের যদি সৃষ্টি বিষয়ে নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্যইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি সর্ব্বদাই হইয়া পড়ে। অতএব হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর। মায়োপাধিক পরমাত্মাকে লিঙ্গ-শরীর-সমষ্টি-অভিমান হেতু হিরণ্যগর্ভ বলা যায়। উদ্গীথ ব্রাহ্মণে ইঁহার মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃত হইয়াছে। লিঙ্গ শরীর সত্বেও তাঁর জীবত্ব নাই। কারণ তাঁর অবিদ্যা কামকর্ম্ম নাই।

(৪) বিরাট উপাসক।

স্থূল দেহ বিনা লিঙ্গ দেহ কোথাও দেখা যায় না। অতএব স্থূল-

শরীরাভিমানী বিরাটই ঈশ্বর। তিনি "সহস্রশীর্ষা বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" বিরাট উপাসকরা এই শ্রুতিবাক্য উদাহরণ দেন।

(৫) প্রজাপতি উপাসক।

চতুর্দ্দিকে যদি পাণি-পাদ-বিশিষ্ট হইলেই ঈশ হন, তাহা হইলে ক্রিমি কীটকে ঈশ্বর বলিতে হয়। অতএব চতুর্ম্মুখ দেব ঈশ অন্য কেহ ঈশ নহেন। পুত্রার্থ যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা বলেন প্রজাপতিই ঈশ্বর। "তিনি সকল প্রজা সৃজন করেন" এই শ্রুতি বাক্য উদাহরণ দেন।

(৬) ভাগবত মত।

বিষ্ণুর নাভি হইতে কমলজ বেধার উৎপত্তি হয়, অতএব বিষ্ণুই ঈশ। ভগবদুপাসকরা এইরূপ বলেন।

(৭) শৈব মত।

শিবের পাদ অন্বেষণ করিতে বিষ্ণু অশক্ত হন অতএব শিবই ঈশ। বিষ্ণু ঈশ নহেন। আগমাভিজ্ঞ শৈবরা এইরূপ বলেন।

(৮) গাণপত্য মত।

পুরত্রয় সাধন করিবার সময় শিবও গণপতিকে পূজা করিয়াছিলেন। অতএব গাণপত্যমতবাদিরা বিনায়ককে ঈশ বলেন।

(৯) ভৈরব মত।

এইরূপে ভৈরব মৈরাল উপাসকরা অন্যান্য বহু ঈশ্বর বলেন। হেতু আর কিছু নহে, স্বীয় স্বীয় পক্ষে পক্ষপাত। তাহারা মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ ঈশ্বর প্রতিপাদন করে।

(১০) অশ্বত্থ বংশ প্রভৃতি ঈশবাদী।

অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশবাদী আছে।

কারণ অশ্বত্থ বংশ আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষও লোকের কুল দেবতা দেখা যায়।

(১১) বেদান্ত মত।

বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, অন্তর্য্যামী হইতে স্থাবরান্ত ঈশবাদী সকলেই ভ্রান্ত। তবে ইহার বিরোধ-ভঞ্জন এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা করা যাইতে পারে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্য অবয়বভূতৈঃ তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

মহেশ্বর নিমিত্ত কারণ, আর মায়া উপাদন কারণ। মহেশ্বরের অবয়বভূত জীবগণ দ্বারা এই কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপ্ত। অতএব এই সকলই ঈশ, কারণ সকলই সেই মহেশ্বরের অবয়বভূত।

বেদান্তাচার্য্যেরা আরও বলেন,—

ঈশসূত্র বিরাড়্‌বেধাঃ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্ন ভৈরব মৈরাল মারিকাঃ যক্ষরাক্ষসাঃ॥
বিপ্র ক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থ বট চ্যুতাদ্যাঃ যব ব্রীহি তৃণাদয়ঃ॥
জল পাষাণ মৃৎকাষ্ঠ বাস্য কুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরা সর্ব্ব এব এতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥

অন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভ বিরাট বেধা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র বহ্নি বিঘ্ন-ভৈরব মৈরাল মারিক যক্ষ রাক্ষস বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র গো অশ্ব মৃগপক্ষি অশ্বত্থ বট চ্যুতাদি যব ব্রীহি তৃণাদি জল পাষাণ মৃত্তিকা কাষ্ঠ বাস্য কুদ্দালক এর প্রত্যেকটী ঈশ্বর স্বরূপে পূজা করিলে ফল পাইবে। তবে পূজ্য বস্তু ও পূজার প্রণালী অনুসারে ফলের উৎকর্ষ

অপকর্ষ হইয়া থাকে। মুক্তি কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া হয় না। কারণ স্বীয় জাগরণ ব্যতিরেকে স্বীয় স্বপ্ননিবারণের অন্য উপায় নাই।

৩। জগতের উপাদান সম্বন্ধে বিবাদ।

(ক) অসৎ কারণবাদ।

বৌদ্ধগণের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দেন, বীজ নিজে নষ্ট হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অতএব বীজের ভাব অঙ্কুরের কারণ নহে, কিন্তু বীজের অভাবই অঙ্কুরের কারণ। অতএব অভাবই ভাবের কারণ। অতএব অভাব হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে।

(খ) আরম্ভবাদ বা অসৎকার্য্যবাদ।

নৈয়ায়িকগণের মতে বায়ু অগ্নি জল ও পৃথ্বী এই চতুর্বিধ পরমাণু নিত্য পদার্থ। স্থূল কার্য্যকে ভাগ করিতে করিতে, ঈদৃশ স্থানে উপনীত হওয়া যায় যখন আর তার ভাগ সম্ভবপর হয় না। তাহাকে পরমাণু বলে। সকল স্থূল কার্য্যই সাংশ ও বিভাজ্য। পরমাণু কিন্তু নিরংশ ও অবিভাজ্য, সেজন্য নিত্য। যাহা সাংশ ও বিভাজ্য তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য অনিত্য। অতএব সকল সাবয়বী বস্তু অনিত্য। দুইটী পরমাণু মিলিয়া একটী দ্ব্যণুক হয়, আর তিনটী দ্ব্যণুক মিলিয়া একটী ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপ মিলিতে মিলিতে একটী দৃশ্য বস্তু উৎপন্ন হয়।

কারণ ত্রিবিধ, সমবায়ী, নিমিত্ত ও অসমবায়ী। সমবায়ী কারণ অর্থাৎ উপাদান, যেমন বস্ত্রের উপাদান সূত্র, ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, সূত্র ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। তন্তুবায় তাঁত ও কুম্ভকার চক্র প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ। যাহার নাশ হইলে কার্য্যের নাশ

অবশ্যম্ভাবী অথচ উপাদানের নাশ হয় না, তাহাকে অসমবায়ী কারণ বলে। যেমন নিবিড়সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। নিমিত্ত কারণের নাশ হইলে, কার্য্যের নাশ হয় না। তন্তুবায় ও কুম্ভকার মৃত হইলে বস্ত্রের ও ঘটের নাশ হয় না। কিন্তু সূত্রের নাশ হইলে, বস্ত্রের নাশ অপরিহার্য্য। আবার নিবিড় সংযোগ যদি নষ্ট হয়; বস্ত্র নষ্ট হয় বটে; কিন্তু উপাদান সূত্রের নাশ হয় না। চতুর্ব্বিধ পরমাণু-গুলি জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। আর পরমাণু-গুলির অবয়বসংযোগই অসমবায়ী কারণ। ইঁহাদের মতে উপাদান কারণ ও কার্য্যের অর্থক্রিয়া পৃথক, সেজন্য কার্য্য ও কারণ পৃথক বস্তু। সূত্রের দ্বারা আচ্ছাদন হয় না, বেষ্টন হয়; কিন্তু বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন হয়। সেইরূপ কারণ পরমাণুগুলির অর্থক্রিয়া ও কার্য্য জগতের অর্থক্রিয়া পৃথক বলিতে হইবে। ইঁহারা বলেন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অসৎ ছিল, উৎপত্তির পরে সৎ হইয়াছে। অতএব সৎ হইতে অসৎ হইয়াছে।

(গ) পরিণামবাদ বা সৎকার্য্যবাদ।

ইঁহারা বৌদ্ধগণের ও নৈয়ায়িকগণের অযৌক্তিকতা দেখান। বৌদ্ধ-গণের তর্কের উত্তরে বলেন, বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। বীজের নাশ হয় বটে; কিন্তু নিরবয় নাশ হয় না। নিরবয় নাশ হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারিত না। অভাব সর্ব্বস্থলে সুলভ; অতএব সর্ব্বস্থলে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে; কিন্তু ভাবই ভাবের উৎপত্তির কারণ। নৈয়ায়িকগণের তর্কের উত্তরে বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি অবিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে কার্য্যের বিদ্যমানতা সম্পাদন করিতে পারিত

না। কারণও সৎ, কার্য্যও সৎ। শিল্পী শিলাফলকে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। প্রতিমার জন্য শিল্পীকে নূতন কিছু করিতে হয় নাই কেবল অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছে। অনপেক্ষিত অংশ সংযুক্ত থাকায় প্রতিমা অভিব্যক্ত ছিল না। অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রতিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ সমভাবে থাকে। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে ক্রিয়াশীল রজগুণ, সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া অব্যক্ত মহত্তত্ত্বকে ব্যক্ত করে। মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত অহংতত্ত্বকে ব্যক্ত করে। অহংতত্ত্ব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটীকে ব্যক্ত করে, আর পঞ্চতন্মাত্রকে ব্যক্ত করে। পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চ স্থূল ভূতকে ব্যক্ত করে। অচেতনা প্রকৃতি চেতন পুরুষ বা জীবের ভোগ মোক্ষের জন্য এইরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার স্বভাব।

ইহাদের মতে দুগ্ধের পরিণাম যেমন দধি, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ। ইঁহারা বলেন, কার্য্য কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, অতএব কার্য্য কারণ হইতে পৃথক নহে।

(ঘ) বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদের অযৌক্তিকতা দেখান। আরম্ভবাদীদের মতে পরমাণু সংযোগে অবয়বী বস্তুর উৎপত্তি হয়। পরমাণু যদি নিরবয়ব হইল একটী নিরবয়ব পরমাণুর সহিত অপর নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? দুটী নিরবয়ব বস্তুর সংযোগ অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আরম্ভবাদ অযৌক্তিক বলিতে হইবে। তারপর পরিণামবাদীদের তর্কের উত্তরে বলেন, সৃষ্টির

পূর্ব্বকল্পে প্রকৃতি কেন ক্ষুব্ধা হয়? কেন একটী গুণ প্রবল হইয়া অপর দুটী গুণকে অভিভূত করে? কে এই প্রকৃতির সমতা নষ্ট করে? যদি বল প্রকৃতি করে? প্রকৃতি জড়, অপরের ভোগ মোক্ষের জন্য অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যদি বল উহা তার স্বভাব, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? ইহাই যদি তার স্বভাব, সৃষ্টির পূর্ব্বে সে স্বভাব কোথায় যাইল? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনা অনেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

আমার (ভগবানের) অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই তার পরিণাম হয়। বৈদান্তিক আচার্য্যরা সেজন্য বলেন ব্রহ্মের ঐন্দ্রজালিক নিষ্ঠা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিই জগতের উপাদান। তাঁহাদের মতে সর্প যেরূপ রজ্জুর বিবর্ত্ত, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

৪। মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(১) নৈয়ায়িক মত।

নৈয়ায়িক মতে আত্মা কাষ্ঠপাষাণের ন্যায় জড়। মনঃসংযোগ বশতঃ আত্মাতে চেতনা হয়। অতএব দেহ থাকিলে চেতনা হইতে পারে, দেহ সম্বন্ধ না থাকিলে, আর চেতনা থাকিতে পারে না। মুক্ত পুরুষের দেহসম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং মুক্ত পুরুষের চেতনার উৎপত্তি হয় না। আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি না হইলেই (যেমন সুষুপ্তিতে) দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়।

(২) পাতঞ্জল মত।

সংসার অবস্থায় চিতিশক্তি বৃত্তি সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, মুক্তি অবস্থায় বুদ্ধি বিলীন হয়; সেজন্ত পুরুষের বৃত্তি সারূপ্য থাকে না। সুতরাং পুরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা কৈবল্য হয়। এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা কৈবল্যই মুক্তি।

(৩) বৌদ্ধ মত।

সাংসারিক জ্ঞান সমস্তই সোপপ্লব। স্থায়িত্ব কল্পনা, জাতি দ্রব্য গুণাদি কল্পনা, রাগাদি দোষ কল্পনা ও বিষয় কল্পনা, এই চতুর্ব্বিধ কল্পনা বিজ্ঞানের উপপ্লব। এই চতুর্ব্বিধ উপপ্লব নিবারণের জন্য ভগবান্ বুদ্ধ চতুর্ব্বিধ ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ ভাবনা এইরূপ—

সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং।
দুঃখং দুঃখং শূন্যং শূন্যং॥

সমস্তই ক্ষণিক কিছু স্থায়ী নহে। সমস্তই স্ব লক্ষণ নিজেই নিজের লক্ষণ, নাম জাতি প্রভৃতি কোন পদার্থ নাই। সমস্তই দুঃখ সুতরাং জগতে সুখ নাই। সুখ না থাকিলে রাগাদি দোষ ও সুখের জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য; সুতরাং বিজ্ঞানের কোন বিষয় নাই। এই চতুর্ব্বিধ ভাবনা দ্বারা বিজ্ঞানের চতুর্ব্বিধ উপপ্লব নিবৃত্ত হইবে। ক্ষণিক ভাবনা দ্বারা স্থায়িত্ব উপপ্লব, স্বলক্ষণ ভাবনা দ্বারা নাম জাতি আদি সম্বন্ধরূপ উপপ্লব, দুঃখ ভাবনা দ্বারা সুখ রাগ প্রভৃতি রূপ উপপ্লব, শূন্য ভাবনা দ্বারা বিষয় সম্বন্ধরূপ উপপ্লব নিবৃত্ত হইবে। উক্ত ভাবনা দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে ক্রমে চতুর্ব্বিধ উপপ্লব বাসনা ক্ষীণ হইবে। তৎপর নিরুপপ্লব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে। এই বিশুদ্ধ

বিজ্ঞানের অপর নাম তত্ত্ববোধ। বৌদ্ধাচার্য্যেরা তাদৃশ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই চরমক্ষণ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সংসার অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের উৎপাদক। এইরূপ সংসার দশাতে বিজ্ঞান-সন্তানের বিচ্ছেদ হয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বিজ্ঞান সন্তানের সমুচ্ছেদ সাধিত হয়। এই বিজ্ঞান সন্তানের উচ্ছেদই মুক্তি। পূর্ব্ব বিজ্ঞানের যেরূপ উত্তর বিজ্ঞানরূপ কার্য্য আছে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তদ্রূপ কোন কার্য্য নাই, এই জন্য উহা চরমক্ষণ বলিয়া অভিহিত। অতএব চতুর্ব্বিধ ভাবনা দ্বারা প্রদীপ-নির্ব্বাণের ন্যায় সোপপ্লব-বিজ্ঞান-সন্তানের অত্যন্ত বিনাশই মুক্তি।

(৪) জৈন মত।

পূর্য্যষ্টক পরিবেষ্টিত আত্মা সংসারে নিমগ্ন হয়। বুদ্ধি কর্ম্ম অন্তঃকরণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই আটটিকে পূর্য্যষ্টক বলে। তপস্যা দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে আত্মা অনবরত ঊর্দ্ধে গমন করে বা আলোকাকাশগামী হয়। এই আলোকাকাশগমনই মুক্তি। মৃত্তিকালিপ্ত অলাবু জলে নিমগ্ন হয়। মৃত্তিকালেপ পরিহৃত হইলে পুনরায় ভাসিয়া উঠে। এরণ্ড বীজ ও অগ্নিশিখা যেমন ঊর্দ্ধগমনশীল আত্মাও স্বভাবতঃ সেইরূপ ঊর্দ্ধগমনশীল। বন্ধের উচ্ছেদ হইলে আত্মারও ঊর্দ্ধগতি হয়। জৈনরা বলেন, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহগণ বারম্বার গমন করিয়া নিবৃত্ত হয়; কিন্তু যাঁহারা আলোকাকাশ গমন করিয়াছেন তাঁহারা আজিও ফিরিলেন না।

(৫) শৈববৈষ্ণব মত।

সালোক্য অর্থাৎ 'তুল্য লোকে বাস' রূপ মুক্তি যেরূপ শিবলোকে বা বিষ্ণুলোকে বাসই মুক্তি।

"সামীপ্য" অর্থাৎ নিকটে বাসরূপ মুক্তি, শিব সমীপে বা বিষ্ণু সমীপে বাসরূপ মুক্তি। "সাযুজ্য" সমান দেহ বা রূপ। শৈবাচার্য্য ও বৈষ্ণবাচার্য্য শিবলোক প্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন।

(৬) নির্ব্বাণ মুক্তি।

বৈদান্তিকাচার্য্যরা নির্ব্বাণ মুক্তিকেই মুক্তি বলেন। নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মীভূত হওয়া। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ মতে নিবিয়া যাওয়া। আর বেদান্তের নির্ব্বাণের অর্থ ব্রহ্মীভূত হওয়া। অতএব উভয়ে বিস্তর প্রভেদ।

৫। সাধনা বিষয়ক বিবাদ।

(ক) যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য।

যোগাচার্য্যরা বলেন, কোন ব্যক্তির পুত্র বিদেশে রহিয়াছে। একজন মিথ্যাবাদী সংবাদ দিল, তার পুত্র মরিয়াছে। ইহা শুনিয়া পিতা ক্রন্দন করিয়া শোকে মুহ্যমান হয়। আবার সেই পুত্র সত্য মরিয়া যাইলেও যদি সে সংবাদ না শুনে, তাহা হইলে শোক করে না। অতএব দেখা যাইতেছে (১) মনই বন্ধের হেতু। যোগ দ্বারা মনের লয় করা যায় ও দ্বৈত শান্তি হয়। (২) যোগ অতি কষ্টসাধ্য, সুতরাং উহার মূল্য অত্যধিক (৩) যোগে মন রাজ্য জয় করা যায়। ইহার উত্তরে বিবেকীরা বলেন:—(১) মনের লয়ই উদ্দেশ্য নহে। যদি মনের লয়ই উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে অযত্নতঃ সুষুপ্তি কালে সকলেই মুক্ত হইত; কিন্তু সুষুপ্তিকালে কেহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। গুরু ও শাস্ত্র ছাড়া ব্রহ্মকে জানা যায় না। সত্য বটে, নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে দ্বৈত শান্তি হয়, কিন্তু উহা তাৎকালিক অর্থাৎ সাময়িক বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া "আগামী জনি কর্ম্ম" অর্থাৎ মুক্তি হইতে পারে না,

ইহাই বেদান্তের ডিণ্ডিম। ব্রহ্মজ্ঞান, জগৎ মিথ্যা বোধ হইলে হয়। জগতের বাধ মানে জগতের অপ্রতীতি নয়; কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই জগতের বাধ। এটী বিদ্যা অতএব স্থায়ী। পূর্ব্বদিনের অধীত বিদ্যা যেরূপ নিদ্রার পরদিবস ভুল হয় না, সেইরূপ এই বিদ্যা মৃত্যু মোহের পরও ভুল হইবে না। অতএব বিবেকই প্রশস্ত উপায়। (২) দ্বিতীয় তর্কের উত্তরে বিবেকীরা বলেন, তুমি যোগের মূল্য অত্যধিক বলিতেছ কেন? বলিবে, যোগে জ্ঞান লাভ হয়। বিবেকেও জ্ঞান লাভ হয়। যোগে দ্বৈত শান্তি হয়। বিবেক কালেও দ্বৈত শান্তি হয়। বাহ্য বিষয়ে মন যাইলে যোগ হয় না। বাহ্য বিষয়ে মন যাইলে বিবেকও হয় না। সে জন্য বিবেকীরা ভগবদ বাক্যের নজির দেন,—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।

বিবেক দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, যোগ দ্বারাও সেই স্থান লাভ হয়। (৩) তৃতীয় তর্কের উত্তরে বিবেকীরা বলেন, একান্তে দীর্ঘ স্বরে প্রণব জপ করিলেও মনরাজ্য জয় করা যায়।

(খ) জ্ঞানী ও উপাসক।

জ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞান ছাড়া মোক্ষের উপায় নাই। উপাসনা উপাসকের মানস ব্যাপার মাত্র। তাঁহারা শ্রুতি উদ্ধার করেন,

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

তাঁহাকে জানা ছাড়া মৃত্যু তরিবার জন্য উপায় নাই। ভক্তেরা বলেন, ভক্তি ছাড়া মুক্তির উপায় নাই।

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাৎ
অটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্॥
যজন্তু যাগৈঃ বিবদন্তু বাদৈঃ
হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

পঞ্চাগ্নি করিয়া তপস্যাই করুক্, আর তুঙ্গ পর্ব্বত হইতেই পড়ুক্, তীর্থ পর্য্যটনই করুক্, আর বেদই পড়ুক্, হাজার যজন করুক্, হাজার বিচার করুক্, হরি ছাড়া মৃত্যু তরিবার উপায় নাই। তাঁহারা শ্রুতি উদ্ধার করেন ;—

যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

হরি যাহাকে কৃপা করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ;
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার হরিতে ও গুরুতে পরমা ভক্তি আছে, তাঁহারই হৃদয়ে শ্বেতাশ্বতর ঋষি কথিত জ্ঞান প্রকাশ হয়।

এই গেল উভয়পক্ষের কথা, কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার অর্থাৎ ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ভক্তি দ্বারা আমি যেরূপ বিভু ও সচ্চিদানন্দ তাহা জানিতে পারে। আরও বলিয়াছেন,—

যথা যথা আত্মা পরিমৃজ্যতে অসৌ।
মৎ পুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ॥
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং।
চক্ষুঃ যথা এব অঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ ও আলাপ দ্বারা যেমন যেমন মন শুদ্ধ হয়, তেমন তেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন প্রযুক্ত হইলে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়।

এই কয়টি ভগবদ্ বাক্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু এক জিনিস।

৬। মীমাংসকাচার্য্যদের আপত্তি।

(ক) উপনিষৎ রাশির অর্থ।

মীমাংসকরা কর্ম্মই স্বর্গাদি পুরুষার্থের হেতু বলেন; এবং তাঁহাদের মতে সর্ব্ব বেদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াপর। তাঁহারা বলেন যে সব বাক্য অক্রিয়ার্থপর সে সব অনর্থক তবে অক্রিয়ার্থপর বাক্যের সহিত 'যজেত' ইত্যাদি ক্রিয়ার্থপর পদের সমুচ্চারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ 'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' যাঁহা হইতে এই সব ভূত জন্মিয়াছে, 'তদা ঐক্ষত' তিনি আলোচনা করিলেন, সেই পুরুষের যজন কর, ইহাই অর্থ। তাঁহারা বলেন, যজ্ঞের অঙ্গভূত যে কর্ত্তা যজমান, 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে মাত্র। "তত্ত্বমসি" 'যজমান ঈশ্বর সদৃশ' ইহাই অর্থ। অতএব সর্ব্ব বেদ ক্রিয়াপর এবং 'তত্ত্বমসি' আদি বাক্য অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাসূচক বাক্য মাত্র।

(খ) জগৎ সত্য।

তাঁহারা আরও বলেন, জগৎ সত্য, কারণ—(১) জগৎ সৎ হইতে উৎপন্ন (২) জগতের অর্থক্রিয়া আছে (৩) বেদের উপদেশ কর্ম্মফল নিত্য।

প্রথম যুক্তির উত্তরে, আচার্য্যরা বলেন, সৎ হইতে উৎপন্ন হইলেই সৎ হইবে অর্থাৎ উৎপন্ন ও উৎপাদক অভিন্ন হইবে এই নিয়মের সর্ব্বক্ষেত্রে সহচার দেখা যায় না; কিন্তু স্থলবিশেষে ব্যভিচার দেখা যায়। ঘট চক্র হইতে উৎপন্ন, চক্র ও ঘট এক নহে। বলিবে এই উদাহরণ কেবল নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ; কিন্তু দেখ রজ্জু হইতে সর্প উৎপন্ন,

এ স্থলে রজ্জু সত্য হইলেও সর্প মিথ্যা। যদি বল রজ্জু-সর্পের উপাদান সৎ ও অবিদ্যা; এই উভয় উপাদান স্বীকার করিলেও অবিদ্যা-সম্ভূত বস্তুর সত্যত্ব হইতে পারে না। দ্বিতীয় তর্কের উত্তরে বলেন, অর্থক্রিয়া থাকিলেই সত্য হয় না, কারণ কৃত্রিম রজতাদি দ্বারাও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। মিথ্যা গজ আগমনে সত্য ভয় হয়। স্বপ্নে সঙ্গম ও স্বপ্নে সর্পাদি দর্শনে সুখভয়াদি হয়। অতএব মিথ্যারও অর্থক্রিয়া আছে। মীমাংসকরা বলেন, এই উদাহরণ ঠিক হইল না। রজত ও সর্প সত্য, সেজন্য তাদের অন্যত্র আরোপ হয় বটে; কিন্তু বেদান্তমতে প্রপঞ্চ খপুষ্প তুল্য মিথ্যা, অতএব ব্রহ্মে আরোপ হইবে কিরূপে? সত্য বস্তুরই অন্যত্র আরোপ হইয়া থাকে এবং তাহাই ভ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে আচার্য্যরা বলেন, ভ্রম সংস্কারজন্য। সংস্কার কেবল পূর্ব্ব প্রতীতির অপেক্ষা করে, বস্তুসত্বার অপেক্ষা করে না। যেমন যক্ষশূণ্য বট-বৃক্ষ। এক অন্ধ অপর অন্ধকে বলিল, এই বটে যক্ষ আছে। সে আবার আর একজনকে বলিল। সে আবার অপরকে বলিল। এইরূপ অন্ধ পরম্পরাভ্রমসিদ্ধ মিথ্যারোপিত যক্ষহেতু মূর্চ্ছামরণাদি অর্থক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সেইরূপ সংসারভ্রম অনাদিহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্টভ্রমের উত্ত-রোত্তর আরোপ হয়। অতএব এই যুক্তি উপপন্ন নহে।

তৃতীয় তর্কের উত্তরে বলেন, 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম:॥" চাতুর্ম্মাস্যযাজীদের অক্ষয় সুকৃত হয়, তাহারা সোমপান করে ও অমৃত হয়। এই সব অর্থবাদ-বাক্যের অভিপ্রায় নহে যে কর্ম্মফল নিত্য। কেবল 'অক্ষয্য' ও 'অমৃত' পদ দ্বারা বুঝাইতেছে চাতুর্ম্মাস্য যাগই প্রশস্ত। কারণ শ্রুতিতে আছে, 'তদ্ যথা ইহ কর্ম্মোচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবম্ অমুত্র পুণ্যোচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে॥' কৃষ্যাদি সম্পাদিত শস্যের ন্যায়, যাগাদি কর্ম্ম-সম্পাদিত স্বর্গ-

ও করিনু। অতএব অর্থবাদ বাক্যদ্বারা কর্ম্মফল নিত্য এবং সে কারণ জগৎ সত্য এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না।

(গ) ব্রহ্ম ক্রিয়াঙ্গ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মীমাংসকরা কর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ও কর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা। তাঁহাদের মতে স্বর্গই উপেয়। বৈদিক কর্ম্ম তার উপায়। কর্ম্ম উপদেশ ছাড়া বেদে আর যা কিছু আছে সব অনর্থক। সেজন্য তাঁহারা বলেন, বস্তুমাত্র উপদেশ অনর্থক। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ, অথবা উপাসনা-ক্রিয়ার অঙ্গ, ইহাই বেদের উপদেশ। যদি তাহা না হয়, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলেন, ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, কারণ শ্রুতিতে আছে,—

"যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ"

যাঁহার দ্বারা সব জানা যায়, তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে? ব্রহ্ম উপাসনা-ক্রিয়ার অঙ্গও নহেন, কারণ শ্রুতিতে আছে,—

"তদেব ব্রহ্ম তৎবিদ্ধি নেদং যৎ ইদম্ উপাসতে"

তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, যাঁহাকে "এই অমুক" এইরূপ প্রতিপাদন করা যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাপক একথা বল কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, শাস্ত্রমাত্র অবিদ্যাকল্পিত বেদ্য-বেদিতা-বেদন এই ভেদ অপলাপ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যস্য অমতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"

যাহার নিকট অজ্ঞাত তাহার নিকট জ্ঞাত। যিনি বলেন তাঁহাকে জানিয়াছি, তিনি কিছুই জানেন নাই। এই অবিদ্যা-কল্পিত ভেদ অপনীত হইলে, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ হন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বিধির উদ্দেশ্য পুরুষকে স্বাভাবিক কামাদি প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে বিমুখ

করিয়া আত্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তির উত্থাপন করা। তারপর অহেয় অনু-পাদের আত্মতত্ত্ব শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন।

"বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ"

বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে?

অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম; এই আত্মাই ব্রহ্ম।

(ঘ) বস্তুস্বরূপ উপদেশ।

মীমাংসকদের আর এক আপত্তি যাহাতে হান উপাদান সম্ভব হয় না, সেরূপ বস্তুর উপদেশ করিয়া ফল কি? যে বস্তু গ্রহণ করিতে পারি না, বা ত্যাগ করিতে পারি না, সেরূপ অহেয় অনুপাদেয় বস্তু শুনিয়া আমার ফল কি? যেমন "সপ্তদ্বীপা বসুমতী" "রাজা যাইতেছেন" এ শুনিয়া লাভ কি? অতএব বেদান্ত-বাক্য অনর্থক। স্বীকার করি, স্থলবিশেষে বস্তুমাত্র শ্রবণে লাভ আছে "যেমন এটী রজ্জু, এটী সর্প নহে" ইহা শুনিয়া সর্প ভ্রমশীল ব্যক্তির ভ্রান্তিজনিত ভীতির নিবৃত্তি হইলে ঐ বাক্য সার্থক বটে। সেইরূপ অসংসারি আত্মবস্তু শ্রবণে যদি সংসারিত্ব ভ্রান্তি নিবারিত হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম ব্রহ্মোপদেশ সার্থক বটে। কিন্তু রজ্জু শ্রবণের পর সর্পভ্রান্তি নিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ শুনিয়া সংসারিত্ব-ভ্রান্তি-নিবৃত্তি হইতে তো দেখি না। যিনি ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারও যথাপূর্ব্ব সুখদুঃখ সংসারধর্ম্ম থাকে দেখিতেছি।

ইহার উত্তরে আচার্য্য বলেন, যে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছে, সে পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী রহিয়াছে, ইহা দেখাইতে পারিবে না। শরীরে যাহার আত্মাভিমান আছে তাহারই দুঃখভয়াদি হইয়া থাকে। যাহার

ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানবশতঃ অভিমান নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞান জন্য দুঃখভয়াদি হইতে পারে না। ধনাভিমানী গৃহস্থের ধনাপহরণনিমিত্ত দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সেই লোক সংন্যাস লইয়া প্রব্রজ্যা করিলে তখন ধনাভিমান রহিত হয়। তখন আর তার ধনাপহরণ নিমিত্ত দুঃখ হয না। কুণ্ডলধারী গৃহস্থকে কুণ্ডল নিমিত্ত সুখ অনুভব করিতে দেখিয়াছ বটে, সেই ব্যক্তি যখন কুণ্ডল ত্যাগ করে ও কুণ্ডলিত্ব অভিমান ত্যাগ করে, তখন আর তার কুণ্ডলিত্ব নিমিত্ত সুখ হয় না। শ্রুতিতে আছে,

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পর্শতঃ"

কি প্রিয় কি অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ অশরীর সদ্‌বস্তুতে স্পর্শ করে না। প্রশ্ন হইতে পারে, শরীরপাত হইলেই অশরীরত্ব হয়, জীবিত থাকিতে হয় না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সশরীরত্ব মিথ্যা জ্ঞান নিমিত্ত। শরীরে আত্মজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত সশরীরত্ব কল্পনা করা যায় না। অশরীরত্ব নিত্য; আত্মার শরীর সম্বন্ধ অসিদ্ধ। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যাভিমানমূলক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নহে। যেহেতু সশরীরত্ব মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্ত অর্থাৎ মিথ্যাভিমানজন্য, সেহেতু অভিমানশূন্য জীবিত বিদ্বানেরও অশরীরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন পরিত্যক্ত সাপের খোলস বল্মীকস্তূপে শয়ান থাকে। জীবন্মুক্তের শরীরও তদ্রূপ থাকে। তিনি অশরীর অমৃত অপ্রাণ ব্রহ্ম কেবল তেজঃস্বরূপ। অতএব যিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। যাঁহার থাকে, নিশ্চয় তিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হন নাই, এই সিদ্ধান্তই ন্যায্য। অতএব ব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক নহে।

৭। বেদান্তাচার্য্যগণের মধ্যে বিবাদ।

(১) দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদীরা বলেন :—

(ক) জীবাত্মা সকল পরস্পর ভিন্ন।

(খ) ঈশ্বর এক।

(গ) জীবাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন।

(ঘ) জগৎ সত্য।

(ঙ) এই মতটী সমর্থন জন্য তাঁহারা শ্রুতি উদ্ধার করেন,

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোভিচাকশীতি॥

সহচর ও পরস্পর সখা দুটী পাখী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। একটী নানা ফল খাইতেছে, অপরটী অনশন থাকিয়া দেখে মাত্র। [বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল সব দ্বৈতবাদী]।

(চ) দ্বৈতাচার্য্যরা অদ্বৈতপর শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :— আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদের জাতি এক। মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যেমন মনুষ্য জাতি এক। সেইরূপ আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, উহাদের এক জাতিত্ব আছে। সে জন্য আত্মা সব একরূপ বটে, কিন্তু এক নহে। এক জাতিত্ব বলাই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

(ছ) কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জল ভিন্ন হইলেও একত্র হইলে তাহাদের বিভাগ করা যায় না। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অবিভক্তরূপে অবস্থিত, সেজন্য তাহাদের বিভাগ করা যায় না, অবিভাগই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

(জ) তৃতীয় আচার্য্যগণের যুক্তি এই, নদী সকল যেমন পৃথক্, কিন্তু

সমুদ্রে বিলীন হইলে এক হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মাসকল সংসার দশায় পৃথক, কিন্তু মুক্তি অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হইলে, ভেদ থাকে না। সাময়িক অবস্থা বলাই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

(২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বৈষ্ণবাচার্য্যেরা সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ভেদাভেদবাদ বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের নামান্তর মাত্র। এই মতে—

(ক) ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নিখিল-কল্যাণ-গুণের আশ্রয়।

(খ) জীবাত্মাসকল ব্রহ্মের অংশ, পরস্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্মের দাস।

(গ) জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম, সুতরাং সত্য।

(ঘ) সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম, সত্য জগৎ ও অল্পজ্ঞ জীব অভিন্ন।

(ঙ) আদিত্য ও তাঁহার প্রভা যেরূপ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে; কিন্তু আদিত্য প্রভা হইতে অধিক। সেইরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক।

(চ) বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখারূপে নানা, ব্রহ্ম সেইরূপ ব্রহ্মরূপে এক, কিন্তু জগৎ রূপে নানা।

(ছ) জীব যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহার ব্রহ্মরূপ হইতে পারে না। উপনিষদে কিন্তু জীবের ব্রহ্মভাব বলা হইয়াছে। আবার যদি জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার চলে না, কারণ ব্যবহার ভেদসাপেক্ষ। যেহেতু ব্যবহারের অপলাপ করা যায় না, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে।

(জ) একত্ব জ্ঞানে মোক্ষ, ভেদ জ্ঞানে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

(৩) বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদ।

শৈবাচার্য্যদের মত এই :—

(ক) জীব ও জড় এই উভয় প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব।

(খ) তিনিই কারণ তিনিই কার্য্য।

(গ) চিৎ ও অচিৎ শিব নামক ব্রহ্মের শরীর।

(ঘ) শরীরী হইলেও তাঁহার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ তিনি স্বাধীন। জীব শরীরী বলিয়া দুঃখ ভোগ করে না। কিন্তু পরাধীন বলিয়া দুঃখ ভোগ করে। জীব ঈশ্বরপরবশ।

(ঙ) শরীর ও শরীরীর ন্যায় বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এক।

(চ) গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সেজন্য গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, সে জন্য তিনি প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট, ইহা তাঁহার স্বভাব।

(ছ) দেবতা ও যোগীরা যেরূপ কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া, নানারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপে পরিণত হইতে পারেন।

(জ) নানারূপে পরিণত হইলেও, তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত হয় না।

(ঝ) তাঁহার কিছু অসাধ্য নহে, তাঁহাতে কিছু অসম্ভব নহে। ইহা সম্ভব ইহা অসম্ভব, পরমেশ্বরে হইতে পারে না। তিনি অলৌকিক, লৌকিক দৃষ্টান্ত তাঁহাতে খাটে না।

(ঞ) তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণাম নিরবয়বত্ব ও কার্য্যব্যতিরেকে অবস্থান এই তিন অবস্থাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অতএব এই তিনই তাঁহাতে সম্ভব।

(৪) অদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন :—

(ক) উপরোক্ত তিনটী মতই যদিচ দ্বৈতবাদ, কিন্তু প্রত্যেকটী অদ্বৈতবাদ একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারিয়া, অদ্বৈতশ্রুতির নানা ব্যাখ্যা দিতেছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদের যে সুদৃঢ় ভিত্তি, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) দ্বৈতবাদিরা যে "দ্বাবিমৌ" শ্রুতির দোহাই দেন, উহার অর্থ নহে, যে ঈশ্বর ও জীব পৃথক্, কিন্তু উহার অর্থ, চিদাভাস ভোক্তা, চিৎ সাক্ষী মাত্র। অর্থাৎ চিদাভাস কর্ম্ম করে ও সুখদুঃখ ভোগ করে, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, সুখদুঃখ ভোগ করেন না; তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী মাত্র। দ্বৈতবাদীরা আত্মত্ব জাতি বা অবিভাগ বা সাময়িক অবস্থা প্রভৃতি আত্মার যে অর্থ করিয়াছেন, উহা যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মা বহু নহে, আত্মা এক।

অতএব আত্মার জাতি হইতে পারে না। আত্মা নিরংশ, অতএব বিভাগ হইতে পারে না। আত্মা অশরীর, তাঁহাতে কোন অবস্থা সংক্রমণ হইতে পারে না। অতএব দ্বৈতবাদ গ্রাহ্য নহে।

(গ) বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদীদের মতে জীব ও ঈশ্বর ভেদও বটে অভেদও বটে, ইহা হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ। ভেদ ও অভেদ এক বস্তুতে এককালে থাকা অসম্ভব। যদি বল ভেদ ও অভেদ অবস্থাভেদে অবস্থিত অর্থাৎ সংসার-অবস্থায় ভেদ আর মোক্ষ-অবস্থায় অভেদ, তাহা হইতে পারে না, কারণ 'তত্ত্বমসি' কোন অবস্থাবিশেষের কথা নহে। জীব সর্ব্বকালেই ব্রহ্ম, ইহাই "অসি" শব্দের অর্থ।

(ঘ) বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতমতও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এক বস্তু নিরবয়ব

ও সাবয়ব, পরিণামী ও অপরিণামী হইতে পারে না। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ।

(ঙ) অদ্বৈত ব্রহ্মই যে বেদান্তের তাৎপর্য্য ইহা কয়টী লিঙ্গ দ্বারা জানা যায়। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি, এই কয়টী দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায়।

(১) উপক্রম—উপসংহার। প্রকরণের আদিতে এবং অন্তে যে বস্তুর নির্দ্দেশ করা হয়, সেইটী প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাটকে, পিতা ভৃগু পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রকরণের আদিতে "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ ত্রিবিধ ভেদশূন্য এবং প্রকরণের অন্তে "এতৎ আত্মন্ ইদম্ সর্ব্বম্" সমস্ত আত্মময় বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(২) অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করার নাম অভ্যাস। যে বস্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই বস্তু প্রকরণের প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রপাটকে নয়বার 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(৩) অপূর্ব্বতা। প্রতিপাদ্য বস্তু যদি অন্য প্রমাণের বিষয় না হয়, তাহা হইলেই সেই বস্তুর অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হয় এবং সেই প্রমাণের তাহা প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

"তং তু ঔপনিষদং পৃচ্ছামি।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম মাত্র উপনিষদ্ বেদ্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। অসংসারী আত্মার জ্ঞান ছাড়া অন্য যাহা কিছুর জ্ঞান সংস্কাররূপে জানা যায়। যেরূপ জাতমাত্রের স্তন্য পানাদির জ্ঞান সংস্কারবশে জাত হয়। সেইরূপ কর্ম্মের জ্ঞানও

সংস্কারবশে জাত হয়। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান উপনিষৎ ও গুরুছাড়া হয় না।

(৪) ফল। প্রকরণের অনুশীলনের ফল দ্বারা প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। মুক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বলা হইয়াছে। "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার অতিক্রম করেন। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। ইহা দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে।

(৫) অর্থবাদ। অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা বাক্য। যে বস্তুর প্রসংশা করা হয়, সেই বস্তুই প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উক্ত প্রপাটকে প্রশংসা করা হইয়াছে। যথা—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্।" যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়। যাহা মত হইলে অমত বিষয় মত হয়, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়। এই প্রশংসা বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তাৎপর্য্য।

(৬) উপপত্তি। প্রতিপাদনের যোগ্য যুক্তিকে উপপত্তি বলে। যুক্তির সহায়ে প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। যথা—"একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভনং বিকারঃ নামধেয়ং মৃত্তিকা এব সত্যম্।" একটী মৃৎপিণ্ড জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়। ঘট শরাব মৃত্তিকা মাত্র। বিকার কেবল বাক্যদ্বারা আরব্ধ হয়; উহা নাম মাত্র। ঘট শরাব বস্তুগত্যা কোন পদার্থান্তর নহে, উহা মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য। এই যুক্তি দ্বারা বৈকারিক নিরাকৃত হইয়া ব্রহ্মের পারমার্থিকতা বুঝান হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় অদ্বিতীয় বস্তুই প্রতিপাদ্য। উপরোক্ত কয়েকটী লিঙ্গদ্বারা বুঝা যায় শ্রুতিতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈত মতই যুক্তিযুক্ত ও সমীচিন। অৰ্দ্ধশ্লোকে ভগবান শঙ্করাচার্য্য কোটী গ্রন্থের সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,

" ব্রহ্ম সত্যম্, জগন্ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্ "

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম।

মীমাংসা।

ঠাকুর বলিতেন, বেলের খোসা শাঁস ও বিচি, শুধু শাঁস নিয়ে, খোসা ও বিচি বাদ দিলে ওজনে কম হয়। ঈশ্বর জীব জগৎ তিনের সমষ্টি ব্রহ্ম। শ্রীরামচন্দ্রের সভাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক দিন আসিয়াছেন। সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি বোধ হয়?" শ্রীহনুমান বলিলেন, "রাম! আমি কখন দেখি, তুমি প্রভু আমি দাস, কখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ, আবার কখন দেখি, তুমি আমি একাকার"। ইহাতে উপস্থিত সকলেই শ্রীহনুমানকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "তাঁহাকে ইতি করা যায়? তিনি চিনির পাহাড়। পিঁপড়ের এক দানায় পেট ভরে যায় কিন্তু সে মনে করে সমস্ত পাহাড়টা মুখে করে নিয়ে যাবে।" "শিব শুক নারদ তিন জনে ব্রহ্মসাগরে যান। নারদ নিকটে গিয়ে দেখেই 'হো হো' করে ফিরে আসেন। শুক মাত্র স্পর্শ করেছেন। শিব মাত্র তিন গণ্ডুষ জল পান করেছেন।" ব্রহ্ম-সাগর নারদাদি শুধু দর্শন করিয়াছেন, শুকাদি স্পর্শন করিয়াছেন, আর শিব তিন গণ্ডুষ জল পান করিয়াছেন। বেদে আছে,

"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া।"

তর্ক দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। অতএব কেবল তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না। ভগবান বলিয়াছেন,

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ"

দেবগণ কি মহর্ষিগণ আমার প্রভাব জানিতে পারে না। অতএব অধিকারী-ভেদে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রাভিপ্রায় বলিতে হইবে।

"অধিকারি ভেদেন শাস্ত্রানি উক্তানি অশেষতঃ"

অধিকারি ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। একটি উপদেশ লক্ষ্য করিলেই নিজের উপকার হইবে।

বালান্ প্রতি বিবর্ত্তোয়ং ব্রহ্মণঃ সকলং জগৎ।
অবিবর্ত্তিতম্ আনন্দম্ আস্থিতাঃ কৃতিনঃ সদা॥

ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই জগৎ। সেই জগৎ বালকরাই নিয়ে থাকুক। তত্ত্বজ্ঞ সদা অবিবর্ত্তিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। ঠাকুর বলিতেন, "গাছে কত ডাল কত পাতা এ গুণে কি হবে? বুদ্ধিমান এসব বাজে কাজ না করে, আম পেড়ে খায় ও তুষ্টি লাভ করে।" এইখানে ঠাকুরের আর একটা উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিন জন কাঠুরে বনে কাঠ কটিতে যাচ্ছিল। অনেক দুর গিয়ে তারা সুঁদ্রি প্রভৃতি গাছ পেলে খুব খুঁসি হল। এক জন অপরিচিত লোক সেখানে বলিলেন, "এগিয়ে যাও"। দুজন গেল, এক জন গেল না, সুঁদরি কাঠ কটিতে লাগ্‌ল অবশিষ্ট দুজন খানিক দূরে গিয়ে শাল, সেগুণ মেহগিনি পেয়ে খুব খুসি হলো। সেই পূর্ব্বের লোকটী আবার বলিলেন, "এগিয়ে যাও"। এক জন শুনিল অপরটী সেই খানে কাঠ কাটিতে লাগিল। তৃতীয়টী খানিক দূর গিয়ে চন্দন গাছ পেলে, সে খুব লাভবান হইল। এই রূপে "এগিয়ে যাওয়াই" উন্নতির মূল মন্ত্র। পূজ্যপাদ স্বামিজীও বলিতেন, "এগিয়ে যাও"। 'এগিয়ে' যাইতে যাইতেই সত্যের দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। গোড়ামি সত্যলাভের মহা অন্তরায় ও উন্নতির পরিপন্থি।

৮। আচার্য্যগণের ব্যবস্থা।

চারিটী আচার্য্য।

আচার্য্যগণ অতি করুণ। তাঁহারা জীবের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি কি বুঝি, কি জানি? নিজে একটা পন্থা গড়িতে পারিব না। আমাদের মাথা হইতে যাহা বাহির হইবে সেটা কিম্ভুত কিমাকার একটা উদ্ভট হইবেই। কারণ শক্তি কোথায়? মনে করিলেই তো শক্তি হয় না। আচার্য্যেরা মহাশক্তিশালী। তাঁহাদের শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার উপর তাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন। সাধনা করিয়া, দেখিয়া, নিজে বুঝিয়া, একটা সম্প্রদায় খাড়া করিয়া গিয়াছেন। লোকে মানুক গণুক ভারতীয় আচার্য্যগণের মনে কখনও এভাব উঠে নাই। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য। জীব তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিলে তাহারাই ইষ্টলাভ করিবে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চারটী আচার্য্যের মত খুব চলিতেছে। ১। শঙ্করাচার্য্য, ২। রামানুজাচার্য্য, ৩। মধ্বাচার্য্য, ৪। বল্লভাচার্য্য।

রামানুজাচার্য্য।

পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

ঈশ্বর।

স্বভাবতঃ নিরস্ত-সমস্ত-দোষ, অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণগুণ বিশিষ্ট, যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-রূপ লীলা হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই বাসুদেব বা পুরুষোত্তম বলা হয়। অতএব তিনি সগুণ অর্থাৎ কল্যাণগুণাকর ও নির্গুণ অর্থাৎ নিখিল হেয়প্রত্যনীক।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥

কল্যাণগুণসংযুত পরব্রহ্মই বাসুদেব। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এবং জীবের নিয়ামক।

সেই ব্রহ্মই চিৎ অর্থাৎ পুরুষ, অচিৎ অর্থাৎ প্রকৃতি, উভয়ের আত্মা এবং অন্তর্যামী। পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার শরীর। তিনি আত্মারূপে অবস্থিত, অতএব উভয়ই তাঁহার প্রকার বা বিধা। প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত বা অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে থাকে, সৃষ্টিকালে নাম রূপ দ্বারা ব্যাকৃত বা ব্যক্ত হয়। কার্য্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষ ও কারণাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষ উভয়ই তাঁহার শরীর। তিনি আত্মারূপে উভয়াবস্থায় অবস্থিত।

ভেদাভেদবাদ।

প্রকৃতি তাঁহার শরীর, অতএব প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎ পরিণামী ও বিকারশীল, ব্রহ্ম অপরিণামী ও নির্ব্বিকার। অতএব ব্রহ্মের তুলনায় জগৎ অসৎ ও অবস্তু। জীব নিয়ম্য ও ব্রহ্ম নিয়ামক; জীব অল্পজ্ঞ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ; অতএব জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। ব্রহ্ম অখণ্ড অতএব জীব ব্রহ্মখণ্ড হইতে পারে না। তবে জীব ব্রহ্মের বিভূতি এজন্য ব্রহ্মের অংশ বলা যায়, যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়। আবার জীব যখন ব্রহ্মের শরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক তখন জীবব্রহ্মে ভেদও বটে অভেদও বটে, এজন্য এই মতের নাম ভেদাভেদবাদ।

চিৎ ও অচিৎ।

জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, নিত্য ও অণু। অচিৎ ত্রিবিধ—ভোগ্য, ভোগোপকরণ-ইন্দ্রিয় ও শরীর।

মায়া।

রামানুজ মতে "মায়া" শব্দে অনির্ব্বচনীয়া অজ্ঞানরূপা বুঝায় না; কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বুঝায়।

তত্ত্বমসি।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ—'তৎ' শব্দে নিরস্ত-সমস্ত-দোষ, অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণের আস্পদ, ব্রহ্ম বুঝায়। "ত্বম্" পদ দ্বারা যিনি চিদ্‌বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। অতএব সামানাধিকরণ দ্বারা একই বস্তুর প্রকার ভেদ বুঝাইতেছে।

বাসুদেবের পঞ্চবিধ মূর্ত্তি।

বাসুদেব পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসল। ভক্তবাৎসল্যহেতু তিনি লীলা করেন। লীলা হেতু অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামিরূপ পঞ্চবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

(ক) অর্চ্চামূর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিমা।

(খ) বিভব মূর্ত্তি অর্থাৎ রামাদি অবতার সমূহ।

(গ) ব্যূহ মূর্ত্তি অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ।
[বাসুদেব-পরমাত্মা। সঙ্কর্ষণ-জীব। প্রদ্যুম্ন-মন। অনিরুদ্ধ-অহঙ্কার।]

(ঘ) সূক্ষ্ম অর্থাৎ সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ। [অপহত-পাপ্মা, বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস অর্থাৎ অক্ষর, সত্যকাম-সত্যসংকল্প।]

(ঙ) অন্তর্যামী মূর্ত্তি জীবের হৃদয়স্থ ও জীব-প্রেরক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা দুরিত ক্ষয় হইলে, উত্তরোত্তর মূর্ত্তিতে উপাসনার অধিকার জন্মে। অর্থাৎ অর্চ্চা মূর্ত্তির উপাসনা করিলে বিভব মূর্ত্তির উপাসনায় অধিকার হয়। এইরূপ সর্ব্বশেষ অন্তর্যামী-মূর্ত্তিতে উপাসনার অধিকার হয়।

উপাসনা।

উপাসনা পাঁচ প্রকার।

(১) অভিগমন—ভগবৎস্থানের মার্জ্জন, লেপন ইত্যাদি।

(২) উপাদান—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দান।

(৩) ইজ্যা—পূজা।

(৪) স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্ত্তনাদি, ভগবৎশাস্ত্র অভ্যাস।

(৫) যোগ—একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান বা ধ্যান।

কর্ম্মজ্ঞান-সমুচ্চয়বাদ।

রামানুজ মতে জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংসা একই শাস্ত্র। পূর্ব্বমীমাংসায় কর্ম্ম-উপদেশ। কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না। সেই হিসাবে পূর্ব্বমীমাংসা কারণ, উত্তরমীমাংসা কার্য্য। অতএব উভয় শাস্ত্রে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কর্ম্মফল নশ্বর; জ্ঞান অবিনশ্বর বুঝিলে, কর্ম্মে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য হইলে, তবে মোক্ষে প্রবৃত্তি হয়। অতএব কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন।

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যে শুধু অবিদ্যার উপাসনা করে, সে অন্ধতমতে প্রবেশ করে। যে শুধু বিদ্যাতে রত সে অধিকতর তমতে প্রবেশ করে। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা, অমরত্ব লাভ করেন।

অতএব অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। অবিদ্যা কর্ম্ম, বিদ্যা জ্ঞান।

জ্ঞানের অর্থ কি ?

রামানুজ মতে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধ্যান-উপাসনা, বাক্য জন্য জ্ঞান নহে। ধ্যান কি ?—তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি। এই স্মৃতিই মোক্ষের উপায়। এই স্মৃতি দর্শনসমানাকারা। ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্মৃতি দর্শনের মত হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে আছে—

যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

হরি যাকে কৃপা করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন।

গীতাতে আছে—

তেষাং সতত-যুক্তানাম্ ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

আমাতে আসক্ত চিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারীদের জ্ঞান দিই। ভগবানের ভক্ত এইরূপ ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করেন।

রামানুজ মতে নিরতিশয়-আনন্দ, প্রিয়, অনন্য-প্রয়োজন, সকল-ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপ যে জ্ঞানবিশেষ উহাকেই ভক্তি বলে। পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ধ্যানাদি সহ ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়। এমন কি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে। ভক্তি জ্ঞান বিশেষ, ইহা "ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপিণী"। ভগবান ব্যতীত অপর সর্ব্ববস্তুতে যখন বৈতৃষ্ণা জন্মে, তখন যে ভক্তি হয়, সেই ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। অতএব বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে না। বৈরাগ্য সত্ত্বশুদ্ধি হইতে জন্মে। সত্ত্বশুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে জন্মে। ত্রিবিধ আহার বর্জ্জনীয়; জাতি-দুষ্ট, স্পর্শ-দুষ্ট ও আশ্রয়-দুষ্ট। জাতি-দুষ্ট

যেমন পেঁয়াজ লশুন ইত্যাদি। এই কয়েকটী সাধনা দ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হয়।

(১) বিবেক অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি। আহারশুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

(২) বিমোক—কামানভিষঙ্গ।

(৩) অভ্যাস—পুনঃপুনঃ অনুশীলন।

(৪) ক্রিয়া—শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান।

(৫) কল্যাণ—সত্য, আর্জ্জব, দয়া, দান।

(৬) অনবসাদ—দৈন্যবিপর্য্যয়।

(৭) অনুদ্ধর্ষ—তুষ্টি।

সিদ্ধি।

এইরূপ ধ্যানরূপা ভক্তি দ্বারা পুরুষোত্তম পদ লাভ করা যায়। বাসুদেব এইরূপ সাধককে

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম.

অনন্তকালস্থায়ী পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপদ প্রদান করেন। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের ন্যায় সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন কিন্তু সারূপ্য প্রাপ্ত হন না।

—•—

মধ্বাচার্য্য।

তত্ত্ব দ্বিবিধ।

মধ্বমুনিকে হনুমানের অবতার বলে। তাঁহার মতে জীব অণু, ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরাত্র শাস্ত্রই জীবের আশ্রয়নীয়, জগৎ সত্য। তত্ত্ব দ্বিবিধ স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। ভগবান বিষ্ণু স্বতন্ত্র, জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র।

হরি কে ?

যাহা হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি, জ্ঞান, আবৃত্তি, বন্ধ ও মোক্ষ হয় তিনিই হরি। তিনি সকলের প্রভু। হরি শাস্ত্র প্রমাপক।

শাস্ত্র কি ?

ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ভারত, পঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ এই কয়টী শাস্ত্র।

মায়া।

মায়া শব্দের অর্থ ভগবদিচ্ছা।

তত্ত্বমসি।

তত্ত্বমসি প্রশংসা বাক্য ছাড়া আর কিছু নহে, যেমন "যূপ আদিত্য" অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল।

ভেদ বাদ।

জীব ও হরিতে সম্পূর্ণ ভেদ আছে। (১) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ (২) জড় ও ঈশ্বরে ভেদ (৩) জীবের মধ্যে ভেদ (৪) জড় ও জীবে ভেদ (৫) জড়ের মধ্যে নানা ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদ সত্য ও অনাদি।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

ব্রহ্মা, শিব, সুরাদির শরীর ক্ষরণ হেতু—তাঁহারা ক্ষর। লক্ষ্মী অক্ষর। হরি লক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ভগবানের দাস্য জীবের অবলম্বনীয়।

বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। প্রসাদ সংগ্রহ তাঁহার গুণোৎকর্ষ জ্ঞান হেতু হয়। নিজের হীনত্ব এবং বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষ যিনি কীর্ত্তন করেন তাঁহার উপর বিষ্ণু প্রসন্ন হন। জীবের ভগবানের দাস্যই অবলম্বনীয়। ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কর্ত্তব্য নাই। সেবা তিন প্রকার।

(১) অঙ্কণ—ভগবানের স্মরণের জন্য সুদর্শন চক্রাদি নারায়ণ অস্ত্রের প্রতিকৃতি দেহে অঙ্কণ।

(২) নামকরণ—পুত্রাদির নাম কেশব, কৃষ্ণ প্রভৃতি রাখা।

(৩) ভজন—

(ক) বাচিক (১) সত্যবাক্য (২) হিতবাক্য (৩) প্রিয়-বাক্য (৪) স্বাধ্যায়।

(খ) কায়িক (১) দান (২) লোক পরিত্রাণ (৩) পরিরক্ষণ।

(গ) মানসিক (১) দয়া (২) ভগবৎ স্পৃহা (৩) শ্রদ্ধা।

এই এক একটী সম্পন্ন করিয়া শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করার নাম ভজন। এইরূপ সেবার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। ভগবানের প্রসন্নতা লাভই পরম পুরুষার্থ।

বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ।

বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দাসকে মোক্ষ দান করেন।

মধ্বমতে বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ।

বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ।
নির্দুঃখানন্দভুক্ নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে॥

সর্ব্বগুণপূর্ণ বিষ্ণুকে জানিলে সংসার নিবৃত্ত হয়, দুঃখের অবসান হয় ও নিত্য আনন্দভোগ হয়। তিনি তাঁহার সমীপে রহেন।

—•—

বল্লভাচার্য্য।

সেবা দ্বিবিধ।

বল্লভাচার্য্য বলেন, গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই জীবের সেব্য। সেবা দ্বিবিধ, সাধনরূপা ও ফলরূপা।

দ্রব্যার্পণনিষ্পান্ন ও কায়ব্যাপারনিষ্পান্ন সেবা সাধনরূপা। আর শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-চিন্তারূপা মানসী সেবা ফলরূপা। গোলকে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সেবা করাই পুরুষার্থ। ইহাই বল্লভাচার্য্যের মত। ইহাকে পুষ্টিমার্গ বলে।

—•—

শঙ্করাচার্য্য।

রামনুজ মতে ভক্তবৎসল ভগবান জীবকে স্বীয় আনন্দ ধাম দান করেন—উহাই মোক্ষ। মধ্বমতে বৈকুণ্ঠলোক বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ। আর বল্লভমতে গোলকে শ্রীকৃষ্ণের সহবাসই মোক্ষ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন, ভগবানের সেবার দ্বারা ভগবৎ সামীপ্য ও ভগবৎ স্থান লাভ করাই মোক্ষ নহে। পদে পদে সেবাপরাধ হইতে পারে। সেইজন্য পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে। ভগবানের পার্ষদ জয় বিজয় ইহার দৃষ্টান্ত। সালোক্য সামীপ্য গৌণ মুক্তি। উহা ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রসংসা'র জন্য স্বর্গকে অমৃত বলা হয়। কিন্তু নির্ব্বাণ মোক্ষই প্রকৃত অমৃত।

সাধনা।

উপরে যাহা দেখা গেল তাহাতে বুঝা যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের পক্ষপাতী। শ্রীরামানুজ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পক্ষপাতী। শ্রীমধ্বমুনি সেবাভক্তির পক্ষপাতী। আর শ্রীবল্লভ প্রেমাভক্তি বা প্রীতির পক্ষপাতী। নির্গুণ ব্রহ্ম ও অদ্বয় আনন্দলাভ, সগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য, বিষ্ণু ও তাঁহার সামীপ্য, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহবাস, এই চারিটী লোক-দৃষ্টির সমক্ষে ধরা হইয়াছে। যাহার যেইটী ইষ্ট সে সেইটী লাভ করুক এবং লাভ করিবার চেষ্টা করুক। মিছে তর্ক করিয়া, অদ্বৈত বা দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া লাভ কি? এরূপ খণ্ডন করিয়া তোমার আমার কোন উপকার নাই। আচার্য্যেরা সম্প্রদায়কর্ত্তা। তাঁহারা নিজ নিজ মত দার্ঢ্যের জন্য বিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা যাঁহার হউক একজনের সিদ্ধান্ত লইব, তাহা হইলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহবাস, বিষ্ণু ও তাঁহার সামীপ্য, সগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য ইহার কোনটাই কম জিনিষ নয়। কোন একটী মতে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করাই উচিৎ। কোন একটি মতে সিদ্ধির জন্য কিছু কিছু সাধনা করিলেও কতকটা কল্যাণ হইবে। কেবল কথা-কাটাকাটি করিয়া কোন উপকার হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধনা মানে সাধ্য বস্তু লাভের জন্য আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত মার্গ অনুবর্ত্তন করা। নিজ মতলব অনুযায়ী যা' তা' করিলে ঠিক সাধনা হইবে না। লৌকিক বস্তু লাভ করিতে হইলেও প্রচলিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়; অগ্রগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে নিজে পথ আবিষ্কার করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। সেইজন্য আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত মার্গ অনুগমন করিলে তবে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। এই সব মহাত্মারা ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন মার্গ প্রবর্ত্তন

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মার্গে যাওয়া ছাড়া সিদ্ধিলাভ করিবার অপর উপায় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতসাধনা স্বাভাবিক।

(১) সাধনা।

সাধনার মধ্যে বুকে হাঁটু দিয়া ঔষধ গিলানর মত কতক গুলি আছে। যেমন এতদ্দেশীয় বাল বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া। বাল বিধবার ভবরোগের জ্ঞানই নাই। শাস্ত্রে বলিতেছেন, তোমার ভবরোগ আমি আরাম করিবই করিব। সমাজ তাতে সম্মতি দিতেছেন, অসহায়া বালিকা নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শাস্ত্র ও সমাজের কঠোর শাসন মাথায় পাতিয়া লইতেছেন। নবীন যুবক সন্ন্যাস লইলেন, দেহ মনকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিলেন। দেহ মন শৃঙ্খলে বাঁধা হইতে না চাহিলেও শাস্ত্র, সমাজ ও ঈশ্বরের ভয়ে দেহ মনকে আর ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। চিরদিনের মত তাহাকে লৌহ কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন। বিধবার যেমন কালে সব সহিয়া যায় সংন্যাসীরও সেইরূপ কালে সব সহিয়া যায়। এইরূপে যেটা প্রথমে অস্বভাবিক থাকে, পরে কালে সেটা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

সমস্ত সাধনা সিদ্ধপুরুষের আচার লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের যেটা স্বাভাবিক হইয়া থাকে, সাধকের সেইটা অনুকরণ করিতে হয়। সংন্যাস দ্বিবিধ—(১) বিদ্বৎ অর্থাৎ ভগবানকে জানিয়া সংন্যাস, আর (২) বিবিদিষা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য সংন্যাস।

বিদ্বৎসংন্যাস অর্থাৎ যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আমরা দেখি তাঁহার কোন কাম থাকে না, তিনি কোন আশ্রমভুক্ত কর্ম্ম করেন না, তাঁহার মনের বা ইন্দ্রিয়ের মোটে বিক্ষেপ হয় না। বিবিদিষাসংন্যাস—সাধকের এই গুলি সাধন হিসাবে অভ্যাস করিতে হয়।

সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়া হয়তো হর্ষে নাচেন, গান করেন, কাঁদেন। সাধক তাঁহার অনুকরণ করিয়া নাচেন, গান, কাঁদেন; আশা, যদি সাক্ষাৎকার হয়!

সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান সাক্ষাৎকার করিয়া হয়তো স্থির হইয়া যান, তাঁহার বুদ্ধির ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সাধক প্রাণের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, বুদ্ধির ক্রিয়া বন্ধ করেন, আশা যদি সাক্ষাৎকার হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, সিদ্ধ ব্যক্তির যে গুলি স্বভাবতঃ হয়, সাধককে অস্বাভাবিক উপায়ে সেই গুলি অনুকরণ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'জন্ম সিদ্ধ বা নিত্য সিদ্ধ ব্যক্তিরা লাউ কুমড়া গাছের মত, আগে ফল তার পর ফুল। সাধক অন্য গাছের মত আগে ফুল তার পর ফল'। কোন কোন সাধকের পুষ্পেই ফলবুদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন না।

সকল সাধনার মধ্যে, সংন্যাস অস্বাভাবিক হইলেও শ্রেষ্ঠ, কারণ সংন্যাসে সংসার-অভিমান নাশ হয়।

যিনি বিধিপূর্ব্বক "সর্ব্বং ভূরস্ স্বাহা" বলিয়া সংন্যাস লন তাঁহার অভিমান থাকিতে পারে না। বিধবার যেমন কোন ভোগেচ্ছা মনে আসিলে, সে মনকে বলে "ছিঃ, মন, তুমি বিধবা, তোমার এসব কর্ত্তে নাই"। সেইরূপ সংন্যাসীর ভোগেচ্ছা হইলেই তিনি মনকে বুঝান, "ছিঃ, মন! তুমি ত্রিজগৎকে সাক্ষী করিয়া সংন্যাস লইয়াছ, তোমার এ সবে ইচ্ছা হওয়া

উচিত নহে। মন! তুমি যে পথের ভিখারী, তোমার আবার মান অপমান কি, সুখ দুঃখ কি?" এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মন আর বহির্মুখ হইতে পারে না। দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে মন অন্তর্মুখ হইয়া যায়।

আচার্য্যের মতে অদ্বৈত সাধনা স্বাভাবিক। এই সাধনা গৃহস্থ ও সংন্যাসী উভয়ের হইতে পারে। তবে সংন্যাসীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সোজা। গৃহস্থের পক্ষে খুব কঠিন হয়। এ বিষয় নিম্ন লিখিত জনৈক প্রবীণ ও নবীনের কথোপকথন হইতে কতকটা বিশদ হইবে।

(২) জীবনের আদর্শ।

নবীন। মশাই, যাই বলুন হিন্দুধর্ম্মে বখেড়া অনেক। হিন্দুরা সব বিষয়ে অকর্ম্মণ্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য।

প্রবীন। এ বিবেচনা করিবার হেতু কি?

নবীন। দেখুন না, ধর্ম্মটা কর্ম্মজীবনের বিরোধি। আপনি হয় ত বলিবেন সব ছাড় না হইলে ধর্ম্ম হইবে না।

প্রবীন। আচ্ছা, তুমি এই পঁচিশ বৎসর বয়সে ২০০৲ টাকা মাহিনায় চাকরিটী পাইয়াছ। ইহার জন্য ৫ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কত রাত জাগিয়া বি এ, এম্ এ, প্রভৃতি কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া, তারপর কত খোসামোদ বরামোদ করিয়া, তবে এইটী লাভ করিয়াছ। এই দুশো টাকা মাহিনার চাকরিটী পাইতে তোমাকে ২০ বৎসর দৈহিক ও মানসিক অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আর ধর তোমার বয়সী একজন ছেলেবেলায় খেলিয়া বেড়াইয়াছে, সে আজ উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বাড়ী বসিয়া রহিয়াছে। যদি এই দুশো টাকা বেতনের চাকরির জন্য ২০ বৎসর

সমস্ত ছাড়িয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; আর ধর্ম্ম জিনিসটা, কি না, ঈশ্বর লাভ, সেটা অম্‌নি হইবে?

নবীন। এটা প্রত্যক্ষ ফল, সে জন্য লোকের আগ্রহ হইতে পারে। ধর্ম্ম জিনিসটা অপ্রত্যক্ষ ফল তাহাতে এরূপ আগ্রহ হইবে কেন?

প্রবীন। এইটা আদর্শের কথা। তোমার আদর্শ সাংসারিক সুখ ভোগ, আর এক জনের আদর্শ হইতে পারে, ঈশ্বর লাভ। তোমার আদর্শের জন্য তুমি কষ্ট করিতে রাজি আছ, আর যাহার আদর্শ ঈশ্বর লাভ সেও তেমনি কষ্ট করিতে রাজি আছে।

(৩) ধর্ম্ম ও নীতি।

নবীন। দেখুন না, সভ্য জাতিদের ধর্ম্মটা অকর্ম্মণ্য নহে। উহাদের ধর্ম্ম নীতিমুলক। সেটা কর্ম্মজীবনের উপকারে আসে।

প্রবীন। তুমি যে সভ্য জাতির ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতেছ নীতিতেই তাহাদের ধর্ম্ম পর্য্যবসিত নহে। ঈশ্বরে প্রেম, অবতারে প্রেম, তবে আত্মার কল্যাণ হয়, তারাও বলে। তবে নীতির খুব দরকার, সকল মতেই ইহা ধর্ম্মের প্রথম সোপান। ঈশ্বরতত্ত্ব সূক্ষ্ম জিনিষ, সকলের অধিকার না হইতে পারে। কিন্তু নীতি মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার হইতে পারে। এজন্য নীতিকে ভগবান সার্ব্ববর্ণিকধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। সার্ব্ববর্ণিক অর্থাৎ সকল বর্ণের অধিকার। ইহাতে শ্বেত পীত কৃষ্ণ নাই; মনুষ্যমাত্রেরই ইহা অবলম্বনীয়। পণ্ডিত, মুর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলেরই ইহা প্রতিপালনীয়। ভগবান বলিয়াছেন—

অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ম্ অকামক্রোধলোভতা
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্ম অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।

(১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অস্তেয়। (৪) অকাম (৫) অক্রোধ (৬) অলোভ (৭) সর্ব্বভূতের প্রিয় বাঞ্ছা (৮) সর্ব্বভূতের হিত বাঞ্ছা। এইগুলি সার্ব্ববর্ণিকের ধর্ম্ম।

এগুলিতে যদি অভ্যাস না থাকে, কোন ধর্ম্মমার্গে কেহই এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা দুর্নীতিপরায়ণ লোক বা নিষিদ্ধানুষ্ঠায়ী তাহাদের ঈশ্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অধিকার হয় না। যে সমাজের উপযুক্ত নহে, সে ঈশ্বর বিষয়ে কি কথা কহিবে?

(৪) জীব কি?

নবীন। যাই বলুন, পূজা আহ্নিক জপ তপ এসব করবার আমাদের অবসর কোথায়?

প্রবীন। ইচ্ছা করিলেই অবসর হয়, ইচ্ছা না থাকিলে অবসরও হয় না। দেহের জন্য এত করিতে পার, আর যাহা হইতে দেহ মন ভোগ, তাহাকে কি একেবারে ভুলিয়া থাকা উচিত। ইহা অকৃতজ্ঞতা নয় কি?

নবীন। তাতো বুঝলুম, সুবিধা হয় না। অনেক জিনিষ ন্যায্য বুঝেও ক'রে উঠতে পারা যায় না। আবার দেখুন, অনেক রকম সন্দেহ আসে। ঈশ্বর, দুর্গা, কালী, শিব, রাম, কৃষ্ণ কার উপাসনা করি। এসব সত্য, কি কল্পনা মাত্র? পরকাল, মুক্তি এসব বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ। কোন্‌টা ধরি?

প্রবীন। যেটা ভাল লাগে সেইটা ধরতে পার।

নবীন। আপনারা বলেন, গুরু না হলে হয় না; কোথায় এখানে বসে গুরু পাই।

প্রবীন। গুরু দুরকম। এক আচার্য্য-গুরু, দ্বিতীয় অন্তর্যামী-গুরু। আচার্য্য গুরু না পেলেও, অন্তর্যামী গুরু আছেনই।

নবীন। অন্তর্য্যামি আমি যদি না মানি বা না বুঝি।

প্রবীন। আচ্ছা, অন্তর্য্যামি যদি না মান, তোমার মন বা বুদ্ধি আছে। এই মন বা বুদ্ধিই তোমার গুরুর কাজ করতে পারে। গুরু মানে পথ-প্রদর্শক ছাড়া আর কিছু নয়।

নবীন। ধরিলাম মন যেন গুরু হলেন, তার পর উপাসনা করা যায় কার?

প্রবীন। আচ্ছা, যেমন দেহের উপাসনা কর, সেইরূপ নিজ আত্মার উপাসনা কর। ধর, ব্রহ্ম ঈশ্বর কালী শিব দুর্গা মুক্তি পরকাল স্বর্গ নরক এসব বিষয় তোমার জানবার কিছু দরকার নাই, তোমার নিজ আত্মাকে জান, তাহা হইলে সব হইবে। এটাতো আর শক্ত নয়।

নবীন। আত্মা আছে কিনা? আত্মা কিরূপ? কি করে বুঝা যাইবে?

প্রবীন। একজন লোক বলিল, আমার জিহ্বা আছে কি না? এ যেমন হাসির কথা, সেইরূপ আমার আত্মা আছে কি না? এ প্রশ্নও সেইরূপ হাসির কথা। যিনি এই প্রশ্ন করেন, তিনিই আত্মা। তোমাতে ভাব, কি কি আছে?

নবীন। দেহ ও মন এই দুইটী উপলব্ধি হচ্ছে।

প্রবীণ। কেবল দুটী বলছ কেন? তিনটী হয়ে যাচ্ছে। দেহ, মন আর যিনি এই দেহ ও মন উপলব্ধি করছেন তিনি অর্থাৎ সেই উপলব্ধি কর্ত্তা।

নবীন। তা'হলে বলছেন, দেহ মন ও উপলব্ধি কর্ত্তা এই তিনটী জড়িয়ে "আমি"।

প্রবীন। হাঁ। তাহাই বটে। এক্ষণ দেখ, স্থূল দেহটা যেন চামড়ার খোল, তাহার ভিতর বায়ুর ক্রিয়া হইতেছে। চলিতে ইচ্ছা করিলে, ইচ্ছা হওয়া মাত্র বায়ু পায়ে শক্তি দিল, তুমি পা নাড়িতে পারিলে। এই বায়ু সর্ব্ব দেহ ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ বায়ুর জন্য শ্বাস ও প্রশ্বাস হইতেছে, অন্ন মুখে তুলিতে পারিতেছ। অপান বায়ুর ক্রিয়ায় সেই অন্ন মুখ হইতে পাকস্থলীতে আসিতেছে এবং মলমূত্র রূপে বাহির হইতেছে। সমান বায়ুর শক্তিতে ভুক্ত-পীত অন্নপানীয় মাংসরুধিররূপে পরিণত হইতেছে। ব্যান বায়ুর শক্তিতে সমস্ত শরীরের পুষ্টি হইতেছে। উদান বায়ুর জন্য মাটিতে পড়িয়া যাইতেছ না, দাঁড়াইতে পারিতেছ। এই বায়ুই **Vital Energy** বা জীবনী শক্তি বা ক্রিয়া শক্তি। শাস্ত্রে আছে, বায়ু পাঁচটী। বায়ুর ভিতর মন আছে। মন অবয়বি পদার্থ। মন সংযোগ না হইলে কোন ক্রিয়া হয় না। সে জন্য মন যেন করণ, আর প্রাণ ক্রিয়া। মনের মধ্যে বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিই কর্ত্তা। আর পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এরাও করণ। পাঁচটী বায়ু, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি মিলিত এই সতেরটাকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে।

নবীন। স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর, এই দুইটী শরীর?

প্রবীন। হাঁ দুইটী শরীর; সূক্ষ্ম শরীর ও অবয়বী। এক্ষণ দেখ, প্রতিদিন তোমার তিনটী অবস্থা ভোগ হইতেছে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিতেছ ও সুখদুঃখ ভোগ করিতেছ। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, কেবল সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কর্ম্ম কর ও সুখদুঃখ ভোগ কর। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ

থাকে না, তুমি অচেতন হইয়া পড়িয়া থাক; কোন কর্ম্ম কর না বা সুখদুঃখ ভোগ কর না। নিদ্রার পর তোমার স্মরণ হয় "আমি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম—আমার কোন কষ্ট ছিল না"। অতএব নিদ্রাবস্থায়ও তোমার উপলব্ধি হইতেছে। স্বপ্ন-কালে মাত্র সূক্ষ্ম শরীর তোমার উপলব্ধি হইতেছে। সুষুপ্তি-কালে মাত্র অজ্ঞান উপলব্ধি হইতেছে। অতএব উপলব্ধি-কর্ত্তা তোমার এই তিন শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞান বা কারণ। এক্ষণ দেখ, এই তিনটী শরীর প্রকাশ্য, তুমি প্রকাশক। প্রকাশ্য আর প্রকাশক এক নহে। প্রকাশ্য জড়, প্রকাশক চেতন। প্রকাশক তুমি চৈতন্যস্বরূপ। দৈনন্দিন জাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু প্রকাশক তুমি, ঠিক্ সমভাবে প্রকাশ করিতেছ। এইরূপে প্রতিদিন, পক্ষ, মাস, সম্বৎসর তুমি সমভাবে প্রকাশ করিতেছ।

নবীন। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ যদি কর্ম্ম করে ও সুখদুঃখ ভোগ করে আর তারা জড়, তাহা হইলে জড় দ্বারাই সব কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রবীন। না, তাহা হইতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ উভয়ের উপাদান এক। কাচ ও মৃত্তিকা উভয়ের উপাদান এক। কিন্তু কাচ স্বচ্ছ। সেইরূপ বুদ্ধি স্বচ্ছ। বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই চৈতন্য-প্রতিবিম্ব-সংযুক্ত সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ সর্ব্ব কর্ম্ম করিতেছে ও সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। বুদ্ধি-প্রতি-বিম্বিত চিৎকে চিদাভাস বলে। চিদাভাস-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ এই কয়টী মিলিতকে জীব বলে। এই জীবই দেখে, শুনে, খায়, চলে, বসে, উঠে, সুখদুঃখ ভোগ করে।

(৫) জীব অমর।

নবীন। তা হ'লে তিনটী হচ্ছে; চিদাভাস বা জীব ও স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ।

প্রবীন। হাঁ, স্থূল দেহের উৎপত্তি নাশ হয়। জীবের উৎপত্তি নাশ হয় না। জীব অনন্তকালস্থায়ী। শাস্ত্রে বলে, জীব মোক্ষান্তস্থায়ী। ইনি এক দেহ হইতে অপর দেহে যান। যখন কোন দেহে প্রবেশ করেন, তখন জন্ম বলে; যখন দেহ ছেড়ে দেন, তখন মৃত্যু বলে। অতএব স্থূলদেহের জন্মমৃত্যু হয়। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। এই জীবই এক লোক হইতে অপর লোকে যান। ইনিই কর্ম্ম করেন ও সুখদুঃখ ভোগ করেন। জীব অনন্তকালস্থায়ী। এ মত হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে বিশ্বাস করেন। তবে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, যত দিন না মোক্ষ হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণ করিতে হয়। আর খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, এই একজন্মের কর্ম্মই তাহার ভাবি শুভাশুভের পরিমাপক এবং ঈশ্বরের শেষবিচারের দিনে তাহার ফলানুযায়ী হয় অনন্ত স্বর্গ হইবে, নয় অনন্ত নরক হইবে। জীবকে এই জন্মের কর্ম্ম করিয়া শেষবিচারের দিন অবধি ঈশ্বরাজ্ঞা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। অতএব জীবের দায়িত্ব গুরুতর। এই অল্পকালের কর্ম্মের উপর তাহার অনন্তকালের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। হিন্দুরাও স্বর্গ নরক বিশ্বাস করেন এবং পুণ্য কর্ম্মের ফল স্বর্গ পাপ কর্ম্মের ফল নরক তাহাও বিশ্বাস করেন। তবে তাঁহারা বলেন, পুণ্য কর্ম্মের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুযায়ী তাহাদের স্বর্গভোগ হইবে, তবে ভোগকাল অনন্ত নহে, কিন্তু পরিমিত। সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর গৌরব-লাঘবানুসারে নরক ভোগ হইবে, উহাও পরিমিত কালের জন্য। ভোগাবসানে তাহাদের মর্ত্ত্য ভূমিতে আসিতে হইবে এবং কর্ম্ম করিতে

হইবে। হিন্দুরা স্বর্গ ছাড়া অপরাপর উচ্চ উচ্চ লোক স্বীকার করেন। তবে বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ-মুক্তিই মুক্তি বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা হউক অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। তোমার এ সম্বন্ধে প্রয়োজন নাই। কারণ তুমি বলিয়াছ মুক্তি পরলোক স্বর্গ নরক দণ্ড পুরস্কার ঈশ্বর কিছু না মানিয়া ধর্ম্ম করিবে।

নবীন। হাঁ, এ সব কিছু না বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্ম হইতে পারে কি না দেখিতে হইবে।

(৬) আত্মার সন্ধান।

প্রবীন। চিৎ জীব স্থূল সূক্ষ্ম দেহের কোনটা "আমি", এই বিচার করিতে হইবে।

(ক)

১। আমি দেহ নহি, কারণ দেহের উৎপত্তি নাশ হয়।

২। আমি প্রাণ নহি, কারণ, বায়ু চৈতন্যবর্জ্জিত।

৩। আমি মন নহি, কারণ, মনের বিকার হয়।

৪। আমি বুদ্ধি নহি, কারণ, নিদ্রাকালে বুদ্ধি লীন হয়।

৫। আমি অজ্ঞান নহি, কারণ অজ্ঞান চৈতন্য নহে।

৬। আমি চিদাভাস নহি, কারণ "চিদাভাস"কেও আমি প্রকাশ করিতেছি।

৭। এগুলি জড়, আমি চেতন, এগুলি প্রকাশ্য আমি প্রকাশক। অতএব আমি চৈতন্যস্বরূপ।

(খ)

১। আমি কর্ম্ম করি না, কারণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ও চিদাভাস কর্ম্ম

করে

২। আমি সুখদুঃখ ভোগ করি না, কারণ স্থূলসূক্ষ্মদেহ ও চিদাভাস সুখদুঃখ ভোগ করে।

৩। আমি কেবল দ্রষ্টা।

(গ)

১। আমি জাগ্রত নহি, স্থূলসূক্ষ্মদেহ জাগ্রতে থাকে।

২। আমি স্বপ্ন নহি, সূক্ষ্মদেহ স্বপ্নে থাকে।

৩। আমি সুষুপ্তি নহি, অজ্ঞান সুষুপ্তিতে থাকে।

৪। আমি এই সব অবস্থার প্রকাশক, অতএব আমি তুরীয় বা চতুর্থ।

(ঘ)

১। চিদাভাস চন্দ্র সূর্য্য গিরি নদী সকলের প্রকাশক।

২। আমি চিদাভাসেরও প্রকাশক।

৩। অতএব আমি সর্ব্বপ্রকাশক।

(ঙ)

১। এই জগৎ জাগ্রতে দেখিতেছি, কিন্তু স্বপ্নকালে কিছুই থাকে না।

২। স্বপ্ন আবার সুষুপ্তিতে লয় হয়।

৩। কিন্তু উপলব্ধি কর্ত্তা আমার কোন অবস্থাতেই লয় হয় না। অতএব আমি সর্ব্ব সাক্ষী।

৪। অতএব আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা; মাত্র প্রকাশক, দ্রষ্টা, সাক্ষী।

এইরূপ বিচার কিছুকাল অভ্যাস করিলে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বোধ হইবে। তারপর আরও বিচার করিতে হইবে।

(চ)

১। ভোগ্যজিনিষে প্রীতি হয়, আমার সুখের জন্য।

২। স্ত্রীপুত্রে প্রীতি হয় কারণ তাহারা আমার সুখের সাধন।

৩। কিন্তু আমাতে প্রীতি, আমার সুখের জন্য; অপর কাহারও সুখের জন্য নহে।

৪। আমার নাশ না হউক, ইহা আমার সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়।

৫। আবার দেখি এক জিনিষে প্রীতি বেশী দিন থাকে না; দিনকতক ভাল লাগে, তারপর ভাল লাগে না।

৬। কিন্তু আমাতে যে প্রীতি, সে প্রীতির ব্যভিচার হয় না।

অতএব আত্মা সুখস্বরূপ।

(ছ)

১। আবার দেখি নিদ্রাবস্থায় কোন যন্ত্রনা থাকে না। রোগী অরোগী হয়।

২। নিদ্রাবস্থায় কোন বিষয় নাই বটে, কিন্তু একটু সুখ বোধ হয়।

৩। যখন বিশ্রাম করি অর্থাৎ তুষ্ণীভাবকালেও নিশ্চিন্ত অবস্থায় একটু সুখ হয়।

৪। অতএব সুখ বিষয় না থাকিলেও হইতে পারে।

৫। অতএব আত্মা নির্ব্বিষয়, উহাতেও সুখ হইতে পারে। অতএব আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও সুখস্বরূপ জানিয়া আত্মার উপাসনা করা যাইতে পারে।

নবীন। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ একরকম বুঝা যায়। আত্মা সুখস্বরূপ এটা বুঝা মুস্কিল।

প্রবীন। তুমি চাকরি কর, স্ত্রীপুত্র, মানসম্ভ্রম, টাকাকড়ির চিন্তায় সতত ব্যস্ত। তোমার বুদ্ধি রজগুণে ব্যাপ্ত। আত্মা বা চিৎ

পরিষ্কার ভাবে তোমার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইতে পারিতেছে না। সেজন্য আত্মার সুখাংশ তিরস্কৃত হইতেছে। অগ্নির ঔষ্ণ্য ও দীপ্তি দুই আছে। নীরে যেমন উষ্ণ অংশ সংক্রমিত হয় কিন্তু দীপ্তি অংশ সংক্রমিত হয় না সেইরূপ তোমার বুদ্ধিতে চৈতন্যাংশ বরং প্রতিভাত হইতেছে কিন্তু সুখাংশ প্রতিভাত হইতেছে না। যদি তোমাতে শান্ত-বৃত্তি আসে, তাহা হইলে দুইটাই সংক্রমিত হইবে। যেমন কাষ্ঠে অগ্নির দীপ্তি ও ঔষ্ণ্য দুইই সংক্রমিত হয়।

নবীন। এ অবস্থায় আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

প্রবীন। হাঁ, তাহাই বটে। আত্মার সুখাংশ উপলব্ধি করিতে হইলে, শাস্ত্রমত সাধন প্রয়োজন। তাহার কাঠখড় ঢের। তাহার আশা খুব কম। যাহা হউক উপবাসের চেয়ে ভিক্ষা ভাল। মোটে কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভাল। তাহার পর আরও বিচার করিতে হইবে।

(জ)

১। আমার আত্মা যেমন প্রকাশক অপর সকলের আত্মাও সেইরূপ প্রকাশক। তাহাদেরও স্থূলসূক্ষ্মদেহ দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় ও ভোগ আস্বাদন হয়। তাহাদের আত্মাও মাত্র প্রকাশক।

২। সেইরূপ মানুষ পাখী জীব জন্তু গাছপালা সব জীবের আত্মা প্রকাশক।

(ঝ)

১। স্থূল সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব আছে, প্রকাশকের অবয়ব নাই। অতএব প্রকাশক একজাতীয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জল এক-জাতীয়, সেইরূপ সব আত্মা একজাতীয়।

২। যদি পাত্রগুলি ভেঁঙ্গে যায়, সব জল এক হইয়া যায়। বিভিন্ন দেহ আত্মার অবচ্ছেদক মাত্র।

(ঞ)

১। আত্মা নিরবয়ব। অতএব চৈতন্যের আবার অবচ্ছেদক হইবে কি রূপে? উহা কল্পনা মাত্র। ঘটাকাশ বলা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক আকাশের অবচ্ছেদক হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। উহা কল্পনা মাত্র।

২। অতএব আত্মা মাত্র এক জাতীয় নহে কিন্তু এক। সব মানুষে জীব জন্তুতে, কীট পতঙ্গে, গাছ পালায় এক আত্মা রহিয়াছেন এবং সমভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

(ট)

যদি দেহ আত্মার অবচ্ছেদক এই কল্পনা মিথ্যা বুঝা যায়, আত্মা অতীত বর্ত্তমান আগামী সকল কালে বিরাজমান বুঝা যাইবে। অবচ্ছেদক দেহের উৎপত্তি নাশ আছে, সেজন্য তাহার অতীত বর্ত্তমান আগামী কাল আছে। কিন্তু আত্মার অতীত বর্ত্তমান আগামী কাল হইতে পারে না। অতত্রব আত্মা নিত্য বা সৎবস্তু।

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

এইরূপ বিচার করিতে করিতে আত্মা এক নিত্য চৈতন্যস্বরূপ বুঝা যায়। আত্মা এইরূপ বুঝিয়া আত্মার উপাসনা করা উচিত। উপাসনা অর্থাৎ নিরন্তর চিন্তা। দেহকে যেমন কখন বিস্মৃত হই না, সেইরূপ আত্মাকে কখনই বিস্মৃত না হওয়াই, আত্মার উপাসনা।

উপাসনার সময় তুমিই উপাস্য, এই তুমিই আমি, অতএব আমিই উপাস্য। আত্মগীতাতে আছে, এইরূপ আত্মার উপাসনা করিতে করিতে কালে জ্ঞান ফলিবেই ফলিবে।

(৭) ব্রহ্ম ও আত্মা।

আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে।

১। সর্ব্ব ভূতান্তরস্থ আত্মা ও আমার আত্মা এক।

২। সর্ব্বভূতান্তরস্থ আত্মা ব্রহ্ম-চৈতন্য।

৩। অতএব ব্রহ্ম-চৈতন্য ও প্রত্যক্-চৈতন্য এক।

৪। অতএব ব্রহ্মের উপাসনা ও আত্মার উপাসনা এক হইতেছে। এইবার তোমায় দুই একটী নজির বলিব। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতান্তরস্থায় নিত্যশুদ্ধ চিদাত্মনে।
প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমঃ নমঃ॥

সর্ব্বভূতান্তরস্থ, নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, ও আন্তর চৈতন্যরূপ যে আমি, সেই আমাকে বারবার নমস্কার।

শ্রুতিতে আছে,—

ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যৎ ভবেৎ।
তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষীচিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥

তিন ধামে যে ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ আছে তাহা হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী চিন্মাত্র যে আমি সেই আমিই সদাশিব।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি যৎ প্রপঞ্চং প্রকাশতে
তৎ ব্রহ্মাহম্ ইতি মত্বা সর্ব্ববন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আদি প্রপঞ্চ যে আমি প্রকাশ করিতেছি, সেই আমিই ব্রহ্ম ইহা বুঝিলে সর্ব্ব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। ভগবান বলিয়াছেন,—

মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীব আমারই অংশ কিন্তু অবিদ্যাহেতু সর্ব্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৮। আত্মধ্যান স্বাভাবিক।

অতএব বুঝিতেছ তোমাকে কিছুই মানিয়া লইতে হইবে না, অন্ধ বিশ্বাস করিতে হইবে না। আপন আত্মা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আসিতে পারে না। এইরূপ উপাসনার কালাকাল নাই, কোন জিনিসপত্র নাই, কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, কোন গুরুর দরকার নাই, কোন গ্রন্থের দরকার নাই, কিছুরই দরকার নাই। অন্য উপাস্য দেবতার ধ্যান করিতে বুদ্ধির কিছু না কিছু পীড়া হয়। যে জিনিষ দেখিতে পাইতেছি না সেই জিনিষ কল্পনা করিয়া ধ্যান করা কঠিন হইতে পারে। তার জন্য নিভৃত স্থান, কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, এসব দরকার। কিন্তু আত্মধ্যানের জন্য কিছু প্রয়োজন নাই। চোক্ চেয়ে আত্মধ্যান হইতে পারে। মহাকাজের ভিড়ের মধ্যে আত্মধ্যান হইতে পারে। লোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আত্মধ্যান হইতে পারে। "কাজ করছি" সে সময় যদি বোধ হয় "একাজ স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ করছে, আমি করছি না", ইহাতে সে কাজের ব্যাঘাত হইতে পারেনা। "সুখ দুঃখ ভোগ করছি" যদি বোধ হয় "এ সুখদুঃখ ভোগ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ভোগ করছে, আমি ভোগ করছিনা", ইহাতে সুখ দুঃখ ভোগ কম হবে না। সেইরূপ কাজকর্ম্ম সুখদুঃখভোগ কালেও এই আত্মজ্ঞানের বাধা হইতে পারে না। "পথে চলিতেছি" বোধ হয় "স্থূলসূক্ষ্মদেহ যাচ্ছে, আমার গমনাগমন নাই"। "অন্ন খাইতেছি" বোধ হয় "দেহ খাচ্ছে, আমি খাচ্ছি না"। "শয়ন উপবেশন করছি" বোধ হয় "দেহ শয়ন উপবেশন করছে, আমি করছিনা"। "মল মূত্র ত্যাগ করছি" বোধ হয় "আমি কিছু করছি না, দেহ মল মূত্র ত্যাগ করছে"। "দেখিতেছি বা ঘ্রাণ লইতেছি" বোধ হয় "দেহ দেখিতেছে ঘ্রাণ লইতেছে, আমি কিছুই করছি

না”। “কিছু ভাবছি” বোধ হয় “মন ভাবছে আমি কিছু করছি না”। “করব, বা না করব, একটা ভেবে ঠিক করলুম” বোধ হয় “বুদ্ধি এটা ঠিক করলে, আমি কিছু করছি না”।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্॥

যুক্ত তত্ত্ববিৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে বুঝিয়া, আমি কিছুই করিতেছি না মনে করেন। দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ ভোজন গমন নিদ্রা শ্বাস কথন বিসর্গ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ ইন্দ্রিয়গণের ও প্রাণের ব্যাপার বলিয়া বুঝেন। অতএব ইহা অপেক্ষা সহজ আর কি হইবে?

নবীন। তা বটে।

(৯) হিন্দুধর্ম্মের উদারতা।

প্রবীন। আর তুমি বলিয়াছিলে, হিন্দু ধর্ম্মের কর্ম্ম জীবনে উপকারিতা নাই। ইহাও ভুল। আত্মা এক, এই ধারণাপেক্ষা উচ্চ উদার ভাব কি হইবে? হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ পারসি যে ধর্ম্মাবলম্বিই হউক, সাহেব দেশী ইউরোপীয় আমেরিকাবাসী আফ্রিকাবাসী এসিয়াবাসী সকলের এক আত্মা। সকলের দেহ মন পৃথক হউক, কিন্তু সকলের এক আত্মা। ইহা অপেক্ষা উচ্চ উদার ভাব কি হইবে? পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ কখন একটী উপাস্যের উপাসক হইবে না। কখন সব মানুষ এক যীশু ভজিবে না; কি এক কালী, কি এক কৃষ্ণ ভজিবে না; কি এক আল্লা ভজিবে না। সমস্ত জীববুদ্ধি এক করিব, ইহা চেষ্টা করা

যেরূপ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ; সেইরূপ সবাই এক ধর্মমতাবলম্বী হইবে, ইহার চেষ্টাও সেইরূপ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। কারণ, প্রতি জীববুদ্ধি বিভিন্ন। দেখ খৃষ্টানদের, নিজেদের মধ্যে কত সম্প্রদায়, হিন্দুদের মধ্যে কত উপাসক সম্প্রদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মত বিবিধ আচার। কিন্তু যে অংশে সকল জীব এক, সেই অংশ পরিস্ফুট করা, অস্বাভাবিক অসম্ভব হইবে না। ভগবান বলিয়াছেন,—

" না সতঃ বিদ্যতে ভাব না ভাবঃ বিদ্যতে সতঃ "

অর্থাৎ যেটা আছে সেটা করা যায়, যেটা নাই সেটা করা যায় না। অতএব হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ইহুদি পারসি, তোমাদের যা যা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য আছে, তাহার উপাসনা কর এবং তাহাতে তোমাদের নিষ্ঠা আরও বাড়ুক। কিন্তু তোমাদের সকলের এক আত্মা, এই জ্ঞান পরিস্ফুট কর। কারণ এটী চরম সত্য।

এই জ্ঞানের অনুশীলন কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ আছে। ভারতেতর জাতিতে ছড়িয়ে পড়ুক ইহাই বাঞ্ছনীয়। কারণ সত্য কোন বর্ণের কি কোন জাতির এক চেটে হওয়া উচিত নহে। সকলেরই আত্মা আছে। অতএব সকলেরই জ্ঞান হওয়া উচিত। যদি জাতিনির্ব্বিশেষে আত্মা থাকিতে পারে, আর সেই থাকা-বস্তুকে জানিলে কি দোষ হইবে? যদি না থাকিত তুমি বলিতে পারিতে, আমরা কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিয়াছি, তুমি কষ্ট কর নাই, তোমাকে দিব কেন? ইহা যুক্তি যুক্ত বটে। কিন্তু "আত্মা" তো তোমার আছে আমার নাই, তাহা তো নয়। আজ এই খানে শেষ।

(১০) দুটি বস্তু অন্বেষণীয়—আত্মা ও অবতার।

উপরোক্ত কথোপকথন হইতে দেখান হইল, আত্মোপাসনা কিরূপ স্বাভাবিক উপাসনা।

অতএব অদ্বৈতসাধনা স্বাভাবিক, ইহা প্রতিপন্ন হইল। সেজন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন,

"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যা"

সাধনা মার্গে দুইটী অন্বেষণীয় বস্তু; প্রথম আত্মা দ্বিতীয় অবতার। বিবেক বা বিচার দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়। ভালবাসা দ্বারা অবতারের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে হয়। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাসা এসে যায়। আত্মা বা অবতার মনকল্পিত নহে, কিন্তু অতি সত্য বস্তু। ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতে এই দুইটী বস্তুর সাধনা বিবৃত আছে।

—————:●:—————

দশম পরিচ্ছেদ।

ভারতীয় সম্প্রদায়।

১। শঙ্করাচার্য্য।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের চারিটী প্রধান শিষ্য—পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর বা মণ্ডণমিশ্র ও ত্রোটক।

পদ্মপাদের দুইটী শিষ্য—(১) তীর্থ (২) আশ্রম।

হস্তামলকের দুইটী শিষ্য—(৩) বন (৪) অরণ্য।

সুরেশ্বরের তিনটী শিষ্য—(৫) সরস্বতী (৬) পুরী (৭) ভারতী।

ত্রোটকের তিনটী শিষ্য—(৮) গিরি (৯) পর্ব্বত (১০) সাগর।

এই দশটী শিষ্যের নামে দশনামী সংন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মঠ ভারতের সর্ব্বত্র আছে।

২। বিদ্যারণ্য স্বামী।

দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু শক্তিমান পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে পম্পাক্ষেত্রে মাধবাচার্য্য বাস করিতেন। মধ্বাচার্য্যের পর এবং বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্বে ইঁহার আবির্ভাব হয়। গার্হস্থে দারিদ্র্যহেতু ইঁহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। বহু সন্তানসন্ততি থাকায় দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণতা ইঁহাকে বড়ই ক্লিষ্ট করে। এইরূপ কষ্টে চল্লিশ বৎসর কাটে। একদিন ভগবান বিরুপাক্ষ দর্শনের সময়, এক সিদ্ধপুরুষের দর্শনলাভ ইঁহার ঘটে। মহাপুরুষ কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী ভগবদ্ "স্তোত্র" দেন। "এই স্তোত্র পাঠ করিও, দ্রব্য লাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে," ইহা বলিয়া সিদ্ধপুরুষ চলিয়া যান। তারপর গায়ত্রীপুরশ্চরণসহকারে স্তোত্রপাঠ করিয়াও যখন কিছুতেই দারিদ্র্য ঘুচিল না, তখন মাধবাচার্য্য বিরক্ত হইয়া সংন্যাস লয়েন।

সংন্যাস লইবামাত্র তাঁহার দেবতা প্রত্যক্ষ হয় এবং দেবতা সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহাকে বর চাহিতে বলেন। তিনি সংন্যাস লইয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন, অতএব বর প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেবতা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বর দেন, "তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং তোমার নাম বিদ্যারণ্য রহিল"।

তারপর বিজয়নগরে দুর্ভিক্ষ হইলে, তিনি স্বর্ণবৃষ্টি করেন; কর্ণাট দেশে অদ্যাপিও কাহারও কাহারও নিকট সেই দীনার আছে। ইহাতে তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দেবতাপ্রসাদে নানাবিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদ্যশাস্ত্র, মীমাংসা, ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র

প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেন। বেদান্ত বিষয়ে বেদ-ভাষ্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও পঞ্চদশী রচনা করেন। বেদ-ভাষ্য, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ও পঞ্চদশী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দেশের রাজার নাম সায়ণাচার্য্য ছিল; ইঁহার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুপ্রীতি দর্শনার্থ তাঁহার ভাষ্যের নাম সায়ণভাষ্য রাখেন। সে জন্য বেদভাষ্য সায়ণভাষ্য নামে প্রচলিত। বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চদশী শীর্ষস্থানীয়। ইঁহার জননীর নাম শ্রীমতী। পিতার নাম মায়ণ। ইঁহার বৌধায়নসূত্র, শাখা যাজুষী ও ভারদ্বাজ গোত্র। ইঁহার জ্ঞানগুরুর নাম শঙ্করানন্দ স্বামী। ইনি ষাট বৎসর বয়সে তীর্থযাত্রাকালে অনেক শিষ্য করেন। তন্মধ্যে শিষ্য রামকৃষ্ণ পঞ্চদশীর টীকা রচনা করেন। শৃঙ্গারি মঠের শাখা হম্পী বিরূপাক্ষ নগরে ইঁহার আশ্রম থাকে। নব্বই বৎসর বয়সে পম্পানগরে সমাধিস্থ হয়েন। ইঁহার গ্রন্থ সকল কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রহ করিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

৩। রামানুজাচার্য্য।

ইঁহার ৮৯টী শিষ্য গুরু সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তাহার মধ্যে ৫টী সংন্যাসী সম্প্রদায় আর বাকি ৮৪টী গৃহী সম্প্রদায়। দক্ষিণ ভারতে ইঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত। ইঁহারা শ্রী সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

৪। রামানন্দ।

বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ইঁহার আশ্রম ছিল। ইঁহার মতে কলি যুগে রামচন্দ্রই উপাস্য। ইঁহার সম্প্রদায়ভুক্তরা শালগ্রাম শিলা ও তুলসীকে ভক্তি করেন। কৃষ্ণ ও রাম নাম জপ প্রশস্ত উপায়। ইঁহাদের মন্ত্র শ্রীরাম; অভিবাদন জয় শ্রীরাম, জয়রাম, সীতারাম।

হীন জাতিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। উত্তর ভারতে ইঁহার প্রভাব সুবিস্তৃত। "মালুক দাসী" সম্প্রদায়, রামানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা।

৫। মধ্বাচার্য্য।

মধ্বাচার্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নববর্ষে গুরু অচ্যুত-প্রচারের নিকট সন্ন্যাস লয়েন ও নববর্ষের মধ্যে গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। জনশ্রুতি আছে, ইনি সংন্যাস গ্রহণ করিয়া ইঁহার রচিত ভাষ্য ব্যাসকে উৎসর্গ করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন। ব্যাস সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে শালগ্রাম শিলা দেন। দিগ্বিজয় করিয়া উনাশি বৎসর বয়সে বদরিকাশ্রমে ব্যাসের সহিত অবস্থান করেন। মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণ ব্রাহ্মণ ও অবিবাহিত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই সম্প্রদায়ের বহু মঠ আছে।

৬। নিম্বাচার্য্য।

ইঁহার পূর্ব্ব নাম ভাস্করাচার্য্য। জনশ্রুতি আছে, ইনি এক বৈরাগীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার্য্যের সব আয়োজন করেন। বৈরাগী আসিলে দুইজনে সদালাপ করিতে করিতে আহারের কথা ভুল হইয়া যায়। এ দিকে সূর্য্য অস্ত যান। সূর্য্যাস্ত হইলে বৈরাগী আহার করিতেন না। ভাস্করাচার্য্যের তাহা জানা ছিল না। তারপর ভোজনের জন্য বৈরাগীকে অনুরোধ করিলে বৈরাগী অস্বীকার করেন। তাহাতে তিনি অতি মনব্যথা পাইয়া ভগবান সূর্য্যকে আরাধনা করেন। সেখানে একটী নিম্ব বৃক্ষ ছিল। ভগবান সূর্য্য ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য সেই নিম্ববৃক্ষের শাখায় উদিত হন এবং যতক্ষণ বৈরাগীর ভোজন না হয়, ততক্ষণ সূর্য্যদেব কিরণ দান করেন। সেই অবধি তাঁহার নাম নিম্বাদিত্য হয়।

এই সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ এবং সূর্য্যেরও উপাসনা করেন। ইঁহাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাগবত।

তাঁহার শিষ্য কেশবভট্ট বিরক্ত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। শিষ্য হরিব্যাস গৃহস্থ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। মথুরাতে এই গুরুসম্প্রদায় আছেন। উত্তর ভারতে ইঁহাদের প্রভাব আছে।

৭। শ্রীচৈতন্য।

ইঁহার প্রভাবে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই তিনটী প্রভু। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের বংশীয়েরা খড়দার গোঁসাই এবং কন্যাবংশীয়েরা বলাগড়ের গোঁসাই। অদ্বৈতাচার্য্যের বংশীয়রা শান্তিপুরের গোঁসাই নামে অভিহিত হয়েন। চৈতন্যদেবের সহচর রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট, এই ছয় জন গোস্বামী। ইঁহারা বৃন্দাবন ও মথুরার গোস্বামী।

চৈতন্যদেবের মতে কৃষ্ণই পরমাত্মা, প্রেমই পুরুষার্থ। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি আছে, সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবান একমাত্র সৎ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা অপর সব বস্তুকে সত্তাযুক্ত করেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যে শক্তিদ্বারা জীবকে জ্ঞানযুক্ত করেন, সেই শক্তির নাম সংবিৎ। তিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া যে শক্তি দ্বারা আত্মানন্দ অনুভব করেন এবং অপরকে সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ প্রেম।

৮। বল্লভাচার্য্য।

ইনি যোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মতে ধর্ম্মের জন্ত কঠোর করিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর কৃপায় স্ত্রীপুত্র লইয়াও পবিত্রভাবে জীবন যাপন ও সাধন ভজন হইতে পারে। ইঁহার দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিঠলনাথ। বিঠলের সাত পুত্র। তাঁহারা সব গুরু সম্প্রদায়। তাঁহারা মহারাজ উপাধি ধারণ করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া তাঁহাদের ভক্তদের নিকট পূজিত হয়েন। গোকুলে ইঁহাদের মঠ আছে। পশ্চিম ভারতে ইঁহাদের বহু মঠ। দাদুপন্থ ও মীরাবাইপন্থী বল্লভীমতের শাখা।

৯। স্বামী নারায়ণ।

ইনি অযোধ্যার অন্তর্গত চাপাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈরাগ্য ও তপস্তার পক্ষপাতী। স্বামী নারায়ণের ভক্তরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিবেশে স্বামী নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার দুই শিষ্য বর্ত্তালে ও আমেদাবাদে মঠ স্থাপন করেন। গুজরাটে এই দলের লোক বহু।

১০। তুকারাম।

মহারাষ্ট্র কবি তুকারাম "বিঠোবার" উপাসক ছিলেন। পান্ধারপুরে কৃষ্ণের মূর্ত্তি 'বিঠোবা' আছেন।

১১। গোস্বামী সম্প্রদায়।

এই কয়টী প্রধান সম্প্রদায় ছাড়া উত্তর শৈলদেশে ও দাক্ষিণাত্যে গোস্বামী সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা দ্বিবিধ—গৃহস্থ ও নিহঙ্গ। তাঁহারাও ধর্ম্মপ্রচার করেন।

ভঙ্গ-সম্প্রদায়—Schismatics.

১২। কবীরসম্প্রদায়।

কবীর রামানন্দের শিষ্য। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মতে এক ঈশ্বর—জগৎস্রষ্টা। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং ত্রিগুণাত্মক মন আছে—তবে খুব পবিত্র, মানবসুলভ-দোষ-বিমুক্ত। জীবন ঈশ্বরদত্ত, ইহার অপব্যবহার করিতে নাই। দয়াই ধর্ম্ম। কাহারও হিংসা করা উচিত নহে। সত্য অবলম্বনীয়। বৈরাগ্য ধ্যানের সহায়। গুরুতে নিষ্ঠা কর্ত্তব্য। কবীরপন্থী দ্বিবিধ—সংন্যাসী ও গৃহবাসী। সারণ জেলায় ইঁহাদের মঠ আছে।

১৩। নানকপন্থী।

গুরু নানকের মতে ঈশ্বর এক। সব মানুষ ভাই ভাই। এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র পঞ্জাব। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪। জঙ্গম।

বাসব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। লিঙ্গধারী দ্বিবিধ—আরাধ্য ও জঙ্গম। আরাধ্যরা জাতিভেদ মানেন। জঙ্গমরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম মানেন না। জঙ্গম দ্বিবিধ—সামান্য ও বৈশেষিক। সামান্যরা মাংসভোজন ও মদ্যপান করিতে পারেন; আর যার তার অন্ন ভোজন করিতেও পারেন। বৈশেষিকরা গুরুর কার্য্য করেন। যে কোন উপযুক্ত পুরুষ বা নারী বৈশেষিক হইতে পারেন। দক্ষিণ কানাড়ায় ও মহীশূরে জঙ্গম মঠ আছে। জঙ্গমরা শিবকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন এবং বক্ষে শিব প্রতিকৃতি ধারণ করেন। তাঁহারা বেদ, গীতা ও শঙ্করাচার্য্যের মত আদর করেন। মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবতের প্রামাণ্য

স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা মানেন না, জাতি ভেদ, তীর্থ ও কঠোরের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।

১৫। জৈন সম্প্রদায় (অবৈদিক)—Dissenters.

যাঁহারা তপস্যাবলে ঈশ্বরকল্প হইয়াছেন, তাঁহারা জিন। এই জিনগণ 'অর্হৎ' অর্থাৎ পূজনীয়। কালের দুইখানি চক্র। 'উৎসর্পিনী' ঊর্দ্ধোদ্ধভাবে অনন্তকাল ঘুরিতেছে; 'অবসর্পিনী' অধোধভাবে অনন্তকাল ঘুরিতেছে। উভয় চক্রের এক এক আবর্ত্তনে এক এক যুগ হয়। এই চক্রে জিনগণ আবির্ভূত হন। ইঁহাদিগকে চক্রবর্ত্তী বলে। শেষ যে দুইজন জিন আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। মহাবীর ত্রিহুতের রাজধানা বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জিনগণের মতে হিংসা বর্জ্জনীয়। জৈনগণ দুইভাগে বিভক্ত; শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ ও যতি সংসারত্যাগী। যদিচ ইঁহাদের মন্দিরে দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা হয়, কিন্তু ইঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

সিদ্ধান্তসার।

—:০:—

তৃতীয় অধ্যায়।

তন্ত্র-মত।

১। তন্ত্রোক্ত ত্রিবিধ-সাধন।

(১) পশু ভাব (২) দিব্য ভাব (৩) বীর ভাব। এই ত্রিবিধ সাধন আছে।

পশু ভাব—অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, মনেও নারী স্মরণ করিবে না।

দিব্য ভাব—শুদ্ধান্তঃকরণ, দ্বন্দ্বাতীত, বীতরাগ, সর্ব্বভূতে সম, ক্ষমী, দেবতা-স্বরূপ।

বীরসাধন কর্ম্ম—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধন।

পশু ভাব হইতে দিব্য ভাব হয়। কলিতে পশু ভাব নাই, অতএব দিব্য ভাব হইতে পারে না।

২। কলিতে তন্ত্র-মতই ফলপ্রদ।

কলিকালে তন্ত্রোক্ত মতই ফলপ্রদ। বৈদিক মন্ত্র "বিষহীনোরগাঃ ইব" ঢোঁড়া সাপ। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকার ইন্দ্রিয় থাকিলেও কার্য্য হয় না। সেইরূপ বৈদিক মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। বন্ধ্যা স্ত্রীসঙ্গমের ন্যায় সিদ্ধি হয় না।

৩। তন্ময়।

"তৎ" শব্দের অর্থ বেদান্তবেদ্য ভগবান। সব দেবদেবী আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ তন্ময় অর্থাৎ ব্রহ্মময়।

৪। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ।

ব্রহ্মকে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা জানা যায়।

স্বরূপ লক্ষণ।

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্‌মনসগোচরম্।
অসত্রিলোকীসত্তাণং স্বরূপং ব্রাহ্মণঃ স্মৃতম্॥

যিনি সত্তামাত্র, স্বগতভেদরহিত, অবাঙ্‌মনসগোচর, মিথ্যা জগৎকে সত্যবৎ জ্ঞান যাঁহা হইতে হইতেছে, ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ।

যতঃ বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মলক্ষণঃ॥

যাঁহা হইতে বিশ্ব সমুদ্ভূত, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, যাঁহাতে লয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণদ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, তটস্থ দ্বারা তাঁহাকেই জানা হয়।

৫। ব্রহ্মের সাধন।

তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের সাধনা হইতে পারে।

৬। সদ্‌গুরু লাভ।

বহু জন্মের অর্জ্জিত পুণ্য থাকিলে সদ্‌গুরু লাভ হয়। সেই সদ্‌গুরুর মুখ হইতে ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করিতে হইবে। 'এজন্য ইহাকে গুরুমুখী বিদ্যা বলে'। সদ্‌গুরুর মুখ হইতে ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করা মহা

ভাগ্যের কথা। পুস্তক দেখিয়া এই বিদ্যা লাভ করিলে তাহাতে ফল হয় না।

৭। ব্রহ্ম-মন্ত্র। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র-চৈতন্য।

"ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এইটা সিদ্ধ মন্ত্র। শুধু মন্ত্র লাভ করিলে হইবে না। মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান হওয়া চাই।

(ক) অ+উ+ম=ওঁ।

অকারেন জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেন জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥

ওঁ। অকারের অর্থ জগৎপাতা। উকারের অর্থ সংহর্ত্তা। মকারের অর্থ জগৎস্রষ্টা। প্রণবের ইহাই অর্থ।

(খ) সচ্ছব্দেন সদাস্থায়ী চিৎচৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
সৎ স্থায়ি। চিৎ চৈতন্য॥

একমদ্বৈতম্।

(গ) একম্ এক, অদ্বৈতম্ অদ্বৈত।

(ঘ) বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম গীয়তে॥

ব্রহ্ম "বৃংহ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অর্থাৎ বৃহৎ নিরতিশয়।

মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা জ্ঞানই মন্ত্রচৈতন্য।

যিনি সর্ব্বব্যাপি সনাতন অবিতর্ক নিরাকার বাচাতীত নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মই এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

৮। ঋষ্যাদি ন্যাস।

"শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামী নির্গুণ পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ।" ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, সর্ব্বান্তর্যামী নির্গুণ পরমব্রহ্ম দেবতা। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির জন্য বিনিয়োগ।

৯। অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, সচ্ছিবসে স্বাহা, চিচ্ছিখায়ৈ বষট্ একং কবচায় হুঁ। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।"

১০। করন্যাস।

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা॥ চিন্মধ্যমাভ্যাং বষট্। একমনামিকাভ্যাং হুঁ॥ ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্"।

১১। প্রাণায়াম।

বাম নাসা রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে মূলমন্ত্র বা প্রণব আটবার জপ করিবে (পূরক)। তারপর দক্ষিণ নাসাও রোধ করিয়া কুম্ভক করিয়া মূলমন্ত্র বা প্রণব ৩২ বার জপ করিবে; অনন্তর দক্ষিণ নাসা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ১৬ বার জপ করিবে [রেচক]।

পুনরায় দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা নিশ্বাস লইতে লইতে ৮বার জপ করিবে, বাম নাসা রোধ করিয়া ৩২ বার জপ করিবে, তারপর বাম নাসা দ্বারা নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ১৬ বার জপ করিবে। পুনরায় বাম নাসা রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু লইতে লইতে ৮ বার জপ করিবে, দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া ৩২ বার জপ করিবে, দক্ষিণ নাসা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ১৬ বার জপ করিবে।

১২। ধ্যান।

হৃদয় কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরি হর বিধি বেস্তং যোগীভি র্ধ্যানগম্যম্॥
জনন মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্তমীড়ে॥

তিনি নির্ব্বিশেষ ও নিরীহ। হরি হর ও ব্রহ্মাই তাঁকে জানেন। যোগীরা ধ্যান দ্বারা তাঁকে লাভ করেন। জন্ম মৃত্যু ভয় নাশক তিনি সত্তাস্বরূপ ও চৈতন্য স্বরূপ ও সকল ভুবনের বীজ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ। সেই ব্রহ্ম চৈতন্তকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি।

১৩। পূজা-মানস উপচার।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।
মহীতত্ত্ব—গন্ধ সমর্পণ করিবে।
আকাশতত্ত্ব—কুসুম, বায়ুতত্ত্ব—ধূপ,
তেজতত্ত্ব—দীপ, তোয়তত্ত্ব—নৈবেদ্য,
পরমাত্মাকে প্রদান করিবে।

১৪। মহামন্ত্র জপ।

"ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র জপ করিবে।
"ওঁ ব্রহ্মার্পনমস্তু" বলিয়া জপফল পরব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে

১৫। বহিঃ পূজা।

সমীপে স্থিত গন্ধপুষ্পাদি বস্ত্রালঙ্কারাদি ভোজ্যপেয়াদি "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি" মন্ত্রে সংশোধন করিয়া চক্ষু মুদিয়া ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া অর্পণ করিবে।

জপ।

চক্ষু চাহিয়া মূল মন্ত্র জপ করিয়া "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া জপফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে।

১৬। স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্॥
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাপ্রকাশিন
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য॥
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যম্ ব্রজামঃ॥ ৫॥

সদা স্থায়ী! সকল লোকাধার! তোমাকে নমস্কার।

চৈতন্য! বিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার।

সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ-রহিত-তত্ত্ব! মুক্তিপ্রদ! তোমাকে নমস্কার।

অতি বৃহৎ! সকল বস্তু ব্যাপনশীল! সত্ত্বাদিগুণরহিত! তোমাকে নমস্কার। ১

তুমি মুখ্য রক্ষাকর্তা! তুমি জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-ভীতগণের উপাস্য!

তুমি মুখ্য জগৎকারণ! বিশ্বরূপ! তুমি জগতের মুখ্য সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা! তুমি মুখ্য শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল, নানাবিধ কল্পনাশূন্য। ২

ভয়ের ভয়! ভয়ানকের ভয়ানক! প্রাণিগণের গতি। পাবনের পাবন! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তুমি মুখ্য নিয়ামক। শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ; রক্ষকের রক্ষক। ৩

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অধীশ! নিয়ন্তা! সর্ব্বরূপ হইয়াও অপ্রকাশ! অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাপ্য। পরমার্থসত্তাশালিন্ মনেরও অবিষয়। হে অক্ষর! ব্যাপক! রূপাদি রহিত অব্যক্ত তত্ত্ব! চন্দ্র সূর্য্যাদিরও অধীশ! তুমি আমাদিগকে ভক্তিবিশ্লেষ বুদ্ধিবিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। ৪

এক ব্রহ্মকেই আমরা স্মরণ করিতেছি; এক ব্রহ্মকেই আমরা জপ করিতেছি। সেই জগতের সাক্ষীকে প্রণাম করিতেছি।

যিনি সৎ জগতাশ্রয়; নিজে আশ্রয়শূন্য, ঈশ, ভব-জলধির পোত-স্বরূপ; আমরা একমাত্র সেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। ৫

১৭। প্রণাম।

ওঁ নমস্তে পরমংব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমঃ নমঃ॥

তুমি পরমব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার! তুমি পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত তোমাকে নমস্কার! তুমি সৎস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

১৮। মহাপ্রসাদ গ্রহণ।

নাত্র বর্ণ বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্॥

ব্রহ্ম নিবেদিত মহাপ্রসাদ ভোজনে জাতি বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই।

১৯। ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকারী।

অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণ মানসঃ!
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্ট চিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যাণাং লোকযাত্রা প্রসিধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্ম সনাতনম্॥

হে মহেশি! ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারনিরত নির্ব্বিকার ও সদাশয় হইতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তিকে মাৎসর্য্যহীন, দম্ভহীন, দয়াবান্, শুদ্ধচেতা, পিতামাতার প্রিয়কারী ও

তাঁহাদের সেবাপরায়ণ হইতে হয়। ব্রহ্মশ্রবণ, ব্রহ্মচিন্তন ও ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ রহিয়াছেন, এইরূপ সর্ব্বদা ভাবিতে হয় এবং এ বিষয়ে সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইতে হয়। হে দেবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিবে না, পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না ও পরস্ত্রীগমন করিবে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কার্য্যের প্রারম্ভে "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিবে এবং পান ভোজনাদি কার্য্যে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিবে। যে উপায় দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা অবলম্বন করা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

ব্রহ্মমন্ত্রে সকল বর্ণের অধিকার।

বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিনঃ ॥

ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকলের এই মন্ত্রে অধিকার আছে।

২০। ব্রহ্মগায়ত্রী।

"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ"। পরমেশ্বরকে বোধগম্য করি। ব্রহ্মতত্ত্বকে চিন্তা করি। সেই ব্রহ্ম আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গে বিনিযুক্ত করুন। পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়া এই গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

২১। প্রাতঃকৃত্য।

ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া, পরমব্রহ্ম ধ্যান করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিবে। তারপর ব্রহ্মের প্রণাম করিবে।

২২। ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ।

ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরন ৩২০০০ জপ। ৩২০০ হোম। ৩২০ তর্পণ। ৩২ অভিষেক। ব্রাহ্মণ ভোজন ১টী

২৩। কলিতে ব্রহ্মদীক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥

দেবি! আমি সত্য বলিতেছি কলিতে ব্রহ্মদীক্ষা বিনা সুখসম্পত্তি সাধন ও মোক্ষসাধক অন্য কোন সাধনা নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই।

২৪। প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অভেদ।

প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। সত্বগুণ রজগুণে লয় হয়। রজঃ তমগুণে লয় হয়। অতএব তখন প্রলয় অবস্থা। সব লয় হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করিতেছে। তখন কোন ক্রিয়া নাই। সকল গুণগুলি পরস্পর অভিভূত ও লয় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রকৃতিও নির্গুণ। ব্রহ্ম নির্গুণ, প্রকৃতিও নির্গুণ, উভয়ের এক অবস্থা। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই, প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ। অতএব উভয়ে এক। শক্তি ও শক্ত এক, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি এক।

প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্ম আর ব্রহ্মযুক্ত প্রকৃতি একই জিনিষ। শিবলিঙ্গ এই ব্রহ্ম প্রকৃতির অনুকল্প। গৌরীপট্ট মূল প্রকৃতি আর লিঙ্গ ব্রহ্ম। শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, লিঙ্গ অর্থাৎ লয় স্থান। অর্থাৎ ব্রহ্মেই উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ।

২৫। ব্রহ্ম উপাসনায় যে ফল, প্রকৃতি সাধনায় সেই ফল।

যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ॥

ব্রহ্ম উপদেশে সর্ব্বপাতক হইতে যেরূপ বিমুক্ত হয়, তোমার সাধনাদ্বারা সেইরূপ ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করে।

২৬। প্রকৃতি সকলের জননী।

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

পরমাত্মা ব্রহ্মের তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি।

ত্বত্তঃ জাতঃ জগৎসর্ব্বম্ ত্বং জগজ্জননী শিবে॥

তোমা হইতে সর্ব্ব জাত হইয়াছে, হে শিবে, সেজন্য তুমি জগজ্জননী। "অস্মাকম্ অপি জন্মভূঃ" শিবাদির তুমি জন্ম স্থান।

২৭। নিরাকারা হইলেও আকার ধর।

"নিরাকারাপি সাকারা" নিরাকারা হইলেও আকার ধর।

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং" উপাসকের সিদ্ধির জন্য,

"ধৎসে নানাবিধাঃ তনুঃ" নানাবিধ তনু ধারণ কর।

২৮। বীরসাধন প্রত্যক্ষ ফল।

পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ

বীরসাধন কর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে।

কলিতে পশু ভাব বা ব্রহ্মচর্য্য নাই দিব্যভাবও দুর্ল্লভ। বীরসাধন কর্ম্ম প্রত্যক্ষ ফল। কুলাচার বিনা কলিতে সিদ্ধি হয় না।

২৯। কুলাচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান।

কুলাচরণে দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে॥

কুলাচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায়।

৩০। জ্ঞানে শুচি অশুচি নাই।

ব্রহ্ম জ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে॥

ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পবিত্র অপবিত্র নাই।

৩১। সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতি।

সৃষ্টে রাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।

সৃষ্টির আদিতে তমোরূপা অগোচরা এক প্রকৃতি ছিলেন।

প্রকৃতি উপাদান, ব্রহ্ম নিমিত্ত।

ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া।

ব্রহ্মের সিসৃক্ষা অনুসারে তোমা হইতে সর্ব্ব জগৎ জাত হইয়াছে।

৩২। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।

সদরূপম্ সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি,
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু।
ন করোতি ন চ অশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি,
সত্যং জ্ঞানম্ অনাদ্যন্তম্ অবাঙ্মনসগোচরম্।

সর্ব্বদাস্থায়ী, সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বপদার্থ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সদা একরূপ, চিন্মাত্র, সর্ব্ববস্তুতে নির্লিপ্ত, তিনি কিছু করেন না, কিছু ভোজন করেন না, শয়ন করেন না, উপবেশন করেন না; তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, তাঁর আদি নাই অন্ত নাই, তিনি অবাঙ্মনসগোচর।

৩৩। প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিনী।

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগতেতচ্চরাচরম্॥

পর ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া তুমি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ প্রলয়ে নাশ করিতেছ, তুমি "পরা" উৎকৃষ্ট "মহাযোগিনী" অচিন্ত্যশক্তি।

৩৪। মহাকাল তোমার রূপ।

জগৎ সংহারক মহাকাল তোমার রূপ। প্রলয়ে কাল সব গ্রাস করেন। সর্ব্বভূতকে "কলন" গ্রাস করেন এজন্য মহাকাল বলে।

৩৫। প্রকৃতিই কালী।

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।

মহাকালকে গ্রাস করা হেতু তোমার নাম আদ্যা পরা কালিকা।

৩৬। প্রলয়ের পর তোমার রূপ।

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।

বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥

পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তুমি তমোরূপ, নিরাকারা, বাচাতীত, মনের অগম্য, তুমি একা অবশিষ্ট থাক।

আদিতে তুমি তমোরূপা নিরাকারা ছিলে, আবার অন্তেও তমোরূপা নিরাকারা হও।

৩৭। কালী ও ব্রহ্ম এক।

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।

তুমি সাকারা এবং নিরাকারা এবং মায়াতে বহুরূপী হও। তুমি নিজে অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, তুমি কর্ত্রী, হর্ত্রী ও পালিকা।

অতএব ব্রহ্মের সাধনা ও প্রকৃতির সাধনায় এক ফল। রামপ্রসাদ বলেন "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি,"

অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্ম মন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।

যৎফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং তব সাধনাৎ॥

সে জন্য বলিয়াছি ব্রহ্ম সাধনায় যে ফল, তোমার সাধনায় সেই ফল।

৩৮। কলির গুণ।

অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্।
নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্॥

সত্যাদি যুগে মানুষের মানস সংকল্প মাত্রে পাপ পুণ্য হইত, কিন্তু কলিতে মানস সংকল্পে কেবল পুণ্য হয়, কার্য্য না করিলে পাপ হয় না।

৩৯। কলিতে সত্যই ধর্ম্ম।

প্রকটে অত্র কলৌ দেবী সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ॥

কলি প্রবল হইলে সব ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইবে। এক সত্য অবস্থিতি করিবে। অতএব সত্যময় হইবে।

৪০। কর্ম্ম কিসে সফল হয়।

সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহিসুব্রতে॥

সুব্রতে! সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ যে কর্ম্ম করিবে, তাহা সফল হইবে।

৪১। অনৃত অপেক্ষা পাপ আর নাই।

ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম ন পাপমনৃতাৎ পরো।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। মিথ্যা অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই। অতএব মানুষ সর্ব্বতোভাবে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

৪২। সত্যহীন জপ পূজা বৃথা।

সত্যহীনা বৃথা পূজা, সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ মূষরে বপনং যথা॥

সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপঃ বৃথা, ক্ষার-ভূমিতে বীজ বপন যেরূপ নিষ্ফল।

৪৩। সত্যই ব্রহ্ম।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরো নহি॥

পরম ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। সত্য পরম তপস্যা। সর্ব্ব ক্রিয়া সত্যমূলক। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।

৪৪। প্রকৃতি সাধনার বিশেষত্ব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সশক্তি ব্রহ্ম ও সব্রহ্ম শক্তি একই। ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। ব্রহ্মের সাধনে যে ফল, শক্তি সাধনেও সেই ফল।

সাধনের অঙ্গ-মন্ত্র, ন্যাস, ধ্যান, মানস পূজা, বহিঃপূজা, জপ, হোম, স্তবপাঠ ইত্যাদি। এ গুলির আভাস পূর্ব্বেই কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম সাধনায় আবাহন বিসর্জ্জন নাই। প্রকৃতি সাধনায় আবাহন বিসর্জ্জন আছে। আবাহন অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতে দেবতার আবির্ভাব। আর বিসর্জ্জন নিজ আত্মাতে পুনরায় দেবতার তিরোভাব। আর প্রকৃতি সাধনা করিতে হইলে বড় শুদ্ধ পবিত্র হইতে হয়। স্নান দ্বারা দেহ শুদ্ধ করা হয়। কিন্তু দেহ ত্রিবিধ, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। সলিল দ্বারা মাত্র স্থূলস্থ দেহ শুদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাবনা দ্বারা সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ শুদ্ধ

করিতে হয়। স্নানের সময় বলিতে হয় "আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা" আত্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ স্থূল দেহ। "বিদ্যা তত্ত্বায় স্বাহা", বিদ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ। "শিব তত্ত্বায় স্বাহা"। শিব তত্ত্ব অর্থাৎ কারণ দেহ। শুদ্ধিকরণের জন্য বহুবিধ প্রক্রিয়া তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাণায়াম, ন্যাস, ভূতশুদ্ধি এই কয়টী প্রধান।

৪৫। ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ শুদ্ধি।

মেরুদণ্ডের মধ্যে একটী নাড়ী আছে। সেই নাড়ীটী মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ীটার নাম সুষুম্না। এই নাড়ীটার ছয়টী গ্রন্থি বা গাঁট আছে। উহার পারিভাষিক নাম চক্র। ছয়টী চক্রের নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। মূলাধার চক্রটী গুহ্যে অবস্থিত। স্বাধিষ্ঠান চক্রটী লিঙ্গমূলে, মনিপুর নাভিতে, অনাহত হৃদয়ে, বিশুদ্ধ কণ্ঠে ও আজ্ঞা ভ্রূমধ্যে অবস্থিত।

সুষুম্নার বামে একটী নাড়ী আছে তাহার নাম ইড়া ও দক্ষিণ ভাগে একটী নাড়ী আছে তাহার নাম পিঙ্গলা। এই দুইটী নাড়ীও ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আজ্ঞা চক্রে এই নাড়ীত্রয় মিলিত হইয়া তাহার পর পৃথক প্রবাহিত হইয়া মূলাধারে মিশিয়াছে। আজ্ঞাচক্রকে এজন্য মুক্ত ত্রিবেনী বলা হয়। রামপ্রসাদের গান আছে,

শিব শক্তি মধ্যে বামে জাহ্নবী যমুনা নামে
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।

ইড়া জাহ্নবী, পিঙ্গলা যমুনা, সুষুম্না সরস্বতী। সুষুম্নার প্রত্যেক চক্রে এক একটী পদ্ম আছে। ঐ পদ্মগুলি অধোমুখ ও মুদিত।

১। মূলাধার চক্র।

মূলাধার চক্রে একটা পদ্ম আছে; ঐ পদ্মটার চারিটা দল বা পাতা। চারটি দলে চারটা বর্ণ ব শ ষ স রহিয়াছে। এবং যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ রহিয়াছে। পদ্মের মধ্যস্থলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন। ত্রিবলয়াকৃতি কুলকুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ফণা দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

"ভুজঙ্গরূপা লোহিতা স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা"।

বহ্নি মণ্ডল ত্রিকোণ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। এই পদ্মে লং বীজ। এবং লং বীজের মধ্যে হস্তিবাহন পৃথিবী আছেন। এই পদ্মে প্রথম শিব ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি আছেন।

"মূলে পৃথ্বী ব—স অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিবে বেড়ে কুণ্ডলিনী।"

২। স্বাধিষ্ঠান চক্র।

এই পদ্মটী ষড়্দল। ব ভ ম য র ল এই ছয়টী বর্ণ, ছয়টী পাতায় আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা এই ছয়টী বৃত্তি ও ছয়দলে আছে। ইহাতে দ্বিতীয় শিব বিষ্ণু ও রাকিনী শক্তি রহিয়াছেন। বং বরুণ বীজ আছেন ও বীজের মধ্যে মকরবাহন বরুণ রহিয়াছেন।

স্বাধিষ্ঠানে ব—ল অন্তে ষড়্দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু শিব ভৈরবী রাকিনী॥

(৩) মণিপুর চক্র। এই পদ্মটী দশদল। ইহাতে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটী বর্ণ আছে। লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা,

সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয় এই দশটি বৃত্তিও দশ দলে আছে। বাণলিঙ্গ আছেন। রং বীজ রহিয়াছে, ও বীজের মধ্যে মেষ-বাহন অগ্নি রহিয়াছেন। তৃতীয় শিব রুদ্র ও লাকিনী শক্তি রহিয়াছেন।

ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজধারিণী।
ড—ফ অন্তে দিগ্‌দলে শিব ভৈরবী লাকিনী॥

(৪) অনাহত চক্র। এই পদ্মে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণ আছে। আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিফলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি আছেন। এখানে শিব ঈশ্বর ও কাকিনী শক্তি আছেন। যং বায়ু বীজ আছেন এবং বীজের মধ্যে কৃষ্ণসার-বাহন বায়ু আছেন।

অনাহত ষট্‌কোণে দ্বিষড়্‌দলবাসিনী।
ক—ঠ অন্তে বায়ু বীজ শিব ভৈরবী কাকিনী॥

(৫) বিশুদ্ধ চক্র। এটি ষোড়শ দল পদ্ম। প্রতি দলে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ ং ঃ এই কয়টী বর্ণ আছে। নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, এই সপ্ত স্বর, বিষ, হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত আছে। শিব অর্দ্ধ নারীশ্বর সদাশিব ও শাকিনী শক্তি আছেন। হং আকাশ বীজ ও বীজের মধ্যে শ্বেত হস্তিবাহন আকাশ আছেন।

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিন্দু আসন শিব শঙ্করী শাকিনী॥

(৬) আজ্ঞা চক্র। এটি দ্বিদল। হ ক্ষ বর্ণ আছেন এবং "ল" এই বর্ণটি গুপ্তভাবে আছেন। সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণ আছেন।

এখানে শিব লিঙ্গ আছেন। শিব পরশিব ও হাকিনী শক্তি আছেন। এই চক্রে মন আছেন।

ভ্রূ মধ্যে দ্বিদলে মন শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে হ ক্ষ বর্ণ হাকিনী॥

সহস্র দল পদ্ম। এখানে পরম শিব আছেন। পরম শিবই পরমাত্মা।

আমার মনের বাসনা জননি॥
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হলক্ষ ব্রহ্মরূপিনী।

স্বাঙ্কে নিধায় চ করাবুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্।
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাস্তু তাম্
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥
গন্ধাদি ঘ্রাণ সংযুক্তাং পৃথিবীমপসু সংহরেৎ
রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ॥
রূপাদি চক্ষুষা সার্দ্ধম্ অগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ
স্পর্শাদি ত্বগ্ যুতং বায়ুম্ আকাশে প্রবিলাপয়েৎ॥
অহঙ্কারে ক্ষুরব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি
মহত্তত্ত্বং প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥

(১) সাধক শ্রেষ্ঠ উত্তান করতলদ্বয় নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মনকে মূলাধার চক্রে স্থাপনপূর্ব্বক হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া হংসঃ এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্বাধিষ্ঠান চক্রে আনয়ন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদয় জলাদি তত্ত্বে লীন করিবে।

(২) অনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ প্রভৃতির সহিত পৃথিবী জলে লীন করিয়া পরে রসনেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল অগ্নিতে লীন করিবে। (৩) পরে রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে। (৪) তৎপরে স্পর্শ প্রভৃতি ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুকে আকাশে লীন করিবে। (৫) অনন্তর শব্দ সহিত আকাশ অহঙ্কার তত্ত্বে লীন করিয়া, (৬) অহঙ্কার তত্ত্ব ও বুদ্ধি তত্ত্বে লীন করিবে। (৭) অনন্তর বুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রকৃতিতে লীন করিয়া ব্রহ্মেতে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে। এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব লয় করিতে হইবে।

ভূত শুদ্ধি করিতে হইলে মূলাধার স্থিত কুণ্ডলিনী সহস্রারে লইয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সব লয় করিয়া তুরীয়েতে অবস্থান করিতে হইবে।

ধরা জল বহ্নিবাত লয় হয় অচিরাৎ।
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে॥

সপ্তদশ সূক্ষ্মশরীরের সহিত জীবাত্মাকে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত এক করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে হইবে। তিনি জাগরিতা হইলেই অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হইবে। তিনি জাগরিত হইয়া ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ করিবেন। সে সময় মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা ডাকিনী, বর্ণ, বৃত্তি, পৃথিবী লংবীজ কুলকুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। কুল কুণ্ডলিনী ব্রহ্মবিবর দিয়া স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে সে পদ্মও ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। স্বাধিষ্ঠান স্থিত বিষ্ণু, রাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, বরুণ, বংবীজ সব কুলকুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। কুলকুণ্ডলিনী তার পর ব্রহ্ম-বিবর দিয়া মণিপুর চক্রে উপনীত হইলে মনিপুরস্থ রুদ্র, লাকিনী

শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, অগ্নি, রংবীজ কুলকুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। কুলকুণ্ডলিনী তার পর অনাহত পদ্মে উপনীত হইলে তথাকার ঈশ্বর, কাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, বায়ু, যংবীজ, কুলকুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। তার পর বিশুদ্ধ চক্রে উপনীত হইলে চক্রস্থ অর্দ্ধ-নারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, আকাশ, হংবীজ, কুল কুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। তার পর কুল কুণ্ডলিনী আজ্ঞা চক্রে উপনীত হইলে চক্রস্থিত পরশিব, হাকিনী শক্তি, বর্ণ, বৃত্তি, সত্ত্ব, রজ, তম, কুল কুণ্ডলিনীতে লয় হইবে। আজ্ঞা চক্র ভেদ করিয়া কুল কুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত মিলিত হন।

আজ্ঞা চক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের খেদ।
হংসী রূপে মিল হংস বরে॥

তারপর ভাবনা করিতে হইবে বাম কুক্ষিতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পাপ পুরুষ আছেন। পাপ পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্ব পাপাত্মক। বায়ু বীজ "যং" ষোড়শবার জপ করিয়া, বাম নাশা দ্বারা, বায়ু পূরণ করিবে। তাহাতে পাপ পুরুষের দেহ শুষ্ক হইবে। তারপর অগ্নি বীজ চতুঃষষ্ঠি বার রং জপ দ্বারা কুম্ভক করিতে হইবে। ঐ পাপপুরুষের দেহ দগ্ধ হইবে। তার পর "বং" বরুণ বীজ ৩২ বার জপ দ্বারা রেচক করিতে হইবে। তাহাতে চন্দ্র সুধা দ্বারা সূক্ষ্ম দিব্য শরীর সৃষ্ট হইবে। মূলাধারে "লং" পৃথিবী বীজ চিন্তা দ্বারা ঐ শরীর দৃঢ় হইল ভাবিতে হইবে।

তারপর কুলকুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া প্রত্যাগমনকালে বিলোম ক্রমে যেমন যেমন চক্রে উপনীত হইবেন, অমনি সেই সেই চক্রের দেবতা প্রভৃতি সৃষ্ট হইবেন।

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি ;
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।

৪৬। মাতৃকা ন্যাস।

মাতৃকা অর্থাৎ সরস্বতী। তাঁর মুখ হস্ত চরণ মধ্যদেশ বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎ বর্ণ বিভাগে রচিত। সরস্বতীকে ধ্যান করিয়া ষট্ চক্রে মাতৃকা ন্যাস করিতে হইবে।

আজ্ঞা চক্রে হ-ক্ষ বর্ণ, বিশুদ্ধ চক্রে ষোড়শ স্বরবর্ণ, অনাহত চক্রে ক-ঠ বর্ণ, মনিপুরে ড-ফ বর্ণ, স্বাধিষ্ঠানে ব-ল ও মূলাধারে ব-স ন্যাস করিবে।

৪৭। প্রাণায়াম।

দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া, হ্রীঁ ষোড়শ বার জপ করিতে ২ বাম নাসার আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা, দেহ পূর্ণ করিতে হইবে, পরে দক্ষিণ নাসা ও রোধ করিয়া, ৬৪ বার হ্রীঁ জপ করিয়া, কুম্ভক করিতে হইবে। ৩২ বার হ্রীঁ জপ করিয়া, দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই রূপ অনুলোম বিলোম তিন বার করিলে একটী প্রাণায়াম সম্পন্ন হইবে।

ভূত শুদ্ধি, ন্যাস, ও প্রাণায়াম দ্বারা নিজে শুদ্ধ হইয়া তার পর মার পূজার অধিকারী হওয়া যায়।

৪৮। "মা"র আসন দাস দাসী প্রভৃতি।

ঠাকুর বলিতেন "অমুক জায়গায় বাবু যাবেন। আগে শতরঞ্চি তাকিয়া পাঠান হয়, তার পর চাকর বাকর আলবোলা নিয়ে আসে তার পর বাবু আসেন।

আধারশক্তি কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাত তরু, চিন্তামণি গৃহ, মণিমাণিক্য বেদিকা, তাহার উপর পদ্মাসন এই সব সাধক হৃদপদ্মে চিন্তা করিবেন। তাহার উপর আসন কল্পনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য সেই আসনের পাদ। আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন, স্বত্ব, রজ, তম, বর্ত্তমান কল্পনা করিতে হইবে। তার পর অষ্টনায়িকা, মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তি, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী মার দাসী রহিয়াছেন কল্পনা করিতে হইবে। তারপর অষ্ট ভৈরব অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, চণ্ডভৈরব ক্রোধভৈরব, উন্মত্ত-ভৈরব, কপালীভৈরব, ভীষণভৈরব সংহারীভৈরব মার প্রহরী রহিয়াছেন কল্পনা করিতে হইবে।

মার এই সব ঘর বাড়ী আসবাব দাস দাসী কল্পনা করিয়া তার পর মার ধ্যান করিতে হইবে।

৪৯। ধ্যান।

ধ্যান দ্বিবিধ—অরূপ অর্থাৎ নিরাকার ও সরূপ অর্থাৎ সাকার।

অরূপ ধ্যান।

অরূপং তব যদ্ধ্যানম্ অবাঙমনসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তম্ ইদ মিথং বিবর্জ্জিতম্॥

তোমার নিরাকার ধ্যান বাক্য মনের অগোচর, তাহা অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী, ইহা তাহা বর্জ্জিত, অর্থাৎ অনির্দ্দেশ্য সিদ্ধান্ত রহিত।

নিরাকার ধ্যান কঠিণ।

অগম্যং যোগিভি র্গম্যং কৃচ্ছ্রে, র্বহু শমাদিভিঃ।

সাধারণে নিরাকার ধ্যান পারিবে না। যোগীরা প্রাজাপত্যাদি ব্রত বহু সংবৎসর করিয়া সেই ধ্যানে অধিকারী হন।

নিরাকার ধ্যানের উপায় সাকার ধ্যান।

মনসঃ ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্ম ধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং কথয়ামি তে॥

মনের ধারণার নিমিত্ত, শীঘ্র অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য, এবং সূক্ষ্ম ধ্যান অভ্যুদয় হেতু, তোমায় স্থূল ধ্যান কহিতেছি।

৫০। রূপ সম্ভব কি?

অরূপায়া কালীকায়াঃ কালমাতুঃ মহাদ্যুতেঃ।
গুণ ক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপ কল্পনা॥

রূপবান পদার্থের স্থূলধ্যান সম্ভব। আদি অন্তশূন্য অরূপ পদার্থের স্থূল ধ্যান কি করিয়া হইবে?

যদিচ কালিকা অরূপা, কালমাতা, মহাদ্যুতি, তথাপি সত্ত্ব, রজ, তম গুণ প্রভাব হেতু এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যানুসারে, তাঁহার রূপ কল্পনা করা হয়।

৫১। স্থূল রূপ!

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং।
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দ স্থিতাং॥
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরম্ মাধ্বীকমন্তং।
মহাকালং বীক্ষ্য বিকাসিতানন বরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥

মেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, যাঁহার শিরে শশী, ত্রিনয়না, রক্তাম্বরা, হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, বিকসিত রক্তপদ্মে উপ-

বষ্ট সম্মুখে মহাকাল মাধ্বীকপুষ্পজাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার বদন কমল বিকসিত হইতেছে, তাদৃশী আদ্যাকালীকে ভজনা করি।

৫২। মানস উপচার পূজা।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়ো র্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমণং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজ শিরে পুষ্প দিয়া সাধক মানস উপচারে পূজা করিবে। আসন, পাদ্য, অর্ঘ, আচমন, স্নানীয়, বসন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ইত্যাদি উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়।

আসন—হৃৎপদ্মাসন ; পাদ্য—সহস্রারচ্যুতামৃত।
অর্ঘ—মন ; আচমন— ঐ
বসন—আকাশতত্ত্ব ; স্নানীয়— ঐ
গন্ধ—গন্ধতত্ত্ব , পুষ্প—চিত্ত
ধূপ—পঞ্চপ্রাণ ; দীপ—তেজস্তত্ত্ব
নৈবেদ্য—অমৃতসমুদ্র ; ঘণ্টা—অনাহতধ্বনি
চামর—বায়ুতত্ত্ব ; নৃত্য—ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও মনের চাঞ্চল্য।

৫৩। নানাপুষ্প।

অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদন্তথা।

অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।

অমাৎসর্য্য মলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্।

নিজ অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য নানাবিধ পুষ্প দিবে। অমায় মায়ার অভাব, অনহঙ্কার নিজে পূজ্যত্ব অভিমানশূন্যতা, অরাগ ক্রোধাভাব, অমদ ধনবিলাস নিমিত্ত মদের অভাব, অমোহ-অবিবেকের অভাব, অদম্ভ-কপটতাভাব, অদ্বেষ-অপ্রীতির অভাব, অক্ষোভ-এটা করা সেটা করা এইরূপ চাঞ্চল্যের অভাব, অমাৎসর্য্য-অন্যের শুভে দ্বেষের অভাব, অলোভ এই দশটী পুষ্প দিতে হইবে।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ

দয়া ক্ষমা জ্ঞান পুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্॥

অহিংসা-পরপীড়া নিবৃত্তি।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-বিষয়ে চক্ষুরাদি সংযম।

দয়া-নিষ্কারণ পরদুঃখ বিনাশেচ্ছা।

ক্ষমা-অপকার করিলেও প্রত্যপকার না করা।

জ্ঞান-সারাসার বিবেক নৈপুণ্য।

এই পঞ্চপুষ্প দিতে হইবে।

৫৪। বলিদান।

কামক্রোধো বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপঞ্চ চরেৎ।

বিঘ্নকারী কাম ক্রোধের বলি দিয়া জপ করিবে।

এইরূপে মানস পূজার পর বাহ্য পূজা করিতে হয়।

৫৫। পঞ্চতত্ত্ব।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুন মেবচ।
শক্তি পূজা বিধাবাত্তে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥

শক্তি পূজায় মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন বিহিত। এগুলিকে পঞ্চতত্ত্ব বলে।

পঞ্চ তত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
পঞ্চতত্ত্ব না দিয়া পূজা করিলে হিংসা কর্ম্ম হইয়া পড়ে।

৫৬। পঞ্চতত্ত্ব শোধন।

পূজার পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিতে হয়। মুদ্রা-লুচি, খৈ, মুড়ি চিনের বাদাম ইত্যাদি। কলিতে স্বকীয়া স্ত্রীতে ছাড়া মৈথুন হয় না। সে জন্য মৈথুনের প্রতি-নিধি "কুম্বীধ" রক্ত চন্দন দিবে। মদ্যের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ মধু ও চিনি এই মধুত্রয় দিতে হয়। তত্ত্বশুদ্ধির নানারূপ মন্ত্র আছে।

৫৭। সুরার তিনটি শাপ।

সুরাপান বিষয়ে তিনটী অভিশাপ আছে। ব্রহ্মার শাপ, শুক্রাচার্য্যের শাপ ও শ্রীকৃষ্ণের শাপ অর্থাৎ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য ও কৃষ্ণ অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন। সুরাপান করিবার পূর্ব্বে সুরাকে এই ত্রিবিধ শাপ হইতে মুক্ত করিতে হয়। ব্রহ্মা সুরাপানে মত্ত হইয়া নিজ কন্যায় উপগত হইতে প্রবৃত্ত হন। শুক্রাচার্য্য মত্ততাহেতু নিজ শিষ্য কচের মাংস ভক্ষণ করেন। কৃষ্ণ-পুত্রগণ সুরাপান করিয়া পরস্পরকে নিধন করেন। এবং তজ্জন্য যদুবংশ ধ্বংস হয়। এজন্য ইঁহারা শাপ দিয়া গিয়াছেন যে সুরাপান করিবে সে নিরয়গামী হইবে। সুরাপানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহার পরিণাম ভাবা

উচিত। ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য এবং কৃষ্ণ তনয়গণের যদি এরূপ মতিভ্রম হওয়া সম্ভব, তাহা হইলে সামান্ত জীবের মতিভ্রম হইবে তাহা বিচিত্র কি? সে জন্ত সুরার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। এই তিনটি শাপ সুরার বিষময় পরিণাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫৮। মদ্যশোধন।

নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা সুরা শোধন করিতে হয়। প্রথমে শুক্রশাপ মোচনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্।
সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয় সম্ভবে
অমাবীজ ময়ে দেবি শুক্র শাপাদ্বিমুচ্যতাম্।
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি
তেন সত্যেন তে দেবী ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥

হে সুধাদেবি! পরব্রহ্ম নিত্য ও স্থূল সূক্ষ্মময়। এক তিনি ভিন্ন অপর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্মসত্বা সর্ব্বত্র উপলব্ধি দ্বারা তোমার কচ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ করি। দেবি! তুমি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে তোমার স্থিতি। সহস্রারে "অমা" নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে তাহার তুমি বীজ। এক্ষণে তুমি শুক্র শাপ হইতে বিমুক্ত হও। যদি বেদের বীজ প্রণব হয় সেই প্রণব দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ হউক।

তাহার পর এই ঋক্ উচ্চারণ করিতে হয়।

হ্রীঁ হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরীক্ষসৎ

হোতা বেদিসৎ অতিথি র্দুরোণসৎ
নৃসৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ অব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥

'যিনি হংস-' পরমাত্মা।

শুচিসৎ- নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যরূপ।

বায়ু- বায়ু স্বরূপ।

অন্তরীক্ষসৎ-আকাশ স্বরূপ।

হোতা- যজমান স্বরূপ।

বেদিসৎ- অগ্নি স্বরূপ।

অতিথি- অতিথি স্বরূপ।

দুরোণসৎ- গৃহাগ্নি স্বরূপ।

নৃসৎ- চৈতন্যরূপে মনুষ্য মাত্রে স্থিত।

বরসৎ- বরনীয়।

ঋতসৎ- সত্যে-অবস্থিত।

ব্যোমসৎ আকাশে অবস্থিত।

অব্জা- বিদ্যুৎ অগ্নিরূপে অবস্থিত।

গোজা- রশ্মিরূপে অবস্থিত।

অদ্রিজা- আদিত্যরূপে অবস্থিত।

ঋতং- সত্যস্বরূপ।

বৃহৎ- ব্রহ্ম।

আমরা তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেছি।

ব্রহ্মার শাপ মোচনের মন্ত্র এই :—

ওঁ ব্রাং ব্রীং ব্রূং ব্রৈং ব্রৌং ব্রঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈঃ
সুধাদেব্যৈ নমঃ।

কৃষ্ণ শাপ মোচনের মন্ত্র এই:—

ক্রাঁ ক্রাঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রোঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ

সুধা কৃষ্ণ শাপং মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা।

৫৯। মাংস শোধন।

বিষ্ণোর্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ।

মাংসং মে পবিত্রীকুরু কুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্॥

বিষ্ণুর বক্ষে যে দেবী অধিষ্ঠিত, শঙ্করের বক্ষে ও যে দেবী অধিষ্ঠিত সেই দেবী আমাদের মাংস পবিত্র করুন এবং সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদান করুন।

৬০। মৎস্য শোধন।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবৰ্দ্ধনম্।

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

সুগন্ধি, পুষ্টিবৰ্দ্ধন ব্রহ্মাবিষ্ণু রুদ্রের জনক মহেশ্বরকে উপাসনা করি। কর্কোটীফল যেরূপ আপনি পড়িয়া যায়, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে যতদিন না মুক্তি হয় সে পর্য্যন্ত মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।

৬১। মুদ্রাশোধন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবঃ জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদ।

আকাশ মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত চক্ষুদ্বারা যেরূপ সমুদয়ের দর্শন হয় সেইরূপ জ্ঞানীরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করেন। যাঁহারা মেধাবী যাঁহারা বিশেষরূপে স্তব করেন, যাঁহারা জাগরুক, তাঁহারাই বিষ্ণুর পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন।

৬২। পঞ্চতত্ত্বে ব্রহ্মের সত্তা অনুভব।

মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রাতে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করা হেতু এ সকল পবিত্র হইল।

৬৩। মূলমন্ত্রই শ্রেষ্ঠমন্ত্র।

এই কয়টী মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করা চলে,

অথবা 'সর্ব্বতত্ত্বানিমূলে নৈব বিশোধয়েৎ।'

কেবল মাত্র মূলমন্ত্রদ্বারা শোধন করা যায়। মূলে যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহার শাখা পল্লবে আবশ্যক কি?

[তারপর প্রচলিত নিয়মানুসারে মার বহির্পূজা করিতে হয়।]

৬৪। স্তোত্র পাঠ।

হ্রীঁ কালী শ্রীঁ করালী চ ক্রীঁ কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশ কৃপান্বিতা॥
কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা॥
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দ বিবর্দ্ধিনী॥
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশ বিমোচনী।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী॥
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিনী॥
কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্বপুষ্প-সন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী॥

কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া॥
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী॥
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্য-নাশিনী কামরূপিনী॥
কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী।
কমনীয়কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা॥
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা॥
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা।
কারণার্নবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী॥
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া॥
কস্তূরীদাহ জননী কস্তূরামৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা॥
কর্পূরমাল্যাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা॥
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া॥
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজাপপরায়না।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিনী॥
কুলাচারকৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী।
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী॥

কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥
কলমঞ্জীরচরণা কণৎকাঞ্চীবিভূষণা।
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিনী।
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥
ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী।
ইত্যাদ্যা কালিকাদেব্যা শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

তুমি হ্রীং মায়াবীজ স্বরূপা। তুমি কাল শক্তি। তুমি শ্রীং লক্ষীবীজ স্বরূপা। তুমি করালী। তুমি ক্রীঁ [ক-কালী, র-ব্রহ্ম, ঈ-মহামায়া, ‿ বিশ্বমাতা, ০ দুখহরা ॥] [মোক্ষের নিমিত্ত কালিকার পূজা করিবে।]

তুমি কল্যাণী, তুমি কলাবতী, কমলা, কলিদর্পঘ্নী। কপর্দীশ জটাজুটধারী মহাদেবের প্রতি তুমি কৃপাবতী।

তুমি কালিকা, কালমাতা, কালানল সদৃশ তোমার দ্যুতি। তুমি কপর্দ্দিনী, করাল বদনা। তুমি করুণামৃতসাগরা। তুমি কৃপাময়ী, কৃপাধারা, তোমার অপার কৃপা। কৃপা করিয়া যাহাকে জানাও, সেই তোমাকে জানিতে পারে। তুমি কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দ-বিবর্দ্ধিনী।

তুমি কালরাত্রি, কামরূপা ও কামপাশবিমোচনী। তুমি কাদম্বিনী কলাধারা। তুমি কলি-কল্মষ-নাশিনী।

কুমারী পূজাতে প্রীত হও, কুমারী পূজকের আলয়ে বাস কর, কুমারী ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়, কারণ তুমি কুমারী-রূপধারিনী।

তুমি কদম্ব-বন-সঞ্চারা, তুমি কদম্ব বন-বাসিনী, তুমি কদম্ব-পুষ্প-সন্তোষা, তুমি কদম্বপুষ্পের মালা পর।

তুমি কিশোরী, তোমার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কলনাদ-নাদিনী। তুমি কাদম্বরী (মদিরা) পানরতা। কাদম্বরী তোমার প্রিয়।

তুমি নরকপালপাত্রে পরিতুষ্টা, কঙ্কাল (শরীরাস্থি)-মাল্য ধারিনী, কমলাসনসন্তুষ্টা, পদ্মাসনে (বা শবাসনে) উপবিষ্টা, কমলালয়মধ্যস্থা, কমলামোদমোদিনী, কলহংসগতি (মন্থরগামিনী), ভক্তজনের ক্লৈব্য নাশ কর। তুমি কামরূপধারিনী।

তুমি কামরূপে নিয়ত বাস কর। তুমি কামাক্ষাপীঠে বিহার করিয়া থাক। তুমি কমনীয়া কল্পলতাস্বরূপা। কমনীয় বিভূষণ-ভূষিতা।

কমনীয় গুণ দ্বারা তোমাকে আরাধনা করা যাইতে পারে; তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী, কারণামৃত দ্বারা তোমার সন্তোষ হয়, কারণ দ্বারা যার আনন্দ হয়, তাকে সিদ্ধি দান কর।

যাহারা কারণানন্দের সহিত তোমার জপ করে, তাহাদের তুমি ইষ্ট দেবতা। কারণ দ্বারা যে পূজা করে, তাহার উপর তুমি প্রীত হও। কারণ-বারিতে তোমার নিয়ত অধিষ্ঠান, তুমি কারণ-ব্রত-পালিনী।

কস্তুরী গন্ধে আনন্দিতা হও; কস্তুরী তিলক ধারণ করিয়া উজ্জ্বলা হও। কস্তুরী দ্বারা পূজা করিলে, তাহার অনুরক্ত হও, সেই পূজক তোমার প্রিয়।

যে কস্তুরী ধূপ দেয়, তাহাকে জননীর ন্যায় পালন কর। তুমি কস্তুরী-মৃগ-তোষিনী, কস্তুরী ভোজনে প্রীতা হও, ও কর্পূর গন্ধে আমোদিতা হও।

তুমি কর্পূরমাল্যাভরণা। তোমার অঙ্গ কর্পূর-মিশ্রিত-চন্দন দ্বারা চর্চিত।

কর্পূর মিশ্রিত সুধাতে তোমার আনন্দ বর্দ্ধন হয়। কর্পূর যুক্ত কারণ পান করিয়া থাক। তুমি কর্পূরসাগরস্নাতা ও কর্পূরসাগরালয়া।

তুমি হুং বীজ জপে প্রীতা হইয়া থাক। হুঙ্কার দ্বারা দৈত্যদের তেজ হরণ করিয়াছিলে। তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা, তুমি কৌলিকপ্রিয়কারিণী।

তুমি কুলাচারতৎপরা, কৌতুকিনী ও কুলমার্গ প্রদর্শিনী। তুমি কাশীশ্বরী, কষ্টহর্ত্রী, কাশীশ-বর-দায়িনী।

তুমি কাশীশ্বরকৃতামোদা, কাশীশ্বর মহাকালভৈরবের মনমোহিনী।

তোমার চরণ যুগলের মঞ্জীর সুমধুর শব্দপূর্ণ। তুমি সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ কাঞ্চী বিভূষিতা। তুমি কাঞ্চনাচলবাসিনী ও তুমি কাঞ্চনাচলের জ্যোৎস্নাস্বরূপা।

ক্লীং বীজ জপে তোমার প্রীতি হয়। তুমি কামবীজ স্বরূপিনী। তোমারই প্রসাদে কুমতির নাশ হয় ও কৌলগণের দুঃখ দূর হয়। তুমি কুলকামিনী।

তুমি ক্রীং হ্রীং শ্রীং এই তিন বর্ণ জপকারীর কালকণ্টক উদ্ধার করিয়া থাক। আদ্যা কালিকা দেবীর এই শতনাম প্রকীর্ত্তিত হইল।

৬৫। পঞ্চতত্ত্ব কি ?

সব শুনিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চতত্ত্ব কি ?

শিব বলিলেন,

আদ্যতত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে
অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্ বিদ্ধি বরাননে ॥

তেজই আদ্য তত্ব অর্থাৎ মদ্য। পবন দ্বিতীয় তত্ব অর্থাৎ মাংস। জল তৃতীয় তত্ব অর্থাৎ মৎস্য। পৃথিবী চতুর্থ তত্ব অর্থাৎ মুদ্রা জানিবে। আর এই জগদাধার অন্তরীক্ষ পঞ্চম তত্ব অর্থাৎ মৈথুন ॥

৬৬। সংক্ষেপ পুরশ্চরণ।

(১) যে মন্ত্রের যত জপ বিহিত তাহার চতুর্গুণ জপে পুরশ্চরণ হয়।

(২) অথবা মঙ্গলবার কি শনিবারে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হইলে রাত্রিতে পঞ্চতত্ব সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর পূজা করিবে এবং দশ সহস্র জপ করিবে।

(৩) অথবা এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।

৬৭। কালী-রূপ জাগ্রত।

কালী রূপানি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি।
প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতৎ জগদ্ধিতম্ ॥

কালী মূর্ত্তি বহুপ্রকার। কলিতে এই সব মূর্ত্তি জাগ্রত থাকেন। কলি প্রবল হইলে, এই রূপ জগতের কল্যাণ-কর ॥

৬৮। কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত।

ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তঃ ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীমদাত্মা প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মর্ত্ত্য নিশ্চয় জীবন্মুক্ত॥

৬৯। কলিতে দুটী আশ্রম।

কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থও নাই। গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক দু'টী আশ্রম কলিতে বিহিত। ভৈক্ষুক আশ্রমে কিন্তু বেদোক্ত দণ্ড ধারণ নাই।

৭০। সকল বর্ণের সংন্যাসে অধিকার।

বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা॥

কলি প্রবল হইলে বিপ্র এবং বিপ্রেতর বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রদেরও সংন্যাসে অধিকার আছে।

৭১। কলিতে উপবাস নাই।

কলিতে লোক অন্নগত প্রাণ, উপবাস প্রশস্ত নহে।

উপবাসের প্রতিনিধি দান।

উপবাসের প্রতিনিধি এক দান বিহিত।

৭২। দান সর্ব্ব সিদ্ধিকর।

কলৌ দানং মহেশ্বরি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ.

কলিতে দান সর্ব্বসিদ্ধিকর।

৭৩। ভৈরবী চক্র।

তন্ত্র ভৈরবীচক্রের বিশেষ নিয়ম নাই, কালাকাল নাই। যে কোন

সময়ে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কুলাচার্য্য ত্রিকোণ গর্ভ ও চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহার উপর সুবাসিত জলপূর্ণ ঘট স্থাপনা করিবেন। সেই ঘট, ধূপ দীপ দর্শন করাইয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পঞ্চতত্ত্ব আনিয়া ঘটের সম্মুখে রাখিবেন।

আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর পূজা।

'অলি মন্ত্রে' মন্ত্রপাত্রে আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর পূজা করিবেন।

আনন্দ ভৈরবীর রূপ এইরূপ—

নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্
চারুহাসামৃতা ভাসোল্লসদ্বদন পঙ্কজাম্
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্
বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্॥

নবযৌবনা, তরুণ অরুণের ন্যায় দেহ কান্তি, চারুহাসা, নৃত্যগীত-পরায়ণা, নানাভরণভূষিতা, বিচিত্রবসনা, করে বর এবং অভয়, দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবে।

আনন্দ ভৈরবের রূপ এইরূপ—

কর্পূরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং
দক্ষিণশুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি।

কর্পূরধবল, কমললোচন, দিব্য বসন ও দিব্য আভরণ ভূষিত দেহ কান্তি। বামকরে সুধা (মদ্য) পাত্র। দক্ষিণকরে মাংস মৎস্য মুদ্রা। এইরূপ দেবের ধ্যান করিবে।

উভয়ের সামঞ্জস্য [সঙ্গম দ্বারা একীভাব] চিন্তা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা কারণ শোধন করিবে।

মদ্যের প্রতিনিধি মধুরত্রয়।

কলিকালে গৃহস্থের পক্ষে কারণের প্রতিনিধি মধুরত্রয় অর্থাৎ দুগ্ধ, চিনি ও মধু। এই মধুরত্রয় মদ্য ভাবিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে।

মিথুনের প্রতিনিধি।

মিথুনের প্রতিনিধি দেবীর শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ।

কালীকে নিবেদন।

সব ব্রহ্মময় এইরূপ ধ্যান করিয়া তত্ত্ব সমুদয় কালীকে নিবেদন করিয়া তারপর পান ভোজন করিবে।

ভৈরবী চক্রে পঞ্চ বর্ণের অধিকার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পঞ্চবর্ণই চক্রস্থানে পূজ্য। চক্রমধ্যে যতক্ষণ রহিবে ততক্ষণ বর্ণভেদ করিবে না। চক্র হইতে বিনিসৃত হইলে নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম করিবে।

ভৈরবী চক্রের মাহাত্ম্য।

পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ
চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্ত্বা তৎ ফলং লভতে সুধীঃ।

শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শবমুণ্ডে ও চিতাসনে জপ করিলে যে ফল হয়, চক্রমধ্যে একবার জপ করিলে, সেই ফল লাভ হয়। একবার জপ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। নিত্য ভৈরবী চক্রে জপ করিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

৭৪। তত্ত্বচক্র।

সাধক ছাড়া তত্ত্বচক্রে অধিকার নাই।

তত্ত্বচক্রকে চক্ররাজ বা দিব্য চক্র বলে। এই চক্রে সকলের অধিকার নাই। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ সাধক, মাত্র তাঁহদের এই চক্রে অধিকার।

ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রে অধিকারিতা॥

হে তত্ত্বজ্ঞে! যাঁহারা চরাচর ব্রহ্মময় দেখেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের এই চক্রে অধিকারতা।

সর্ব্ব ব্রহ্মময় চিন্তা।

এই চক্রে ঘটস্থাপনার বা পূজাবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সব ব্রহ্মময় কেবল এই চিন্তা দ্বারাই তত্ত্ব চক্রে সাধন হইতে পারে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক চক্রেশ্বর হইবেন। বিমল আসন পাতিয়া তাহাতে ব্রহ্মসাধকগণসহ উপবেশন করিয়া সম্মুখে তত্ত্ব সমুদয় রাখিবেন। তারপর "ওঁ হংসঃ" এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া,

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।

এই মন্ত্র দ্বারা তত্ত্ব শোধন করিয়া পরব্রহ্মকে সমর্পন করিবেন। তারপর সকলে পান ভোজন করিবেন। ব্রহ্মমন্ত্রে বর্ণভেদ করিবে না।

৭৫। সংন্যাস।

সকলের সংন্যাসে অধিকার।

অবধূত আশ্রমকেই সংন্যাস বলে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ
কুলাবধূত সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্য জাতি এই পঞ্চ বর্ণেরই সংন্যাসে অধিকার আছে।

গুরুকরণ।

সংসারপাশমুক্ত পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইয়া সংন্যাসের প্রার্থনা করিবে।

গুরু বিচার করিয়া সংন্যাসের আদেশ দিবেন।

দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণত্রয় মুক্তি।

ঋণত্রয় মুক্তির জন্য দেব ঋষি ও পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবেন। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের এবং সনক সনন্দন সনাতন আদি ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবেন। দক্ষিণদিকে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ মাতা পিতামহী প্রপিতামহী ও পশ্চিমদিকে মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধমাতামহ মতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধমাতামহীকে পূজা করিবে এবং প্রত্যেককে পিণ্ডদান করিবে। আর তাঁহাদের নিকট ঋণ-মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিবে।

আত্ম শ্রাদ্ধ।

আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে। আত্মশ্রাদ্ধেতে পূর্ব্বোক্তরূপে পিতৃ ঋষি ও দেবতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া "হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" এই মন্ত্র শতবার জপ করিবে।

হোম।

তারপর গুরু কলস স্থাপনা করিয়া পূজা করিবেন এবং বহ্নি স্থাপনা করিবেন। তারপর শিষ্যকে সাকল্য (সমষ্টিতত্ত্ব) হোম করাইবেন।

ব্যাহৃতি হোম।

প্রথমে ব্যাহৃতি হোম। ব্যাহৃতি হোমের মন্ত্র,

'ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'।

তত্ত্বহোম দেহাধ্যাস-নাশের হেতু।

তারপর প্রাণহোম। তারপর তত্ত্বহোম করাইবেন। তত্ত্বহোম করিলে দেহাধ্যাস মুক্ত হয়। তত্ত্বহোমের মন্ত্র এই,

হ্রীঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাম্
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥১

হ্রীঁ পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥২

হ্রীঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃ শ্রোত্রানি মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৩

হ্রীঁ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বাঘ্রাণ বাচাংসি মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৪

হ্রীঁ পানিপাদপায়ূপস্থ শব্দা মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৫

হ্রীঁ স্পর্শরূপরসগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৬

হ্রীঁ বায়ুতেজঃ সলিল ভূম্যাত্মানঃ মে শুধ্যন্তাম্।
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৭

১। আমার প্রাণ আপান ব্যান উদান সমান পঞ্চপ্রাণ শোধিত

উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিস্বরূপ আমি রজগুণাতীত অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

২। আমার পৃথ্বী অপ্ তেজ বায়ু আকাশ তন্মাত্র শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্যস্বরূপ, আমি জ্যোতিস্বরূপ, আমি রজগুণাতীত, অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

৩। আমার প্রকৃতি অহঙ্কার বুদ্ধি মন শ্রোত্র শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্যস্বরূপ, আমি জ্যোতিস্বরূপ, আমি রজ-গুণাতীত অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

৪। আমার ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্যস্বরূপ, আমি জ্যোতিস্বরূপ, আমি রজ-গুণাতীত অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

৫। আমার পানিপাদ পায়ু উপস্থ শব্দ শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্য-স্বরূপ, আমি জ্যোতিস্বরূপ, আমি রজ-গুণাতীত, অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

৬। আমার স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আকাশ শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্য স্বরূপ, আমি জ্যোতিস্বরূপ, আমি রজ-গুণাতীত, অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

৭। আমার বায়ুতেজ সলিল ভূমি শোধিত উন্মূলিত হউক। আমি মূল-প্রকৃতি-উপহত চৈতন্য স্বরূপ, আমি জ্যোতি স্বরূপ, আমি রজগুণাতীত অবিদ্যারূপ মলিনতা বিনির্মুক্ত হই।

অর্থাৎ আমার পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ আমার সূক্ষ্মদেহ শুদ্ধ হউক। আমার পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ শুদ্ধ

হউক। আমার কারণ দেহ শুদ্ধ হউক। আমার পঞ্চ বিষয় শুদ্ধ হউক. আমি চিরদিন শুদ্ধ নিষ্পাপ।

শিখা সূত্র ত্যাগ।

চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হোম করিয়া শিষ্য দেহ মৃতবৎ চিন্তা করিবে। তারপর যজ্ঞসূত্র অনলে নিক্ষেপ করিবে। তারপর শিখাহোম করিবে। দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র ও শিখা ত্যাগ করিতে হইবে। শূদ্র ও সামান্য জাতির শিখা ত্যাগ করিতে হইবে। সূত্র শিখা ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

সংন্যাস মন্ত্র।

গুরু তাঁহাকে তুলিয়া দক্ষিণ কর্ণে বলিবেন,

"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয়॥
নির্ম্মম নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

মহাপ্রাজ্ঞ তুমিই ব্রহ্ম, তুমি আপনাকে হংস ও সোহং এইরূপ চিন্তা কর। মমতারহিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া ব্রহ্মভাবে যথেচ্ছা বিবরণ কর।

শিষ্যকে প্রণাম।

তার পর গুরু ঘট ও বহ্নি ত্যাগ করিয়া শিষ্যকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে প্রণাম করিবেন।

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোস্তুতে॥

তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার। তোমাকে আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বিশ্বরূপ তুমি সেই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তোমাকে নমস্কার।

তত্ত্বজ্ঞানীর সংন্যাস।

তত্ত্বজ্ঞানীর কেবল মাত্র শিখা ছেদ দ্বারা সংন্যাস হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান বিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈ শ্রাদ্ধ পূজনৈঃ

স্বেচ্ছাচার পরানাঞ্চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ, তাঁহাদের যজ্ঞ শ্রাদ্ধ পূজনে কি হইবে! কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারপর হইলেও প্রত্যবায় হয় না।

নামরূপ বিস্মৃতি।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সদ্রূপেন বিভাবয়ন্

বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম চিন্তা করিবে। নামরূপ ভুলিয়া আত্মাতে পরব্রহ্ম ধ্যান করিবে।

সংন্যাসীর কর্ত্তব্য।

ধাতুপরিগ্রহং নিন্দাম্ অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া

রেতত্যাগমসূয়াঞ্চ সংন্যাসী পরিবর্জয়েৎ।

ধাতু দ্রব্য গ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা, স্ত্রীলোকদের সহিত ক্রীড়া, রেত-ত্যাগ, অসূয়া, সংন্যাসী বর্জ্জন করিবেন।

সংন্যাসির দৃষ্টি।

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে॥

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

পরিব্রাট্ কীটে দেবে নরে সমদৃষ্টি থাকিবেন। সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্ব ব্রহ্ম জানিবে।

সংন্যাসীর আহার।

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্
দেশং কালং তথা পাত্রম্ অশ্নীয়াৎ অবিচারয়ন্।

বিপ্রান্ন হউক বা চণ্ডালান্নই হউক, যার তার কাছে প্রাপ্ত হইলে, দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া, ভোজন করিবে।

সংন্যাসীর কালক্ষেপন।

অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যায়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।

স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়াও, অবধূত অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা কালাতিপাত করিবেন।

সংন্যাসীর মৃতদেহ।

সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েৎ ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেৎ বা অপ্সু মজ্জয়েৎ।

সংন্যাসীর মৃতদেহ দাহ করিবে না। গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভূমিতে পুতিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে।

৬৯। পূর্ণাভিষেক।

গণেশের পূজা।

অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে বিঘ্নরাজ গণেশের ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। গণেশের ধ্যান এইরূপ—

সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং
শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরু কর বিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্।

বালেন্দুদীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥

যিনি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, স্থূলতর জঠর, করচতুষ্টয়ে শঙ্খ পাশ অঙ্কুশ ও বর, শুণ্ডে মদিরা পূর্ণ কুম্ভ, বাল শশী উজ্জ্বল কীরিট, গজরাজ বদন, গণ্ডযুগল মদস্রাবার্দ্র, সর্পরাজ ভূষিত, রক্ত বস্ত্র ও রক্ত অঙ্গ-রাগ শোভিত, তাদৃশ গণপতির ভজনা কর।

সংকল্প ও গুরুবরণ।

গণেশের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে। পরদিন স্নানান্তে পাপক্ষয়ের জন্য তিল কাঞ্চন ও ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পরে শিষ্য গুরুর নিকট পূর্ণাভিষেক বিষয়ে আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। গুরু আজ্ঞা প্রদান করিবেন। শিষ্য সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ু লক্ষ্মী বল ও আরোগ্যলাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে। তাহার পর গুরুবরণ করিবে।

ব্রহ্ম কলশ।

মনোরম গৃহ ধ্বজা পতাকা ফলপল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে এবং চন্দ্রাতপ দ্বারা গৃহ অলঙ্কৃত করিবে। ঘৃত-প্রদীপ-শ্রেণী জ্বালিতে হইবে যেন অন্ধকারের লেশমাত্রও না থাকে। গুরু একটী মৃণ্ময় বেদী রচনা করিয়া, তদুপরি সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিবেন। তদুপরি একটী ঘট বসাইবেন। ঐ ঘট কারণ বা সলিল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে সুবর্ণ দিবেন। অনন্তর গুরু কলস মুখে পঞ্চপল্লব দিবেন। তাহার উপর আতপ তণ্ডুল ও ফল সমন্বিত শরাব স্থাপন করিবে ও বস্ত্রযুগল দ্বারা ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিবে। সেই ঘটের সম্মুখে নব পাত্র স্থাপন করিবে। তারপর গুরুগণের ও ভগবতীর তর্পণ করিয়া অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে।

গুরু পূজাহোম প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া কুমারীদিগের অর্চ্চনা করিবে। তারপর গুরু সমবেত কৌলগণের শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবেন। কৌলগণ অনুমতি প্রদান করিলে সেই অর্চ্চিত ঘটে শিষ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করাইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বারা ঘট চালিত করিবেন।

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে।

ব্রহ্মকলশ! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা স্বরূপ! তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লব দ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হউক।

পূর্ণাভিষেকের মন্ত্র।

তারপর গুরু উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রসহকারে অভিষিক্ত করিবেন।

গুরব স্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বাম ভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ ॥১॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥২॥
জয় দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মানী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥৩॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রানী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ ॥৪॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তি দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ॥৫॥
মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥৬॥

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরাম ত্বামভিষিঞ্চন্ত বারিণা ।৭॥
অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্ত বারিণা ॥৮॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্ত সর্ব্বদা ॥৯॥
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চমহেশানঃ সিঞ্চন্ত ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥১০॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহু কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্ত তে গ্রহাঃ ॥১১॥
নক্ষত্রঃ করণং যোগো বারাঃ পক্ষদিনানি চ।
ঋতুর্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্ত সর্ব্বদা ॥১২॥
লবণেক্ষু সুরাসর্পি দধি দুগ্ধ জলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥১৩॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥১৪॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্ত ত্বাং মহীধরাঃ ॥১৫॥
পাতালভূতল ব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাঃ ত্বাভিষিঞ্চন্ত পাথসা ॥১৬॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত ভিষেকেন পরমব্রহ্মতেজসা ॥১৭॥

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণীচ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥১৮॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥১৯॥
অভিচারকৃতদোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্ কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ ॥২০॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥২১॥

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা লক্ষ্মী ভবানী প্রভৃতি মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১॥

ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্রপূতবারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥২॥

জয় দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী সরস্বতী বগলা বরদা শিবা ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥৩॥

নারসিংহী বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী এই শক্তিগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥৪॥

ভৈরবী ভদ্রকালী তুষ্টি পুষ্টি উমা ক্ষমা শ্রদ্ধা কান্তি দয়া শান্তি তোমাকে সর্ব্বদা অভিষিক্ত করুন ॥৫॥

মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥৬॥

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম ও পরশুরাম ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥৭॥

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ইঁহারা বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥৮॥

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা তোমাকে সর্ব্বদা অভিষিক্ত করুন ॥৯॥

ইন্দ্র অগ্নি শমন রক্ষ বরুণ পবন ধনদ মহেশান দিগীশ্বরগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১০॥

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১১॥

অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, করণ, যোগগণ বারগণ পক্ষদ্বয়, দিনগণ, ঋতু, মাস, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১২॥

লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুধা সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, জল সমুদ্র, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১৩॥

গঙ্গা যমুনা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী সরযু গণ্ডকী কুন্তী, শ্বেত গঙ্গা ও কৌশিকী ইঁহারা মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১৪॥

অনন্তাদি নাগগণ, গরুড়াদি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষাদি তরুগণ ও মহীধরগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১৫॥

পাতালচারি, ভূতলচারি, ব্যোমচারি মঙ্গলকারি জীবগণ পূর্ণাভিষেক-কালে সন্তুষ্ট হইয়া জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন ॥১৬॥

পূর্ণাভিষেক হেতু, পরম ব্রহ্মতেজ দ্বারা, তোমার দুর্ভাগ্য, অদৃশ রোগ, দৌর্ব্বল্য, শোক বিনিষ্ট হউক ॥১৭॥

অলক্ষ্মী, কালকর্ত্রী, ডাকিনী, যোগিনীরা অভিষেক হেতু কালী বীজ দ্বারা নষ্ট হউক ॥১৮॥

ভূত প্রেত পিশাচ গ্রহগণ অশুভোৎপাদিকগণ রমা জীব দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক ও বিনষ্ট হউক ॥১৯॥

অভিচারকৃত দোষ, বৈবিমন্ত্রোদ্ভব দোষ মানস বাচিক ও কায়জ দোষ অভিষেক হেতু বিনষ্ট হউক ॥২০॥

পূর্ণ অভিষেক দ্বারা, সকল বিপদ নাশ হউক, সম্পদ সুস্থির হউক এবং মনোরথ পূর্ণ হউক ॥২১॥

৭৬। বৈদিক গায়ত্রী।

ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ওঁ॥

ওঁ—যিনি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই পরেশ।

ব্যাহৃতি।

ভূর্ ভুবঃ স্বর্—ত্রিলোকের তিনিই আত্মা, গুণত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনিই বিশ্বময় ব্রহ্ম।

যিনি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য, ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, সাবিত্রী দ্বারা তিনি জ্ঞেয়।

সবিতুঃ—যিনি জগতের সবিতা অর্থাৎ প্রসবিতা সৃষ্টিকর্ত্তা।

দেবস্য—দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াযুক্ত বিভু অর্থাৎ যিনি স্বপ্রকাশ।

বরেণ্যং ভর্গঃ—যোগিগণের বরনীয় মহাজ্যোতি।

তৎ—সর্ব্ব ব্যাপি সনাতন পরম সত্য তাঁহার

ধীমহি—ধ্যান করি।

যঃ—সর্ব্ব শুভাশুভ দ্রষ্টা, সর্ব্ব ... যে মহাজ্যোতি

নঃ ধীয়—আমাদের মন বুদ্ধি ... ত্রয়

প্রচোদয়াৎ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে নিযুক্ত করেন।

৭৭। যা কিছু পূজা ব্রহ্মের পূজা।

একমেব পরংব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন বস্তুর পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। কারণ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

৭৮। কালীর রূপ হল কি করে ?

দেবী প্রশ্ন করেন,

মহদবোনেরাদিশক্তে মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপ নিরূপণম্॥

যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; যাহা হইতে, মহত্তত্ত্বাদি সূক্ষ্ম জগৎ প্রকাশ হইতেছে; যিনি অবিরল ভাবে প্রকাশমান, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশী মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

কৃষ্ণবর্ণ।

শিব বলেন,

শ্বেত পীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়াঃ নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥

শ্বেত পীত বর্ণ যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূত কালীতে লীন হয়। এজন্য নির্গুণা, নিরাকৃতি হিতৈষিণী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ জ্ঞানীরা নিরূপণ করিয়াছেন।

শশি চিহ্ন।

নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটে হস্যা শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥

নিত্যা অব্যয়া কল্যাণস্বরূপা অমৃতরূপিনী বলিয়া কালরূপার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে।

ত্রিনয়ন।

শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈঃ অখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥

তিনি শশিসূর্য্যঅগ্নিরূপ নেত্রদ্বারা অখিল কালিক জগৎ দেখিতেছেন এজন্য তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত।

রক্ত বসন।

গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্ত সঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসো রূপেন ভাবিতম্॥

সর্ব্ব প্রাণীকে প্রলয়কালে গ্রাস করেন এবং কালরূপ দন্ত দ্বারা চর্ব্বন করেন, সর্ব্ব প্রাণীর রক্তসমূহ দেবেশীর বসনরূপে পরিকল্পিত।

বরাভয়।

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে॥
প্রেরণং স্ব স্ব কার্য্যেষু বরাশ্চাভয়মীরিতম্॥

কালে কালে বিপদ হইতে জীবগণকে রক্ষা করেন, এজন্য তাঁর এক করে অভয় এবং নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এজন্য অপর করে বর কল্পিত হয়।

রক্ত পদ্মাসন।

রজোজনিত বিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতোহি কথিতং তন্ত্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥

রজোগুণজনিত বিশ্ব অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন এজন্ত রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলা হয়।

কালের ক্রীড়া।

ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।

কাল মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালসম্ভূত জগৎ লইয়া খেলা করিতেছেন।

চিন্ময়ী সাক্ষী।

পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী।

সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী দেখিতেছেন।

অল্প মেধা ভক্তের জন্য রূপ কল্পনা।

এবং গুণানুসারেন রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

অল্পমেধা ভক্তের হিতার্থ এইরূপ গুণানুসারেই তাঁর নানারূপ কল্পিত হইয়াছে।

(৭৮) শিবলিঙ্গ পূজা।

প্রত্যেকের লিঙ্গপূজা করা আবশ্যক। লিঙ্গে সদাশিবের ধ্যান করিতে হইবে। সদাশিবের ধ্যান এইরূপ :—

ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতি লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গং নানালঙ্কার ভূষিতম্॥

ধূম্র পীতারুণশ্বেতরক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রৎ জটাজুটধরং বিভুম্॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিত মস্তকম্
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥
বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈঃ দেবৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ কুটিললোচনম্
হিম কুন্দেন্দু সঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্॥
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তম্ একান্তশরণ প্রিয়ম্।

সদাশিব শান্ত ও কোটি চন্দ্র সম প্রভ। পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম্ম। নাগ যজ্ঞ উপবীতী। সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি লিপ্ত ও নাগালঙ্কার ভূষিত। ধূম্রবর্ণ পীতবর্ণ অরুণ বর্ণ শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ এই পঞ্চ মুখ যুক্ত। ত্রিনয়ন, জটাজুটধারী। তিনি বিভু। গঙ্গাধর, দশভুজ, ললাটে চন্দ্রকলা। বামকরে কপাল পাবক পাশ পিনাক ও পরশু। দক্ষিণকরে শূল বজ্র অঙ্কুশ শর ও বরমুদ্রা। সর্ব্ব দেব ও মুনিগণ দ্বারা স্তুত। তাঁহার লোচন পরমানন্দ সন্দোহে সমুল্লসিত ও কুটিল। তাঁহার কান্তি হিমকুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ। তিনি বৃষাসনে বিরাজিত। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ অহর্নিশি স্তুতি গান করিতেছেন। সেই উমাকান্ত একান্ত শরণাপন্ন জনের অতি প্রিয়।

গৌরীপট্টে দেবীর পূজা করিতে হইবে। দেবীর ধ্যান এইরূপঃ—

উদ্যদ্ভানু সহস্রকান্তি মরুণাং বল্ল্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং
মুক্তা খচিত হেমকুণ্ডললসৎ স্মেরাননাম্ভোরুহাং॥

হস্তাব্জৈরভয়ং বরং চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ
পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে॥

যাহার কান্তি উদয় কালীন সহস্র সূর্য্য সদৃশ ও অমল। বহ্নি অর্ক ও চন্দ্র যাহার নয়নত্রয়। যাহার সস্মিত বদনকমল মুক্তাজড়িত হেমকুণ্ডলে শোভিত। করকমলচতুষ্টয়ে চক্র অব্জ অভয় ও বর। পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরা পীতাম্বরা সেই ভয়হরা ভগবতীকে চিন্তা কর।

৭৯। তন্ত্রোক্ত বহুবিধ সাধন কর্ম্ম উপদেশের উদ্দেশ্য।

বহুবিধং কর্ম্মকথিতং সাধনাম্বিতম্
প্রবৃত্তয়ে অল্পমেধানাং দুশ্চেষ্টিত নিবৃত্তয়ে।

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের সৎপ্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ সাধন ও কর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

৮০। কর্ম্ম।

কর্ম্ম দ্বিবিধ, শুভ ও অশুভ।

অশুভ কর্ম্মের ফল।

অশুভাৎ কর্ম্মনো যান্তি প্রাণিন তীব্রযাতনাম্।

অশুভ কর্ম্ম দ্বারা প্রাণীগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে।

শুভ কর্ম্মের ফল।

কর্ম্মনোপি শুভাদ্দেবী ফলেষ্বাসক্ত চেতসঃ
প্রযান্ত্যায়াত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খল যন্ত্রিতাঃ॥

শুভ কর্ম্ম দ্বারা ফলাসক্তচিত্তরা কর্ম্মশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া ইহামুত্র যাতায়াত করে।

কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হয় না।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বা শুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।

যত দিন অশুভ এবং শুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত শতকল্পেও মানুষের মোক্ষ হয় না।

কর্ম্ম পাশ।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

লৌহময় পাশও পাশ, স্বর্ণময় পাশও পাশ। শুভ ও অশুভ কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ থাকে।

৮১। জ্ঞান না হলে মোক্ষ হয় না।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন বিন্দতি॥

যে অবধি জ্ঞানলাভ না হয় সে পর্য্যন্ত জীব শত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্ম করিয়াও মোক্ষলাভ করে না।

জ্ঞান লাভের উপর বিচার ও নিষ্কাম কর্ম্ম।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্।

তত্ত্ব বিচার দ্বারা ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তমোরাশি ক্ষয় হইলে নির্ম্মল-হৃদয় বিদ্বানের জ্ঞান হয়।

৮২। জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ মায়া কল্পিত একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, ইহা অবগত হইয়া সুখী হও।

৮৩। ব্রহ্ম জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না।

ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাস শতৈরপি
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

জপ করিলে মুক্তি হয় না। হোম করিলে মুক্তি হয় না। শত উপবাস করিলে মুক্তি হয় না। "আমি ব্রহ্ম" দেহধারী ইহা জানিয়া মুক্ত হয়।

৮৪। মূর্ত্তি পূজায় কি মুক্তি হয়?

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃনাঞ্চেন্মোক্ষ সাধনী
স্বপ্ন লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবা স্তদা॥
মৃৎ শিলা ধতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ
ক্লিশ্যন্ত স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে।

মনকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মানুষকে মোক্ষ দিতে পারে তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়। যাহারা মৃন্ময়, শিলাময়, ধাতুময়, দারুময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধে তপস্যা করে তাহারা কেবল কষ্ট পায়। জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ করে না।

৮৫। বায়ুভক্ষ হইলেই মুক্ত হয় না।

বায়ু পর্ণ কণা তোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশু পক্ষি জলে চয়াঃ॥

যাহারা বায়ুমাত্র পত্রমাত্র তণ্ডুলকণামাত্র ভক্ষণ [illegible] পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষি ও জলজন্তু সর্ব্বাগ্রে মুক্ত হইত।

৮৬। উত্তমভাব কি ?

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

স্তুতি র্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥

আমি ব্রহ্ম এই ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তব ও জপ অধম। আর বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম।

৮৭। ব্রহ্মজ্ঞের যোগ পূজা নাই।

যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনং॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নাম যোগ। সেবক ও ঈশ্বর ভাব প্রতি পাদনই পূজা। 'সব ব্রহ্ম' এইরূপ যিনি জানেন তাঁহার যোগ বা পূজা নাই।

৮৮। আত্মা সদা মুক্ত।

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো পুনর্ভবঃ।

নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।

কিন্তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥

সর্ব্বই ব্রহ্ম যিনি দেখিতেছেন, এইরূপ সাধকের পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতা নাই, এই [illegible] কোন বস্তুতে লিপ্ত নহেন। তাঁহার আবার বন্ধন কোথায় ? [illegible] হেতু দুর্ব্বুদ্ধিরা মুক্তি বাসনা করে ?

৮৯। চতুর্ব্বিধ অবধূত।

যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা ব্রাহ্মাবধূত। যাহারা পূর্ণাভিষিক্ত তাহারা শৈবাবধূত।

ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূত আবার পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। অপূর্ণকে পরিব্রাট্ বলে, পূর্ণকে পরমহংস বলে।

পরমহংসের কোন কৃত্য নাই।

নাপি দৈবে ন বা পিত্রেনার্ষে কৃত্যেঽধিকারতা।

দৈব আর্য্য বা পিতৃ কার্য্যে পরমহংসের অধিকার নাই।

হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।

হংস স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতুপরিগ্রহ করিবে না।

৯০। মহামন্ত্র।

ওঁ তৎ সৎ।

এটী মহামন্ত্র।

গৃহী সন্ন্যাসী উভয়েরই এই মন্ত্রে ফল হয়।

ওঁ তৎ সৎ ইতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।

গৃহস্থো বা প্যুদাসীনঃ তস্যাভীষ্টায় তদ্ ভবেৎ॥

গৃহস্থ হউন বা সংন্যাসী হউন, "ও তৎ সৎ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যিনি যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতেই তাঁহার অভিষ্ঠ ফলপ্রাপ্তি হইবে।

তন্ত্রমত। পরিশিষ্ট (ক)

১। তত্ত্ব সমুদয়।

'পরা সম্বিৎ' ই নিষ্কল শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি তত্ত্বাতীত। তত্ত্ব ছত্রিশটী। সে গুলি এই :—

(১) শিব তত্ত্ব ও (২) শক্তি তত্ত্ব সগুণ ব্রহ্ম। শিব তত্ত্ব "অহম্" প্রকাশমাত্র, ইদম্ শূন্য। শক্তি তত্ত্ব—"ইদম্," নিষেধ ব্যাপার রূপা।

(৩) সদাখ্যতত্ত্ব সত্তা মাত্র। উহাকে নাদ শক্তি বলে। ইদম্ অহমের অন্তর্গত।

(৪) ঈশ্বর তত্ত্ব ইহাকে বিন্দু শক্তি বলে। ইদম্ অহমরূপ প্রাপ্ত।

(৫) শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব অহম্ ও ইদম্ একাধারে দুইটি সুস্পষ্ট।

(৬) মায়া ভেদবুদ্ধি। মায়ার পাঁচটী কঞ্চুক, যথা—

(৭) কাল অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন করে।

(৮) নিয়তি অর্থাৎ অস্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রকে অস্বতন্ত্র করে।

(৯) রাগ অর্থাৎ আসক্তি। পূর্ণকে অপূর্ণ করে।

(১০) বিদ্যা অর্থাৎ অল্পজ্ঞতা। সর্ব্বজ্ঞকে অল্পজ্ঞ করে।

(১১) কলা অর্থাৎ অল্পকৃতিত্ব। "কৃতিত্ব" মহাকর্ত্তাকে অল্প কর্ত্তা করে।

(১২) পুরুষ তত্ত্ব—অর্থাৎ অহম্ ইদম্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

(১৩) প্রকৃতি তত্ত্ব—অর্থাৎ ইদম্ অহম্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

(১৪)	মহৎ	(২৬)	মন
(১৫)	অহঙ্কার	(২৭)	আকাশ তন্মাত্র
(১৬)	শ্রোত্র	(২৮)	বায়ু তন্মাত্র
(১৭)	ত্বক্	(২৯)	অগ্নি তন্মাত্র
(১৮)	চক্ষু	(৩০)	জল তন্মাত্র
(১৯)	রস	(৩১)	পৃথ্বী তন্মাত্র
(২০)	ঘ্রাণ	(৩২)	আকাশ
(২১)	বাক্	(৩৩)	বায়ু
(২২)	পাণি	(৩৪)	অগ্নি
(২৩)	পাদ	(৩৫)	জল
(২৪)	পায়ু	(৩৬)	পৃথ্বী
(২৫)	উপস্থ		

প্রথম পাঁচটি তত্ত্ব অর্থাৎ শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব সদাখ্যতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব ও শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব এই কয়টাকে শিবতত্ত্ব বা শুদ্ধতত্ত্ব বলে।

দ্বিতীয় সাতটী তত্ত্ব মায়া, কঞ্চুক অর্থাৎ কাল নিয়তি রাগ বিদ্যা কলা ও পুরুষ এই কয়কটিকে বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব বলে।

তৃতীয় চব্বিশটি তত্ত্ব প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রস ঘ্রাণ বাক্ পানি পাদ পায়ু উপস্থ মন আকাশতন্মাত্র বায়ুতন্মাত্র অগ্নিতন্মাত্র জলতন্মাত্র পৃথ্বীতন্মাত্র আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথ্বী এই কয়কটীকে আত্মতত্ত্ব বা অশুদ্ধ তত্ত্ব বলে।

এই ছত্রিশটী তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া বলা হয়,

আত্মতত্ত্বায় স্বাহা॥ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥

শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥

২। শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি, দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব যেমন অভেদ, তেমনিই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন না, তখন ব্রহ্ম; আর যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তখন শক্তি। একই ব্রহ্ম, অনাদিসিদ্ধ মায়া হেতু ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম হইয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের প্রাথমিক ঈক্ষণ কথিত আছে।

"তদা ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়,"

তিনি আলোচনা করিলেন, বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

"সোঽকাময়ত" তিনি ইচ্ছা করিলেন,

"তৎ তপ অকুরুত" তিনি তপঃ সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি।

জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার সমষ্টিকে ব্রহ্মধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন। কারণ, এই ধর্ম্ম তাঁর স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে,—

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ,"

যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি বা দুগ্ধ ও ধবলত্ব। ব্রহ্মের 'ধর্ম্ম' এজন্য 'শক্তি' সংজ্ঞা হইয়াছে। সেই শক্তি জড় বা জীব নহেন। কিন্তু অতি কোমল চিৎশক্তি, সে জন্য ব্রহ্মকোটি। ব্যষ্টি জ্ঞান, ব্যষ্টি ইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়া, মহাসরস্বতী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সমষ্টি জ্ঞান-ইচ্ছা ক্রিয়া 'চণ্ডী' নামে ব্যবহৃত হয়েন। এই ব্যষ্টিজ্ঞান, ব্যষ্টিইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়ার অপর নাম বামা, জ্যেষ্ঠা, অতিরৌদ্রী; অথবা পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী; অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। আর সমষ্টি-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার নাম অম্বিকা, শান্তা, পরা; ত্রিতত্ত্বের সমষ্টি, এ জন্য তুরীয়া। পরব্রহ্মের পট্টমহিষী এই মায়াশক্তি 'ধর্ম্মশাস্ত্রে' চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়-ভয়-চয়বারিণী॥
প্রণব-রূপিণী সারা কৃপানাথ-দারা তারা
ভব-পারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা মূলহীনা,
মূলাধার—অমলকমলবাসিনী।
আগম-নিগমাতীতা খিল মাতা খিল পিতা
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি-ত্রিধাকারিণী।

৩। ভাব আশ্রয়

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে ডাকিলেই হইল, দেবদেবীর দরকার কি? তাঁহারা ঠাট্টা করেন,—"ইহাগচ্ছ" বল কাকে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন মর্ত্ত্যলোকে মানুষ প্রভৃতি নানা জীব বাস করে, সেইরূপ বিভিন্ন লোকে দেবদেবীও আছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা মানুষের নানা কর্ম্মে সাহায্য করেন। সে জন্য দেবদেবীকে ডাকা কি পূজা নিষ্ফল নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে ব্যক্তিবিশেষের আরাধনা করিলে সাংসারিক লাভ হইয়া থাকে, আর দেবদেবীর পূজা সাংসারিক হিসাবে নিষ্ফল হইবে কেন?

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"লভতে চ ততঃ কামান্।"

সেই সব দেবতা হইতে সংকল্পিত কাম পাইয়া থাকে। আরও দেবদেবীরা অতীন্দ্রিয়। ওরূপ পূজাতে অতীন্দ্রিয় জিনিষে বিশ্বাস হয়। তারপর ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় ত বটেই, আবার অনন্তশক্তি। তাঁহাকে ধারণা করা সোজা নয়। অনন্তশক্তির ধারণা একরূপ অসম্ভব। সে জন্য খণ্ড খণ্ড শক্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ডাকা সোজা হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"গঙ্গাস্পর্শ মানে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ছুঁতে হবে, তা নয়। যেখানে হ'ক, স্পর্শ করিলেই গঙ্গাস্পর্শ করা হয়। সে জন্য সাধকরা অনন্তের অনন্ত ভাব ধরিতে না গিয়ে এক একটা ভাব আশ্রয় করেন। পিতৃভাব, সখ্যভাব, মাতৃভাব, মধুর ভাব ইত্যাদি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'সকল ভাবের চেয়ে মাতৃভাব শুদ্ধ। পড়বার আশঙ্কা নাই।'

"বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ॥
কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেৎ আশু সুনির্ম্মলা।
তদা আদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥"

তপস্যা, দান, ব্রত ও বহুজন্মের পুণ্য দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, সেই সব সাধকের কুলাচারে মতি হয়। কুলাচার অভ্যাস করিলে বুদ্ধি শীঘ্র নির্ম্মল হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে আদ্যার চরণাম্বুজে মতি বাড়িয়া যায়।

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহো ধ্রুবম্॥
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥"

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, জনার্দ্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি

শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তি, এই জগৎই শক্তি অর্থাৎ সবই শক্তির খেলা, তিনিই এই সব হইয়াছেন, এরূপ যে দর্শন না করে, সে নারকী।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

সব নারী তোমার অংশ।

"বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ॥"

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা বা সুন্দরী বা কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা স্ত্রীলোককেও নমস্কার করিয়া জগন্মাতা চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ কুমারীতে জগন্মাতা দর্শন করিবে।

"কুমারী-পূজন-প্রীতা কুমারী-পূজকালয়া।
কুমারী-ভোজনানন্দা কুমারী-রূপধারিণী॥"

কুমারীকে পূজা করিলে তুমি প্রীত হও, কুমারী-পূজকের আলয়ে তুমি থাক. কুমারীকে ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়। তুমি কুমারীরূপধারিণী। একটি ৩।৪ বৎসরের শিশু কুমারীর হৃদয়ের ভাব চিন্তা করিতে হইবে। শিশু কুমারীর যৌবনোদ্গমে যে সব ভাব পরিস্ফুট হইবে, শৈশব অবস্থায় সে সব সংস্কার নিশ্চয় আছে। কারণ যদি উহা না থাকে, পরে উহা প্রকাশ হইত না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥"

যেটা আছে, সেইটি হয়, যেটা নাই, সেটা হয় না; কিন্তু সেই সব সংস্কার নিদ্রিত আছে বুঝিতে হইবে। এইটির সহিত প্রলয় অবস্থার সাদৃশ্য আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যৌবনোদ্গমে যে সব ভাব—রমণবাসনা, রমণ, জনন প্রভৃতি কার্য্য তখনও প্রকাশ হয় নাই, অথচ সেই সব সংস্কার রহিয়াছে। এইটী অন্তর্যামী অবস্থা। এই সব নিদ্রিত

সংস্কারগুলি বালিকা জানিতে পারে না, কিন্তু মহামায়া চিৎশক্তি, সেই জন্য এই সব নিদ্রিত সংস্কারগুলি জানেন, সেজন্য শিশু কুমারী প্রাজ্ঞ আর মহামায়া সর্ব্বজ্ঞ। পরে যৌবনচিহ্ন প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলে বালিকার আপনা আপনি অস্ফুট রমণবাসনা মাত্র উদ্রিক্ত হয়, এইটার সহিত হিরণ্যগর্ভ অবস্থার সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। পরে তাহার রমণ ও জনন কার্য্যের সংস্কার প্রকট হয় এবং তদনুযায়ী দেহাবয়ব পরিস্ফুট হয়। এইটার মহামায়ার বিরাট অবস্থার সহিত সাদৃশ্য আছে। কুমারীতে মাতৃভাব প্রথমে নিদ্রিত—পরে স্ফুট হয়, সে জন্য কুমারী মহামায়ার অনুকরণরূপে পূজিত হয়েন।

"স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।"

স্ত্রীলোকের প্রতি রোষ ও প্রহার, বুদ্ধিমান্ নিয়ত ত্যাগ করিবেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥"

স্ত্রীলোককে এইরূপ মাতৃভাবে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ও জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হুহু করিয়া বাড়িয়া যায়।

মহামায়ার উপাসনার বিশেষত্ব—

(১) তিনি অত্যন্ত কোমলান্তঃকরণা, (২) ভুক্তি-মুক্তিদাত্রী।

"আদ্যাপি অশেষজগতাং নবযৌবনাসি,
শৈলাধিরাজতনয়াপি অতিকোমলাসি।"

তুমি নিখিল জগতের আদ্যা হইলেও—নবযৌবনা আর শৈলাধিরাজ-তনয়া হইলেও অতি কোমলচিত্তা।

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো,
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥"

অন্ত দেবতার উপাসনায় যদি ভোগলাভ হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হয় না, যদি মোক্ষলাভ হয়, ভোগলাভ হয় না, কিন্তু মা'র চরণ-পদ্ম-আরাধকদের ভোগ-মোক্ষ দুই করতলগত হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মা'র ইচ্ছা যোগ-ভোগ ভক্ত জনে আছে।"

এই প্রসঙ্গে শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়া উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুর নিন্দা করিলে দুর্গা খুব খুসী হইবেন বা দুর্গার নিন্দা করিলে বিষ্ণু খুব খুসী হইবেন।

"দেবীবিষ্ণুশিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃৎ নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥"

দেবী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার অভিন্নত্ব চিন্তা করিবে। যিনি ভিন্ন দেখেন, তিনি প্রলয়কাল অবধি নরক প্রাপ্ত হয়েন।

"একং নিন্দন্তি যস্তেষাং সর্ব্বান্ এব বিনিন্দন্তি।"

একের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মন কর না দ্বেষাদ্বেষী।
ওরে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী॥"

বচন আছে,—

"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ব্বা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ, কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা॥"

পরমেশ্বরের একই শক্তি বিভিন্ন হইয়াছেন, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী, সমরে দুর্গা হইয়াছেন।

৪। কাল—আকাশ—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ।

সকলেরই স্বীকার্য্য, আকাশ ও কালকে বাদ দিয়া কিছু উপলব্ধি করা যায় না। আকাশ অর্থাৎ অবকাশ। নৈয়ায়িক মতে আকাশ ও কাল এক।

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

কালের নানারূপ বিভাগ, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি। আমরা দেখিতেছি, অদ্য গতকল্যকে গ্রাস করিতেছে, পক্ষ দিবসকে গ্রাস করিতেছে, মাস পক্ষকে গ্রাস করিতেছে, ঋতু মাসকে গ্রাস করিতেছে, সংবৎসর ঋতুকে গ্রাস করিতেছে, যুগ সংবৎসরকে গ্রাস করিতেছে, কল্প যুগকে গ্রাস করিতেছে। কল্পের পর আর কালের ব্যবহারিক কল্পনা হয় না। সে জন্য কল্পকে মহাকাল গ্রাস করিতেছে অনুমান করা হয়। অতএব বলিতে হইবে, কাল অপেক্ষা সংহারক আর কিছু নাই। কালের সংহার-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ। মহাকালকে কালিকা গ্রাস করিতেছেন, অনুমান করা হয়। অর্থাৎ তিনি কালের অতীত বস্তু। তিনি অখণ্ড কালরূপিণী।

প্রতি দিন তিন ভাগে বিভক্ত :—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন। প্রাতঃকালের অভিমানিনী দেবতা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নের অভিমানিনী দেবতা সাবিত্রী, সায়াহ্নের অভিমানিনী দেবতা সরস্বতী। সেইরূপ দিবাভিমানিনী দেবতা আছেন, রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা আছেন, পক্ষাভিমানিনী দেবতা আছেন, মাসাভিমানিনী দেবতা আছেন, অয়ন-অভিমানিনী দেবতা

আছেন, সংবৎসরাভিমানিনী দেবতা আছেন, যুগাভিমানিনী দেবতা আছেন, কল্পাভিমানিনী দেবতা আছেন, মহাকালাভিমানিনী দেবতা আছেন।

কালের আর একটি বিভাগ চাতুর্মাস্য। তিন চাতুর্মাস্যে এক সংবৎসর। প্রতি চাতুর্মাস্যে বিভিন্ন জীব-জন্তুকীটপতঙ্গ, গাছপালা, লতা-শস্য জন্মে। তাহাতে কালের উৎপাদয়িত্রী শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

আবার কালের নৃত্য সকলের প্রত্যক্ষ। রাত্রির পর দিবা, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, সংবৎসরের পর সংবৎসর এইরূপ অবিরাম নৃত্য চলিয়াছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেকের নিয়মিত আয়ুকাল অবধি বাল্য যৌবন জরা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কালে লয় হইতেছে।

কালের যেরূপ বিভাগ অনুমান করা যায়, আকাশের সেইরূপ বিভাগ আছে।

"সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥"

আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ দ্বিবিধ;—ধ্বনি ও বর্ণ। বর্ণ একপঞ্চাশৎ। এক একটি বর্ণ দেব দেবীরূপে পূজিত হয়। বর্ণগুলিকে মন্ত্রমাতৃকা বলে। মাত্রা স্বরবর্ণ; অর্দ্ধমাত্রা ব্যঞ্জনবর্ণ।

বর্ণ দেবতা	শক্তি	বর্ণ দেবতা	শক্তি
অ...শ্রীকণ্ঠ	— পূর্ণোদরী	আ...অনন্ত	— বিরজা
ই...সূক্ষ্ম	— শাল্মলী	ঈ...ত্রিমূর্ত্তি	— লোলাক্ষী
উ...অমরেশ্বর	— বর্ত্তুলাক্ষী	ঊ...অর্ঘীশ	— দীর্ঘঘোণা
ঋ...ভারভূতীশ	— সুদীর্ঘমুখী	ৠ...অতিথীশ	— গোমুখী

বর্ণ দেবতা	শক্তি	বর্ণ দেবতা	শক্তি
ঌ…স্থাণুক	- দীর্ঘজঙ্ঘা	ৡ…হর	— কুণ্ডোদরী
এ…ঝিণ্টীশ	- ঊর্দ্ধকেশী	ঐ…ভৌতিক	— বিকৃতমুখী
ও…সদ্যোজাত	- জ্বালামুখী	ঔ…অনুগ্রহেশ্বর	— উল্কামুখী
ং…অক্রূর	- চুম্বীমুখী	ঃ…মহাসেন	— বিদ্যামুখী
ক…ক্রোধীশ	- মহাকালী	খ…চণ্ডেশ	— সরস্বতী
গ…পঞ্চান্তক	- গৌরী	ঘ…শিবোত্তম	— ত্রৈলোক্যবিদ্যা
ঙ…একরুদ্র	- মন্ত্রশক্তি	চ…কূর্ম্ম	— আত্মশক্তি
ছ…একনেত্রেশ	- ভূতমাতা	জ…চতুরানন	— লম্বোদরী
ঝ…অজেশ	- দ্রাবিণী	ঞ…সর্ব্ব	— নাগরী
ট…সোমেশ	- খেচরী	ঠ…লাঙ্গলী	— মঞ্জরী
ড…দারুক	- রূপিণী	ঢ…অর্দ্ধনারীশ্বর	— বীরিণী
ণ…উমাকান্ত	- কাকোদরী	ত…আষাঢ়ি	— পূতনা
থ…দণ্ডী	- ভদ্রকালী	দ…অত্রি	— যোগিনী
ধ…মীন	- শঙ্খিনী	ন…মেষ	— গর্জ্জিনী
প…লোহিত	- কালরাত্রি	ফ…শিখী	— কুব্জিনী
ব…ছগলণ্ড	- কপর্দ্দিনী	ভ…দ্বিরণ্ডেশ	— বজ্রিণী
ম…মহাকাল	- জয়া	য…বলী	— সুমুখেশ্বরী
র…ভুজঙ্গেশ্বর	- রেবতী	ল…পিনাকী	— মাধবী
ব…খড়্গীশ	- বারুণী	শ…বকেশ্বর	— বায়ুবী
ষ…শ্বেত	- রক্ষোবিদারিণী	স…ভৃগ্বীশ	— সহজা
হ…নকুলি	- লক্ষ্মী	ল…শিব	— ব্যাপিনী
ক্ষ…সংবর্ত্তক	- মায়া		

একপঞ্চাশৎ রুদ্রমূর্ত্তি লোহিতবর্ণ, শূল ও কপালধারী। রুদ্রগণের অঙ্কে স্ত্রীবিগ্রহগণ রহিয়াছেন। ইঁহাদের দেহ সিন্দূরারুণ ও ইঁহারা রক্তোৎপল ও কপালধারিণী।

একটি একটি বর্ণ একটি একটি দেবদেবী বুঝাইবার জন্ত কালীর গলে মুণ্ডমালা।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী
বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে।"

আকাশ আবার অবকাশাত্মক। এই হিসাবে দিক্‌গুলিকে আকাশের বিভাগ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋ´ত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ। খণ্ডকালগুলি যেমন কালের অন্তর্গত, সকল দিক্‌গুলি সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত। পূর্ব্বদিগভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম অগ্নি। দক্ষিণাদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর তাঁর নাম যম। নৈঋ´তদিক-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম নিঋ´তি, পশ্চিমদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম বরুণ। বায়ুদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম বায়ু। উত্তরদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম কুবের। ঈশানদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম ঈশান। ঊর্দ্ধদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। অধোদিক্ অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম অনন্ত।

যেমন এক একটি দিকের অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সমষ্টি আকাশভিমানিনী দেবতাই কালিকা।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে
তুমি নগর ফির মনে কর
প্রদক্ষিণ দিই শ্যামা মা'রে।"

আমরা দেখি, কালের মাপ কাঠি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি। অর্থাৎ এই-গুলি দ্বারা কালের পরিমাপ করা যায়। সেইরূপ দিক্গুলির মাপকাঠিও সূর্য্য। প্রথমে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়েন, সে জন্য ঐ দিকের নাম প্রাচী। তার বিপরীত প্রতীচী। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যের পরিভ্রমণ হয়, সে জন্য অবাচী বা দক্ষিণ। তার বিপরীত উদীচী বা উত্তর। সে জন্য কালিকার সূর্য্য, চন্দ্র অগ্নি তিনটি নয়ন কল্পিত হয়।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কালের সহিত জড়িত। কার্য্য বুঝিতে হইলে কারণ বুঝিতে হয়। এজন্য সৃষ্টি বুঝিতে হইলে মহাকারণ প্রথমে বুঝিতে হয়। ব্রহ্ম, আকাশ কাল বা কার্য্যকারণের অতীত। কারণ বলিলেই কার্য্য বলা হয়। কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। ব্রহ্ম অপরিণামী, নির্ব্বিকার, সে জন্য তিনি কার্য্য-কারণের অতীত বস্তু। তিনি বিশ্ব-অতিগ। মহামায়া জীব জগতের উৎপাদয়িত্রী, সে জন্য মহামায়া কারণ, জীবজগৎ কার্য্য। তিনি বিশ্ব-অনুগ।

৫। শক্তিপূজা কি সকাম উপাসনা?

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

আমার চতুর্ব্বিধ ভক্ত;—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তিনি বলিয়াছেন,—

"উদারা সর্ব্ব এবৈতে।"

ইহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবে। তবে—

"জ্ঞানী তু আত্মৈব।"

জ্ঞানী আমার আত্মা। অর্থার্থী হইলেই যে খুব খারাপ, তাহা নহে।

অনেকের ধারণা, শক্তি পূজাতে কেবল কামভিক্ষা।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এই বাক্যগুলির ঠিক অর্থ বুঝিলে এ ধারণা থাকিবে না।

প্রদীপ টীকাতে আছে "রূপং দেহি" অর্থাৎ হে দেবি! আমার উপর প্রসন্না হইয়া "রূপং দেহি" পরমার্থ বস্তু দাও, "জয়ং দেহি" অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ দাও। "যশঃ দেহি" তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন জন্য দাও। "দ্বিষো জহি" আমার কামক্রোধাদি শত্রুনাশ কর।

"পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।

তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্॥"

হে দেবি! সৎকুলোদ্ভবা মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা পত্নী দাও, যিনি এই ভীষণ সংসারসাগর হইতে আমাকে নিস্তার করিবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার কথা আছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণে চুড়ালার কথা আছে। মদালসা কর্ত্তৃক তাঁর পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। চুড়ালা কর্ত্তৃক তাঁর পতি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

পরিশিষ্ট (খ)

কালী কি?

(ক) কালীর স্বরূপ।

তিনি পরমজ্যোতি সূক্ষ্ম নিষ্কল নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন অনাদি অদ্বৈত মূলকারণ সচ্চিদানন্দ।

তিনি পরমব্রহ্ম অদ্বৈত, পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন। তিনি নিরাকার নিরাধার নিরঞ্জন নিরুপাধি অব্যয় সচ্চিদানন্দ বৃহৎ ব্রহ্ম। তিনি অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশে বিরাজমান।

মহাদেবীর পরমানন্দ মহাকারণ রূপের আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে না। সেরূপ অনবস্থ সত্তামাত্র অগোচর। ইহাই দেবীর স্বরূপ। ইহা স্বপ্রকাশ, স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তির অতীত, অবাঙ্মনসগোচর, সন্মাত্র।

(খ) মন্ত্র।

ক্রীঁ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক সচ্চিদানন্দ। ক—জ্ঞান চিৎকলা। র—সর্ব্বতেজো-ময়ী শুভা। ঈ—সাধক অভীষ্টদায়িনী। ঁ—কৈবল্যদায়িনী। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যময়ী ভুক্তি মুক্তিপ্রদায়িনী।

(গ) ধ্যান।

কালিকা—তাঁহার নাম কালিকা অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত।

মেঘবর্ণ—কান্তি মেঘের বর্ণ। আকাশ নীলবর্ণ। আকাশ যেরূপ বিভু, তিনি সেইরূপ বিভু। ঘনীভূত তেজোময়ী চিদাকাশ শুদ্ধসত্ত্ব-গুণাত্মক। কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কোন বর্ণ নাই, গুণত্রয়ের অতীত।

মুক্তকেশী—তিনি নির্ব্বিকার। যদিচ তিনি অপরিণামী কিন্তু অসংখ্য জীবকে মায়াপাশে বাঁধেন। মুক্ত কেশগুলি মায়ার পাশ।

ত্রিনয়না—চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তিন নয়ন, কারণ বিরাটরূপে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্য দেখিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞা।

শবশিশু কর্ণভূষণ—নির্ব্বিকার শিশুস্বভাব সাধকরাই তাঁহার প্রিয়।

স্মিতমুখী—নিত্যানন্দময়ী।

যোনি—সৃষ্টিকর্ত্রী

তুঙ্গস্তন—পালন কর্ত্রী। ত্রিজগৎ পালয়িত্রী ও সাধকের মোক্ষদাত্রী।

ভীষণাকার—প্রলয় কর্ত্রী।

বিগলিতরুধিরগণ্ড—রক্তধারা রজগুণ। তিনি রজরহিতা শুদ্ধ—সত্ত্বাত্মিকা বিরজা।

লোলজিহ্বা—প্রকটিতদশনা—জিহ্বা রক্ত অর্থাৎ রজগুণ। দন্ত শ্বেত সত্ত্বগুণ। মদিরা তমোগুণ। রজগুণ বর্দ্ধন করিয়া সাধকের তম নাশ করেন। সত্ত্ববৃদ্ধি করিয়া নির্ব্বাণ দেন। নরকপাল পাত্রে ত্রিজগতের জাড্য মোহময়ী সুরা পান করিতেছেন।

মুণ্ডমালা—বর্ণমালা। তিনি পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী শব্দব্রহ্মরূপিণী।

দক্ষিণ করে বরাভয়—অভয় ও বরমুদ্রা। সকাম সাধকের বিপদ নাশ করেন এবং কামনা পূর্ণ করেন।

বামকরে অসিমুণ্ড—জ্ঞানখড়্গ দ্বারা নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বিগতরজ তত্ত্বজ্ঞানাধার মস্তক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দেন।

চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে—নির্ব্বাণ মোক্ষদাত্রী।

দিগম্বরী—তিনি ব্রহ্মরূপিণী—মায়াবরণশূন্য নির্ব্বিকার।

নরকরকাঞ্চী—কর জীবের প্রধান কর্ম্মেন্দ্রিয়। কল্পান্তে সকল জীব কর্ম্মের সহিত মহামায়ার অবিদ্যাশক্তিতে লীন থাকে।

ত্রিভুবন বিধাত্রী—জীবের সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্ম ও ভোগ-বিধান কর্ত্রী।

শবহৃদি—মহাদেবীর স্বরূপ অবস্থা নিগুর্ণ।

অতিযুবতী—অব্যয়া—একভাবাপন্না—নির্ব্বিকারা।

(১) শ্মশানে শিবাদল ও (২) শব মুণ্ডাস্থি ও (৩) প্রকটিত চিতা—

(১) শিবপ্রকৃতি অপঞ্চীকৃত মহাভূত সহিত, (২) জীবের সত্ত্বগুণ সহিত ও (৩) স্বপ্রকাশ চিৎশক্তিতে অধিষ্ঠিত।

বিপরীতরতা—কল্পারম্ভে যদিচ তিনি নিত্যানন্দময়ী, সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। ইহা তিনি পরশিবকে বশীভূত করিয়া করেন। পরম শিবকে বশীভূত করিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন। তিনি সৃষ্টি-উন্মুখা।

শ্মশানে মহাকাল সুরত রতা—কল্পান্তে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত নাশ হয়। তখন ঐ "শ্মশানস্থ তল্পে" নিগুর্ণ আধারে তিনি মহাকালের সহিত এক হন। কল্পাবসানে, নিষ্ক্রিয়ত্ব হেতু, পরমশিবের সহিত অভিন্নতা হেতু, অখণ্ডানন্দ অনুভব করেন।

(ঘ) যন্ত্র।

সাধনার অঙ্গ জপ ধ্যান যন্ত্র পূজা ও স্তুতি।

বৃত্ত—অবিদ্যা। অষ্টদল—ক্ষিত্যাদি অষ্ট প্রকৃতি।

ত্রিকোন—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ।

বিন্দু—মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। নূপুর—ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতাত্মক স্বদেহ। ত্রিগুণ ও চব্বিশ তত্ত্ব নির্ম্মিত স্থুল সূক্ষ্ম দেহে তিনি পরমাত্মা।

(ঙ) বলি।

ছাগ—কাম। মহিষ—ক্রোধ। মার্জার—লোভ। নর—মদ। মেষ—মোহ। উষ্ট্র—মাৎসর্য্য। এইগুলি নাশের জন্য পূজোপহার রূপে অর্পন করিতে হয়।

(চ) দশমহাবিদ্যা।

শূন্যের কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই। কিন্তু শূন্য নিরাকার অনন্ত। কিন্তু একক সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে, দশ সংখ্যা হয়। তখন তাহার ব্যবহার হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম নিরাকার অনন্ত, প্রকৃতি যুক্ত হন; এবং সাধকের কল্যাণের নিমিত্ত ত্রিগুণের তারতম্যানুসারে দশমহাবিদ্যারূপ ধরেন। তন্মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্ব কৈবল্যদায়িনী। তারা সত্ত্বপ্রধানা জ্ঞানদায়িনী। ষোড়শী ভুবনেশী ভৈরবী ছিন্নমস্তা—রজপ্রধানা ঐশ্বর্য্য-দায়িনী। বগলা ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা তমপ্রধানা ষট্‌ কর্ম্মে ব্যবহৃত হন।

(ছ) বেদান্ত ও তন্ত্র।

বেদান্ত ভাবাদ্বৈত উপদেশ দেন। তন্ত্র বলেন কেবল ভাবাদ্বৈত হইলে চলিবে না ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত হওয়া সর্ব্ববিষয়ে অদ্বৈত ভাব হওয়া চাই।

(জ) ভালমন্দ।

ভাল মন্দ বস্তুনিষ্ঠ নহে। বাহ্য বস্তুতে ভাল মন্দ নাই কিন্তু মনেতেই ভাল মন্দ। শিশুমনে ভাল মন্দ নাই। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"শুচি অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।" নির্বিকল্প আচরণই শ্রেষ্ঠ আচরণ। ইহাই কুলাচার।

(ঝ) তন্ত্রে অধিকার।

সাধক ছাড়া তন্ত্রের অধিকারী হইতে পারে না। তন্ত্র সাধকের জন্য, অপরের জন্য নহে।

(ঞ) শ্মশান।

শ্মশানে মা থাকেন। মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশানে সকল বাসনার, সকল কামের নিঃশেষে নাশ হয়। যে মনে বাসনার লেশ নাই, সেই মনে মা আবির্ভূত হন, সেই মন মা ভাল বাসেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,

শ্মশান পেলে ভালবাস মা।
তুচ্ছ কর মণিকোটা॥

যে হৃদয় শ্মশানসদৃশ কামবীজশূন্য সেই হৃদয় মার প্রিয়। যে মনে কেবল "মণি কোটা", সেই মন তুচ্ছ। শ্মশানে ভয় হয়, তার মানে পাছে কামের নাশ হয়।

সিদ্ধান্তসার।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরাণ মত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদুর ও উদ্ধব।

১। উদ্ধব ভগবানের একান্ত প্রিয়।

বৃহস্পতি-শিষ্য উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—

'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

তুমি যেমন আমার প্রিয় সেরূপ প্রিয় আর কেহ নহে: ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর মৎস্বরূপ হইলেও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, শ্রী ভার্য্যা হইলেও তোমার মত প্রিয় নহে। এমন কি আমার নিজ মূর্ত্তিও তোমার মত প্রিয় নহে। ভগবান্ প্রভাস-যাত্রার পূর্ব্বে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু উদ্ধব প্রিয় প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাস-যাত্রা করেন। সেখানে ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ভগবানের আনন্দঘনমূর্ত্তি দেখিয়া উদ্ধব কৃতার্থ হইলেন। এবং ভগবান সেই সময়ে তাঁহাকে আত্মার পরমা স্থিতি উপদেশ দেন। বিরহাতুর উদ্ধব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন।

২। জ্ঞান প্রচার জন্য বদরিকা যাত্রা।

উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার উদ্দেশ্য—ভগবদুপদিষ্ট জ্ঞানপ্রচার। ভগবান্ ভাবিয়াছিলেন,—

"অস্মাৎ লোকাৎ উপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্।
অর্হতি উদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রতি আত্মবতাং বরঃ॥
ন উদ্ধবঃ অণু অপি মন্ন্যূনঃ যদ্গুণৈঃ ন আর্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতঃ মদ্বয়ুনম্ লোকং গ্রাহয়ন্ ইহ তিষ্ঠতু॥"

ইহলোক হইতে আমি চলিয়া যাইব, এক্ষণে আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার জ্ঞানের অধিকারী। সম্প্রতি আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি না। বিশেষতঃ উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, কারণ বিষয় দ্বারা ইঁহার মন মোটেই ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব লোকদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ধব এখানে থাকুন। ভগবৎকল্প মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমী উদ্ধব লোক-শিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৩। উদ্ধবের ভগবৎ স্নেহ।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবের ভগবৎপ্রেমের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। বিদুর দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। পর্য্যটন করিতে করিতে যমুনাতীরে হঠাৎ উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরম ভাগবত উদ্ধবের দর্শন পাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বিদুর যদুবংশীয়দের, পাণ্ডবগণের এবং বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের কিরূপ অবস্থা হয়, শুক বর্ণনা করিয়াছেন—

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
প্রতিবক্তুং ন চ উৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ॥
যঃ পঞ্চহায়নঃ মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তৎ ন ঐচ্ছৎ রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥
স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসম্ গতঃ।
পৃষ্টঃ বার্ত্তাং প্রতিক্রয়াৎ ভর্ত্তুঃ পাদৌ অনুস্মরন্॥
স মুহূর্ত্তং অভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সুধয়া ভৃশং।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ॥
পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ মুঞ্চন্ মিলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থঃ লক্ষিতঃ তেন স্নেহপ্রসবসংপ্লুতঃ॥
শনকৈঃ ভগবৎলোকাৎ নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যা আহ উদ্ধব উৎস্ময়ন্॥—

বিদুর প্রিয়জনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র উদ্ধবের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন। তিনি বিরহোৎকণ্ঠাবেশ হেতু—প্রতিবচন প্রদানে সমর্থ হইলেন না। উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বয়স কালে খেলায় কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। সে সময় মাতা প্রাতরাশ যাচ্ঞা করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না—সেই উদ্ধব দীর্ঘকাল তাঁহার সেবা করিয়া কালবশতঃ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভর্ত্তার কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার পাদস্মরণ করিতে করিতে কেমন করিয়া হঠাৎ প্রতিবচন দিবেন? তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ-তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণপাদসুধায় উত্তমরূপে সুখী হইতে লাগিলেন এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা যেন সেই সুধাতে অত্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রকাশিত হইল। তার পর

উন্মীলিত নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে উদ্ধবকে নিমগ্ন দেখিয়া বিদুর ভাবিলেন, এ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। তারপর উদ্ধব ভগবল্লোক হইতে মনুষ্যলোকে আস্তে আস্তে পুনরাগমন করিয়া অর্থাৎ দেহানুসন্ধান পুনর্প্রাপ্ত হইয়া নেত্রমার্জ্জন করিয়া ভগবচ্চাতুর্য্য-স্মরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রীতির সহিত বিদুরকে বলিলেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের গভীর সমাধি হইল। তারপর পুলকে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, তারপর অশ্রু বিগলিত হইল, তারপর দেহানুসন্ধান আসিলে, তিনি পুনর্ব্বচন প্রদানে সমর্থ হইলেন।

৪। ভগবান বলে জানা বড় ভাগ্যের কথা।

উদ্ধব বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ-দিবাকর অস্ত গিয়াছেন, কালসর্প আমাদের গৃহ গ্রাস করিয়া করিয়াছে, আর কুশল কি বলিব? এই ভুবন অতিশয় ভাগ্যহীন। আর যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য! কারণ তাহারা এতকাল তাঁর সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তারা যে নির্ব্বোধ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু ভাগ্যদোষে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহারা তাঁহাকে যদুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতকাল তাঁহার সেই মঙ্গল মূর্ত্তি দেখাইয়া মানুষের নয়ন হইতে বলপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি আকর্ষণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

৫। ভগবানের মূর্ত্তি।

সেই অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তি সৌভাগ্য-সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা ছিল। সময় সময় ভগবান্ নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ভগবানের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ত্রিভুবনস্থ লোক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিতে ব্রজাঙ্গনাগনের নয়ন সংলগ্ন হইলে তাঁহারা নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত।

৬। ভগবানের লীলা।

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্মবিড়ম্বনং যদ্বসুদেব গেহে
ব্রজে চ বাসোরি ভয়াদিব স্বয়ং পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্
যদনন্তবীর্য্যঃ।

ভগবান্ অজ হইয়াও যে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তবীর্য্য হইয়াও অরি ভয়ে ব্রজে যাইয়া গোপনে বাস করেন এবং কাল যবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করেন, এই সকল দুর্ঘট বিষয় ভাবিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত ও বুদ্ধি পীড়িত হয়। তিনি মথুরায় পিতামাতার পাদদ্বয় ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে তাত! হে অম্ব! কংসভয়ে ভীত হইয়া এতকাল আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।'

৭। তাঁর শত্রুদেরও উত্তমা গতি।

তাঁহার পাদদ্বয়ের ধূলি একবার সেবা করিয়া কে তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপাল তাঁহার কত দ্বেষ করিয়াছিল, কিন্তু সেই শিশুপাল যোগিজনদুর্ল্লভ সিদ্ধি পাইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে নরলোক বীরগণ অর্জ্জুনের রথে তাঁহার বদনারবিন্দ পান করিয়া তাঁহার গতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকপালগণ করযোড়ে তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিত, কিন্তু উগ্রসেনের নিকট তাঁহার কৈঙ্কর্য্য স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। রাজা উগ্রসেন রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, 'মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক!' তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া! দুষ্টা পুতনা স্তনদ্বয়ে কালকূট লেপন করিয়া সেই স্তনপান করাইয়াছিল। কিন্তু সেও মাতা যশোদার গতি প্রাপ্ত হইল।

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে সংরম্ভ মার্গাভিনিবিষ্ট চিত্তান্
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্য পুত্রমংসে সুনাভায়ুধ মাপতন্তম্।

আমি অসুরগণকে পরম ভাগবত মনে করি, কারণ তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশমার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড় স্কন্ধে হরিকে দর্শন লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ আর কি বলিব?

৮। ভগবানের মানুষ লীলা।

"ভগবান্ কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসের ভয়ে তাঁহাকে নন্দের ব্রজে রাখিয়া আসেন। সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত একাদশ বৎসর গূঢ়তেজা হইয়া বাস করেন। তিনি গোপবালকদের সহিত বৎস চারণ করিতে করিতে যূথসিংহশিশুর ন্যায় যমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন। তাঁহার কৌমারচেষ্টা দেখিয়া ব্রজবাসীদের হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনি বংশীধ্বনি করিয়া অনুচর গোপালদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। সেই সময় রাজা কংস তাঁহার প্রাণ-সংহারাভিপ্রায়ে কামরূপ নানা মায়াবীকে প্রেরণ করে। বালক ভগবান অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ সংহার করেন। যমুনার জল কালীয় বিষে বিষাক্ত হইলে তিনি কালীয়ের প্রাণবধ করিয়া গোপ-গোপীকে নির্ব্বিষ জল পান করান। গোপরাজ নন্দের বিত্তের সদ্ব্যয়ার্থ তাঁহাকে গো-যজ্ঞ করান। প্রবল বর্ষাপাতে ব্রজপুর কাতর হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্র করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করেন। তিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাপ্লুত বনভূমিতে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এইরূপে একাদশ বর্ষ বৃন্দাবনে বাস করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় রাজা কংসকে নিহত করিয়া পিতামাতার কারামোচন করেন।

তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবার মাত্র উপদেশে বস্তুবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরকালে সমাহূত অসংখ্য নৃপতিগণের সমক্ষে গান্ধর্ব্ব বিধানে রুক্মিণীকে হরণ করেন।

"কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য নৃপতিকে মিলিত করিয়া পরস্পরদ্বারা তাহাদের সংহার করাইয়াছিলেন। যখন দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ভূমিশায়ী হন তখন তিনি তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে আনন্দিত হন নাই বরং অবিসহ্য যাদব-কুলের বিনাশ চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সাধুপথ প্রচলন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উত্তরার গর্ভ অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তিনি তাহা রক্ষা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারই মতে অবনীমণ্ডল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভগবান্ দ্বারকাপুরীতে স্নিগ্ধ সস্মিতদৃষ্টি, পীযুষতুল্য বচন ও শ্রীর নিকেতনস্বরূপ নিজ দেহদ্বারা পুরীস্থ সকলকে আমোদিত করিতেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি মর্ত্তধাম ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া যদুকুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন ঋষিদের কোপ উৎপাদন করিল। ঋষিগণ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অভিশাপ দিলেন। যাদবগণ প্রভাসতীর্থে গমন করিল। তথায় তীর্থোদক দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুধন দান করিল। ক্রিয়া সমাপ্তির পর তাহারা মদিরা পান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিল।

"ভগবান্ এই সমস্ত দর্শন করিয়া সরস্বতী জলে আচমনপূর্ব্বক একটী অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পূর্ব্বে দ্বারাবতীতে

আমাকে বদরিকাযাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন। আমি তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। আমি প্রভাসে পঁহুছিয়া দেখিলাম তিনি অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম রাখিয়া উপবিষ্ট আছেন। যদিচ সে সময় বিষয়সুখ পরিত্যাক্ত হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম যেন তিনি আনন্দপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেই সময় সেখানে ভগবানের অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি পর্য্যটন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হন।

৯। উদ্ধবের প্রার্থনা।

ভগবান্ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আমি 'জীবলোক ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। এসময় এই নির্জ্জন স্থানে একান্ত ভক্তি-সম্পন্ন হইয়া যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি সৃষ্টির উপক্রম সময়ে ব্রহ্মাকে পরমজ্ঞান বলিয়াছিলাম।' ভগবানের কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং আমি উপরুদ্ধকণ্ঠ হইলাম, অনেকক্ষণ পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলাম।

কোন্বীশ তে পাদ সরোজ ভাজাং সুদুর্ল ভো র্থেষু চতুর্ষ্বপীহ॥
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎ পদাম্ভোজ নিষেবণোৎসুকঃ॥

'ভগবন্! যে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের কোনটাই দুর্লভ নহে। কিন্তু আমি সে সকল আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার মন কেবল তোমার চরণসেবার জন্য উৎসুক।

কর্ম্মাস্য নীহস্য ভবো ভবস্য তে দুর্গাশ্রয়ো অথারিভয়াৎ পলায়নম্
কালাত্মনো যৎ প্রমদা-যুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্ রতে খিদ্যতি ধী বিদামিহ॥

হে প্রভো! তুমি নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যে কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও

যে জন্ম লও, আর কালস্বরূপ হইয়াও যে অরি ভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর এবং আত্মারাম হইয়াও যে তুমি ভূরি নারী-সমভিব্যাহারে গৃহস্থ-ধর্ম্মাচরণ কর, ইহা দেখিয়া বিদ্বানরাও বুদ্ধিহারা হয়। প্রভো! তোমার বিদ্যাশক্তির অভাব নাই। আপনি সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অজ্ঞের ন্যায় আমাকে আহ্বান করিয়া অবহিত হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিতে, এই সব যখন আমার স্মরণ হয় তখন আমি অস্থির হইয়া পড়ি। হে ভগবন! ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান বলিয়াছিলেন উহা যদি আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, বলুন।' এই অভিপ্রায় নিবেদন করিলে কমললোচন ভগবান্ স্বীয় পরমা স্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহার নিকট পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই। পরে তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরহে আতুর হইতেছে।" এইরূপে ভগবানের অমৃতকথা প্রসঙ্গে নিমেষে রাত্রি যাপন করিয়া বিদুরকে মৈত্রেয় মুনির নিকট যাইতে উপদেশ দিয়া উদ্ধব প্রস্থান করিলেন।

উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

তাপত্রয়েণ অভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনি ঈশ।
পশ্যামি ন অন্যৎ শরণং তব অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ অমৃতাভিবর্ষাৎ॥
দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে অস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্র সুখোরুতর্ষং।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়া অপবর্গৈঃ বচোভিঃ আসিঞ্চ মহানুভব॥

ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপে তাপিত সন্তপ্তজনের তোমার অমৃতবর্ষ পাদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য শরণ দেখিতেছি না। এই সংসারকূপে মানুষ পতিত, কাল-অহি কর্তৃক দষ্ট, সুখ ক্ষুদ্র কিন্তু মানুষ উরুতৃষ্ণায় তৃষিত। হে মহানুভব! কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর এবং অপবর্গ-বোধক বাক্যামৃতদ্বারা অভিষিক্ত কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধব ও ব্রজগোপী।

(১)

বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগ। দেবভাগের পুত্র শ্রীউদ্ধব। বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিগণের মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধব অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরা যাত্রার সময় গোপীগণকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন, আমি শীঘ্র ব্রজে ফিরিব। ভগবান্ জানিতেন, ব্রজপুরীস্থ গোপীরা তাঁহার অদর্শনে বিরহোৎকণ্ঠাবিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। সেজন্য ভগবান্ অনন্যমনা অতিপ্রিয় উদ্ধবকে একদিন নির্জ্জনে বলিলেন, "হে সৌম্য! একবার ব্রজে যাও এবং পিতামাতার নিকট প্রীতি লইয়া যাও, আর বিয়োগবিধুরা গোপীগণকে আমার সন্দেশ দ্বারা শান্ত করিয়া আসিও। আহা! তাহারা আমার অদর্শনে মৃতকল্প হইয়া আছে।" উদ্ধব নিজ প্রভুর সন্দেশ বহন করিয়া গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, দিবাকর অস্তোন্মুখ হইবার সময় নন্দালয়ে পৌঁছছিলেন। সন্ধ্যার গোধূলি-ধূসরিত আবরণে তাঁহার রথ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দ আনন্দে বাসুদেব জ্ঞানে তাঁহার সৎকার করিলেন। পরে কৃষ্ণরামের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথামৃত আলোচনা করিতে লাগিলেন। উদ্ধব নন্দযশোদার শ্রীভগবানে পরম অনুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন।

(২)

নন্দযশোদার তীব্র অনুরাগাভিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণে মানুষবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব বুঝাইলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ মানুষ নহেন, দেবতাও নহেন,

কিন্তু জগৎকারণ অন্তর্য্যামী। তাঁদের আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁরা সামান্য নন।

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবেশ্য মনোবিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ॥

এই রাম বা কৃষ্ণে যদি প্রাণ বিয়োগকালে ক্ষণমাত্রও কেহ বিশুদ্ধ মন নিবিষ্ট করিতে পারে সে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মবাসনা ছেদন করিয়া "ব্রহ্মময়" আনন্দস্বরূপ ও "অর্কবর্ণ" প্রকাশস্বরূপ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। তোমাদের তাঁহাতে পরম অনুরাগ, অতএব তোমরা নিশ্চয়ই কৃতকৃতার্থ হইয়াছ।

(৩)

নন্দযশোদার তীব্র দর্শনলালসা বুঝিয়া বলিলেন :—

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥

হে মহাভাগ! খেদ করিওনা। কৃষ্ণ কাছেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখ। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠে, সেইরূপ তিনি ভূতগণের অন্তর্হৃদয়ে রহিয়াছেন। সত্য বটে, কাষ্ঠ মন্থন না করিলে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দেখা যায় না। কিন্তু তোমাদের তো পূর্ণ ভক্তি, তোমাদের সাক্ষাৎকার অবশ্যই হইতেছে।

(৪)

নন্দযশোদার ভগবানে আত্মীয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমঃ নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা।
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।

অচেতন প্রায় হয় এবং শীঘ্র দুঃখিত গৃহকুটুম্ব ত্যাগ করিয়া ভোগহীন পক্ষীর ন্যায় ইহলোক ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া মাত্র প্রাণধারণ করে। অতএব কৃষ্ণকথা যদ্যপি পরিত্যাজ্য, কিন্তু আমরা তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কি করিব?

(৭)

উদ্ধব তাঁদের কৃষ্ণদর্শনলালসা দেখিয়া বলিলেন—

অহো যূয়ম্ স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসাম্ ইত্যর্পিতং মনঃ॥
দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা॥
দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বা বৃণীত যদ্‌যূয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং॥

অহো, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা লোকপূজিত, কারণ ভগবান্ বাসুদেবে তোমরা ঈদৃশ মন সমর্পন করিয়াছ।

দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্য বিবিধ শ্রেয়সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয়।

আর তোমাদের ভাগ্যক্রমে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে মুনিগণেরও দুর্ল্লভা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে তোমরা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, ভবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছ।

উদ্ধব ভাবিতেন, ভগবান নিরর্থক গোপীদের প্রশংসা করেন। উদ্ধ-

বান উদ্ধবের মানস বুঝিয়া তাঁহাকে ব্রজে পাঠান। উদ্ধব গোপীদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন,—

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥

হে মহাভাগ্যবতী! তোমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তিযোগে প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবদ্বিরহ দ্বারা একান্ত ভক্তিলাভ হয়, ইহা তোমাদের নিকট শিখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

(৮)

উদ্ধব তারপর ভগবদ্সন্দেশ বলিলেন,—

শ্রীভগবানুবাচ—

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহং চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয় গুণাশ্রয়ঃ॥
আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজেহন্ম্যনুপালয়ে॥
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গণাত্মনা॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ॥
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে॥
যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥
এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥
যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরেবর্ত্তে প্রিয়োদৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ॥
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥

এই ভগবদ্‌সন্দেশের দুইটী ব্যাখ্যা আছে। কেহ কেহ বলেন, এই সন্দেশ জ্ঞানময়, কেহ কেহ বলেন প্রেমময়।

জ্ঞানময় ব্যাখ্যা এইরূপ—

আমি সকলের উপাদান, সেজন্য তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ দেশতঃ কালতঃ হইতে পারে না। যেরূপ চরাচর ভূতে মহাভূত আকাশ বায়ু অগ্নি জল মহী আশ্রয়রূপে স্থিত, সেইরূপ আমি মন প্রাণ ইন্দ্রিয় এই সকলের আশ্রয়রূপে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছি। আত্মাতে আত্মদ্বারা আত্মাকে জগদ্রূপে সৃজন করি, পালন করি ও লয় করি। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধ, ত্রিগুণকার্য্য হইতে ব্যতিরিক্ত, গুণে অন্বিত নহেন। যদিচ আত্মা সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণাদি মায়াবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ-রূপে প্রতীত হন, কিন্তু উপাধিবিয়োগে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন না, তুরীয়রূপে প্রতীত হন। স্বপ্নোত্থিত জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া জানে। সেইরূপ স্বপ্নবৎ শব্দাদি যে মন দ্বারা চিন্তা কর এবং চিন্তা করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হও, সেই মনকে নিয়মন কর।

প্রেমময় ব্যাখ্যা এইরূপ—

আমার সঙ্গে তোমাদের বিয়োগ সর্ব্বরূপে নহে, এক কেবল দেহের বিয়োগ। কারণ তোমাদের মন বুদ্ধি আমাতে আছে, আমার মন বুদ্ধি তোমাতে আছে। তোমরা সর্ব্বদা প্রেমের সহিত আমাকে চিন্তা করিতেছ, আমিও তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শব্দাদি আশ্রয় করিয়া আছি,

যেরূপ ভূতগণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী আশ্রয় করিয়া আছে। তোমাদের মনে, আমার মনপ্রভাবে আমার রূপ আবির্ভাব করি, অন্তর্দ্ধান হই ও সংভোগলীলার্থ মুহূর্ত্তের জন্ত পালন করি। আমি তোমাদিগকে "জ্ঞানময়" বিস্মিত হই নাই, "কৃষ্ণ" অন্ত কাহারও সঙ্গ করি নাই। তোমাদের বিয়োগে আমি খিন্ন। তোমাদের সৌন্দর্য্য সুষুপ্তিকালে সামান্তভাবে, স্বপ্নে বিশেষভাবে, জাগ্রতে নানামাধুর্য্যময়রূপে সাক্ষাৎ করিতে অনুভব করি। মূর্চ্ছার অবসানে তোমরা প্রবুদ্ধ হইয়া, সত্য আমার দর্শনস্পর্শন যে মন দ্বারা স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া চিন্তা কর, সেই মনকে তিরস্কার কর, যেহেতু বিনিদ্র হইলে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ পাইয়া থাক। অনুরাগান্ধ তোমাদের সহিত আমার সত্য সংযোগ মিথ্যা বলিয়া মনে কর, সেজন্ত এই সন্দেশ প্রেরণ।

যেরূপ মন নিরোধ হইলে সংসার তরণ হয়, সেইরূপ আমার বিরহ তরণ তোমাদের মননিরোধ হইলে হইবে।

মনীষিগণের সাধনকলাপের এই মননিরোধই অবধি অর্থাৎ পর্য্যাবসান। অষ্টাঙ্গ যোগ, বিবেক, সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, ইহাদের ফল মননিরোধ অর্থাৎ মার্গভেদ হইলেও ফল এক—যেরূপ বহু নদীর এক সমুদ্রে পর্য্যাবসান। যদিচ আমি তোমাদের প্রিয় কিন্তু চক্ষুর দূরে রহিয়াছি, তোমরা আমাকে অনুধ্যান করিবে বলিয়া। সেই ধ্যান দ্বারা মনের সন্নিকর্ষ হইবে। যেরূপ স্ত্রী পুরুষের দূরচর প্রিয়জনে মন আবিষ্ট হইয়া থাকে—সেরূপ নিকটে চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে হয় না। অতএব আমাতে সম্পূর্ণ অশেষ বৃত্তিযুক্ত মন স্থির করিয়া আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া অচিরে আমাকে পাইবে।

গোপীরা বলিল—

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥
ক উৎসহেত সংত্যক্ত মুত্তমঃশ্লোকসংবিদং ।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ ॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে ।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত ।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ ।
গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে ॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন ।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলম্ বৃজিনার্ণবে ॥

মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ। বনবাসিনী আমাদিগে তাঁর কি প্রয়োজন? অথবা কামিনীতে বা তাঁর কি প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরা তাহা জানি। তথাপি শ্রীকৃষ্ণে আমাদের দুরত্যয়া আশা। উত্তমঃশ্লোকের একান্ত বার্ত্তা কোন প্রাণী ত্যাগ করিতে পারে? তাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁর উরুস্থল হইতে কমলশ্রী বিচলিত হন না। হে প্রভো! রামকৃষ্ণ সেবিত সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ গাভী, বেণুরব, শ্রীর নিকেতনস্বরূপ আর তাঁর পদাঙ্ক, তাঁকে মুহুর্মুহু আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অতএব তাঁকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তাঁর ললিত গতি, উদারহাস, লীলাবলোকন,

ও মধুর বচনে আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছে। কিরূপে বিস্মৃত হইব? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন, এই গোকুল দুঃখসমুদ্রে মগ্ন, ইহাকে উদ্ধার কর।

গোপীরা প্রিয় সন্দেশ পাইয়া বিরহজ্বর ত্যাগ করিল উদ্ধবকে আত্মা ও অধোক্ষজ জানিয়া পূজা করিল। উদ্ধবও কয়েক মাস গোপীদের সহিত বাস করিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণবার্ত্তায় সে কয় মাস ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল।

গোপীদের ব্যাকুলতা দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপীবধ্বো গোবিন্দ এবম্ নিখিলাত্মনি
রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়োঃ বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥
কেমা স্ত্রিয়ো বনচরী র্ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে কচৈব পরমাত্মনি রূঢ়
ভাবঃ।
নন্বীশ্বরো নু ভজতো বিদুষোহপি সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ
ইবোপযুক্তঃ॥
আসাম্ অহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি-
র্বিমৃগ্যাম্॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ যাসাং হরিকথোদ্গীতং
পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

ভক্তিই মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য।

এই গোপীরা দেহধারীর মধ্যে ধন্য, কারণ নিখিলাত্মা গোবিন্দে তাহা-

মের প্রেম হইয়াছে। এই অনুরাগ সংসারভীরু মুনিরাও বাঞ্ছা করেন। আর ভক্ত আমরাও ইচ্ছা করি।

বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না।

ভগবানের কথাতে যাদের অনুরাগ হয়, তাদের চতুর্ম্মুখ জন্মেও কোন আতিশয্য হয় না।

এই বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা গোপী কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ কোথায়? ঔষধিশ্রেষ্ঠ অমৃত উপভুক্ত হইলে যে তার প্রভাব জানে না, তাকেও শ্রেয়োফল দান করে। সেইরূপ এই গোপীরা জানে না যে কার সঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু তাদের ফল ফলিয়াছে।

উদ্ধবের প্রণাম ও প্রার্থনা।

উদ্ধব গোপীদের প্রণাম করিলেন। অহো! এই গোপীদের চরণ-রেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতৌষধির মধ্যেও আমি যেন একটা কিছু হই। এই গোপীরা দুস্ত্যজ পতিপুত্র ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অতিদুর্লভ মুকুন্দপদবী আশ্রয় করিয়াছে। [উদ্ধব গোপী হইবার প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু গোপীদের পদরজসেবী গুল্মলতৌষধি হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন] যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু আমি বারংবার বন্দনা করি।

গোপীগণও প্রার্থনা করিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্রক্কাপীশ্বরেচ্ছয়া ॥
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥

আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হউক! আমাদের বাক্ তাঁর নামাভিধায়িনী হউক! আমাদের কায় তাঁকে নমস্কার করুক! মঙ্গলাচরিত ও দান দ্বারা, বা পুণ্য পাপ কর্ম্ম দ্বারা, ঈশ্বরেচ্ছায়, যে কোন জন্ম হউক, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের অনুরাগ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(১)

উদ্ধবকে সংসারত্যাগের অনুমতি

যদুকুল ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলে শাপবিমোচনের জন্য যদুগণ প্রভাসতীর্থ-যাত্রা সঙ্কল্প করেন। ভগবানের প্রভাস যাত্রার উদ্‌যোগ দেখিয়া উদ্ধব বলিলেন, ভগবান্ এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

উদ্ধব ভগবানকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, বিপ্রশাপের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও যখন আপনি প্রতিবিধান করিলেন না, তখন আমার বোধ হইতেছে আপনি যদুকুল সংহার করিয়া এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধামনয়মামপি॥

হে কেশব! আমি তোমার পাদপদ্ম ক্ষণার্দ্ধও ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আমি তোমার

ভক্ত, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। ভাবিও না, মায়ার ভয়ে আমি এ কথা বলিতেছি—

উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি—আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমি মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন,—হাঁ আমি এইবার অন্তর্দ্ধান হইবে। আমি চলিয়া যাইবা মাত্র কলির অধিকার হইবে।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥

তুমি স্বজন বন্ধুতে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন আবিষ্ট করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর।

উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান্ সংসার ত্যাগ করিতে অনুমতি করিতেছেন। উদ্ধব বলিলেন,

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।

বিষয়-চিত্ত লোকের কাম ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। তবে তুমি "যোগেশ" অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তির আধার, তুমি যদি শক্তি দাও, তবেই সংসার ত্যাগ করিতে পারগ হইব। তৎপরে উদ্ধব ভগবানকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং বলিলেন "অনুশাধি ভৃত্যম্"—ভৃত্যকে শিক্ষা দিন।

(২)

অবধূতের ২৪টি গুরু।

ভগবান্ বলিলেন, হাঁ জানদ গুরু এক বটে, এবং গুরুকরণ আবশ্যক। কিন্তু ইহা জানা উচিত; প্রধান গুরু নিজ বুদ্ধি বা মন। "আত্মনো

গুরুরাত্মৈব" আত্মা আত্মার গুরু অর্থাৎ নিজেই নিজের গুরু হইতে হয়। তাহার পর ভগবান্ এই প্রসঙ্গে অবধূত শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের ইতিহাস বলিলেন। দত্তাত্রেয়ের ২৪টী গুরু ছিল। উপদেশ মত সব গুরু তিনি অবলম্বন করেন নাই কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত গুরু অবলম্বন করিয়াছিলেন।

২৪টী গুরু (১) পৃথিবী (২) বায়ু (৩) আকাশ (৪) জল (৫) অগ্নি (৬) চন্দ্র (৭) রবি (৮) কপোত (৯) অজগর (১০) অর্ণব (১১) পতঙ্গ (১২) মধুকর (১৩) করী (১৪) মধুহা (১৫) হরিণ (১৬) মীন (১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরর (চিল) (১৯) বালক (২০) কুমারী (২১) শরনির্ম্মাতা (২২) সর্প (২৩) ঊর্ণনাভ (২৪) সুপেশকৃৎ (কুমুরে পোকা)।

(১) পৃথিবী গুরু। পৃথিবীর নিকট ক্ষমা শিখিবে। কেহ আক্রমণ করিলেও ক্ষমা হইতে বিচলিত হইবে না।

(২) বায়ু গুরু। বায়ু যেরূপ গন্ধ দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ মুনি দেহের ভাল মন্দে লিপ্ত হইবে না।

(৩) আকাশ গুরু। আকাশ মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেও কিছুতেই যেরূপ লিপ্ত হয় না, মুনিও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ হইবে।

(৪) জল গুরু। জল যেরূপ মধুর, স্বচ্ছ ও পবিত্রকারী মুনি সেইরূপ সকলের তীর্থ স্বরূপ হইবে।

(৫) অগ্নি গুরু। অগ্নি যেরূপ মলদাহক, মুনি সেইরূপ শ্রেয়ঃ অভিলাষী মানুষের মল-দাহক হইবে।

(৬) চন্দ্র গুরু। চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ দেহের জন্ম ও নাশ হয়, আত্মার জন্ম ও নাশ হয় না।

(৭) রবি গুরু। সূর্য্য যেরূপ জল আকর্ষণ করিয়া পুনরায় পৃথিবী-কেই দান করেন, মুনিও সেইরূপ হইবে।

(৮) কপোত গুরু। কপোত-শাবক ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কপোত কপোতী স্নেহাতিশয্য হেতু স্বয়ং জালে গিয়া পড়ে এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হয়! সেই জন্ত,

নাতি স্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।

(৯) অর্ণব গুরু! মুনি অর্ণবের ন্যায় প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগাহ ও দুরত্যয় হইবে।

(১০) অজগর গুরু। অজগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না মুনি সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

(১১) পতঙ্গ গুরু। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে মুগ্ধ হইয়া পুড়িয়া মরে সেইরূপ মানব যোষিৎ ও হিরণ্যাভরণে মুগ্ধ হইলে নষ্ট হইবে।

(১২) মধুকর গুরু। মধুকর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ মুনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবে। মক্ষিকারা সঞ্চয় করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সঞ্চয় মুনির নাশের হেতু।

(১৩) করী গুরু। করীকে করিণী দেখাইয়া গর্ত্তে ফেলা হয়। সেইরূপ যুবতী স্পর্শে মৃত্যু হইবেই হইবে। এমন কি দারুময়ী যুবতীর পদও স্পর্শ করিবে না।

(১৪) মধুহা গুরু। মধুহা যেরূপ সঞ্চিত মধু হরণ করে, যতি সেইরূপ কল্যাণেচ্ছু গৃহস্থের দুঃখোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিবে।

(১৫) হরিণ গুরু। গ্রাম্য নৃত্যবাদিত্রগীত সেবা করিবে না। করিলে হরিণের ন্যায় বদ্ধ হইবে—ব্যাধ বাঁশী বাজাইয়া হরিণ ধরে।

(১৬) মীন গুরু। রসজয় না করিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না।

আমিষযুক্ত বড়িশ দ্বারা মৎস্য ধৃত হয়। রস জয় না করিলে মৃত্যু ঘটে।

জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।

রসনেন্দ্রিয় জয় করিলে সব ইন্দ্রিয় জয় করা হয়।

(১৭) পিঙ্গলা গুরু। একদিন পিঙ্গলা বেশ্যা নাগরের আশায় বেশভূষা করিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। পথে মানুষ দেখিলেই ভাবে যে অর্থপ্রদ নাগর আসিতেছে, কিন্তু সে রাত্রে কেহ আসিল না। সে একবার ঘরে ঢোকে একবার বাহিরে আসে। এইরূপ দুরাশায় অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল ও নিদ্রা যাইল।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ।

(১৮) কুরর গুরু। কুরর (চিল) একটু মাংস মুখে করিলে অপর পক্ষীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে—সে মাংস ফেলিয়া দিলে তবে নিশ্চিন্ত হয়। পরিগ্রহ দুঃখের কারণ।

(১৯) বালক গুরু। বালক যেরূপ চিন্তামুক্ত সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞাত মুনি চিন্তামুক্ত হইবে।

(২০) কুমারী গুরু। এক কুমারীর হাতে কয়েকগাছি কঙ্কণ ছিল। কুমারী ধান্য কুটিতে ছিল। হাতে কঙ্কণ থাকা হেতু শব্দ হইতেছিল। তাহাতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিতেছিল যে কুমারী ধান্য কুটিতেছে। কুমারী দুগাছি রাখিয়া অবশিষ্ট চুড়ি খুলিল। তাহাতেও শব্দ হইতে লাগিল; পরে একগাছি রাখিয়া সব খুলিয়া ফেলিল। আর শব্দ হইল না।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ।

বহুজন একত্র বাস করিলে কলহ হয়, দুইজন একত্র থাকিলেও কথা-বার্ত্তা হয়। অতএব মুনি একাকী ভ্রমণ করিবে, যেরূপ কুমারীর কঙ্কণ।

(২১) শরনির্ম্মাতা। শরনির্ম্মাতা যখন এক মনে শর সরল করে তখন সম্মুখ দিয়া ভেরীঘোষ সহিত রাজা যাইলেও টের পায় না।

(২২) সর্প গুরু। সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করে, মুনি সেইরূপ পরনির্ম্মিত গৃহে বাস করিবে।

(২৩) ঊর্ণনাভ গুরু। ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেরূপ নিজের মুখ হইতে জাল নির্ম্মাণ করে ও সেই জালে বিহার করে, আবার জাল গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন, সংহার করেন।

(২৪) কুমুরে পোকা গুরু। আরসোলা যেরূপ ভয়ে কুমুরে পোকার আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্নেহ, দ্বেষ ও ভয় হেতু যাহার চিন্তা করা যায়, তাহারই আকার প্রাপ্ত হইতে হয়।

অবধূতের এই চব্বিশটি গুরু ছাড়া আর একটি গুরু ছিলেন—নিজ দেহ। এই গুরুটি বড় বিচিত্রচরিত্র। এই গুরুকে ভাল রকম সেবা করিলে ইনি অধঃপতিত করেন। কিন্তু ইহাকে মাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী ভোগ দিলে, ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন।

(৩)

গুরুকরণ।

তাহার পর ভগবান্ বুঝাইলেন,

সদভিজ্ঞং গুরু শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ।

আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য গুরুকরণ প্রয়োজন কিন্তু গুরু যেন ব্রহ্মজ্ঞ ও শমতাগুণ প্রাপ্ত হন। গুরুকে মৎস্বরূপ জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

(৪)

আত্মার স্বরূপ।

বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥

স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ। আত্মা দ্রষ্টা—স্বপ্রকাশ। যেরূপ দারু দাহ্য ও অগ্নি দাহক সেইরূপ দেহ প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্য।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা কর্ম্ম করেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন। ভগবানের মতে আত্মা কর্ম্ম করেন না, সুখ দুঃখও ভোগ করেন না।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥

ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করে। সত্ত্ব রজ তম গুণ ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে। জীব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে কর্ম্মফল ভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সংযোগ বলা যায়। ভগবানের মতে আত্মা কর্ত্তা নহেন বা ভোক্তা নহেন, কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা সাক্ষী।

(৫)

আত্মার বন্ধ নাই—মোক্ষ নাই।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, আত্মা একস্বভাব, বদ্ধ ও মুক্ত হইলেন কিরূপে?

ভগবান্ বলিলেন—

বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়া মূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥

[ঠাকুর বলিতেন, মনেই বদ্ধ —মনেই মুক্ত।]

"বদ্ধ" ও "মুক্ত" (মন) উপাধিহেতু বলা যায়, বস্তুতঃ নহে ! (মন) উপাধি মায়িক, অতএব আত্মার মোক্ষও নাই বন্ধও নাই। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

(৬)

বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ।

তৎপরে ভগবান্ বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ বলিলেন—

যে নিজেকে সুখ দুঃখের ভোক্তা মনে করে, সে বদ্ধ। যে নিজেকে কেবল দ্রষ্টা দেখে সে মুক্ত। মুক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি দেহস্থ নন। বদ্ধ দেহস্থ না হইয়াই ভাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত শরীরে থাকিয়াও ভবেন তিনি কর্ত্তা নন—বদ্ধ জানে আমি কর্ত্তা।

(৭)

সাধুর লক্ষণ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

কৃপালু, কাহারও দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যই তাঁহার বল, অসূয়াশূন্য, হর্ষবিষাদ-রহিত, সকলের উপকারক, বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না, তাঁর বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, মৃদুচিত্ত, সদাচার, অপরিগ্রহ, ক্রিয়াশূন্য, মিতভোজী, তাঁর অন্তঃকরণ সংযত, স্বধর্মে স্থির, মদেকাশ্রয়, মননশীল, সাবধান, নির্ব্বিকার, বিপদেও অকৃপণ, তিনি ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহ জরামৃত্যু জয় করিয়াছেন, মানাকাঙ্ক্ষী নহেন, অন্য লোককে মানদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক, সম্যক্ জ্ঞানী ইত্যাদি। এগুলি সাধুর লক্ষণ।

(৮)

ভক্তের লক্ষণ।

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনং।
পরিচর্য্যাস্তুতি প্রহ্বগুণ কর্ম্মানুকীর্ত্তনং॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং। * * * *
* * * * বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। * * * *
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্॥ * * * *

আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শনার্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও প্রণত হইয়া গুণকর্ম্মের অনুকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার ধ্যান, লব্ধবস্তুর সমর্পণ, দাস্য ভাবে নিজেকে নিবেদন, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার জন্মকর্ম্মকথন, আমার পর্ব্বানুমোদন, আমার ব্রত ধারণ, নিজে কিম্বা সকলে মিলিত হইয়া আমার অর্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা, অমানিত্ব,

অপ্রিয়, কৃতকর্ম্মের পরিকীর্ত্তন না করা—ইত্যাদি। এগুলি লক্ষণ।

(৯)

সৎসঙ্গ।

তার পর ভগবান বুঝাইলেন যে ভক্তিযোগ সাধুসঙ্গ দ্বারা লাভ হয়। ভগবানের মতে সাধুসেবার মত ফলপ্রদ উপায় আর কিছুই নাই।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।

নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজ ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমি সন্তদের পরম আশ্রয়।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এবচ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।

যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥

আসন প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিবেক, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদজপ, কৃচ্ছ্রতপঃ, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট, কূপারামাদিনির্ম্মাণ পূর্ত্ত, দান, একাদশী উপবাসাদি ব্রত, যজ্ঞ অর্থাৎ দেবপূজা, ছন্দ অর্থাৎ রহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম, ইহারা কেহই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ সর্ব্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।

অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

তাহারা বেদ পাঠ করে নাই, আচার্য্যের উপাসনা করে নাই, তাহাদের ব্রত ছিল না, তপস্যা ছিল না, কেবল সাধুসঙ্গ হেতু আমাকে পাইয়াছিল।

(১০)

কর্ম্মত্যাগ কথন।

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।

বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রং॥

গুরূপাসনালব্ধ একভক্তি দ্বারা ও শাণিত জ্ঞানকুঠার দ্বারা জীবোপাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে "অস্ত্র" অর্থাৎ সাধন ত্যাগ কর।

(১১)

ভক্তি কিসে হয়।

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তি লক্ষণঃ।

সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে আমার ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করিলে হয়। তাহা হইতে ধর্ম্ম হয়।

দশটী সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করা উচিত।

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।

ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥

* * * * সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে। * * *

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আগম, অপ, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার এই দশটী সেবা করা উচিত, কারণ এই দশটীতে সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণের বৃদ্ধি হয়।

(১) আগম—পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি সাত্ত্বিক নিবৃত্তিশাস্ত্র সেবা করা উচিত। রাজসিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিশাস্ত্র ও তামসিক

বৌদ্ধ শাস্ত্র সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজগুণ ও তমঃগুণের বৃদ্ধি হইবে।

(২) অপ—সাত্ত্বিক তীর্থাপ গঙ্গোদকাদি সেবা করা উচিত। রাজস গন্ধোদক ও তামস সুরাদি সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজঃ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৩) প্রজা—সাত্ত্বিক নিবৃত্ত জন সেবা করিবে। রাজস প্রবৃত্ত ও তামস দুরাচার জন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৪) দেশ—সাত্ত্বিক বিবিক্ত দেশ সেবা করিবে, রাজস রথ্যাদি দেশ ও তামস দ্যূতসদন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৫) কাল—ধ্যানাদির জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তাদি কাল সেবা করিবে, রাজস প্রদোষ কাল ও তামস নিশীথ কাল সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। প্রদোষ কালের ধ্যান লোকরঞ্জনার্থ ও নিশীথ কালের ধ্যানে নিদ্রার ব্যাঘাত হেতু মন স্থির হয় না।

(৬) কর্ম্ম—সাত্ত্বিক নিত্য কর্ম্ম সেবা করিবে, রাজস কাম্য কর্ম্ম ও তামস অভিচারাদি কর্ম্ম সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৭) জন্ম—সাত্ত্বিক শৈব ও বৈষ্ণব দীক্ষা সেবা করিবে, রাজস শাক্ত দীক্ষা ও তামস ভূতপ্রেতাদি দীক্ষা সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। [শাক্ত দীক্ষা মাত্রই রাজস নহে, কাম্য হইলেই রাজস, নিষ্কাম হইলেই সাত্ত্বিক।]

(৮) ধ্যান—সাত্ত্বিক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান সেবা করিবে, রাজস

কামিনী ধ্যান ও তামস শত্রুধ্যান করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৯) মন্ত্র—সাত্ত্বিক প্রণব মন্ত্র সেবা করা উচিত। রাজস কাম্য মন্ত্র ও অভিচার তামস মন্ত্র সেবা করিবে না, করিলে রজ তম বৃদ্ধি হইবে।

(১০) সংস্কার—সাত্ত্বিক আত্মার "সংস্কার" অর্থাৎ শোধক সেবা করিবে। রাজস দেহসংস্কার ও তামস গৃহসংস্কার সেবা করিবে না, করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(১২)

বিষয় ও বাসনা ত্যাগ হয় কিরূপে।

বিষয় গুণজ, বাসনাও গুণজ।

• • • • জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥

বিষয় ও বাসনা ব্রহ্মস্বরূপ জীবের "দেহ" অর্থাৎ অধ্যস্ত উপাধি জীবের স্বরূপ নহে।

• • • • ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥

তুরীয় আত্মাতে অবস্থিত হইয়া সংসৃতি বন্ধ ত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই বিষয় বাসনার ত্যাগ হইবে।

সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের কাপড়।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপং।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥

দেহ আসনে অবস্থিতি করুক বা আসন হইতে উত্থিত হউক, সিদ্ধ তাহা দেখেন না। যে দেহ দ্বারা আত্মার স্বরূপ অধিগত হওয়া যায়, সেই দেহ দৈবাৎ মৃত হউক বা দৈববশতঃ জীবিত থাকুক, সিদ্ধ তাহার

রাখেন না, যেরূপ মদিরামদান্ধ অর্থাৎ মাতালের পরিহিত বাস কোমরে আছে বা নাই, তার হুঁস থাকে না।

(১৩)

ঊর্জ্জিতা ভক্তি।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য।

কর্ম্মমীমাংসক বলেন, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কার প্রণেতা বলেন, যশই উদ্দেশ্য। বাৎস্যায়নাদি বলেন, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকৃৎরা বলেন, সত্য শম দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎরা বলেন, ঐশ্বর্য্যই উদ্দেশ্য। চার্ব্বাকেরা বলেন, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, দেবপূজা, তপ, দান, ব্রত, নিয়ম, যমই উদ্দেশ্য। কিন্তু এসব তুচ্ছ ফল।

ভক্তিই মুখ্য।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ॥

অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা, আমার দ্বারা সন্তুষ্টমনা ভক্তের সকল দিক সুখময়।

ভক্ত মুক্তিও চায় না।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্র লোক চায় না, সার্ব্বভৌম চায় না, পাতালের আধিপত্য চায় না, যোগসিদ্ধি চায় না, মুক্তিও চায় না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কিছু চান না॥

উর্জ্জিতা ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস দ্বারা যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ আমার উর্জ্জিত ভক্তি আমাকে বশীভূত করে।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে জাতিদোষ নাশ হয়।

* * * * ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপিসম্ভবাৎ॥

মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

(১৪)

ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ। জ্ঞান ও ভক্তি এক জিনিষ॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং॥

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয় তেমন তেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, যেরূপ চক্ষু অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইলে, সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায়। অতএব জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার পৃথক নহে।

(১৫)

ভক্তির প্রধান অন্তরায় যোষিৎ।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গত ॥

স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গিদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিয়া নির্ভয় দেশে, বিজনে থাকিয়া অতন্দ্রিত হইয়া আমাকে চিন্তা করিবে। পুরুষের যোষিৎ সঙ্গ দ্বারা ও যোষিৎ সঙ্গীদের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধ হয়, সেরূপ অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গেতে হয় না।

(১৬)

ধ্যান যোগ।

উদ্ধব বলিলেন, আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই। ধ্যান কি? তা আমার জানিবার বাসনাও নাই। আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, ইহাতেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থ, অন্য আর কিছু আমি চাহি না! তবে তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমাকে আচার্য্য করিয়া রাখিয়া যাইতেছ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ধ্যান কি? তাহাকে কি বলিব? ভগবান্ উদ্ধবকে যোগাঙ্গ আসন ও সগর্ভ প্রাণায়াম উপদেশ দিলেন ও ধ্যানের ক্রম অর্থাৎ কিরূপে সবিশেষ ধ্যান হইতে নির্ব্বিশেষ ধ্যানে উপনীত হইতে হয়, শিখাইলেন।

সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা।

প্রথমে ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করাই বিধি।

সুকুমারং অভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ ॥

প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা করিয়া সুকুমার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।

মাত্র মুখে ধারণা।

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েৎ মুখম্॥

সেই সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে কুড়াইয়া এক জায়গায় ধারণা করিবে, আর অন্য অন্য চিন্তা করিবে না। কেবল সহাস্য মুখ চিন্তা করিবে।

আকাশে ধারণা।

তত্র লব্ধপদং চিত্তং আকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।

মুখে লগ্নচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আকাশে ধারণা করিবে।

কিছুই চিন্তা করিবে না।

তৎ চ ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

আকাশও ত্যাগ করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না, মাত্র শুদ্ধব্রহ্মে অবস্থিত রহিবে।

আত্মা ও পরমাত্মা যোগ কিরূপ।

জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইবে।

এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে মনের ত্রিপুটী অর্থাৎ ধাতা, ধ্যেয়, ধ্যান বা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—এই বিভাগ লয় হইয়া মন নির্ব্বাণ—অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়।

(১৭)

সিদ্ধি।

সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। আটটী সিদ্ধি ঈশ্বরপ্রধান। আর দশটী সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে হয়।

আটটী ঈশ্বর-প্রধান সিদ্ধি।

(১) অণিমা—অণু হওয়া, প্রস্তর প্রবেশ।
(২) মহিমা—মহান্ হওয়া, সমস্ত ব্যাপিয়া থাকা।
(৩) লঘিমা—মরীচি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া।
(৪) প্রাপ্তি—অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চন্দ্রমস স্পর্শ।
(৫) প্রাকাম্য—ভূমিতে ভাসা ডুবা যেরূপ জলে।
(৬) ঈশিতা—শক্তি প্রেরণ।
(৭) বশিতা—বিষয়ে অনাসক্তি।
(৮) কামাবসায়িতা—সুখের সীমা প্রাপ্তি।

দশটী গুণজ সিদ্ধি।

(১) অনূর্ম্মিমত্ত্ব—ক্ষুৎ পিপাসা, জরা মৃত্যু, শোক মোহ রহিত হওয়া।
(২) দূর শ্রবণ।
(৩) দূর দর্শন।
(৪) মনোজব—যেখানে মন যায় সেখানে দেহ যায়।
(৫) কামরূপ—যেরূপ হইতে ইচ্ছা হয় সেই রূপ ধরা।
(৬) পরকায়া—প্রবেশ।
(৭) স্বেচ্ছামৃত্যু।
(৮) সুরক্রীড়া ভোগ।
(৯) সত্য সংকল্প—যাহা সংকল্প করে তাহা পায়।
(১০) অপ্রতিহত আজ্ঞা।

ক্ষুদ্রসিদ্ধি।

এই আঠারটী ছাড়া ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচটী।

(১) ত্রিকালজ্ঞত্ব—ত্রিকালদর্শিত্ব।

(২) অদ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদিতে অভিভূত না হওয়া।

(৩) পরচিত্তাভিজ্ঞতা।

(৪) স্তম্ভনং—অগ্নি, অর্ক, অম্বু, বিষ, অস্ত্রাদি প্রভৃতির বেগ নিরোধ করিবার ক্ষমতা।

(৫) অপরাজয়—সর্ব্বত্র জয়লাভ।

এই সব সিদ্ধি বিবিধ ধারণা হেতু হয়।

(১৮)

সহজে সিদ্ধি লাভ।

সত্য বটে বিভিন্ন ধারণা হেতু এই সব সিদ্ধিলাভ হয় কিন্তু ভগবানে মন ধারণা করিলে সব সিদ্ধি লাভ হয়।

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা।

আমাতে ধারণা করিলে এমন কি সিদ্ধি আছে, যাহা লাভ হয় না?

সিদ্ধি-অন্তরায়। বৃথা সময় নষ্ট।

অন্তরায়ান্ বদন্তি এতাঃ যুঞ্জতঃ যোগম্ উত্তমম্।

ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ।

কিন্তু উত্তম যোগাভ্যাসকারীরা এই সব সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে। আর আমাকে যে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তার এ সবে বৃথা সময় নষ্ট হয়।

বিশেষতঃ নিষ্ফল।

মৎস্য জন্মহেতু উদকস্তম্ভ করিতে পারে, পক্ষী জন্মহেতু আকাশে গমন

করিতে পারে। একটা মাছ বা একটা পাখী সহসা যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সিদ্ধি পাইবার জন্ত যোগধারণা করিতে হইবে? যে করে, তার মত নির্ব্বোধ বিরল।

(১৯)

ভগবৎ বিভূতি।

সকলেই ধ্যান করিতে পারে না। কারণ সংযত পুরুষ ছাড়া ধ্যান হয় না। কিন্তু একটা উর্জ্জিত শক্তিবিশিষ্ট বস্তু দেখিলে মনে হয়, এই বুঝি ভগবান্ এবং তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় এবং তাহা চিন্তা করা সোজা হয়। উর্জ্জিত শক্তি ভগবানের অংশ বটে।

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং হ্রীঃ ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মে অংশক॥

যেখানে যেখানে তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য্য, ভগ, বীর্য্য, তিতিক্ষা, বিজ্ঞান, সেখানে সেখানে আবির্ভাব জানিবে।

এইরূপ আবির্ভাব মানিলে মন আকৃষ্ট হইবে এবং অসংযতচিত্ত সংযত হইবে, তারপর ধ্যানের উপযুক্ত হইবে।

(২০)

বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

কিন্তু ইহা বুঝা উচিত ভগবানের আবির্ভাব কেবল বস্তুবিশেষে নহে। ভগবান্ সর্ব্ববস্তুতে বিদ্যমান। যেরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উদ্ধবকে ভগবান্ নানা বিভূতি বলিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—

মনোবিকারা এব এতে যথা বাচা অভিধীয়তে।

যেমন আকাশকুসুম বাক্যে বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ বস্তু নাই, সেইরূপ এই সব বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

ইহাদের পরমার্থিকতা কিছুই নাই, অতএব বিভূতিতে অভিনিবেশ করিবে না।

সংযমের প্রয়োজন।

বাচং যচ্ছ মনঃ যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছ ইন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানম্ আত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।

অতএব উদ্ধব! বাক্ সংযম কর, মন সংযম কর, প্রাণ সংযম কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর, সত্ত্বাশ্রয় করিয়া বুদ্ধি সংযম কর, তাহা হইলেই সংসার-মার্গে আর ফিরিবে না।

অসংযত যতির তপস্যা কাঁচা ঘটের জল।

যঃ বৈ বাঙ্‌মনসী সম্যক্ অসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ
তস্য ব্রতং তপঃ দানং স্রবতি আমঘটাম্বুবৎ।

যে যতি বাক্ মন সম্পূর্ণরূপ সংযত করে না, তার ব্রত, তপস্যা, দান সব নষ্ট হইয়া যায়, যেমন কাঁচা ঘটে জল রাখিলে হয়!

(২১)

বর্ণাশ্রম।

ভগবান্ চতুর্ব্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের উপদেশ দিলেন। যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধারণ বালকের শিক্ষা বিস্তার, সেইরূপ চতুরাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ তৈয়ার করা।

সত্য ও ত্রেতা।

সত্যযুগে অবতার বিশেষের অভাবহেতু শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প বোধ

ব্রহ্মকে ধ্যান করিত। ত্রেতাতে হৌত্র, অধ্বর্য্যব, ঔদ্গাত্র—ত্রিবিধ যজ্ঞই ধর্ম্ম ছিল।

সর্ব্ব বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ম্ অকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মঃ অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের হিত ও প্রিয়বাঞ্ছা—এইগুলি সার্ব্ববর্ণিকের ধর্ম্ম।

গৃহস্থেরও নিবৃত্তিনিষ্ঠা থাকা উচিত।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্তি এতে স্বপ্নো নিদ্রানুগঃ যথা।

পুত্র, দারা, আপ্তজন, বন্ধু, ইহাদের সঙ্গম পান্থশালাস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গমের তুল্য, কারণ স্বপ্ন নিদ্রাবসানে যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে নাশ প্রাপ্ত হয়।

নিজগৃহে অথিতির ন্যায় বাস করিবে।

ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তঃ গৃহেষু অতিথিবৎ বসন্।
ন গৃহৈঃ অনুবধ্যেত নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কৃতঃ।

মুক্ত পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া অতিথির ন্যায় উদাসীন হইয়া বাস করিবে, বদ্ধ হইবে না।

ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্ব্বদেবময়ঃ গুরুঃ॥

আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে। কখন অবমাননা করিবে না। মনুষ্যজ্ঞানে কখন অসূয়া করিবে না, কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

বানপ্রস্থী সকাম হওয়া উচিত নহে।

যঃ তু এতৎ কৃচ্ছ্রতঃ চীর্ণং তপঃ নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায় অল্পীয়সে যুঞ্জ্যাৎ বালিশঃ কঃ অপরঃ ততঃ॥

যে এই কষ্টসম্পাদিত মোক্ষকর তপস্যা, ব্রহ্মলোকাদি তুচ্ছ কামেতে সংযুক্ত করে সেই সকাম তাপস অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

সন্ন্যাসীর বিঘ্ন কামিনী।

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতঃ দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি অয়ং হি অস্মান্ আক্রম্য সমিয়াৎ পরম্।

ইনি আমাদের অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের নিকট যাইবেন এই আশঙ্কায় দেবগণ কামিনীরূপে সন্ন্যাসীর বিঘ্ন করেন।

(২২)

অনাশ্রমী।

ভগবান্ চতুরাশ্রম বলিয়া এইবার অনাশ্রমীর কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাসী দ্বিবিধ—বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস। বিবিদিষা সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত। বিদ্বৎ সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত নহে।

অনাশ্রমী কে?

জ্ঞাননিষ্ঠঃ বিরক্তঃ বা মদ্ভক্তঃ বা অনপেক্ষকঃ
সলিঙ্গান্ আশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেৎ অবিধিগোচরঃ।

বৈরাগ্যবান্ জ্ঞাননিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ মদ্ভক্ত আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া বিচরণ করিবে, কিন্তু বিধি কিঙ্কর অর্থাৎ বিধির দাস হইবে না।

বিদ্বৎ সন্ন্যাসের লক্ষণ।

বুধঃ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলঃ জড়বৎ চরেৎ।
বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমঃ চরেৎ।

তিনি যদিচ বিবেকী কিন্তু বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া খেলা করেন, যদিচ নিপুণ কিন্তু জড়ের ন্যায় থাকেন, যদিচ পণ্ডিত কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় কথা বলেন। যদিচ বেদার্থজ্ঞ কিন্তু গরুর ন্যায় অনিয়তাচার করেন।

তাঁর অভেদ জ্ঞান।

নহি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।

এরূপ জ্ঞানীর ভেদপ্রতীতি থাকে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানহেতু নষ্ট হইয়াছে।

(২৩)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

জ্ঞান।

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥

নব—প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র ও পৃথ্বী তন্মাত্র।

একাদশ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

পঞ্চ—স্থূলভূত,—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী।

ত্রীন্—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ।

যে জ্ঞান দ্বারা এই আটাশটী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই আটাশটীর মধ্যে "এক" পরমাত্মতত্ত্ব অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান। ইহাই আমার মত।

বিজ্ঞান।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বগুলি পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ দেখা যায় না, কিন্তু সেই তত্ত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ব্রহ্মকে দেখা যায়, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে।

অতএব জ্ঞান সবিকল্প, বিজ্ঞান নির্ব্বিকল্প।

(২৪)

সাধনভক্তি ও প্রেমাভক্তি।

সাধনভক্তি।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বমদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥

আমার অমৃতকথাতে নিরন্তর শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাদর, মৎকথা শুনিয়া নিরন্তর ব্যাখ্যান, আমার পূজাতে পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পূজায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের শ্রেষ্ঠ পূজা, সর্ব্ববস্তুতে মদ্ভাবস্ফূর্ত্তি এইগুলি দ্বারা ভক্তি হয়।

প্রেমাভক্তি।

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্যাবশিষ্যতে॥

যে নিজেকে আমাতে নিবেদন করিয়াছে, তাহার এই সব সাধনা দ্বারা আমাতে প্রেমা ভক্তি হয়। প্রেমাভক্তি হইলে, সেই ভক্তের সাধন কি সাধ্য কিছু বাকি থাকে না, অর্থাৎ সব আপনা আপনি হইয়া যায়।

(২৫)

প্রশ্নোত্তরমালা।

দান কি?—কাহারও দ্রোহ না করাই দান, ধনার্পণ নহে।

তপঃ কি?—কাম ত্যাগই তপস্যা, কৃচ্ছ্রাদি নহে।

ধন কি?—ধর্ম্মই ধন, অর্থ ধন নহে।

দক্ষিণা কি?—জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা, হিরণ্য দান নহে।

সুখ কি?—সুখ দুঃখের অনুসন্ধান না করাই সুখ, ভোগ নহে।

পণ্ডিত কে?—বন্ধ হইতে মোক্ষের উপায় যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত; কেবল যিনি বিদ্বান্, তিনি নহেন।

মূর্খ কে?—দেহ ও গেহে যে অভিমানী সেই মূর্খ।

পন্থা কি?—নিবৃত্তি মার্গই পন্থা, কণ্টকশূন্য পথ নহে।

স্বর্গ কি?—সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, ইন্দ্রাদি লোক নহে।

নরক কি?—তমোগুণের উদ্রেকই নরক, তামিস্রাদি নহে।

বন্ধু কে?—গুরুই বন্ধু, ভ্রাতাদি বন্ধু নহে।

গৃহ কি?—শরীরই গৃহ, হর্ম্ম্যাদি নহে;

দরিদ্র কে ?—যে অসন্তুষ্ট সেই দরিদ্র, নিঃস্ব নহে।

কৃপণ কে ?—যে অজিতেন্দ্রিয় সেই কৃপণ—দীন নহে।

গুণ কি ?—দোষই বা কি ?

গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ।

গুণ ও দোষ দর্শনই দোষ। গুণদোষদর্শনবর্জ্জিত স্বভাবই গুণ। অর্থাৎ ভাল মন্দ দেখাই দোষ; ভাল মন্দ না দেখাই গুণ।

(২৬)

মোক্ষের তিনটী উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ। যোগ অর্থাৎ উপায়।

জ্ঞানযোগে কার অধিকার ?

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।

ইহাদের মধ্যে দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত ও কর্ম্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিগণপক্ষে জ্ঞানযোগ।

কর্ম্মযোগে কার অধিকার ?

তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্।

যার বৈরাগ্য নাই, যে সকাম, তার পক্ষে কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগে কার অধিকার ?

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

কোন হেতুতে আমার কথাতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু বৈরাগ্য নাই, অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ।

(২৭)

কর্ম্মী ও জ্ঞানী।

কর্ম্মীর যজন।

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।

স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া যজ্ঞ দ্বারা আমার যজন করিবে। এইরূপে যজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়।

জ্ঞানীর সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা।

সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।

ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি॥

বিবেক দ্বারা সর্ব্বপদার্থের অনুলোমক্রমে সৃষ্টি (উৎপত্তি), ও প্রতি-লোমক্রমে প্রলয় (নাশ) চিন্তা করিবে, যতদিন না মন নিশ্চল হয়। সর্ব্বক্ষণ সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়।

(২৮)

ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের কামনাশ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি সেজন্য ভক্তের হৃদ্গত কাম নষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের প্রয়োজন নাই।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনাভ্যাস পর্য্যন্তও ভক্তের প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না।

ভক্তিতে সব হয়ে যায়।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম এবং তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করেন।

মোক্ষ দিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

একমাত্র আমাতে নিষ্ঠাবান্ এরূপ সাধু ধীর ভক্তকে আমি সংসারগতি-নাশক কৈবল্য বা মোক্ষ দিতে চাহিলেও তিনি উহা গ্রহণ করেন না।

(২৯)

শুচি অশুচি আচার কাহাদের জন্য?

যাহারা ক্রিয়া, জ্ঞান, ভক্তি, এই তিনের অধিকারী নহে, অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মীও নহে, জ্ঞানীও নহে, ভক্তও নহে, যাহারা সাধনাশূন্য মূঢ় তাহাদের জন্য "আচার" অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধি, ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, এই সব বিধান করা হইয়াছে। ঐরূপ মূঢ় ব্যক্তিদের আচারে আঁট থাকা ভাল।

উদ্দেশ্য।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাং॥
কর্ম্মের নিয়মন জন্য গুণদোষের ব্যবস্থা করিয়াছি।

নিয়ম বিধির তাৎপর্য্য নিবৃত্তি।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥

যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে। মানুষের এই ধর্ম্ম মঙ্গলকর ও শোক-মোহ-ভয়নাশক।

(৬০)

তত্ত্বসংখ্যা।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, তত্ত্বসংখ্যা নানাবিধ কেন?

বিভিন্ন তত্ত্বসংখ্যার হেতু।

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥

ভগবান্ বুঝাইলেন, এক তত্ত্বে অপর তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট, কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট। এজন্য তত্ত্বের বিভিন্ন সংখ্যা হয়। কেহ কারণতত্ত্ব বলিল। কারণে কার্য্য অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহা দ্বারা কার্য্যতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কার্য্যতত্ত্বগুলি বলিল। কার্য্যে কারণ অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহাদ্বারা কারণতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভগবানের মতে তত্ত্ব আটাশটী।

তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

নয়টী কারণ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, পৃথ্বী তন্মাত্র।

এগারটী সূক্ষ্ম কার্য্য—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর উভয়াত্মক মন।

পাঁচটী স্থূল কার্য্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়।

(৩১)

পুরুষ প্রকৃতি।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, প্রকৃতি ছাড়া পুরুষের উপলব্ধি হয় না—দেহ ছাড়া চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, চৈতন্য ছাড়া দেহের উপলব্ধি হয় না। অতএব প্রকৃতি পুরুষ কি এক না ভিন্ন?

ভগবান্ বলিলেন,—প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু।

প্রকৃতি ত্রিবিধ।

দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি।

চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, আর চক্ষুগোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশ রূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অধিদৈব। প্রকাশকার্য্য এই তিনের সংযোগে সিদ্ধ হয়। অতএব প্রকৃতি অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব।

পুরুষ স্বপ্রকাশ।

স্বয়ানুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।

পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশের দ্বারা নিখিল পরস্পরপ্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক।

(৩২)

জন্মমৃত্যু।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—জন্মমৃত্যু কি ?

মৃত্যু।

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।

ভগবান বলিলেন, পূর্ব্বদেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু।

জন্ম।

জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন···বিষয়স্বীকৃতিম্।

পুরুষের আপনার সহিত সম্পূর্ণ অভেদভাবে যে বিষয়স্বীকার বা হ্যভিমান তাহাই জন্ম।

জন্ম মৃত্যু নাই।

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংস্থিতঃ॥

পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জন্মানও না বা মরেনও না কিন্তু ভ্রান্তি হেতু প্রতীতি হয় যেন জন্মান ও মরেন। মহাভূত রূপ অগ্নি আকল্পান্ত অবস্থিত হইলেও কাষ্ঠ সংযোগ ও বিয়োগে যেরূপ জন্ম মৃত্যু হয় পুরুষের জন্মমৃত্যুও সেইরূপ।

আত্মার কর্ম্ম নাই।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ॥
·········তথা সংসার আত্মনঃ॥

জল চঞ্চল হইলে তটস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও যেমন চঞ্চল বোধ হয়, চক্ষু ঘূর্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আত্মার সংসার বন্ধও মনোকল্পিত।

সংসার স্বপ্নে অনর্থাগম।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥

যেরূপ বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নে সর্পদংশনাদি নানা অনর্থ দর্শন হয়, সেইরূপ বাস্তবিক বিষয় না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হইতেছে না।

(৩৩)

তিরস্কার সহনের উপায়।

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকে লোকে অত্যন্ত পীড়া দিত। দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কেবল মাঝে মাঝে একটী গান গাহিতেন—

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

মানুষ যদি সুখ দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কর্ত্তৃত্ব কি? সে কর্ত্তৃত্ব ভৌতিক দেহের—এক দেহ আর এক দেহের সুখদুঃখ উৎপাদন করিতেছে। নিজ দন্ত দ্বারা যদি জিহ্বা দংশন করা যায়, তবে সেই বেদনার জন্য আবার কাহার উপর রাগ করিব?

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি সুখদুঃখের হেতু হয় তাহাতে আত্মার

কি? কারণ, সুখদুঃখ উভয়ই দেবতার। সুখে হস্ত প্রদান করিলে মুখ যদি উহা দংশন করে, তাহা হইলে বাগাভিমানিনী দেবতা বহ্নি ও হস্তাভিমানিনী দেবতা ইন্দ্র ই তাহার জন্ত দায়ী। কিন্তু কে ইহার জন্ত স্বদেহাভিমানী দেবতার উপর রাগ করিয়া থাকে।

(৩৭)

দুঃখ সহ্য করিবার উপায় সাংখ্য।

সাংখ্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় চিন্তা করা।

সৃষ্টি।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ এক বিকল্পশূন্য ব্রহ্মে লীন ছিল।

তিনি মায়ার সহায়ে প্রকৃতি পুরুষ রূপে দ্বিধা হইলেন।

প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপিণী, পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ।

প্রকৃতি হইতে তিন গুণ উৎপন্ন হইল।

তিন গুণ হইতে মহত্তত্ব হইল।

মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস।

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক প্রভৃতি দেবগণ ও মনের সৃষ্টি হইল।

রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল।

তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইল।

তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূত হইল।

প্রলয়।

ভূমি জলে লয় হয়।	অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় হয়।
জল তেজে লয় হয়।	মহত্তত্ত্ব গুণে লয় হয়।
তেজ বায়ুতে লয় হয়।	গুণ প্রকৃতিতে লয় হয়।
বায়ু আকাশে লয় হয়।	প্রকৃতি কালে লয় হয়।
আকাশ তন্মাত্রে লয় হয়।	কাল জীবে লয় হয়।
তন্মাত্র অহঙ্কারে লয় হয়।	জীব আত্মায় লয় হয়।

সর্ব্বদা সৃষ্টি-প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য জন্মে ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারা যায়।

(৩৫)

গুণাতীত হইবার উপায়।

গুণোৎকর্ষ দ্বারা অবস্থা ভেদ।

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥

সত্বগুণ দ্বারা জাগরণ অবস্থা, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থা এই তিন অবস্থাতেই বর্ত্তমান অথচ নির্ব্বিকার অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ।

কর্ম্ম।

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥

ভগবৎপ্রীতির জন্য দাসভাবে কৃত নিত্যকর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফল কামনা করিয়া কৃত কর্ম্ম রাজসিক এবং হিংসাবহুল কর্ম্ম তামসিক।

বাসস্থান।

বনন্তু সাত্ত্বিকং বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

সাত্ত্বিক বাস বনে বাস। রাজসিক বাস গ্রামে বাস, তামসিক বাস যে স্থানে দ্যূতক্রীড়াদি হয় সেই স্থানে বাস কিন্তু ভগবৎনিকেতনে তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হেতু তথায় বাসই নির্গুণ বাস।

আহার।

পথ্যম্ পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

যে আহার্য্য হিতকর, শুদ্ধ ও অনায়াসলভ্য তাহাই সাত্ত্বিক আহার, যাহা ইন্দ্রিয়রোচক তাহা রাজসিক আহার, যাহা কষ্টদায়ক ও অশুদ্ধ তাহা তামসিক আহার, আর ভগবানকে নিবেদিত আহার্য্য মাত্রই নির্গুণ আহার।

রজঃ ও তমোনাশ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ।

মুনি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা দ্বারা রজঃ ও তমঃ নাশ করিবেন।

সত্ত্ব নাশ।

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।

শান্ত ও সংযত হইয়া নৈরপেক্ষ ভাব দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ সুখ ও জ্ঞানে আসক্তি নাশ করিবে। এইরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।

(৩৬)

দুষ্ট সঙ্গ বর্জ্জন।

জ্ঞানী হইলেও দুষ্টের সঙ্গ করিবে না।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।

শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে না। উর্ব্বশীর মোহে পড়িয়া ঐল রাজার দুর্গতি এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বর্ণন করিলেন।

ঐল গাথা।

ঐল রাজার গাথা আছে।

বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়।

কিং বিদ্যয়া কি তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥

নারী যার মন হরণ করিয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, ত্যাগ, শ্রুত, বিজনবাস, মৌন এ সবে কি হবে?

স্ত্রীলোক ও স্ত্রৈণের সঙ্গ করিবে না।

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥

অতএব অবলোকন দ্বারাও স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রৈণের সঙ্গ করা উচিত নহে। বিদ্বান্‌দেরও ষড়্বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন মাদৃশ অবিবেকীদের কথা আর কি বলিব?

কামুকের সাধুসঙ্গ পরম ঔষধ।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

সাধুরা উপদেশ দ্বারা কামীর মনর্ব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন।

(৩৭)

সাধু সঙ্গের ফল।

উপদেশ শ্রবণে ভক্তি লাভ হয়।

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

সাধুদের উপদেশ যাহারা শুনে, গান করে এবং আদরের সহিত অনুমোদন করে তাহারা মৎপর এবং শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তি লাভ করে

সাধুসেবা দ্বারা অজ্ঞান নাশ।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

যে ভগবান্ অগ্নিকে সেবা করে তাহার শীত, ভয়, তম নাশ হয়। সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তাহার জাড্য, সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়।

সাধু সংসারতরণে নৌকা।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥

এই ঘোর ভবসাগরে যাহারা অনবরত ভাসিতেছে ডুবিতেছে তাহাদের

পক্ষে ব্রহ্মবিৎ শান্ত সাধুরা পরম আশ্রয়—যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ় নৌকা।

সাধু একমাত্র শরণ।

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাম্ শরণম্ ত্বহম্।

ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্বিভ্যতোঽরণম্॥

প্রাণীদের অন্নই যেমন প্রাণ, আর্ত্তদের আমি যেমন শরণ, ধর্ম্ম যেরূপ মানুষের পরলোকের বিত্ত, সেইরূপ সাধু সংসারপতনভীত জনের শরণ।

সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

সূর্য্য উদিত হইলে বহির্বস্তুর চক্ষুস্বরূপ হন বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চক্ষু দান করেন। সাধু দেবতা এবং বান্ধব। সাধু আত্মা এবং ভগবান্।

(৩৮)

ক্রিয়াযোগ।

পূজার স্থান।

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।

দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া।

প্রতিমাতে, পৃথ্বীতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে, হৃদয়ে, দ্বিজ ভক্তির সহিত দ্রব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুস্বরূপ ভগবানকে অর্চ্চনা করিবে।

অষ্টবিধ প্রতিমা।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শিলাময়ী, দারুময়ী, সুবর্ণময়ী, মৃচ্চন্দনময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা।

ভক্তের পূজায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই—কেবল ভাব চাই।

ভক্তস্য চ যথালব্ধৈঃ হৃদি ভাবেন চৈবহি।

ভক্তের পূজা যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা এবং হৃদয়ের ভাব দ্বারা হইয়া থাকে

ভক্তের পূজা ও অভক্তের পূজা।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।

ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সামান্য জলগণ্ডূষও আমার প্রিয়। আর অভক্তের ভূরি দ্রব্যেতে আমার পরিতোষ হয় না।

পূজার প্রণালী, বেদ ও তন্ত্র।

উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভুক্তি ও মুক্তি সিদ্ধির জন্য আমার পূজা করিবে।

(৩৯)

দ্বৈত অবস্থা॥

প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ॥

অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম ভাল হউক বা মন্দ হউক, নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না।

কারণ অবস্তু।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

দ্বৈত যখন অবস্তু, তখন তার ভদ্রই বা কি, আর অভদ্রই বা কি? তার কতটা ভদ্র, আর কতটাই বা অভদ্র?

অর্থকারী বলিয়া সত্য নহে।

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্॥

প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি এবং আভাস (যেমন শুক্তিতে রজতাভাস) যদিচ অবস্তু কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাদি বস্তু যদিচ অসৎ, তথাপি মৃত্যু অবধি ভয় দিতেছে।

বিদ্বানের আচরণ।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।

বিদ্বান্ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না—সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে বিচরণ করেন।

(৪০)

সংসার আধ্যাসিক।

উদ্ধব প্রশ্ন করেন—দেহ দৃশ্য, জড়; আত্মা দ্রষ্টা, চৈতন্য। দেহ দারুবৎ, আত্মা অগ্নিবৎ। এই সংসার জড় দেহের হইতে পারে না, কারণ নিদ্রাবস্থায় সংসার থাকে না। এই সংসার চৈতন্য আত্মার হইতে পারে

না, কারণ তুরীয় অবস্থায় সংসার থাকে না। তবে এই সংসার কাহার? ভগবান্ বুঝাইলেন, কেবল দেহের সংসার নহে বা কেবল চৈতন্তের সংসার নহে; কিন্তু উভয়ের মিলনে সংসার।

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ॥

দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও অবিবেকীর নিকট স্ফূর্ত্তি হয়।

(৪১)

বিচার।

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জ্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণাচ সত্ত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥

(১) দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্থিব।

(২) ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কৃতি আত্মা নহে, কারণ ইহারা অন্নময়।

(৩) বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথ্বী আত্মা নহে, কারণ ইহারা জড়।

(৪) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রকৃতি আত্মা নহে, কারণ ইহারাও জড়।

(৪২)

বিঘ্নের প্রতিকার।

(ক) কামের প্রতিকার।

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসংকীর্ত্তনাদিভিঃ।

কামাদি বিঘ্ন আমার অনুধ্যান ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নাশ করিবে।

(খ) দম্ভমানের প্রতিকার।

যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ।

যোগেশ্বরদের সেবা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দম্ভমানাদি অন্যান্য অশুভপ্রদ বিঘ্ন নাশ করিবে।

দেহসিদ্ধি।

কেহ কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহসিদ্ধির জন্য যত্ন করে কিন্তু উহা ব্যর্থ। [দেহসিদ্ধি—অর্থাৎ দেহ সবল, সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।]

অতঃবস্থাজ্ঞ শরীরস্তু ফলস্যেব বনস্পতেঃ॥

বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী—শরীর ফলবৎ নশ্বর।

(৪৩)

হংসগণের আশ্রয়।

উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।

হে অরবিন্দলোচন! যাঁহারা হংস অর্থাৎ সারাসার বিবেক-চতুর, তাঁহারা কেবল তোমার আনন্দপরিপূরক পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন—তাঁহারা আর কিছু চান না। তোমার উপকার একবার যে জানিয়াছে সে আর তোমাকে ভুলিতে পারে না।

ভগবান্‌ই দ্বিবিধ গুরু—আচার্য্য ও অন্তর্যামী।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

তুমি বাহিরে আচার্য্যশরীরে গুরুরূপে, অন্তরে চৈত্ত্যশরীরে অন্তর্য্যামী-রূপে অশুভ বিষয় বাসনা নাশ করিয়া, নিজ অনুরূপ গতি দান কর।

(৪৪)

ভগবান্ লাভের সহজ উপায়।

ভগবান্ কতকগুলি সহজ উপায় বলিলেন,

(১) পুণ্য দেশাশ্রয়।

(২) ভক্তসঙ্গ।

(৩) ভগবানের পর্ব্ব, যাত্রা, মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান।

(৪) সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন।

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কেস্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥

ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, চোর দাতায়, অর্ক বিস্ফুলিঙ্গে, শান্ত ক্রূরে যে সমদৃক্ অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, সেই পণ্ডিত।

(৫) কায়, মন, বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের সেবা।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবোনোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।

যে অবধি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে অবধি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে, বাক্য মন ও কায় দ্বারা সেবা করিবে।

কর্ম্মত্যাগ কখন ?—যখন সব জিনিষে ব্রহ্ম দেখিবে।

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্ত বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ পরমেৎ সর্ব্বতঃ মুক্তসংশয়ঃ॥

যখন সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনরূপ বিদ্যা দ্বারা, এইরূপ উপাসকের নিকট, সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বোধ হয় এবং ব্রহ্ম দেখেন, তখন তিনি নিঃসংশয় হন। তখন তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।

এষাবুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

নশ্বর মনুষ্য দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্যস্বরূপ অমৃতস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি—তাহাই মনীষিদের মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য।

(৪৫)

উদ্ধবের অচলা ভক্তি প্রার্থনা।

উদ্ধবের ভগবানই চতুর্ব্বর্গ।

ভগবান্ বলিলেন,

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবাংস্তেহহং চতুর্ব্বিধঃ॥

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি, কৃষ্যাদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু উদ্ধব, আমিই তোমার এই সমস্ত ফল।

উদ্ধবের প্রার্থনা।

ভগবান্ এইরূপ যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব প্রীতিতে রুদ্ধকণ্ঠ

হইয়া কেবল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দে শিরঃ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা আমার বিজ্ঞানময় প্রদীপ অপহরণ করিয়াছিলে, আবার কৃপা করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিলে। সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য যদুকুলে আমার স্নেহপাশ প্রসারিত করিয়াছিলে, আবার আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিলে।"

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্ ।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃস্যাদনপায়িনী ।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমার শরণাগত। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা অহেতুকী ভক্তি হয়।

(৪৬)

উদ্ধবকে বদরিকাশ্রম যাইতে আজ্ঞা।

ভগবান্ বলিলেন,

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্ ।

হে উদ্ধব! যদিও তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার কোন সাধনাপেক্ষা নাই, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি বদরিকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাও।

ভর্ত্তৃপাদুকাশিরে উদ্ধবের প্রস্থান।

সুহৃত্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥

সুহৃত্ত্যজ স্নেহবিয়োগকাতর উদ্ধব তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়ায় তাঁহার খুব কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্ত কৃপাপ্রদত্ত ভর্তৃপাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিলেন।

সিদ্ধান্তসার।

পঞ্চম অধ্যায়।

অবতারের আশ্রয়।

প্রমাণ।

ইতিপূর্ব্বে আত্মার প্রমাণ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণের উল্লেখ করা গিয়াছে। একটী প্রমাণের উল্লেখ করা হয় নাই, সেটী পুরাণ। আজকাল 'পুরাণ' কে আধুনিক বলা হয়। কিন্তু পুরাণ মানে প্রাচীন। 'পুরাতন' আধুনিক নহে।

এই পুরাণ একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। পুরাণেও আত্মার বিষয় আছে এবং অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তন্মধ্যে অবতারের জন্ম কর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ, জৈন ও সাংখ্য মতে মুক্ত পুরুষ উপাস্য। বেদান্ত মতে মুক্ত পুরুষ হাড়মাংসে জড়িত সচ্চিদানন্দ। পুরাণ মতে মুক্ত পুরুষ অপেক্ষা আরও সচ্চিদানন্দঘন অবতার। তিনি পুরুষোত্তম। পুরাণ ইতিহাস অবতারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১। অবতার।

সাধনা করিয়া কেহ কেহ সাধ্যবস্তু লাভ করেন, তাঁহাকে সিদ্ধ বলা যায়। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥"

যিনি সর্ব্বমনোগত কাম নিঃশেষে নাশ করিয়াছেন, কেবল আত্মাতে আত্ম দ্বারা তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলা যায়।

আবার কেহ কেহ সাধনা না করিয়াই গোড়া হইতেই উর্জ্জিত শক্তিসম্পন্ন তাঁহাকে জন্মসিদ্ধ -সিদ্ধ ও জন্ম-সিদ্ধ দুই প্রকার সিদ্ধপুরুষ আছেন। সনক, সনন্দন প্রভৃতিকে সিদ্ধের সিদ্ধ বলা যায়। এ ছাড়া মাঝে মাঝে অবতার পুরুষ এই মর্ত্ত্যভূমিতে আসেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীদত্তাত্রেয়, শ্রীবুদ্ধদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি।

সিদ্ধপুরুষ জীব। অবতার-পুরুষ জীব নহেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন,—"একটি জীবশক্তি আর একটি দৈবশক্তি।" জীব অবিদ্যা-শক্তি, অবতার মায়াশক্তি। অবতারের দেহ-মন শুদ্ধ সত্ত্ব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"অবতারেরা ভগবানের সদর নায়েব। ভগবান্ তাঁদের পাঠাইয়া দেন ; সদর নায়েব যাইয়া প্রজাদের শাসন করিয়া আসেন।" পুরাণে আছে,—

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং আবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥"

দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি আবির্ভূতা হয়েন, যদিচ তিনি নিত্যা, তাহা হইলেও তাঁহার জন্ম হইল লোক বলিয়া থাকে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"

যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন অবতার পুরুষ আসেন। অবতারের পাপ হরণ করিবার ক্ষমতা থাকে। ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"সিদ্ধপুরুষ যেমন হাবাতে কাঠ, কোন গতিকে ভেসে যায়, একটি পাখী বসিলেই ডুবে যায়। কিন্তু অবতারেরা বাহাদুরী কাঠ, নিজে ভেসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত বয়ে লয়ে যায়।" পাপ হরণ করিবার তাঁহাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে। মহাপ্রভু মাধাইকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার গৌরকান্তি দেহ নীল হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ জীবের পাপহরণ করিবার ক্ষমতা অবতার ছাড়া সিদ্ধপুরুষে নাই। অবতারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি সাঙ্গোপাঙ্গও আসেন। অবতারপুরুষ তাঁহাদের সহিত মানুষানুষারী লীলা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গরা নিত্যসিদ্ধ।" সাধনা সাধারণ উপায়। অবতারের আশ্রয় লইলে বিশেষ সাধনার আবশ্যকতা নাই। কারণ, তাঁহার কৃপাতে সব হইয়া যায়। তন্ত্রে আছে—

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"দক্ষিণে বাতাস বইলে, আর পাখার দরকার নাই।"

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

সেই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহার্থ অজ্ঞানজ তম আমি নাশ করিয়া দিই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া অন্ধকার নাশ করিয়া দিই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি দেশলাই জ্বালিলে, সেই আলোতে যেমন হাজার বছরের অন্ধকার

তখনই নাশ হয়, সেইরূপ অবতারের কৃপা হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ হইয়া যায়।"

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

হাঁ, সাধনা দ্বারা সাধক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু যারা আমাকে আশ্রয় করে,

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"

আমি তাদের উদ্ধার করি। সে জন্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন, কোন সাধনার দরকার নাই, আমার আশ্রয় লইয়াছ।

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"

আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। একটু আধটু সাধনা করিলেই বা ঈশ্বরদর্শন হইলেই অবতার হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানীং সে রামকৃষ্ণ; তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম ভবতি।"

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান; ইহা আত্মা সম্বন্ধের কথা, শক্তি সম্বন্ধের কথা নহে। অর্থাৎ তিনি আত্মচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ঐক্য উপলব্ধি করেন, অতএব কূটস্থই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হয়। জীব ঈশ্বর হয়েন, এ অর্থ নহে। জীব ও ঈশ্বর আলাদা থাক। জীবের হাতে কেবল নিজের ভোগ-মোক্ষ আছে। ঈশ্বরের হাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। অবতাররা ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। ধর্ম্মসংস্থাপন জগতের স্থিতিকার্য্যের অঙ্গ।

কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামী ছিলেন। তিনি দণ্ডী স্বামী। যেমন পণ্ডিত, তেমনই জ্ঞানী। খুব মান। একরূপ কাশীর রাজা। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব কাশীতে যান ও প্রকাশানন্দের সহিত দেখা হয়। প্রকাশানন্দ তাঁহাকে বলেন,—"নাচ, গান ও সব তোমার মাথার ভুল; বেদে আছে, সমুদ্রের মত গম্ভীর হবে।" শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর মণিকর্ণিকায় প্রকাশনন্দকে দেখাইয়া দিলেন, "তুমি যে জ্যোতির্ধ্যান কর, সেই জ্যোতিই আমি।" প্রকাশানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। সাধক জীব। জীবের শক্তি কতটুকু? তাঁহারা নিজ নিজ "ভাবের" মতের 'গণ্ডীর' মধ্যে বিচরণ করেন। অবতাররা দৈবশক্তিতে শক্তিমান। সে জন্য তাঁহারা 'মত' 'গণ্ডী' ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবান্ জড়রাজ্য যেমন ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন, সেইরূপ ভাবরাজ্যও চুরমার করিয়া ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। এই খেলা চলিতেছে। সে জন্য সাধক মা'কে বলেন,—

মা! তুমি "নূতনে বৈ পুরাণে!"

১। কতকগুলা কথা শিখ্‌লেই ধর্ম্ম হয় না।

অনেকের ধারণা, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ 'ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ; "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" নানা নাই এক তিনিই আছেন। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি;" যে ভেদ দেখে সে মৃত্যুর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এই সব কথা মুখস্থ হলেই ধর্ম্ম হয়ে গেল।

শ্রুতিতে আছে "বাক্‌তন্তিঃ" অর্থাৎ শ্রুতি গলবন্ধনের রজ্জুমাত্র। কেবল এই সব শব্দ শিখে জ্ঞান হয় না। ঠাকুর বলিতেন, "শকুনি খুব

উচুঁতে উড়ে কিন্তু নজর ভাগাড়ে" খুব বড়া চওড়া রোল্, মন কিন্তু কামিনী কাঞ্চনে পড়ে আছে।

ভাগবতে আছে—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি
শ্রমস্তস্য শ্রমফলম্য্হ ধেনুমিব রক্ষতঃ ॥

যিনি কেবল শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরব্রহ্ম ধ্যান করেন না তাঁর কেবল শাস্ত্র পাঠ শ্রম মাত্র হয়। যেরূপ বন্ধ্যা গাভী রক্ষকের বৃথা শ্রম মাত্র হয়। অতএব শুধু শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া কতকগুলা কথা শিখিয়া কোন ফল হয় না।

সাধন ভজন ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না। শ্রুতিতে আছে,—

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

যে পুরুষের পরমেশ্বরে ফলাভিসন্ধান শূন্য অনুরাগ হয়, যেরূপ পরমেশ্বরে, সেইরূপ গুরুতে ভক্তি হয়, শ্বেতাশ্বতর ঋষি কথিত পদার্থ সেই মহাত্মার ঠিক্ ঠিক্ স্ফুরণ হয়।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

এই আত্মাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহুবার শ্রবণ করিয়াও লাভ করা যায় না। যে উপাসক অনন্য ভাবে ভজনা করেন, সেই ভজন হেতু লাভ করে।

য ইহ হ্যাতুম্ অপেক্ষতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্
দদাতি ॥ যত্র কুত্রাপি ম্রিয়তে তৎ তত্র

দেহান্তে দেবঃ পরব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে ॥
যেন অমৃতীভূত্বা স অমৃতত্বং গচ্ছতি ॥

যে উপাসক ইহলোকে রহিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দেব নৃসিংহ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেন। সেই উপাসক যদি ম্লেচ্ছ দেশে মরেন, তাঁহার দেহান্তে দেব নৃসিংহ "তারক" অর্থাৎ প্রণবস্থ পরব্রহ্ম বলেন। পরব্রহ্মকথন হেতু অমৃত হইয়া সেই শ্রোতা কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মন কর কি তত্ত্ব তারে
ও যে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বক ধরে।

৩। পাপ প্রকাশ করিলে লাঘব হয়।

যেটা মনে হয় খারাপ কায, সেটা প্রকাশ্য ভাবে করলে পাপ অনেকটা কম হয়। আবার পাপ কায নিজমুখে ব্যক্ত করলে পাপের

অনেকটা লাঘব হয়। ধরা যাক্ মদ্ খাওয়া খারাপ কাষ; কিন্তু লুকিয়ে খেলে আরও বেশী পাপ।

"গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।" যখন গুপ্ত ভাবে সুরা পায়ী হইবে, তখন প্রবল কলি জানিবে। মত্ত মাংস মৎস্য মুদ্রা মিথুন নিয়ে যদি থাক্‌তে হয়, প্রকাশ্য ভাবে করাই ভাল। প্রকাশ্য ভাবে কর্‌লে পাপ কম হবে।

গোপনাৎ হীয়তে সত্যং ন গুপ্তিঃ অনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥"

গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হয়। মিথ্যাচার ভিন্ন গোপন সম্ভব নহে। অতএব কৌলিক প্রকাশ্য ভাবে কুল সাধন করিবে। পাপ বা অন্যায় কর্ম্ম প্রকাশ করা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ। Confession এ পাপ কম হয়, খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন। পূজ্যপাদ গিরীশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে বল্‌তেন, "মশাই আমি যেখানে বসি সেখানকার সাত হাত মাটী অশুদ্ধ। আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলুম কি হয়েছি। আলস্য ছিল সেটা ঈশ্বর নির্ভরতায় দাঁড়াইয়াছে, পাপ ছিল তাই নিরহঙ্কার হয়েছি"। তন্ত্রে আছে—

প্রকটে অত্র কলৌ দেবি! সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যতি একং সত্যং মাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ঃ ভবেৎ॥

দেবি! কলি প্রকট হইলে সব ধর্ম্ম দুর্ব্বল হয়। এক্ সত্য অবস্থিতি করিবে। অতএব সত্যময় হইবে। ঠাকুর বলিতেন, "সত্যের খুব আঁট থাকা চাই।" তিনি যদি মুখে বলে ফেলতেন "বাহ্যে যাব", তা বাহ্যে না পেলেও যেতে হবে; কি "খাব না", হাজার খিদে হলেও খেতেন না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "ঠাকুর একদিন বলছেন, রাখাল! কি করিছিস্

তোকে আমি ছুঁতে পারছি না? আমি ভাবলুম কি এমন পাপ করলুম তাই ঠাকুর এমন কথা বলছেন। দিন দুই পরে ঠাকুর আবার বলছেন রাখাল! এমন কি করিছিস্ তোকে ছুতে পারছি না। আমি মর্ম্মাহত হইলাম। তারপর বল্লেন, "দেখ দিখি মিথ্যা কথা বলিছিস কি?" আমি ভাবিতে লাগিলাম কই মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলে মনে হল না। তারপর মনে হয়, তাঁকে বল্লাম "মশায় আমার সমপাঠি কতকগুলি পরশু এসেছিল তাদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে ২।১টা মিথ্যা বলিয়াছি। ঠাকুর বল্লেন, "রাখাল! অমন কাজ করিস্ নি, দেখছিস্ মা তোকে ছুঁতে দিচ্ছে না।

৪। সমদর্শন

যেটা ভাল সেটা গ্রহণ করা হয়। যেটা মন্দ সেটা ত্যাগ করা হয়। খারাপ জিনিসটাতে আমাদের ঘৃণা হয়। কিন্তু ঈশ্বর পথে অগ্রসর হতে হলে সমদর্শন আবশ্যক। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

জ্ঞানীরা সমদর্শী। তাঁরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গাভীতে হস্তিতে কুকুরে চণ্ডালে কোনরূপ বৈষম্য দর্শন করেন না।

ভাগবতে আছে,—

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রাহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতঃ মতঃ।

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, চোরে দাতায়, সূর্য্যে বিস্ফুলিঙ্গে, ক্রূর ও অক্রূরে, যিনি সমদর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত।

ভগবান বলিয়াছেন,

গুণ দোষ দৃশিঃ দোষঃ গুণস্তু উভয়বর্জ্জিতম্।

ভাল মন্দ দর্শন করাই দোষ, আর ভালমন্দ উভয়বর্জ্জিতই গুণ। অর্থাৎ সমদর্শনই গুণ।

সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন।

উপনিষদে আছে,—

ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈমে কিতবা উত।

ভৃত্য ব্রহ্ম, ধীবর ব্রহ্ম, আর ছল এরাও ব্রহ্ম।

সর্ব্ব বিষয়ে নির্ব্বিকল্প আচরণই উৎকৃষ্ট আচরণ।

তন্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়ে নির্ব্বিকল্প আচরণই কুলাচার।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।

বিদ্বান্ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না—সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে বিচরণ করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কিং ভদ্রং কিম্ অভদ্রং বা দ্বৈতস্য অবস্তুনঃ কিয়ৎ।

দ্বৈত যখন অবস্তু, তার কতটাই বা ভদ্র আর কতটাই বা অভদ্র? অবস্তুর আবার ভদ্রাভদ্র কি?

৫। ধ্যানলাভ।

যদি শত্রুর চিন্তা করা যায়, হু হু করে সময় কেটে যায়। সেইরূপ কামিনী চিন্তায় লোকে ভরপুর হয়ে থাকে। দিন রাত কোথায় যে যায় টেরও পায় না। টাকার চিন্তাও তদ্রূপ। বাড়ি করব, বিষয় করব,

কোম্পানির কাগজ করব এ সব চিন্তায় লোক মশগুল হয়ে থাকে। মানের চিন্তায়ও বিভোর হয়ে থাকে। শত্রুর ধ্যান অতি সোজা, কামিনীর ধ্যানও খুব সোজা। বিষয় ধ্যান ও মানের ধ্যান খুব সোজা। নারী লম্পট ও বিষয় লম্পটরা খুব ধ্যানী। এ সব প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঈশ্বর বিষয় ধ্যান সোজা নয়। যার মন এদিক্ ওদিক্ যাবে না, সেইরূপ সংযত পুরুষ ছাড়া, ঈশ্বর-ধ্যান হতে পারে না। শত্রু-ধ্যান তামস, কামিনী-ধ্যান রাজস, ঈশ্বর-ধ্যান সাত্বিক।

তবে আগে সাঁতার শিখে, পরে জলে নামিব, এরূপ সংকল্প করা চলে না। সে জন্য ভগবান নিয়েই গোড়া থেকে অভ্যাস করতে হবে।

ভগবান বলিয়াছেন,

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

ধ্যান করতে বসলে হয় মন এদিক্ ওদিক্ ছুটে, নয় স্থির হয়ে বস্‌বার দরুণ তন্দ্রা আসে। সে জন্য সতর্ক থাক্‌তে হয়, যাতে মন জেগে থাকে, আর যাতে মন এদিক ওদিক না ছুটে। শাস্ত্রে বলে লয় ও বিক্ষেপ দুটী ধ্যানের বিঘ্ন।

মন সহজে আকৃষ্ট হয়, উর্জ্জিত শক্তি বিশিষ্ট বস্তু দেখলে। সে জন্য ভগবদ্ বিভূতি ধ্যান করা সোজা হয়।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেব অবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সমৃদ্ধিযুক্ত, শোভাযুক্ত ও কান্তিযুক্ত, 'উর্জ্জিত' অতিশয়িত, সেই সেই বস্তু, আমার ঐশ তেজের অংশ সম্ভূত জানিবে।

প্রথম প্রথম, এইরূপ উর্জ্জিত শক্তি বিশিষ্ট বস্তু ধ্যান করতে হয়। ক্রমে ধ্যানের কৌশল আয়ত্ত হইলে, পরম সূক্ষ্ম বস্তুর, যেমন

আত্মার ধ্যান আসিবে। ধ্যানের আর একটী সহজ উপায় অবতারে ভালবাসা।

ভাগবতে আছে,

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তিঃ ভগবতঃ নৃপ।
অব্যয়স্য অপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

মানুষের নিঃশ্রেয়সার্থ ভগবান যদি চ অপ্রমেয় নির্গুণ গুণনিয়ন্তা তাহা হইলেও তাঁর অভিব্যক্তি হয়। সে জন্য অবতার জীব নহেন।

অবতার অনুগ্রহায় ভূতানাম্ মানুষম্ দেহম্ আশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ।

ভূতগণের অনুগ্রহের জন্য তিনি মানুষ দেহ স্বীকার করেন এবং মানুষানুযায়ী ক্রীড়া করেন।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহম্ ঐক্যং সৌহৃদম্ এবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতঃ যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

যারা সর্ব্বদা কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ, ও সৌহার্দ্দ সেই অবতারে বিধান করিতে পারেন, তাঁরা তাতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন।

৬। মৃত্যুভয় ও দুঃখ কষ্ট।

দেহের জন্মমৃত্যু আছে, আত্মার জন্মমৃত্যু নাই।

ভগবান বলিয়াছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই। আত্মার জন্মান্তর নাই। আত্মা অজ নিত্য অক্ষর পুরাণ। শরীরের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া যেরূপ পুরুষ অপর নববস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নব শরীর গ্রহণ করে। দেহের মরণ হলে যে সব ফুরিয়া গেল তাহা নহে।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

এই দেহ নাশের পর আমরা সকলে রহিব না যে তাহা নহে, আমরা সকলেই থাকিব।

দেহ পুড়ে গেলে কি কেটে গেলে আত্মার কিছুই হয় না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ॥

আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য।

যদি বল আত্মার জন্মমৃত্যু না থাকিলেও সুখ দুঃখ ভোগ তো আছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই শীতোষ্ণ সুখদুঃখপ্রদ। এই সংযোগ উৎপত্তিবিনাশশীল, সেহেতু অস্থির। সে জন্য উহা সহ্য করে। ঠাকুর বলতেন যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। এরূপ সহ্য করতে শিখলে মোক্ষ লাভ হয়।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

এই সব সুখদুঃখ যাহাকে অভিভূত না করে সেই সমসুখদুঃখ ধীর পুরুষ মোক্ষের উপযুক্ত হন।

৭। অতি নিদ্রা খুব খারাপ।

নিদ্রা খুব ভাল জিনিষ নহে। অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইলে তমোভাবে পূর্ণ হইতে হয়।

ভগবান বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা।

যাহার আহার নিয়ত, পাদক্ষেপ নিয়ত, কর্ম্মে যার চেষ্টা নিয়ত, যার নিদ্রা নিয়ত, এবং জাগরণ নিয়ত, এইরূপ ব্যক্তির দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়।

সাধক অবস্থায় নিদ্রা নিয়ত হওয়া দরকার। শুনা যায়—খৃষ্টান সাধকদের এককালীন দুই ঘণ্টার অধিক ঘুমাইতে দেওয়া হয় না। দুই ঘণ্টার অধিক ঘুমাইলে তার কাণের কাছে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং "Dead animal" মৃত পশু বলে গালাগালিও দেওয়া হয়। পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ রাত্রিতে মোটে নিদ্রা যাইতেন না।

ভগবান বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্ তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী।

সর্ব্বভূতের যাহা নিশা তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন,
তুমি ঘুম যেওনা, রে ভোলা মন,
ঘুমেতে হারাবে রতন ;
নবদ্বার ঘরে, সুখ শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন,
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন।

৮। ভয় নাশ।

ভয় অতি খারাপ জিনিষ, খুব তমোভাবের লক্ষণ। উপনিষদে সেজন্য বার বার উপদেশ আছে—অভীঃ "ভয় শূন্য হও"। ব্রহ্ম আশ্রয় করিলে ভয় শূন্য হয়, "অভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তোঽসি।" "জনক! অভয় প্রাপ্ত হও।"

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন——

মন তুই কেন ভাবিস্ এত
যেন মাতৃহীন বালকের মত
মা যার ব্রহ্মময়ী
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত
মিছে কেন ভাব দুঃখ
দুর্গা বল অবিরত
ওরে জাগরণে ভয়ং নাস্তি
হবে তোর তেমনি মত।

৯। তিন গুণ পার হয়ে যাওয়া।

যাহা কিছু করা যায়, বলা যায়, চিন্তা করা যায়, সব আমরা দেহের

দিক্ দিয়ে করি। দেহ ছাড়িয়ে উঠা যায় না। দেহ ছাড়িয়ে উঠিলেই তিন গুণ পার হয়ে যাওয়া যায়। তিন গুণ পার হলে, তবে সে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হর্ষ শোক, ব্যবহার, সব তিনগুণের মধ্যে। আর এ সবের সম্পর্ক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে। দেহ ছাড়িয়ে উঠিলেই, এ সবের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল। অতএব দেহ ছাড়িয়ে উঠিলেই তিনগুণ পার হইয়া গেল। সে জন্য ভগবান বলিয়াছেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জ্জুন!

বেদে যে সব বিষয় আছে, সব তিনগুণের ভিতরের কথা। অর্জ্জুন! তুমি তিনগুণ পার হয়ে যাও। অর্থাৎ দেহ ছাড়িয়ে যাও। যে যতটা দেহ ছাড়িয়েছে সে ততটা অমৃতের দিকে অগ্রসর হয়েছে বুঝিতে হবে। সনৎকুমার শোকাকুল নারদকে বুঝাইয়া দিলেন ব্রহ্মই শোক সমুদ্রের পার। তিনগুণ ছাড়িয়ে যাবার উপায় অবতারের আশ্রয় লওয়া। ভগবান বলিয়াছেন, মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈ এতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ একান্ত ভক্তিযোগের সহিত পরমেশ্বর আমাকে যে সেবা করে সে তিন গুণ ছাড়িয়ে ব্রহ্ম হইয়া যায়। কারণ অবতার ব্রহ্মের প্রতিমা।

ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠাহম্॥

সূর্য্যের আলোক সর্ব্বত্র, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র কিন্তু আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম অর্থাৎ আনন্দ ঘন, চৈতন্য ঘন, সত্তাঘন। আমি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

সেজন্য যারা বুদ্ধিমান তারা ঈশ্বর ঈশ্বর কোরে এদিক্ ওদিক্ না দৌড়ে বেড়িয়ে তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। তাঁরা বলেন—

স্যাৎ তবাঙ্ঘ্রিঃ অশুভাশয় ধূমকেতু ॥

তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমাদের অশুভাশয়ের ধূমকেতু স্বরূপ হউক।

তাঁরা প্রণাম করেন—

ধ্যেয়ং সদাপরিভবঘ্নম্ অভীষ্টদোহম্
তীর্থাস্পদম্ শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। সর্ব্বদা ধ্যানের বিষয়। ইন্দ্রিয় তিরস্কার নাশক, মনোরথ পূরক, পরমপাবন কারণ গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, মহত্তম কারণ শিববিরিঞ্চিনুত। সেই চরণ শরণ্য কারণ সুখসেব্য, ভৃত্যমাত্রের আর্ত্তিহর ও সংসারার্ণবত্তারক।

১০। ভক্তিতে দুরাচার সাধু হয়।

কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কিছুতেই এড়াবার যো নাই।

ভগবান বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মফল সংযোগংস্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।

প্রভু কর্ম্মফল সংযোগ সৃজন করেন না কিন্তু স্বভাব প্রবৃত্ত হয়।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

তিনি কারও পাপ গ্রহণ করেন না পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অতএব ঈশ্বরে বৈষম্য নাই। আচার্য্য বলিয়াছেন ঈশ্বর পর্জ্জন্য সদৃশ। পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ ব্রীহিযবাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ। পর্জ্জন্য ব্রীহিযবাদি ক্ষেত্রে তুল্যরূপে বারি বর্ষণ করে অথচ ব্রীহি যবাদির বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। পর্জ্জন্য ঐ বৈলক্ষণ্যের কারণ নহে ব্রীহিযবের বীজগত সামর্থ্যই

বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ জীবের কর্ম্মজই বৈষম্যের হেতু।

ভগবান বলিয়াছেন,—

সমোহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

আমি সর্ব্বভূতে সম। আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। কিন্তু

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

যারা আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে, তারা আমাতে রয়, আমিও তাদের মধ্যে রই। অগ্নি যেরূপ সেবকের তমঃ শীতাদি দুঃখ দূর করে কিন্তু দূরস্থজনের করে না সেইরূপ আমি ভক্ত পক্ষপাতী। অবতারে ভক্তির সামর্থ্য এইরূপ। দুরাচারও যদি অবতারে ভক্তি করে, সেও সাধু হইয়া যায়।

অপিচেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ.........

অত্যন্ত দুরাচারও যদি অবতারের আশ্রয় লয় সেও সাধু হইয়া যায়। হাজার মূর্খ হউক, পাপী হউক, হীন হউক, অবতারের আশ্রয় লইলে, সে পরাগতিপ্রাপ্ত হয়।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অন্ত্যজ, মূর্খ, স্ত্রীলোক, শূদ্র, যে অবতারের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তরে যায়।

সেজন্য ভগবান সকলকে বলিয়াছেন—

মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু॥

ওরে জগতে সুখ হোক্ আর দুঃখ হোক্, ভাল হোক্ আর মন্দ

হোক্, বড় হোক্ আর ছোট হোক্, কর্ম্মফল যা হবার হোক্, অবতারের পাদপদ্ম আশ্রয় কর্, তা'হলে যা হবার নয়, তাই হবে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতম্।

মূর্খ যারা তারাই অবতারকে মানুষ জ্ঞানে অবজ্ঞা করে কিন্তু যারা বুদ্ধিমান চতুর তারা—

ভজন্তি অনন্যমনসঃ জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্॥

অবতারকে জগৎকারণ ও নিত্য জানিয়া অনন্যমনা হয়ে ভজনা করে। অবতারের জন্মকর্ম্ম অলৌকিক।

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অবতারের অলৌকিক জন্মকর্ম্ম যে জীবের উপকারার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে তার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে ভগবানকে লাভ করে।

ভগবান সে জন্য অর্জ্জুনকে জগৎ মাঝে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা কর্তে বলেছেন—

ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি॥

অবতারের চরণাশ্রিত ভক্তের নাশ নাই। অবতারে ভক্তিতে, দুরাচারও সাধু হয়। অবতারের আশ্রয় মত সোজা উপায় আর কিছু নাই।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেৎ ইহ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্যর সাধনাও তাঁর দরকার নাই। কারণ—

যৎ কর্ম্মভিঃ যৎ তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিঃ ইতরৈঃ অপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তঃ লভতে অঞ্জসা।

কর্ম্ম তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ দান ধর্ম্ম তীর্থ যাত্রা ব্রত প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয় অবতারের আশ্রিত জন ভক্তি-যোগ দ্বারা সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করে।

সেজন্য উদ্ধবকে ভগবান বলিয়াছেন—

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ড ধারণে।
যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবান্ তে অহং চতুর্ব্বিধঃ॥

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি কৃষ্যাদির ফল অর্থ দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু বাপ্ আমিই তোমার এই সমস্ত ফল।

১১। সাধুসঙ্গের মত আর কিছুই নাই।

সঙ্গই আসল। সঙ্গ গুণে মানুষ ভাল হয় আবার মন্দ হয়।

ভগবান বলিয়াছেন—

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ অসতাং শিশ্নোদর তৃপাং ক্বচিৎ॥

শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে না। বিশেষতঃ সাধনাকালে স্ত্রীলোকের ও স্ত্রৈণের সঙ্গ প্রধান অন্তরায়।

ন তথা অস্য ভবেৎ ক্লেশঃ বন্ধঃ চ অন্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাৎ যথা পুংসঃ তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

পুরুষের যোষিৎ সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিদের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধ হয় সেরূপ অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গেতে হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে গঙ্গামাতা নামে এক সিদ্ধা বৃদ্ধা থাকিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবনে তাঁর দেখা হয়। পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামী তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি উঁহাকে বলেন—"স্ত্রীলোকের কাছে কখন যাইও না। যদি তুমি

কোন স্ত্রীলোক ঈশ্বরের নামে এক ঘটী কাঁদে, তবু তার কাছে যাবে না।"

ভগবান বলিয়াছেন—সাধুসঙ্গই ঈশ্বর পথে প্রধান সহায়।

প্রায়েন ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়নং হি সতামহম্॥

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ বা ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমি সন্তদের পরম আশ্রয়।

যথোপশ্রয়মানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমঃ অপ্যেতি সাধূন্ সংসেবত স্তথা॥

যে ভগবান অগ্নিকে সেবা করে তার শীত ভয় তম নাশ হয়। সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তার জাড়া, সংসার ভয় ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়।

সন্তঃ দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ॥

সূর্য্য উদিত হইলে বাহির্বস্তুর চক্ষু স্বরূপ হয় বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চক্ষু দান করেন।

কাম, দম্ভ, মান প্রভৃতি বিঘ্ন।

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসংকীর্ত্তনাদিভিঃ॥

কামাদি বিঘ্ন অবতারের ধ্যান ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নাশ করিবে। ঠাকুর বলিতেন সকাল সন্ধ্যায় হাত তালি দিয়া হরিনাম করিলে পাপ উড়ে যায়।

যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ॥

যোগেশ্বর অর্থাৎ সাধু সেবা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দম্ভ মান প্রভৃতি অশুভদ নাশ করিবে।

১২। উপায় উপেয়।

(১) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ইহলোক, পরলোক।

(ক) পাপ পুণ্য।

নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল পাপ। পাপের ফল দুঃখ। বৈধ কর্ম্মের ফল পুণ্য; পুণ্যের ফল সুখ। সুখ দুঃখ, শরীর ও মন দ্বারা ভোগ হয়।

(খ) দণ্ড ও পুরস্কার।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে দণ্ড পাইতে হয়; বৈধ কর্ম্ম করিলে পুরস্কার লাভ হয়। অতএব দণ্ড পুরস্কার ঈশ্বর নহে।

(গ) স্বর্গ নরক।

স্বর্গ নরক অতীন্দ্রিয় জিনিষ। শাস্ত্রে আছে পুণ্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ হয়, আর পাপ কর্ম্মের ফল স্বরূপ নরক ভোগ হয়। অতএব শাস্ত্র, স্বর্গ নরকের প্রমাণ। স্বর্গে সুখভোগ হয়, নরকে দুঃখ ভোগ হয়। মৃত্যুর পর স্থূল শরীর থাকে না, সূক্ষ্ম শরীর থাকে। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ভোগ হয় না। অতএব স্বর্গ সুখ ভোগানুকূল দেহ হয় এবং তামিস্রাদি দুঃখ ভোগানুকূল দেহ হয়। যাহা হউক, স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা সুখ দুঃখ ভোগ। উহা ঈশ্বর নহে।

ভগবান বলিয়াছেন,—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪৪

যাহারা ভোগৈশ্বর্য্যে অভিনিবিষ্ট ও স্বর্গাদিতে আকৃষ্টচিত্ত ঈশ্বরে তাদের বুদ্ধি যায়ই না।

(ঘ) ইহলোক পরলোক।

ইহলোক অর্থাৎ ভূর্লোক পরলোক অর্থাৎ ভূর্লোক ছাড়া অপর লোক। ইহকাল অর্থাৎ জীবিত কাল। পরকাল অর্থাৎ এই দেহের অবসানের পরবর্ত্তী কাল। লোক বা কাল ঈশ্বর নহে। তবে একটী কথা হইতেছে কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ। বৈধ কর্ম্মের ফল সুখ, নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল দুঃখ। যাঁহারা আস্তিক তাঁহারা বলেন এই ব্যবস্থা ঈশকৃত। রাজকীয় ব্যবস্থা রাজা নহেন, সুখ দুঃখের ব্যবস্থা ঈশ্বর নহে। ফলে দাঁড়াইতেছে সুখ দুঃখ শরীরভোগ্য।

(২) সমাজনীতি।

নীতি বা নিয়ম সমাজরক্ষার জন্য। ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের অনিষ্ট করে। সেজন্য নীতি বা নিয়ম আবশ্যক। আবার তুমি সমাজের নিকট উপকার পাইতেছ, সেজন্য তোমাকেও সমাজের কিছু প্রত্যুপকার করা উচিত। এইরূপ আদান প্রদানে প্রত্যেকের এবং সমষ্টির কল্যাণ হয়। ব্যক্তিগত কি সমাজগত কল্যাণের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই।

(৩) বর্ণাশ্রম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ গড়া, শাস্ত্রে সেইরূপ চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কথা আছে। চতুর্ব্বর্ণ সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। ইহাতে সমাজের পরিপুষ্টির জন্য কর্ম্ম বিভাগ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়া আশ্রম বিভাগ দ্বারা সাধারণের শিক্ষা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যাভ্যাস, কর্ম্মজীবন, তপস্যাতে মানুষ তৈয়ার হয়। সন্ন্যাস অর্থাৎ গার্হস্থ্যকর্ম্মত্যাগ। ইহা একটী ঈশ্বর লাভের উপায় বটে। কিন্তু উপায় উপেয় নহে।

(৪) যৌন পাংক্তেয়।

এই দুইটী সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নহে।

(৫) মন্ত্র তন্ত্র।

স্বাধ্যায় অবশ্য পাঠ উচিত। কিন্তু স্বাধ্যায় পাঠই ঈশ্বর নহে। ঠাকুর বলিতেন "চিঠিতে লেখা আছে, এত সন্দেশ আনবে এত কাপড় আনবে। চিঠি পড়া হলেই চিঠি ফেলে দেয়।" সেইরূপ স্বাধ্যায়ে কি লেখা আছে জানিলেই স্বাধ্যায় ত্যাগ করিতে হয়। শাস্ত্রের আর একটী উপকারিতা আছে, শাস্ত্রগুলি নজির, সাধককে শাস্ত্রের সহিত নিজের অবস্থা মিলাইতে হয়। তাহা না হইলে উদ্ভট একটা কিছু করে বসবে। ভগবান বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

এইটী কার্য্য এটী অকার্য্য এই ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ।

(৬) দেহ সিদ্ধি।

দেহ সিদ্ধি অর্থাৎ দেহ সবল সুস্থ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। কেহ কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। ভগবান বলিয়াছেন এরূপ প্রয়াস ব্যর্থ।

অন্তবত্বাৎ শরীরস্য ফলস্য ইব বনস্পতেঃ।

বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী। শরীর ফলবৎ নশ্বর॥

(৭) জাতি ভেদ।

ঈশ্বর পথে হীনজাত উচুঁজাত নাই। ঈশ্বর পথে চণ্ডালও পূজ্য হইতে পারেন।

ভগবান বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।

মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

(৮) শুচি অশুচি।

ভগবান বলিয়াছেন গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্। শুচি অশুচির উদ্দেশ্য ভোগ অবাধ না হইয়া ভোগের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন যারা কর্ম্মী নহে, ভক্ত নহে, জ্ঞানী নহে, তাদের জন্য শুচি অশুচি ব্যবস্থা। মূর্খ কর্ম্মজড় গৃহীর জন্য শুচি অশুচি ব্যবস্থা।

(৯) উপায় উপেয়

উপরে যাহা বলা হইল ইহার অধিকাংশগুলির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই। দু একটীর উপায় হিসাবে থাকিতে পারে। কিন্তু উপায় ও উপেয় মিশিয়ে ফেলা ঠিক্ নহে। নজর ঠিক্ ঈশ্বরের দিকে রাখিতে হইবে। শাঁসই প্রয়োজন, খোশা উপেক্ষা করা উচিত। খোশা শাঁসকে রক্ষা করে সেই হিসাবে ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয়তা আছে এবং শাস্ত্রকৃৎরা ইহাদের সেইরূপ মূল্য দেন।

১৩। কপটতা।

হৃদয়ে একটী ভাব উৎপন্ন হইলে বহিরঙ্গের বিকার উৎপন্ন হয়। আবার কোন উপায়ে বহিরঙ্গের বিকার উৎপন্ন করিতে পারিলে তদনুযায়ী কিঞ্চিৎ হৃদয়ে ভাব হয়। হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলে হাসি আসে আবার মিছামিছি হো হো করিয়া হাস্তে চেষ্টা করলে সেই চেষ্টার জন্য হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি

হয়। একজন সিদ্ধ পুরুষ অলৌকিক বস্তু দেখিলেন; দেখিয়া তাঁর হৃদয় আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে লাগলেন। চোখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। আবার সেই বস্তু অদৃশ্য হলে আছাড় পাছাড় খেতে লাগলেন। আর আমি যদি সিদ্ধ পুরুষের অনুকরণ করিয়া আছাড় পাছাড় খাই, কাঁদি ও যেই যেই করে নাচি, তা হলে সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ আমার হৃদয়েও একটু ভাব হবে। এই যে উত্তেজনা এটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রখর বশতঃ। কিন্তু পুনরায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির হইলে সেই উত্তেজনা চলিয়া যাইবে এবং সে ভাব থাকিবে না। পূর্ব্বের যে মানুষ সেই মানুষ হইব। অপর এক গম্ভীর প্রকৃতি সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক বস্তু দর্শন করিলেন। তিনি অবাক হইয়া স্থির হইয়া গেলেন। একেবারে সংজ্ঞা শূন্য। বুদ্ধির অধীন মন, মনের অধীন প্রাণ, প্রাণই ক্রিয়া করে। মন করণ, বুদ্ধি কর্ত্তা। কর্ত্তা যদি স্থির হয়, মন ও স্থির হইতেই হবে। কারণ চালক যদি স্থির হয় কল আপনি বন্ধ হইবে। কল বন্ধ হইলে আর ক্রিয়া হইবে না। অলৌকিক দ্রষ্টার বুদ্ধি অলৌকিক বস্তুর আকারে আকারিত হওয়ার সাময়িক অন্য কর্ম্ম করেন না। তিনি স্থির হইয়া যান, কাজেই তাঁর মন স্থির হয়; মন স্থির হইলেই প্রাণ ক্রিয়াশূন্য হয়। অপর এক ব্যক্তি প্রথমে প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করে, উদ্দেশ্য মনস্থির হইবে। মনস্থির হইলে বুদ্ধি কর্ত্তা স্থির হইবে; এবং এইরূপ চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করিবে যেন সেই অলৌকিক বস্তু দর্শন করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দুটী সিদ্ধ পুরুষে দুটী অবস্থা স্বাভাবিক। শেষোক্ত দুটী ব্যক্তি বস্তুলাভের আশায় এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুই এক জনের ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বস্তু লাভ হইয়া যায়। অধিকাংশের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। হয়ত কেউ উৎকট রোগগ্রস্থ হয়; কারণ কতকটা

অস্বাভাবিক বলিতে হইবে। উৎকট রোগগ্রস্থ না হইলেও ভ্রান্তি পদে পদে। কারণ ঐরূপ চেষ্টা করিতে করিতে বস্তুস্বরূপ দর্শন না হইয়া একটু আধটু মায়িক কিছু দেখিতে পাইয়াই মনে করে এই আমার বস্তু লাভ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঔদাসীন্যে কিছু সুখ অনুভব হয়। সেজন্ত বুদ্ধি যদি অল্পকাল জাগতিক বস্তুতে ব্যাপৃত না থাকে তাহা হইলেই সুখ বোধ হয়। কিন্তু ঐ সুখ ব্রহ্মানন্দ নহে। আর দেখান হইয়াছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হেতু উত্তেজনা বশতঃ মনে একটু স্ফূর্ত্তি হয় কিন্তু সেটা উত্তেজনা বশতঃ ছাড়া আর কিছু নহে। আর এইরূপ অনুকরণ করিতে করিতে মিছামিছি হাসা কাঁদা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সামান্ত লৌকিক উত্তেজনার কারণে শরীরে আঙ্গিক বিকার অর্থাৎ ভাব প্রকাশ হয়, ক্রমশঃ মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়। এইরূপে ভাব প্রকাশ রোগ দাঁড়িয়ে যায়।

ঔদাসীন্যজ সুখ ও উত্তেজনা বশতঃ ভাব লাভ করিয়া অনেকে কপট ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন। তাঁদের মনে হয় বাস্তব রাজ্যে চলাফিরা খুব খারাপ জিনিষ, কেবল ভাব রাজ্যে বসতিই শ্রেয়। ঠাকুর বলিতেন "কেরাণী জেলে গিয়াছিল, জেল থেকে ফিরে এসে সে কি ধেই ধেই করে নাচ্‌বে, না আবার কেরাণিগিরি জুটিয়ে নেবে।" "ঈশ্বর দর্শন হলে তার আর দুখানা হাত বেরোয় না, যে মানুষ সেই মানুষই থাকে।" অনেকে মনে করেন বেহুঁস হয়ে কাপড় চোপড়ের ঠিক্ না থাকা, আহারের ঠিক্ না থাকা, পা বেতালা ফেলা, আবল তাবল বকা এই গুলি বুঝি ঈশ্বর দর্শনের পরিচায়ক। হাজরা গামছা হারিয়েছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শালা বেহুঁস, গামছা হারিয়ে ধর্ম্ম দেখাচ্ছিস্। আমার শরীরের ঠিক্ নাই, তবু আমি কিছু হারাই না।" সত্য বটে ভগবান বলিয়াছেন,—

বালঃ যথা পরিকৃতং মদিরা মদান্ধঃ ।

সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের পরনের কাপড়ের মত, আছে কি না আছে, তার ঠিক্ থাকে না। কিন্তু সে অবস্থাটা ঈশ্বর দর্শনের পর। আর ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, কেবল মাত্র ঐরূপ দেহ'স ভাব গুলা অনুকরণ করা জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছু নহে। জুয়াচুরি না হইলেও পাগলামি বা খোকামি বা রোগ ছাড়া আর কিছু নহে। ভগবান বলিয়াছেন,—

রুদিত অভিক্ষং হসতি কচিচ্চ বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে ।

উর্জ্জিত ভক্তিতে হাসে কাঁদে গায় আবল তাবল বকে ।

এ গুলি উর্জ্জিত ভক্তির লক্ষণ বটে। কিন্তু উর্জ্জিত ভক্তি সাধকের চরম অবস্থা। এতাদৃশ ভক্তের ভগবানের নাম হইলেই অশ্রু, কম্প এবং পুলক হয়। অপরের হবে কেন ? কিন্তু তাঁর অনুকরণে অশ্রু কম্প পুলকের ভান করা, জুয়াচুরি বা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নহে। যদি ঐরূপ উত্তেজনা করিতে করিতে বা প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করিতে করিতে বস্তু লাভ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি কৃতী বটে কিন্তু সে বড় কঠিন। শ্রীমতীর কি শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভাব হইত বটে সেটা ঈশ্বর দর্শন হেতু হইত। আগে ঈশ্বর দর্শন, তারপর এই সব ভাব। তোমার দর্শন হলোনা আগেই ভাব ? রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

ওরে মন কপট ভক্তি করে মনে করেছ পুরাইবে আশা ।

সে যে লবে কড়ায় কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাশা ॥

১৪। অহিংসা পরম ধর্ম্ম ।

মানুষ, পশু পক্ষী, জীব জন্তুর সেবা করা দরকার। সেইরূপ গাছ

পাগলেরও সেবা দরকার। ভাগবতে আছে স্থাবর জঙ্গম উভয়ের সেবা করা উচিত। কায় দ্বারা কাহারও হিংসা করা উচিত নহে। বাক্য দ্বারাও কাহারও হিংসা করিবে না। সেইরূপ মনের দ্বারাও কাহারও হিংসা করিবে না। এই সংসারে মহাত্মারা জীবের কর্ম্মফল দিতেছেন। "আমি হিংসা করে কি ফল হবে? কেবল নিজের দুঃখ আনা।" স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন "হিংসার দরুণ লোকের এত কষ্ট। আজ কাল কেউ কারুর ভাল দেখতে পারে না। সে জন্য এত রোগ শোক অন্নকষ্ট।"

১৫। যত মত তত পথ।

নিজের মতে বা শাস্ত্রে যে রূপ শ্রদ্ধা থাকা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে অপরের মত বা শাস্ত্র অশ্রদ্ধা বা নিন্দা করা উচিত নহে। ঠাকুর বলিতেন, জল, water, পানি, acqua যেরূপ নাম আলাদা কিন্তু জিনিষ এক। সেইরূপ God, ঈশ্বর, আল্লা, ব্রহ্ম, হরি, নাম পৃথক পৃথক। কিন্তু বস্তু এক। পদ নিয়ে মারামারি কিন্তু পদার্থ এক। সেইরূপ অবতারেরও নানা দেশে নানারূপে আবির্ভাব হয়। কালী, দুর্গা, দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, সবাই তাঁর অবতার। ঠাকুর নিজে সাধনা করিয়া দেখিয়াছেন সকল মত সত্য। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন, 'ঠাকুরের মনে প্রথমে সন্দেহ হয়, চৈতন্য দেবের নাম কেবল বাঙ্গালায় উড়িষ্যায়, অবতার হলে তাঁর নাম সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর তিনি দেবদৃষ্টিতে দেখলেন, যেখান থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়, সেইখান থেকে চৈতন্যদেব বেরিয়ে আসছেন। তখন তাঁর সন্দেহ গেল এবং চৈতন্যদেব অবতার নিশ্চয় হলো'। কোন অবতার বা তাঁর ভক্তের নিন্দা করিতে নাই। স্বামী অদ্ভুতানন্দ

বলিতেন, 'কোন অবতার বা তাঁর ভক্তের নিন্দা করিলে নিজের অনিষ্ট হইয়া যায়'।

১৬। পবিত্রতা

একটা ধর্মভাব কিছুদিন চলিতে চলিতে কালে সব খারাপ আচার আসিয়া পড়ে। যেমন, বৈষ্ণবদের মধ্যে নেড়ানেড়ির ব্যাভিচার, কি তন্ত্রমতে বামাচারের ব্যাভিচার। ভৈরব ভৈরবী সাজিয়া মদ্যপান ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা হয়। কর্তাভজা বা আউল সাঁইদের মধ্যে গোপনে স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া রাসমহোৎসবের অনুকরণ করা হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে ভিক্ষু ভিক্ষুনীর কেলেঙ্কারী আছে। খৃষ্টানদের নানারির (Nunnery) কুৎসা আছে। আবার অদ্বৈতবাদের নামে কুক্রিয়া করিয়া বলা হয় 'আমি কিছু করি নাই, আত্মা অকর্তা অভোক্তা'। ঠাকুর বলিতেন, এ সব মতে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় বটে কিন্তু প্রায়ই পতন হয়। "তিনি বলিতেন ঠাকুর ঘরে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়, তবে এ সব নোংরা পথ। নোংরা পথ দিয়ে গেলে পতনের আশঙ্কা খুব বেশী।" অতএব এ পথে না যাওয়াই ভাল। মানুষের মন কামিনী কাঞ্চনে পড়ে আছে। সেই কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে থাকলে কতকটা মন বশে থাকবে। এই সব নিয়ে থাকলে মন আরও ডুবে যাবে। তিনি বলতেন, 'যে ঘরে বিকারে রোগী, সেই ঘরে জলের জালা ও আচার তেঁতুল' সেজন্য স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করা একরূপ অসম্ভব। জনশ্রুতি আছে, ভগবান বুদ্ধদেব যখন আছেন একজন তাঁর শিষ্য বলিলেন, "মশাই, অনেকে আপনার মত নিচ্ছে।" তিনি খুসী হইয়া বলিলেন, "আমার প্রচলিত ধর্ম হাজার বছর থাকবে। সেই সময় আর এক জন

আসিয়া বল্লেন, স্ত্রীলোকেও আপনার ধর্ম্ম নিচ্চে। তিনি শুনে সিউরে উঠে বল্লেন, 'এঁ্যা! আমার ধর্ম্ম ৫০০ বছর থাক্‌বে'। স্ত্রীপুরুষে দলবদ্ধ হয়ে সাধনা করিলে প্রায় সুফল হয় না। ঠাকুর এজন্য সাবধান করতেন 'স্ত্রীলোকের কাছেও যেওনা'। একজন যেতেন, বলতেন 'অমুক স্ত্রীলোক আমাকে সন্তানের চোখে দেখেন'। তিনি বল্লেন, "ওরে, বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছিল্য হয়"। ছোট হরিদাসও স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা করে চাল আনিয়াছিলেন। এই অপরাধে চৈতন্যদেব তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দেন। শাস্ত্রে আছে, দেবতারা নারীরূপে সাধকের বিঘ্ন করেন। বলিবে, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক খ্যাতনামা মুনি ঋষি স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিতেন। মনে রাখা উচিত,—

'তেজীয়সাং ন দোষায়'।

আগুণের যেমন কিছুতেই দোষ হয় না। মহাদেব বিষপান করিয়া হজম করিয়াছিলেন; দেখাদেখি অপরে বিষ পান করিলে মৃত্যু ধ্রুব।

রামপ্রসাদ বলেছেন,—

নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে।
ব্রহ্মময়ীরে করুণাময়ীরে বল জননী।

১৭। শুভ সংস্কার।

স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করা শুভ সংস্কার নহে। পশু পক্ষীরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করে। সাংসারিক জ্ঞান উভয়ের সমান।

অন্যং চ ভবদুক্তানাং বক্তব্যাং কৃপণাত্মিনাম্

মানুষের ও মৃগপক্ষীর সাংসারিক জ্ঞান তুল্য।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতঙ্গান্ শাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানান্ অপি ক্ষুধা॥

পাখীরা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইলেও মমত্বহেতু শাবকের চঞ্চুতে আহার দিতে যত্ন করে। অতএব সন্তান প্রতিপালন একটা খুব উচ্চ অঙ্গের সংস্কার নহে। এই সব সংস্কারই ভাবী সংস্কারের বীজ। ভগবান বলিয়াছেন, জীব বৃক্ষধর্মা। গাছ বীজ রেখে মরে। জীবও সেইরূপ সংস্কারের বীজ রেখে দেহত্যাগ করে। এই সব বীজ নাশ করিলে অনেকটা মঙ্গল। ভগবানে মন গেলে, এই সব সংস্কারের লয় হয়।

চিত্তং সুখেন ভবতা অপহৃতং গৃহেষু
যৎ নির্বিশতি উত করৌ অপি গৃহকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতঃ তব পাদমূলাৎ
যামঃ কথং ব্রজম্ অথ করবামঃ কিম্বা।

যে 'চিত্ত' এতদিন সুখে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল আপনি সেই 'চিত্ত' হরণ করিয়াছেন। যে কর গৃহ কর্ম্মে এত দিন ব্যাপৃত ছিল, সেই কর আপনি হরণ করিয়াছেন। আমাদের 'পাদ' দ্বয় আপনার পাদযুগল হইতে আর এক পদও চলিতেছে না। কেমন করিয়া আমরা ব্রজে যাইব? আর যাইয়াই বা কি করিব?

ভক্তদের দেহ দ্বারা সাংসারিক কাজ হয়ে উঠে না।

'কাঠের পুতোর মত, পদ্মাতে খাড়া'।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

মায়া ডোরে বন্ধনী বাঁধা, কেহ বল যাবে?

এই স্নেহই মহামায়ার ফাঁদ।

ঠাকুর বলিতেন, ভগবানে টিক্ টিক্ মন গেলে, তার সংসার আলুনি বোধ হয়।

রামপ্রসাদ বলেছেন,—

যে জন তোমার ভক্ত হয় মা
ভিন্ন হয় মা তার রূপের ছটা
তার কটিতে কৌপীন মেলে না
গায়ে ছালি আর মাথায় জটা॥

ভগবান তার সব অশুভ সংস্কার নাশ করিয়া দেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

তারা নামে সকলি ঘুচায়
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণখাদে উড়ায়।

সংসারে সব মাতাল হয়ে রয়েছে।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা।
এই যে সুখের নিশি জেগেছ কি তোর হবেনা।
তোমার কোণেতে কামনা কান্তা
তারে ছেড়ে পাশ ফের না।
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না,
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তাই কাচ না।
পেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ছোটে না,
আছ দিবা নিশি অজ্ঞান হয়ে, চৈতন্য জানালা খোল না।

ভক্তি মুক্ত প্রসাদ রে তুই ঘুমায়ে আছিস ঘুমের ঘোরে,
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিয়ে ঘেরিবে
ডাকিলে আর চেতন পাবে না।
আবার অহর্নিশি থাক বসি হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধর্‌বে নেশা ঘুচ্‌বে দিশা
বিষম বিষয় মদ খাইলে।

সুখের জন্য জীব লালায়িত, নানাটা ধরছে; কিন্তু 'সুখ যে কি,' সাংসারিক তা জানে না।

রামপ্রসাদ বলেছেন,—

মায়া পরম কৌতুক
মায়া বদ্ধ জনে ধাবতি
অবদ্ধ জনে লুটে সুখ।

অর্থাৎ মায়াবদ্ধ সুখের জন্য 'ধাবতি' ছুটে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না।

আমি এই আমার এই এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই
মন রে ওরে মিছে মিছে সার ভেবে সাহসে বাঁধিছ বুক।
মিছে যেটা মিথ্যা সেইটিকে সত্য ভেবে দুঃখ পাচ্ছি।
আমি কেবা, আমার কেবা
আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে কে করে কাহার সেবা।
মিছে ভাব সুখ দুঃখ।

ভগবান বলেছেন, এই সংসার বৃক্ষের দুটী ফল; একটী সুখ, একটী দুঃখ। 'গৃধ্র গ্রামে চর' গৃধ্রেরা দুঃখ ফল খায়। আর 'বনেচর' রা সুখ ফলটী খায়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ বল্‌তেন, "ভগবান্ বল্‌ছেন, হে জীব আমার মায়া এত মিষ্টি আমি যে কত মিষ্টি একবার দেখ্‌লি নি।"

সাংসারিকরা দুঃখেই সুখ বোধ করে।

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই
আমি এমনি বিষের কৃমি মাগো
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও, ক্ষণেক জিরাই॥

আজ অবধি সংসার করিয়া কেহ সুখী হইল না।

'হয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন, হেরে পাশা'।

ধর্ম্মতনয় অর্থাৎ যুধিষ্ঠির। অপরের কা কথা?

সেজন্য প্রসাদ বলেছেন,—

মন কর না সুখের আশা
যদি অভয় পদে লবে বাসা।

শুভ সংস্কার কি?

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও যে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি?
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।

যদি মোহ গর্ত্তে ঠেলে দেয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হইতে বুঝাইবি
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।
শ্রীপ্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি
তবে বাপু বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি।

১৮। শরণাগত।

শাস্ত্র বলছে, সংসার দুঃখময়, মহাপুরুষ বলছেন, ওরে সংসারে ডুবিস্ নি, কষ্ট পাবি। জীব নিজেও কষ্ট ভোগ করছে। তবুও জ্ঞান হচ্ছে না।

ভগবান বলিয়াছেন,—

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে থাকিয়া নিজ মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বভূতকে ঘুরাইতেছেন। অর্থাৎ নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! তাঁর শরণ লও, তিনি অনুগ্রহ করিলে তবে শান্তি পাবে, আর পরম পদ পাবে।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

মন গরিবের কি দোষ আছে।

ভাষা, যাজ্ঞিকদের বেদে, যেমন আচার তেমনি নাচে।

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেক দীপেষু আদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা

মমত্বগর্তেঽতি মহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেৎ অতীব বিশ্বম্।

বেদ বেদান্তের উপদেশ রয়েছে, মানুষ শুনচে তবুও বুঝচে না। এর কারণ মহামায়া মমত্বের আশ্রয় এই সংসারে জীবকে ভুলাচ্ছেন।

একজন্য তাঁর শরণ নিলে তবে জীব রক্ষা পাইবে।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎত্বংবৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু।

হে দেবি! অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছ, আবার তুমি প্রসন্না হলে বিদ্যাশক্তি দ্বারা মুক্তির হেতু হও। সেজন্য ঠাকুর জীবের হয়ে প্রার্থনা করতেন, 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত'। দেখিস্ যেন মা', তোর ভুবনমোহিনী মায়ায় আর না মুগ্ধ হই। আর যেন মা, তোর মায়ায় সংসারে ভালবাসা না পড়ে।

মুখে বলিলেই বা মনে করিলেই শরণাগত হওয়া যায় না। শরণাগত হওয়া বড় শক্ত। ভগবান বলিয়াছেন,—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েনছিত্বা

এই বদ্ধমূল সংসার অশ্বত্থকে বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এবং বিচার দ্বারা ঐ বৈরাগ্য শস্ত্রকে দৃঢ় করিয়া ছেদন করিতে হইবে। তবে শরণাগত।

"তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে।"

তখন সেই আদ্য পুরুষের শরণাগত হইলাম, বলা ঠিক হইবে।

বিষয় ও বাসনা, তজ্জন্য সুখ দুঃখ, এই দুটিতে মনকে নাচাচ্ছে।

ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা

দুঃখে রোদন, সুখে নাচ।

ভাগবতে আছে, তুরীয়ে মন গেলে বিষয় ও বাসনা নাশ হয়। বিষয় ও বাসনা থাকতে কিছুতেই শরণাগতি লাভ হয় না। শরণাগতি হলে, এইরূপ হয়; রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

আর ভুলালে ভুলবো না
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলবো না দুলবো না
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলবো না।
সুখ দুঃখ সমান ভেবে মনের আগুণ তুলবো না।
ধন লোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুলব না।
আশা বায়ু গ্রস্ত হয়ে মনের কপাট খুলব না।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলবো না।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো না।

বিচার খুব আবশ্যক।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে,
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্ত্তা বলে সবাই বলে,
আবার সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে;
যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী দেবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।

আবার, ধন জন বৃথা আশা বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা।

আবার, স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন
নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ।

বিচার ও বৈরাগ্য হলে তবে শরণাগতি।

হাট করে বসেছি ঘাটে
ওমা শ্রীদুর্গা বলিল পাছে, নায়ে লবে গো
দেশের ভরা ভরে নায় দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা তায় ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথায় পাবে গো?
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দেনা ফিরে চেয়ে
আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো।

আবার বলিয়াছেন—

প্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে আছি বসে।

১৯। কলিতে নারদীয়া ভক্তি।

শাস্ত্রে অনেক কথা আছে কিন্তু জীবনে ফলান বড় শক্ত।

ঠাকুর বলতেন, পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে। পাঁজি নিঙ্‌ড়ুলে এক ফোঁটাও পড়ে না। যদি না ফলে, বেদ বেদান্তের কথাই হউক আর যাই হউক সব মিথ্যা হয়ে যায়। শাস্ত্রে বড় বড় সাধনার কথা আছে কিন্তু করে উঠা সহজ ব্যাপার নহে। ঠাকুর বলতেন, কলিতে নেজা মুড়া বাদ দিয়ে নিতে হয়। তিনি বলতেন, কলিতে লোক সব অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ। এক্ষণে ও সব সাধনা করে উঠ্‌তে পার্‌বে না। সেজন্য একালে নারদীয়া ভক্তি প্রশস্ত উপায়। নারদীয়া ভক্তি অর্থাৎ অবতারে ভালবাসা। কাল ভেদে, দেশ ভেদে, পাত্র ভেদে, বিশেষ বিশেষ অবতার আসেন। যে কালের যে অবতার, সেই অবতারের আশ্রয় লইতে হয়। তিনি বলিতেন, 'বাদসাহি মোহর আর কোম্পানির আমলে চলে না। এক্ষণে কোম্পানির মোহরই চল্'। এজন্য বর্ত্তমান কালের অবতারের মতই চল্‌বে। তাই ফল্‌বে, আর সব

কর্‌বে না। কালের ইঙ্গিত যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝতে পারে। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন, 'ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জ্জুনের সংশয় নাশ হয়ে গেল। ভগবান দুর্য্যোধনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, আমি এত বড় রাজা, এত বুদ্ধিমান; এই গয়লার ছেলেটাকে মানব। আমায় ভেল্কি দেখিয়ে ঠকাচ্ছে। দুর্য্যোধন মানলে না, নাশ হয়ে গেল। কাল মানুষের গড়া নয়। মানুষ ইচ্ছা করিলেও কালের প্রভাব নাশ করিতে পারে না। যে মহাশক্তি এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, তিনি সব আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন'। যারা কাযের লোক, তারা নানাটা ধরে না একটা ধরে থাকে। তাতে যা হয়। যারা আহাম্মক তারাই নানাটা ধরে। ভগবান বলিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাংনমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

আমাতে চিত্ত দাও, আমাকে ভজ, আমাকে যজ, আমাকে নমস্কার কর। আমি তোমাকে টেনে নেব। ইহা ঠিক জান্‌বে। অর্জ্জুন তোমাকে ভালবাসি, তাই এই রহস্য বলিলাম।

নিত্যানন্দ বলতেন,—

ভজগৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

কালী নামের গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়ে।
শুনরে শমন তোরে কই।

আমি ত আটাশে নই,
তোর কথা কেন শুনব রে।
ছেলের হাতের মোয়া নয়
যে খাবে ভুলুকো দিয়ে।
কটু বলবি সাজাই পাবি
মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, শ্যামা গুণ গেয়ে
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে।

২০। সিদ্ধান্ত।

বিচারজ জ্ঞানের নাম সিদ্ধান্ত। বিচারজ অর্থাৎ পাঁচটা দেখে শুনে যে খাঁটী জ্ঞান হয় তাকে সিদ্ধান্ত বলে। অদ্ভুতানন্দ স্বামী বলতেন, 'যার পাকা সিদ্ধান্ত এসে গেল, তারই হয়ে গেল'। চৈতন্যদেবের ভাগবত শুনে পাকা সিদ্ধান্ত এল ভগবান চাইই; রামপ্রসাদের সিদ্ধান্ত এসে গেল 'মাকে চাইই'।

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ
ভাল মতে তাই জানাব
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন
যা হবার তাই ঘটাইব।
তখন বৈরাগ্য আপনি এসে যাবে।

নমস্তৎকর্মেভ্যো বলে চলে যাব যথা তথা।

ঠাকুর বলতেন, মেদাটে ভক্তির কাজ নয়। রোক চাই।

যে জন হয় শক্ত, সে ত্রিকাল মুক্ত,
জোর জবরে।

ভয় পেলে চলবে কেন?

ভয় পায় ভূতে মারে আসনে তিষ্টিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।
যে জন সাধক বটে তার কি আপদ ঘটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল॥

যারাই প্রথমে ভয় দেখায়, তারাই তুষ্ট হয়ে যায়।

মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর করাল বদনী জোর
তুই জয়ী ইহ পরকাল।
কবি রামপ্রসাদ দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে বসে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ করে ঢাল।

যার সিদ্ধান্ত এসে যায় সে আর ঘুরে বেড়ায় না। এক জায়গায় বসে যায়।

শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী, অদ্ভুতানন্দ স্বামীকে বলেছিলেন, 'আমি চার ধাম করে কিছু পাই নি। শেষকালে এই দুর্গা বাড়িতে এসে ভাবলুম, এইখানে পড়ে পড়ে ডাকি, এতে যা হয়।' ঠাকুর বলেছিলেন, 'শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীর চার আনা আনন্দ লাভ হয়েছিল।'

রামপ্রসাদ বলেছেন,—

নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।

আবার বলেছেন,—

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে
কালীপাদ পদ্ম সুধা ত্যজে
কূপে পড়ে অপান খাবে।
ভব জরা পাপ রোগ,
নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে অরে কাশী সর্ব্বনাশী,
ত্রিবেনী স্নানে রোগ বাড়াবে।
কালী নামে মহৌষধি,
ভক্তি ভাবে পাণ বিধি,
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত
সেকায় হবে আশু মুক্ত।
ও রে সকলি সম্ভবে তাঁতে
পরমাত্মায় মিশাইবে।
প্রসাদ বলে মন ভায়া
ছাড়ি কল্পতরু ছায়া
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে
মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে ?

সিদ্ধান্তসার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন।

১। কর্ম্মে ঔদাসীন্য অনুচিত।

অনেকের ধারণা যে বেদান্ত আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন যে, জগৎ মিথ্যা। এটি ভুল ধারণা। যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জগৎ মিথ্যা, অপরের পক্ষে নহে। মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা নাই।

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বৎ এব ইদং প্রমাণং তু আ নিশ্চয়াৎ॥

দেহাত্মজ্ঞান ভ্রম হইলেও যেরূপ বৈদিক ব্যবহারের অঙ্গ, লৌকিক জ্ঞানও সেইরূপ আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রমান বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সত্য বলিয়া গণ্য। আত্মার বিষয় পড়িলে বা শুনিলে আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় না। আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মজ্ঞ বলা যায়। অতএব জাগতিক ব্যবহারে শিথিল হওয়া উচিত নহে। পরন্তু ব্যবহারই জ্ঞানের হেতু বা সাধন। গুরু ও শাস্ত্ররূপ দ্বৈত ছাড়া অদ্বৈত জ্ঞান হয় না। আচার্য্যগণের মতে

"কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততঃ জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে"

জ্ঞান পাপক্ষয় হইলে হয়, কর্ম্ম দ্বারা। "কষায়" কুসংস্কার "পক্ব"

ক্ষীণ হয়। পাপক্ষয় কর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব সাধারণ পক্ষে কর্ম্মে ঔদাসীন্য না হইয়া কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। সাধারণ লোক কর্ম্ম করিবেই, ভগবানের মতে মুক্ত পুরুষেরও কর্ম্ম করা উচিত,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

মূর্খ যেরূপ ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করে, বিদ্বান্ সেইরূপ ভোগে অনাসক্ত হইয়া লোকরক্ষাচিকীর্ষু হইয়া কর্ম্ম করিবে।

২। জগদ্ধাত্রীর কর্ম্মে শক্তি নিয়োগ।

জীবের ভুক্তি-মুক্তির জন্য মহামায়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিতিকালে তিনি এই জগৎ পালন করিতেছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ আত্ম-সাক্ষাৎকারের পর জগদ্ধাত্রীর সেই পালনকার্য্যে নিজশক্তি অর্থাৎ স্বকীয় স্থূল-দেহের শক্তি নিয়োজিত করেন। মহামায়া যেমন জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য সতত ব্যস্ত—

সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।

জীবন্মুক্ত পুরুষও সেইরূপ নিজশক্তি অনুযায়ী ব্যস্ত হয়েন। জগজ্জননীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও কল্যাণ-কামনায় পূর্ণ হয়। মহামায়ার যেরূপ জীবের কল্যাণে নিজের স্বার্থ নাই, সেইরূপ তিনিও নিঃস্বার্থভাবে জীবের কল্যাণ কামনা করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজ দেহে অভিমান নাই, অতএব তাঁহার কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ভগবানের দর্শন হ'লে মায়া থাকে না, দয়া থাকে।" জীবন্মুক্ত পুরুষের হৃদয় বিশাল হইয়া যায়। তাহাতে অপার দয়া আইসে। তখন দুই একটি নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রিয়জনের প্রতি কেবল ভালবাসা থাকে না, সমগ্র দেশবাসীর উপর,—সমগ্র পৃথিবীর উপর—সমগ্র

ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উপর ভালবাসা পড়ে। সে ভালবাসার ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নাই। সে ভালবাসা দেশকাল ভেদ করিয়া যায়। সে ভালবাসা অতীত আত্মাগণের উপর পড়ে। কিসে জীবের কল্যাণ হইবে, এই জন্ত তাঁহার হৃদয় ছট্‌ফট্ করে জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজস্ব কিছুই থাকে না দেহের শক্তি—মস্তিষ্কের শক্তি—হৃদয়ের শক্তি তিনি জগদ্ধাত্রীর পালন-কার্য্যে নিবেদন করেন। তাঁহার বেশ বোধ হয়, জগৎ জগদ্ধাত্রীর, জীব তাঁহার সন্তান, তিনি নিজ সন্তানগণকে লালন করিতেছেন।

৩। জগদ্ধাত্রীর পূজা কি।

জগজ্জননীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়।

অমায়মনহঙ্কার অরাগমমদন্তথা
অমোহকমদন্তঞ্চ অদ্বেষমক্ষোভন্তথা
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রোষশূন্যতা, মদহীনতা, দম্ভশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরাহিত্য, মাৎসর্য্যহীনতা, নির্ল্লোভিতা,—এই দশটি পুষ্প মা'র শ্রীপাদপদ্মে দিতে হয়।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্॥

তাহার পর পরম পুষ্প অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চপুষ্প নিবেদন করিতে হয়।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য উপহার দিতে হয়।

গন্ধং দত্তাদ্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দত্তাৎ বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদেৎ পরমাত্মনে॥

গন্ধ পৃথ্বীতত্ত্ব, পুষ্প আকাশতত্ত্ব, ধূপ বায়ুতত্ত্ব, দীপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্য তোয়তত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিতে হয়। আর বিঘ্নকারক কাম-ক্রোধের বলি দিতে হয়।

"কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ॥"

কাম, ক্রোধ দুইটি সকল সৎকার্য্যের বিঘ্ন সম্পাদন করে, সেই জন্য এই দুইটিকে প্রথমে বলি দিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্।"

সাধনমার্গে এই মহাপাপকে বৈরী বলিয়া জানিবে।

পঞ্চোপচারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এইগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আরম্ভক। অর্থাৎ মহামায়ার পাদপদ্মে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ নিবেদন করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেজঃ ক্ষমা, ধৃতিঃ শৌচং, অদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নাতিমানিতা, এইগুলি দৈবী সম্পদ্।

পূর্ব্বোক্ত দশটি পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এইগুলি দৈবী সম্পদ্। ভগবদ্গীতাতে দৈবী সম্পদ্ বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

পাঁচটি পরম পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এগুলি মোক্ষসাধক।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চতত্ত্বও উপহার দিতে হয়। পঞ্চতত্ত্বগুলি পঞ্চভূতের অনুকরমাত্র।

"আদ্যং তত্ত্বং বিদ্ধি তেজঃ দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
আপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবী শিবে।
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়ৎ বিদ্ধি বরাননে॥"

আদ্যতত্ত্ব অর্থাৎ তেজকে মদ্য বলিয়া জানিবে, দ্বিতীয়তত্ত্ব পবনকে মাংস বলিয়া জানিবে, তৃতীয়তত্ত্ব জলকে মৎস্য বলিয়া জানিবে, চতুর্থতত্ত্ব পৃথিবীকে মুদ্রা বলিয়া জানিবে, আর পঞ্চমতত্ত্ব আকাশকে মৈথুন বলিয়া জানিবে।

সিদ্ধপুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বা দৈবী সম্পদ্‌গুলি নিজের কোন প্রয়োজনে লাগে না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"আমি ভবের হাটে, দেহ বেচে দুর্গানাম এনেছি কিনে।"

তিনি এইগুলি মা'র শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন ও বলেন, "মা, এগুলি তোমার; এগুলি তোমার কাযে লাগিয়ে দাও। তুমি জীবের ভুক্তি-মুক্তির জন্য এই বিশ্ব রচনা করিয়াছ, তোমার পালন কাযে এগুলি লাগিয়ে দাও।" তিনি নিজের ভোগ, মোক্ষও মা'র শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "মা এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" অজ্ঞান অর্থাৎ ভোগ, জ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষ; অর্থাৎ এই নাও তোমার ভোগ, এই নাও তোমার মোক্ষ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

৪। নির্ব্বাণমুক্তি তুচ্ছ হইয়া যায়।

তখন তিনি বিশ্ব এক নূতন দৃষ্টিতে দেখেন। সংসার অবস্থায় যে বিশ্ব অতি দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণাময় বোধ হইত, সেই বিশ্বে আর নিজের সুখ-দুঃখ খুঁজিয়া পায়েন না। তখন "সর্ব্বাঃ সুখময়াঃ দিশঃ" তাঁহার সকল দিক্ সুখময় হইয়া উঠে; এই বিশ্ব লীলাময়ের লীলাক্ষেত্র, কৃপাময়ীর

ক্রীড়নক দেখেন। "কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়" তখন তিনি স্বেচ্ছায় মা'র চরণাশ্রিত দাস হইয়া যায়েন। শ্রীহনুমান্ যেমন শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সহায়, সেইরূপ তিনি জগদ্ধাত্রীর দাসানুদাস হইয়া যায়েন। তখন তাঁহার নিজের নির্ব্বাণমুক্তি বা ভূমানন্দ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তিনি শিবলোক বা বিষ্ণুলোকের সুখভোগ প্রার্থনা করেন না। সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সব ভাসিয়া যায়। মর্ত্ত্যে হউক, স্বর্গে হউক, আর রসাতলে হউক, যেখানে মা রাখেন, সেইস্থানে থাকিয়া জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্ম তিনি সাহায্য করেন।

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥"

দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বের ঈশ—বিশ্বের আত্মা প্রীত হয়েন, কারণ, বিশ্ব তাঁহার আশ্রিত।

৫। মুক্তপুরুষের কর্ম্ম।

সংসার ও মুমুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য,ভোগ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। মুক্তাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কারণ, যাহা পাইবার, সে তো লাভ হইয়া গিয়াছে।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ কিছু তো হইতে পারে না।

মুক্তাবস্থার কর্ম্ম শুধু জীবের প্রতি করুণা-প্রণোদিত হইয়া করা। অনেকের ধারণা, মুক্তপুরুষ কেবল ঈশ্বরের নামে কাঁদিবে, নহে দিনরাত্র ঘরে খিল দিয়া বা পাহাড়ে কি জঙ্গলে ধ্যান করিবে। ঈশ্বরের নামে কান্না ধ্যান, সে ত অনেক হইয়া গিয়াছে। ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতার বৃদ্ধিই মুক্তপুরুষের ঠিক ঠিক অবস্থা নহে। জগন্মাতার কার্য্যে দেহ মন বুদ্ধি প্রযুক্ত করা

আরও উচ্চ আদর্শ। মনে করিলেই দেহ মন বুদ্ধি মা'র কাযে লাগাইয়া দেওয়া যায় না

পবিত্র জিনিষ ছাড়া মা'র কাযে লাগে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,— "দাগী ফলে মা'র পূজা হয় না।" নিত্যপূজাতে দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণকেও আগে নানা পবিত্র দেব-দেবীকে নিজ 'অঙ্গে' করিয়া অর্থাৎ নিজেকে সাময়িক সেই সব দেব-দেবীর ন্যায় অতি পবিত্র ভাবিয়া তবে পূজা-কর্ম্মের উপযোগী হইতে হয়। মুক্তপুরুষের দেহ পবিত্র, মন পবিত্র, বুদ্ধি পবিত্র।

অনেক সাধ্যসাধনা কষ্ট করিয়া এমন পবিত্র জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে। সেই জিনিষটাকে নির্ব্বাণ অর্থাৎ ক্ষয় করিয়া লাভ কি? সেই জিনিষটা যদি জীবের উপকারে লাগে, তদপেক্ষা মঙ্গল আর কি আছে? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "যারা নির্ব্বাণ চায়, তারা হীনবুদ্ধি।" রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

৬। কর্ম্ম কি?

যেটি ভোগ-মোক্ষের সাধক, সেটি কর্ম্ম। ভোগ-মোক্ষ স্বকীয় ও পরকীয়। স্বকীয় ভোগ-মোক্ষ তো হইয়া গিয়াছে, অতএব মুক্তপুরুষের ভোগ মোক্ষ মানে পরকীয় ভোগ-মোক্ষ। জীব নানা। জীবের বুদ্ধি নানা। অতএব জীবের ভোগবুদ্ধি নানা। আমার যেটিতে দরকার নাই, অপরের সেটিতে দরকার আছে, দেখি। আমার যেটি ভাল না লাগে, অপরের সেটি ভাল লাগে, দেখি। মুক্তপুরুষের নিজের দরকার বা ভাল লাগালাগি নাই। তাঁহার কর্ম্ম পরের জন্য, সে জন্য জগতে যাহা কিছু

হইতেছে,কোনটাই অচ্ছিন্ন করিতে পারেন না। তাঁহার ব্রত-জীবমাত্রকেই ভোগ-মোক্ষের দিকে সাহায্য করা। সে জন্য সংসারে যাবতীয় ব্যবহারে মুক্তপুরুষের সাহায্য করেন।

ব্যবহার নানাপ্রকার। সমাজ, পরিবার, অর্থ, রাজনীতি, শাসন, বিচার, স্বাস্থ্য, পূর্ত্ত, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি। এগুলি ভুক্তির জন্য প্রয়োজন। মুক্তপুরুষকে এ সমস্ত ব্যবহার বুঝিতে হয় ও সাহায্য করিতে হয়। সেইরূপ পারলৌকিক ভোগ ও মোক্ষ ব্যবহারেও সাহায্য করিতে হয়।

মন্বাদি মুক্তপুরুষগণের অনুশাসন-দৃষ্টে বুঝা যায়, তাঁহাদের প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখী। আচার্য্যগণের উপদেশ দেখিলেই বুঝা যায়, তাঁহাদের বুদ্ধি একদেশী নয়, সংসার, ঈশ্বর, সববিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, জীবের ভোগ-মোক্ষের উপর। শুধু ভোগ উপদেশ দেন নাই। শুধু মোক্ষ উপদেশও দেন নাই। এক জীবনে ভোগ মোক্ষ দুই-ই লাভ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু জীবের মেয়াদ ত আর ৫০ কি ৬০ কি ৭০ বৎসর নহে। জীব মোক্ষান্তস্থায়ী। জীব অনন্তকালস্থায়ী জগৎও অনন্তকালস্থায়ী। মুক্তপুরুষের সম্মুখে অনন্তকালটা পড়িয়া রহিয়াছে সে জন্য তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। তিনি পতিত দেখিলেই হস্তধারণ করেন ও তুলিতে সাহায্য করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্তিকে—জাতিকে—দেশকে পৃথিবীকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করেন। কারণ ইহাই তাঁহার ব্রত। ইহাই মহামায়ার আদেশ।

৭। পরহিত বড় কঠিন।

এইরূপ পতিত উদ্ধার করিতে তাঁহাকে নির্ভীক হইতে হয়। যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, সে নির্ভীক হইতে পারে না। পূর্ণনির্ভীকতা

মুক্তপুরুষ ছাড়া হইতে পারে না। সময় সময় নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েন না। কারণ, তিনি অশরীর, এ জ্ঞান তাঁহার কোনকালে লোপ হয় না। বিশেষতঃ,—

"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

মুক্তাবস্থায় গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না। আর "দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্", দুঃখ সংস্পর্শমাত্রই সে দুঃখের বিয়োগ হয়। লোকনিন্দা বা লোকমান্য তাঁহার তেজ হ্রাস করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, লোকনিন্দা সারমেয়চীৎকার। আর, তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্ম যথাযথ করিতে হয়। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইবার উপায় নাই। তিনি বুঝেন, মহামায়া তাঁহার কর্ম্মের পরিদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিতে আছে,—

"ভয়াৎ সূর্য্যঃ"।

সূর্য্য, বায়ু, বরুণ মহামায়ার চাবুকের ভয় করেন। সংসারী লোক ভাল কায করিলেও নিরহঙ্কার হইয়া করিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,—এই মনে কর্‌ছে নিরহঙ্কার হয়ে কর্‌ছি, অমনি অহঙ্কার এসে পড়্‌লো।" ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে তবে অহঙ্কার যায়, সে জন্য মুক্তপুরুষ নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করা জীবন্মুক্ত পুরুষ ছাড়া অপরের দ্বারা হইতে পারে না। অপরের সেরূপ কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই; কারণ, সে শক্তি কোথায়? মনে করিলেই শক্তি হয় না। কর্ম্ম জিনিষটা দেহ-মন-বুদ্ধি সাপেক্ষ; মুক্তপুরুষের দেহ পবিত্র, তাঁহার হৃদয় বিশাল, তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পায়। এ সব সাধারণে সুলভ নহে। অতএব মুক্তপুরুষের কর্ম্ম এক রকম আর সাধারণ পুরুষের কর্ম্ম অন্য রকম হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—

"তিনপুরুষ পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এইটে ভেবে তবে একটা কায কর্‌তে হয়।"

৮। একঘেয়ে ভাব।

সাধক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, যার কর্ম্মের দিকে ঝোঁক, তাহার ভক্তি বা জ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকে না; সে বলিবে, জ্ঞান ও ভক্তি, ও কিছু নহে। যাহার ভক্তির দিকে ঝোঁক, সে কর্ম্মে শিথিল হয় ও জ্ঞানাভ্যাসে উদাসীন হয়। যাহার জ্ঞানের দিকে ঝোঁক, সে বলিবে, কর্ম্ম ভক্তি কিছু নহে, বিচারই আসল। সিদ্ধপুরুষের এই তিনটিই সমান ভাবে প্রবল হয়। যেমন তাঁহার ভক্তি, তেমনই তাঁহার জীবের কল্যাণ-কামনায় শক্তিপ্রয়োগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর একঘেয়ে ভাব দেখতে পার্‌তেন না।" সিদ্ধপুরুষে এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী না হইয়া বেশ মানাইয়া যায়। সিদ্ধপুরুষের ব্যবহারও কখন একঘেয়ে নহে। তাঁহার মাথা সব দিকে খেলে। কাকের একটি তারা উভয় চক্ষুতে যাতায়াত করে, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষের বুদ্ধি সর্ব্ব-বিষয়ে যাতায়তে করিতে পারে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ব্রহ্ম-ছাতের সিঁড়ি। সিদ্ধপুরুষের এই সব সিঁড়ি খুব সড়গড় হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলেই ছাতে উঠেন ও নীচে নামেন।

৯। উপদেশ ও জীবন।

পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন,—"ঠাকুরের উপদেশ শুন, আর বিবেকানের জীবন দেখ, তা' হ'লে কল্যাণ হবে।" পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীকে আদর করিয়া তিনি 'বিবেকান' বলিতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুকরণ সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, যাঁহার বিনা সাধনে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়, তাঁহাকে সাধারণে কি করিয়া অনুকরণ

করিবে ? মা সরস্বতী যাঁহার জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দেন, সাধারণে তাঁহারকি অনুকরণ করিবে ? কাঞ্চন যাঁহার অঙ্গে লাগিলে সেই অঙ্গটা বাঁকিয়া যাইত, সাধারণে তাঁহার কি অনুকরণ করিবে ? কামিনীস্পর্শ হইলে শত বৃশ্চিকের জ্বালা যাঁহার অনুভব হয়, তাঁহার অনুকরণ কিরূপেকরা যাইবে ? ভগবানের নাম শুনিবামাত্র যাঁহার প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহার কি অনুকরণ করিবে ? পূজ্যপাদ স্বামীজী প্রথম জীবনে সাধারণের মত প্রতিপালিত। স্কুল-কলেজে গিয়াছেন, পাঠাভ্যাস করিয়াছেন, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, শাস্ত্র অনেক পড়িয়াছেন। তাহার পর তিনি সঙ্গ ও সাধনা করিয়াছেন, তবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব স্বামীজীর জীবন অনুকরণ সম্ভবপর না হইলেও স্বামীজীর জীবন হইতে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঠাকুরের উপদেশ স্বামীজীর জীবন-গঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। উপদেশ হাজার হাজার আছে, শ্রুতি স্মৃতি বস্তা বস্তা আছে, কিন্তু জীবন অতি অল্প। কারণ, উপদেশ যদি জীবনে ফলে, তবেই উপদেশ সার্থক হয়। ঠাকুর বলিতেন, "পাঁজিতে বিশ আড়া জল লিখা আছে, কিন্তু পাঁজি নিংড়ুলে এক ফোঁটাও পড়ে না।" সেইরূপ জীবনে না ফলাইলে উপদেশের মানেই হয় না। অনেকের ধারণা, জ্ঞানী হইলেই কেবল বিচার করিবে,—"জগৎ ত্রিকালমে নেই হায়" আর হিমালয়ের গহ্বরে পড়িয়া থাকিবে। ভক্ত হইলেই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। শ্রীঠাকুরের উপদেশের মর্ম্ম এরূপ ভক্তের হৃদয়োদ্যানে নানা কুসুম ফুটিয়া থাকে সত্য এবং তিনি সেই সৌগন্ধে বিভোর থাকেন বটে, কিন্তু ঐরূপ উদ্যান, আলোক প্রবেশ না করা হেতু অন্ধকারময়। আর ঐরূপ জ্ঞানী চণ্ডভাস্করের দীপ্তিতে আলোকিত বটে, কিন্তু তাঁহার

হৃদয় মরুভূমি। শুধু জ্ঞানসাধন করিলে শুষ্ক তার্কিক হয়। ঠাকুর ঠাট্টা করিতেন,—

"প্রভু তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুতিলা।
ভক্তজন বলে প্রভুর এও এক লীলা।"

ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়, আর জ্ঞান-বিচার করিতে করিতে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব হৃদয় মস্তিষ্ক দুইটিরই ব্যায়াম দরকার। প্রভাতকিরণোজ্জ্বল সদ্যোবিকসিত কুসুমোদ্যানের মত জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ হওয়া চাই। তিনি উদাহরণ দিতেন,—"ঘিয়ে ভেজে রসে ফেল্‌তে হবে, তা হ'লে স্বাদ ভাল হয়।" স্বামীজীতে এইটি ফলিয়াছিল, সেই জন্য স্বামীজী সাধারণ জ্ঞানী বা ভক্ত নহেন, কিন্তু তিনি জ্ঞান ও ভক্তি দুইটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা দেখি, এরূপ জ্ঞানী বা ভক্ত একেবারে কাযের বার। এ জন্য ঠাকুর কর্ম্মের উপর খুব ঝোঁক দিতে বলিতেন। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে বেহুঁস বলিয়া গালাগালি দিতেন। লৌকিক জিনিষ লাভ করিতে হইলে লৌকিক উপায় অবলম্বনই প্রশস্ত। কর্ম্মশক্তির হ্রাসহেতু লৌকিক উপায়ে আস্থাশূন্য হইয়া অলৌকিক উপায়ে বেশী আস্থাপর হয়। দুই এক ক্ষেত্রে কাকতালীয়বৎ কিছু লাভ হইলেও জানা উচিত, এটি সর্ব্বদা হয় না। সংসারের ইহা নিয়ম নহে। বাস্তবরাজ্য ছাড়িয়া কেবল ভাবরাজ্যে বা স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়। বেহুঁস ভাবটা গৌরবের জিনিষ নহে। এটা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, এটা রোগ। অনেকে ঐ বেহুঁস ভাবটার খুব বাহাদুরী করেন। ভক্তই হউন আর জ্ঞানীই হউন, সকলকেই এই জগতে বিচরণ করিতে হয়। অনেক সময় বেহুঁস ভাবটার দরুণ বা খেয়াল বশতঃ সময়োচিত বা

পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া বা পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া বা নিজ সামর্থ্য না পর্য্যালোচনা করিয়া একটা কিছু করিয়া বসা ঠিক নহে। অতএব কর্ম্মশক্তির হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কর্ম্মশক্তি শুধু দেহের শক্তি নহে, মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের কর্ম্মশক্তি আছে। সে জন্য মস্তিষ্কের শুধু জ্ঞানশক্তি বা হৃদয়ের ভাব শক্তির উদ্বোধন করিলেই যথেষ্ট হইল না। দেহের, হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের কর্ম্মশক্তি উদ্বোধন করা উচিত। এইটি না করিলে মানুষ হয় ভাবপ্রধান, নহে ত জ্ঞানপ্রধান হয়। কিন্তু জ্ঞানের ও ভাবের শক্তি উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশক্তিরও উদ্বোধন করিলে মানুষ সম্পূর্ণ হয়; তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়। স্বামীজীতে মস্তিষ্কের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি ও কর্ম্মের শক্তি কয়টিই উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। সে জন্য তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধারণ মানুষের মত বেড়াইতে পারিতেন। ঠাকুর বলিতেন,—"ঈশ্বর দর্শন হ'লে আর ছুটো হাত বেরোয় না, যে মানুষ সেই মানুষই থাকে।" স্বামীজী কখন একটা বিশেষ খেয়াল ধরেন নাই। শাস্ত্রে আছে, সিদ্ধপুরুষ হয় জড়ের মত, কি উন্মত্তের মত থাকেন। আবার দেখাও যায়, সিদ্ধপুরুষ হয় ত নদাতীরে, কি শ্মশানে, কি জঙ্গলে নগ্নাবস্থায় বসিয়া আছেন। কিন্তু ঠাকুরের উপদেশ অন্তবিধ। যখন স্বামীজী সিদ্ধিলাভ করিলেন, ঠাকুর বলিলেন,—"অমৃতের আস্বাদ পাইলে, এ তোলা রহিল এখন মায়ের কায কর।" অর্থাৎ জগন্মাতার দাস হও। সিদ্ধ হইয়া নিজে একান্তে বসিয়া অমৃতস্বাদ, উচ্চ আদর্শ নহে। ঠাকুর বলিতেন,—"নিজের ঘর তৈয়ার হইয়া গেলে ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয়, অপরের কাযে লাগবে ব'লে।" স্বামীজী ইহার সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্ত তাঁহার শিষ্য-সেবকদের সাবধান করিতেন,—"ওরে, একটা আখড়া কোরে ভিখিরী হস্ নি" বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সাধু-ভক্ত ভিক্ষা

করিয়া আনিয়া নিজের ডেরায় অলসভাবে দিনযাপন করেন। তিনি বলিতেন,—"তোরা রোজগার করবিনা সত্য, কিন্তু গৃহস্থের একগুণ লইয়া তার লক্ষগুণ নানা রকমে দিবি। তোরা ধনী ও তোরা দাতা হ'।" পবিত্র দেহ-মন-বুদ্ধি অপেক্ষা ধন আর নাই। সেই ধন দান অপেক্ষা দান আর নাই। সংসারী লোকে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট কি চৈতন্যদেবকে আর কয়টা টাকার চাল-ডাল খাওয়াইছিল? কিন্তু তাঁহারা যে জীবন দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোটি কোটি নর-নারী বহু শতাব্দী ধরিয়া খাইয়াও ফুরাইতে পারিতেছে না। অতএব এই সব মহাপুরুষ ভিখারী নহেন। তাঁহারা মহাধনী—মহাদাতা। সতীর চিন্ময় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা পীঠে দিয়াছিলেন, কেন না অত যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবের কল্যাণ হইবে।

১০। নিষ্কাম-কর্ম্ম, বিজ্ঞান, অহৈতুকী ভক্তি।

অনেকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বিজ্ঞান, অহৈতুকী ভক্তি শব্দ মুখে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এগুলি যে সিদ্ধপুরুষ ছাড়া অপরের সম্ভব নহে, এ ধারণা অতি অল্প লোকের আছে। জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরকে বলেন,—"মশাই, আমাদের জনক রাজার মত।" তিনি বলিলেন,—"তোমরা কিছু কর, তবে ত জনক রাজা হইবে। জনক হেঁটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করেছিল কত দিন, তবে জনক রাজা হয়েছিল।"

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর তবে নিষ্কাম-কর্ম্ম করা চলে ভগবান বলিয়াছেন,—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥"

ভোগে আসক্তিশূন্য, জ্ঞানে যাঁহার চিত্ত অবস্থিত, এইরূপ মুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের দাস হয়েন, তিনিই পরমেশ্বরের পরিতোষের জন্য কর্ম্ম

করেন। অতএব নিষ্কাম-কর্মের অধিকারী মুক্তপুরুষ ছাড়া অপরে হইতে পারে না।

বিজ্ঞানও মুক্তপুরুষ ছাড়া সম্ভব নহে। মুমুক্ষুর জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান; মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপরোক্ষ বা বিজ্ঞান। মুক্তপুরুষ সব জিনিষে ব্রহ্মদর্শন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—"ঠাকুর সকলকে আগে প্রণাম করিতেন, এমন কি বেশ্যাদেরও প্রণাম করিতেন।" কারণ তিনি সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করিতেন। ইহার নাম বিজ্ঞান। উপনিষদে আছে—

"ত্বং পুমান্ ত্বং স্ত্রী ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণেন দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোঽসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ লাঠিভরে চলিতেছ, তুমি নানারূপ হইয়াছ।

"ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মৈ মে কিতবাঃ উত।"

দাস ব্রহ্ম, ধীবর ব্রহ্ম, আর এই সব ছলকারী, ইহারাও ব্রহ্ম।

সাধারণে এগুলি পড়ে, বিজ্ঞানে এগুলি ঠিক্ ঠিক্ দেখা যায়।

অহৈতুকী ভক্তিও মুক্তপুরুষ ছাড়া হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে,—

"যং সর্ব্বে দেবাঃ নমন্তি মুমুক্ষবঃ ব্রহ্মবাদিনশ্চ।"

ভক্তগণ যাঁহাকে ভজনা করেন, মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে ভজনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে মুক্তপুরুষগণ ভজনা করেন।

স্মৃতিতে আছে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে।
কুর্ব্বন্তি অহৈতুকীং ভক্তিম্॥"

আত্মারাম গ্রন্থিহীন মুনিরাও ভগবানের উপর অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

যিনি "ব্রহ্ম" হইয়াছেন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষ সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত থাকেন, শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সম। তিনিই আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম, বিজ্ঞান বা অহৈতুকী ভক্তি সাধারণের সুলভ নহে। ইহার অধিকারী ভীষ্ম বশিষ্ঠাদি আধিকারিক পুরুষগণ; ইহার অধিকারী নারদ শুকাদি পরম ঋষিগণ। অহৈতুকী ভক্তির নিদর্শন ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হি একান্তিনঃ মম।
বাঞ্ছন্তি অপি ময়া দত্তং কৈবল্যম্ অপুনর্ভবম্॥"

সাধু, ধীর, মন্নিষ্ঠ ভক্ত, তাহাকে মুক্তি দিলেও সে লয় না, অন্য কিছু বাঞ্ছা করিবে কেন? ঠাকুর গাহিতেন—"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।"

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

"নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্! প্রপন্নং অনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাৎ অনপায়িনী॥"

হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমার শরণাগত। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে অচলা অহৈতুকী ভক্তি হয়।

শাস্ত্রে আছে,—ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের উপর।

১১। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পর ধর্ম্মজীবনের সুরু।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—"নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তবে ধর্ম্মজীবনের সুরু হয়।" শাস্ত্রে বলে, "মুমুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী আর তাঁহার প্রয়োজন মুক্তি।" আর এই ধর্ম্মের অধিকারী মুক্তপুরুষ; প্রয়োজন জগজ্জননীর দাসত্ব। মুক্তি অর্থাৎ ভূমানন্দ নিজে ভোগ করা। আর জগদ্ধাত্রীর দাসত্বে আত্মবলিদান দিয়া সকল জীবের কল্যাণ করা। এইরূপ মুক্তপুরুষ যে অবস্থায় থাকুন না কেন, একটি জিনিষে তাঁহার লক্ষ্য থাকে; সেটি—

"চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্।"

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁহার ধ্রুবতারা। সেই শ্রীচরণ পবিত্র, ভূঃ ভুবঃ স্বর্ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, আর সনাতন।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

"অথাতঃ তে আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্।"

তোমার আনন্দপরিপূরক পদাম্বুজ হংসগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,
তত্ত্বমসির উপর আমার মহেশ-মহিষী।"

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"আগে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার পর ভগবদ্ভক্তি।"

"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ উপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥"

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ বিচার দ্বারা সব 'ব্রহ্মাত্মক' এই যে দেখে, সেই নিঃসংশয় হয়, তখন তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার পর ভগবানলাভ।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যম্ অনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

নশ্বর মানুষ-দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্যস্বরূপ—অমৃতস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, মনীষিদিগের মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য।

ধর্ম্মের এই অত্যুচ্চ আদর্শ ইদানীন্তন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, আর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সেই উচ্চ আদর্শ জীবের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম কোন নূতন পন্থিবিশেষের ধর্ম্ম নহে। ইহা বেদের উপর—পুরাণের উপর—তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য ইহা সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ নর-নারী জীবনে সার্থক করুক। নিজের কল্যাণ ত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশের কল্যাণ হইবে—দশের কল্যাণ হইবে—জগতের কল্যাণ হইবে।

ওঁ তৎ সৎ॥

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৫	তোহার	তোমার
১৩০	৬	কর্ম্ম	শক্তি
২০	৬	একটী	এইটী
২২	১৭	২য়	দ্বিতীয়
২৫	৭	ভ্যথা	ব্যথা
৩০	১৬	দ্রব্যত্ব	দ্রবত্ব
৩১	৬	সমন্ধাভাব	সম্বন্ধাভাব
৩২	৪,৬	ব্যবসায়ত্মক	ব্যবসায়াত্মক
৩৪	১২	"ব্যবসায়ত্মক"	"ব্যবসায়াত্মক
৪৬	৭	অন্তঃকরণ	অন্তঃকরণ
৪৬	২৪	হইতে	হইবে
৪৮	২৩	বিষয়ে অর্থাৎ	অর্থাৎ বিষয়ে
"	"	অস্থিরচিত্ত মূ	অস্থিরচিত্ত
"	"	(২) ঢ়তম	(২) মূঢ়তম,
৬৮	৪	গরব	গবর
৯৫	১৪	আধিবৈদিক	আধিদৈবিক
৯৬	১৫	"	"
১১৮	১১	বন্ধ	ব্রহ্ম
১২০	২৩	আত্ম	আত্মা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৭	৩	এখন	তখন
১৫৫	২	অহদেবতা	অহদে´বতা
১৬০	২১	"সমন্বয়য়াৎ"	"সমন্বয়াৎ"
১৬৮	১৫	হিরণগর্ভ	হিরণ্যগর্ভ
১৭০	৭	মান্নিনস্ত	মাগ্নিমস্ত
১৭৮	১৯	জন্য	অন্য
১৮৫	১০	অন্যোভিচাকশীতি	অন্যোভিচকাশীতি
১৮৫	১১	সথা	সথা
১৮৫	২০	যার	যায়
১৮৭	১২	জন্ত্রে	কন্ত্র
১৯২	১	প্রভাব	প্রভব
২০১	৭	ক্যায়	কায়
২০১	১৯	উহা	উহা স্বর্গ
২৩০	৮	ব্রাহ্মণঃ	ব্রহ্মণঃ
২৫৬	২২	বসুর	বায়ুব
২৭০	১,২,২	ব্রাহৃতি	ব্যাহৃতি
২৭০	৩	তত্ত্বহোম	তত্ত্বহোম
২৭৩	৯,১১	স্তম্ব	স্তম্ভ
২৭৩	২০	পরিব্রাট্	পরিব্রাট্
২৭৭	৭	বিপ্রবিত্তা	বিপ্রচিত্তা
২৮৪	১০	মুকাত্তম্	মুমাকাত্তম্
২৮৪	১১	শাস্ত	শাস্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮৬	১৩	উপর	উপায়
২৮৭	১৪	ধতু	ধাতু
২৯৪	২০	পক্তিঃ	শক্তিঃ
৩০৫	১১	রক্তধারা	রক্তধারা
৩১৪	১	মস্তেক	মস্তে
৩১৪	২	সুনাভায়ু	সুনাভমুধ
৩১৬	২১	অথারিভুয়াৎ	থারিভয়াৎ
৩২১	২	দিশামজলম্	দিশামম্জলম্
৩২৩	১৫	গণাত্মনা	গুণাত্মনা
৩২৫	৪	বিস্মিত	বিস্মৃত
৩২৫	৬	করিতে	করিয়া
৩২৫	১৫	সধর্ম্ম	স্বধর্ম্ম
৩২৫	১৯	স্ত্রীপুরুষের	স্ত্রীলোকের
৩২৬	৫	সংত্যক্ত	সংত্যক্ত
৩২৬	৫	সংবিদং	সংবিদাম্
৩২৬	১৬	কামিনীতে	অন্তকামিনীতে
৩২৬	২০	কমলশ্রী	কমলাশ্রী
৩২:	১১	বলিলেন	ভাবিলেন
৩৩১	৬	অজগ	অজগর
৩৩৪	১	চলেত্তমাৎ	চরেত্তমাৎ
৩৩৫	৭	হৃত্তঃ	হৃত্তঃ
৩৩৬	১৪	ভবেন	ভাবেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩৩	১৮	বত্তাত্ম	বত্তাত্মা
৩৩৬	১৮	কাবক	কারক
৩৩৬	২০	অনীহোহোমিত	অনীহোমিত
৩৩৬	২১	গভীরাত্মা	গভীরাত্মা
৩৩৮	২১	মৎসঙ্গা	সৎসঙ্গা
৩৫১	১৬	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাস
৩৮৪	১৯	ব্রাহ্মণ্যে	ব্রহ্মণ্যে
৩৮৯	১৪	নিষত	নিয়ত
৩৯৬	৬	সৎসঙ্গ বা	সৎসঙ্গ
৩৯৮	১৮	হইয়া	হইয়াছে।
৪০০	১৫	কতকগুলি	কতকগুলির
৪০৭	৬	সংস্কারের	সংসারের
৪০৭	৯	সংসারের	সংস্কারের
৪১২	১৫	ছিত্বা	ছিত্বা
৪১২	১৬	বদ্ধমূলে	বদ্ধমূল
৪২০	৪	কর্ম্মণ্য	কর্ম্মাণ্য
৪২০	৫	হসক্ত	সক্ত
৪২৪	১০	ষিং	বিষং
৪২৫	৫	'অঙ্গে'	অঙ্গে 'ন্যাস'
৪৩০	১	তার্কিক হয়।	তার্কিক হয়। আর শুধু ভক্তি সাধন করিলে বোকা হয়।